এটি ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য পড়া অত্যাবশ্যক

মুহাম্মাদ [স]:

অমুসলিম বিশ্বমনিষীর ১০০১ প্রশংসা ও মূল্যায়ন

ড. মুহাম্মাদ আবুল লেইস

মূল বই

Muhammad (SAW): 1001 Universal Appreciations and Interfaith Understanding and Peace

এর বাংলা অনুবাদ

মুহাম্মাদ (স)

অমুসলিম বিশ্বমনীষীর
১০০১ প্রশংসা ও মূল্যায়ন

ড. মোহাম্মদ আবুল লেইস

....

....

....

....

দারুল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স লিমিটেড

BoiNeed

Click here to join our telegram channel for more pdf

মুহাম্মাদ (স)

অমুসলিম বিশ্বমনীষীর
১০০১ প্রশংসা ও মূল্যায়ন

মূল

ড. মোহাম্মদ আবুল লেইস

অনুবাদ

এ এম এম ইয়াহিয়া

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

সোফে আহমদ

মাহবুব সিরাজী

দারুল হিকমাহ পাবলিকেশন্স লিমিটেড

একমাত্র পরিবেশক

প্রিন্সিপ্যাল পাবলিশার্স লিমিটেড

মুহাম্মাদ (স)

অমুসলিম বিশ্বমনীষীর

১০০১ প্রশংসা ও মুল্যায়ন

ড. মোহাম্মদ আবুল লেইস

ISBN : 978-984-8063-22-4

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২২, শাওয়াল ১৪৪৩ হিজরী, **প্রকাশক:** মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রিন্সিপ্যাল পাবিলিশার্স লিমিটেড, ৫/ডি শহীদ ফারুক সড়ক, পশ্চিম যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, ফোন : +৮৮০২ ৭৫৪১১১৩, ০১৯১৯-০৩১৯১৭, **ই-মেইল:** darulhb @gmail.com. **স্বত্ব:** লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, **বর্ণবিন্যাস:** মেমোরি গ্রাফিক্স, **প্রচ্ছদ:** মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, **মুদ্রণ:** ফোর ফিল্যাস্ প্রিন্টিং হাউজ, ফকিরাপুল, ঢাকা। **বাঁধাই:** অগ্রণী বুক বাঁধাই, সূত্রাপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রাপ্তিস্থান

Peace Builder 152-160 City Road London ECIV-2NX Email : haz_net@hotmail.com	**দারুল হিকমাহ পাবলিকেশন্স লিমিটেড,** ৫/ডি শহীদ ফারুক সড়ক, পশ্চিম যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, বাংলাদেশ। ফোন : +৮৮ ০২ ৭৫৪১১১৩

এ ছাড়া কাটাবন, মগবাজার, বায়তুল মুকাররম মার্কেট, বুক সেলফ বাংলাবাজারসহ দেশের সকল অভিজাত লাইব্রেরি ও অনলাইন বুক শপসমূহে।

www.boibikri.com
www.facebook.com/darulhikmahpublicationsltd
facebook.com/rokomari.com

নির্ধারিত মূল্য

একদাম ৬০০.০০ (ছয়শত) টাকা মাত্র।

Muhammad (SAW): 1001 Universal Appreciations and Interfaith Understanding and Peace. Written by Dr. Mohammaed A. Lais, Published by Principal Publishers Ltd. 5/D, Shahid Faruque Road, West Jatrabari, Dhaka-1204, Bangladesh. Phone: +88027541113, +8801919031917. E-mail: principalbd@ gmail.com.

Fixed Price
BDT 600.00, USD 20.00, EUR 20.00

সকল স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। লেখকের পূর্বানুমতি এবং রিভিউ থেকে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতীত- এই পুস্তক অথবা তার অংশবিশেষের অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও ফটোকপি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমার পছন্দ মুহাম্মাদ- মানব ইতিহাসে তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ পরিমণ্ডলে সর্বোচ্চ সাফল্যের অধিকারী।

-মাইকেল এইচ হার্ট

মুহাম্মদের উপদেশ শুধুমাত্র ইসলামের অনুসারী নয় বরং সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার।

-মহাত্মা গান্ধী।

আমি মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উপর, ইসলামের অনুসারী নন এমন সকল বিশ্ব ব্যক্তিত্বের মতামতের ভিত্তিতে, এই পুস্তক রচনায় তিনি আমাকে অনুপ্রেরণা দান করেছেন।

-গ্রন্থকার

উৎসর্গ

মরহুম সেলিম ইসলাম, জামাতা
আমার প্রপৌত্র ও প্রপুত্রী
নওশীন, রাইয়ান, সুরাইয়া
ও
নাজাহ।

মুহাম্মাদ (স)

অমুসলিম বিশ্বমনীষীর ১০০১ প্রশংসা ও মূল্যায়ন

এই বই কেন পড়া দরকার

মুহাম্মাদ (স)-কে অমুসলিমগণ কী চোখে দেখেন?

মুহাম্মাদ (স)-কে অমুসলিম বিশ্বমনীষীর ১০০১ প্রশংসা,

নবী কারীম (স) কি আন্তঃধর্মীয় সমঝোতা উৎসাহিত করেছেন? নাকি এর বিরোধিতা করেছেন?

অমুসলিমগণকে কি শত্রু ভাবতে শিক্ষা দিয়েছেন?

তাঁর শিক্ষা কি প্রতিশোধপরায়ণতা উৎসাহিত করেছে নাকি ধৈর্য?

কুরআনের শিক্ষা মানুষে মানুষে ঐক্য নাকি বিভেদ?

আসলে ইসলাম মানে কী, সহিংসতা নাকি শান্তি?

ইসলাম কি আসলেই তরবারির অগ্রভাগে বিস্তার লাভ করেছে? নাকি নবী কারীম (স)-এর সরলতা এর প্রসার লাভের কারণ?

নবী মুহাম্মাদ (স) কি ভণ্ড (নাউজুবিল্লাহ) কোনো নবী? নাকি বস্তুতই আল্লাহর বাণী বাহক?

তিনি কি মানবেতিহাসের অভিশপ্ত কোনো ব্যক্তিত? নাকি মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী কোনো মানুষ?

তিনি কি নারীমুক্তির অগ্রদূত, নাকি নারীলোলুপ কোনো মানুষ?

তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ কি যথার্থ, নাকি এ সবই ছিল বিদ্বেষপ্রসূত?

কুরআন পোড়ানোর পরিণাম কী?

এতে কি বিশ্ব শান্তি সুসংহত হয়, নাকি বিশ্বে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে?

জানুন গীর্জাসমূহ, 'ইউনিভার্সিটি অব চ্যাপলেইনসিজ', হিন্দু মন্দির, শিখ গুরুদুয়ারা, বৌদ্ধ মন্দির, ইহুদিগণের উপাসনালয় ইত্যাদি নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কী বলে?

আরও জানুন, ব্রিটিশ এম. পি ও লর্ডগণ, বিদগ্ধ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব নবী মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআন সম্পর্কে কী অভিমত প্রকাশ করেছেন?

ইসলাম ও পশ্চিমাবিশ্বের পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির কারণগুলো অবহিত হোন।

মুহাম্মাদ (স)-এর দৃষ্টান্ত থেকে অনুকরণীয় আচরণ গঠনের জন্য তাঁর শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হোন।

সমগ্র মানবগোষ্ঠী এক পরিবারের সদস্য ।

ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ কিংবা জাতীয়তা ইত্যাদির কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য নয় ।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং কৃষ্টীয় পটভূমি সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধে উৎসাহিত করা ।

নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে শতাব্দীকালের ভ্রান্ত ধারণাগুলো,

যা থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে–

তা জানুন এবং বোঝাপড়ার অগ্রগতি হোক ।

জানুন, ইসলাম সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করে এবং

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একাগ্র ।

অনেক অমুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য উদঘাটন করুন ।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস থেকে অধুনাকালের হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স চার্লস পর্যন্ত, এই ১৪৫০ **বছরের ইতিহাসে, প্রথমবার নবী মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে অমুসলিম বিশ্বমনীষীর** এক হাজার এক **প্রশংসা পড়ুন ।**

কৈফিয়ত

১। বিভিন্ন অনুবাদকের দ্বারা অনুবাদ করাতে গিয়ে অনুবাদের মানেরও তারতম্য হয়েছে ।

২। বিভিন্ন লেখকবৃন্দের নাম বাংলায় লিখতে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ ভুল হয়ে থাকতে পারে । তবে বইয়ের শেষে ইংলিশ রেফারেন্সে যথাযথ নাম পাওয়া যাবে ।

৩। সর্বোপরি সুধি পাঠকদের মূল্যবান মন্তব্য, পরামর্শ Most Welcome.

–Dr. Mohammed A. Lais

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুরুতেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সকল ধর্মীয় সংগঠন ও ব্যক্তিত্ববর্গের সমীপে– যাদের মধ্যে আছেন, আর্চ বিশপ অব ওয়েস্ট মিনিস্টার; ডায়োসিস অব ইউরোপ; পূর্ব লন্ডনের হিন্দু টেম্পল; জলরাম মন্দির; গুরুদুয়ারা সাউথহল; সেন্ট্রাল লন্ডন শিখ টেম্পল, ব্রিটানিয়া হিন্দু টেম্পল ট্রাস্ট; উম্বলডন বুড্ডিস্ট টেম্পল; টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশন; চ্যাপলেইনসিজ অব ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন; কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং এডিনবরা ইউনিভার্সিটি– যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আমার এই গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। অনেক আন্তঃধর্মীয় সংগঠনের কাছেও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের অধ্যাপক জগদীশ গুনডারার নিকট তার উল্লেখযোগ্য সহায়তার জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বইটি প্রকাশনার উপযুক্ত হওয়ার কাল অবধি, গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ডিজাইন, প্রশ্নমালা তৈরি, উত্তরদাতা নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সর্বদাই তাঁর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

জনাব ফরিদ পান্‌জওয়ালী লেকচারার ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, লন্ডন এর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ– যিনি এই পুস্তকে উপদেশ দিয়েছেন। আমার গবেষণা কাজে তাঁর চমৎকার সহায়তার জন্য প্রফেসর জন ঈড, রোএম্পটন ইউনিভির্সিটিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আরও যাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন– সর্বজনাব রাইট অনারেবল এমপি ফ্র্যাংক ডবসন (এমপি), ডেভিড অ্যামেস (এমপি), ডেভিড ব্লাঙ্কেট (এমপি), টনি বেন (এমপি), মাইকেল মিচার (এমপি), ডেবি আব্রাহাম্‌স (এমপি), জেরেমি করবিন (এমপি), স্টিফেন টিমস (এমপি), লর্ড নীল কিনক ও লর্ড নরম্যান লেমন্ট।

জামিয়াতুল উম্মাহ মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আবদুর রহমান মাদানী সাহেবকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার গবেষণা কর্মের প্রেরণাদাতা হিসেবে। চ্যানেল 'এস' এর 'ইসলাম এসেন্সিয়ালস' নামীয় প্রোগ্রামে তাঁর বক্তব্য থেকে মুসলিম একাডেমিকগণ যে তাঁদের গবেষণা কর্মের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের হিত সাধন করতে পারেন– এই বক্তব্য থেকে আমি এই পুস্তক প্রণয়নের প্রেরণা পেয়েছি। এ কারণে এ বিষয়ে চ্যানেল 'এস' ও বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

পূর্ব লন্ডনের মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুল কাইউম, মাওলানা আবু সায়ীদ আনসারী এবং ডঃ এ এস আজাদী সাহেব এর নিকটও আমি তাঁদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ। আমার বইয়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ বাংলায় অনুবাদের জন্য আমি মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. এ, আর, কিদওয়াই, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ কাজে আমাকে আরও সাহায্য করেছেন ড. আবুল কালাম আজাদ যিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সম্পর্কে ১০০১ প্রশংসা সংগ্রহে উৎসাহ এবং বইটির নামকরণে সহায়তা প্রদান করেছেন। ইতিহাসবিদ জনাব মজলুম খান অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। আমি তাঁদের উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রেভারেন্ড ড. ডামিয়ান হাওয়ার্ড এস জে, হেথ্রপ কলেজ, ইউনিভির্সিটি অব লন্ডন, এই বইয়ের জন্য সামাজিক প্রেক্ষিত উপযোগী চমৎকার একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন– যার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

মিঃ জন ডাল ডিন, ডাইরেক্টর, ওয়েস্ট মিনিষ্টার ইন্টারফেইথ গ্রোপ, লন্ডন, আমার এই গবেষণা কর্মে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন এবং গবেষণাকর্মী নির্বাচনে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আরও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র কাউন্সিলর মুশতাক আহমদ যিনি পরামর্শ দিয়েছেন জুম'আর খুতবা প্রদানকালে এই পুস্তকের বিষয়ে প্রচারের জন্য। এর মাধ্যমে জনসাধারণ পুস্তকের মূল বক্তব্য সম্পর্কে প্রথামিক ধারণা পাবে।

হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স চার্লস এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে সদয় সহায়তা প্রদান করে ড. আহমদ আল দুবায়ান, ডাইরেক্টার রিজেন্টস পার্ক মসজিদ; তাঁর সেক্রেটারি মিসেস সিদ্দীকা তালুকদার এবং ড. আহমদ মাখদুম, ডাইরেক্টর গুজ ষ্ট্রীট মসজিদ– আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স চার্লস, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলোর অনুলিপি আমাকে প্রদান করে আমাকে গভীরভাবে ঋণী করেছেন।

ডা. জাকির নায়েক খ্যাতিমান ভারতীয় ইসলাম প্রচারক ও ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতার লেকচার ও তাঁর ওয়েবসাইট থেকে আমি প্রভূত অনুপ্রেরণা ও তথ্যাদি পেয়েছি। তিনি এবং তাঁর ফাউন্ডেশনের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র হাসনাত লেইস তার নিজস্ব কাজের চাপ সত্ত্বেও আমার কাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছে। আমার জ্যৈষ্ঠ ছেলে কালাম লেইস, কন্যা সামিরা ও শাহানা এবং জামাতা ইউসুফ আমার গবেষণার কাজে বিশেষ অবদান রেখেছে। তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আর আমার মরহুম জামাতা সেলিম ইসলাম আমার কাজে বরাবর খুব আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাঁর জন্য আমার আন্তরিক দোয়া থাকলো।

প্রকৌশলী এ এম এম ইয়াহিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার এই বই বাংলায় অনুবাদ করে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশনার জন্য আমার হাতে সময় স্বল্পতার কারণে কেবল বইয়ের প্রথম দুই অধ্যায় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাণীসমূহ তাঁকে অনুবাদের জন্য প্রদান

করা সম্ভব হয়। তিনি ইসলাম সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে এ কাজের জন্য উত্তম বিনিময় দিন। অনুবাদ কাজে আমাকে আরও যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন, সর্ব-জনাব শফি আহমেদ ও মাহবুব সিরাজী। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, ডাইরেক্টর ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট, বাংলাদেশ, নির্ভরযোগ্য অনুবাদক, প্রকাশক ইত্যাদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়েছেন এবং এ কাজে প্রচুর সহায়তা প্রদান করেছেন– যদিও তিনি নিতান্তই কর্মব্যস্ত একজন মানুষ। তাঁকে ছাড়া আমার বইয়ের বাংলা ভাষান্তর এবং প্রকাশনা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

ড. এ টি এম জামিল এবং জনাব কে, এম আবু তাহের চৌধুরী আমাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা এবং এই পুস্তক রচনা ও সমাপ্ত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তদুপরি আমার ভাই, বোন, অনেক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শুভাকাঙ্খী যাঁরা আমাকে এই মহতী কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের সকলের জন্য আমি মহান আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করছি।

প্রিন্সিপ্যাল পাবলিশার্স লিমিটেড-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। বার বার কারেকশন করে চূড়ান্তভাবে প্রকাশে অনেক সময় ও কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমি তার প্রতি এবং তাঁর অধঃস্তন অন্যান্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমার সহধর্মিণী মুমতাজ লেইস, তাঁর বিষয়ে উল্লেখ ব্যতীত আমি এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করতে অপারগ। তিনি গভীর মমতা ও স্নেহপরায়ণতায় আমাকে সংসারের যাবতীয় চিত্তবিক্ষেপের হাত থেকে আগলে রাখায় আমার এই বিনীত প্রচেষ্টার পুস্তক আকার প্রদান সম্ভব হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর এই সহৃদয় সহায়তার জন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আমীন।

সুম্মা আমীন।

গ্রন্থকার পরিচিতি

ড. মুহাম্মাদ আবুল লেইস

ড. মুহাম্মাদ আবুল লেইস এর জন্ম ১৯৪৯ সালে, বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জিলার দুর্লভপুর গ্রামে। তাঁর পিতা মরহুম হাজী আবদুস সাত্তার। কনকপুর প্রাইমারী স্কুলে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি। আজামনি হাইস্কুলে কিছুকাল সেকেন্ডারি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে এসএসসি (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সিলেট সরকারী কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) এবং ১৯৭০ সালে গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং পরিসংখ্যানবিদ্যায় বিএসসি ডিগ্রি পরীক্ষায় পাস করেন। গণিত শিক্ষক হিসেবে জীবনের পরবর্তী কয়েকটি বছর তিনি অতিবাহিত করেন। এসময় তিনি ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানায় সিনিয়র অপারেটর হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেন।

ড. লেইস এর শিক্ষা জীবন তাঁর ফুফাতো ভাই কর্ণেল (অব:) এম এ মতিন এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হয়েছেন– যাঁকে তিনি তাঁর একজন 'রোল- মডেল' হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর পিতার মামা মরহুম রফিকুর রহমান খান (সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ) ও তাঁর অন্য একজন 'রোল-মডেল'। তিনি তাঁর উচ্চ শিক্ষার জন্য একজন প্রেরণাদাতা ছিলেন। ১৯৭৪ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ড. লেইস যুক্তরাজ্যে গমন করেন। তবে, তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে ছেদ পড়ে, কারণ এসময় প্রায় দশ বৎসরকাল তিনি সৌদি আরবে চাকরিরত থাকেন। যুক্তরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর, ১৯৯২ সালে তিনি একজন ক্যারিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সুরমা কমিউনিটি সেন্টারে ক্যামডন ক্যারিয়ার সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৯৫ সালে ইস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যারিয়ার্স গাইডেন্স' (পিজি ডিপ সিজি) ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একজন যোগ্যতাসম্পন্ন 'ক্যারিয়ার অফিসার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

তিনি লক্ষ্য করেন যে, জাতীয় পাঠ্যসূচিতে পর্যাপ্ত সহায়ক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশুরা শিক্ষা অর্জনে তাদের প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না। এ কারণে তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় এবং শিক্ষায় অনগ্রসর (আন্ডার অ্যাচিভার) হিসেবে চিহ্নিত হয়। শিক্ষায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশুদের সহায়তা প্রদান এবং উল্লেখিত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারার লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত পেশা পরিত্যাগ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে সহায়ক বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জনে ব্রতী হন। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশুদের বিষয়ে তাঁর এই গবেষণাপ্রসূত সন্দর্ভের জন্য তিনি একাধিক বার স্বীকৃতি লাভ করেন।

ড. লেইস বিগত ৪০ বছরকাল ধরে সপরিবারে যুক্তরাজ্যে বসবাস করে আসছেন। ২০০৪ সালে তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগদান করেন। তখন তিনি এফ. আর. এস. এ অ্যাওয়ার্ড পান এবং ২০০৬ সালে তাকে ন্যাশনাল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। আরও বহু বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অক্সফোর্ড, সিটি, কুইন মেরী, রোহ্যাম্পটন, এডিনবরাহ ইত্যাদির সঙ্গে অনেক গবেষণাপ্রকল্পে তিনি সম্পৃক্ত হন।

ড. লেইস সাম্প্রতিককালে যে বিষয়ে গবেষণায় মগ্ন আছেন তা হলো বর্তমান বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম আন্তঃসাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। অদ্যাবধি নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। মনে করা হয়, তাঁর শিক্ষা সন্ত্রাস উৎসাহিত (নাউজুবিল্লাহ) করে আর ইসলাম প্রচারিত হয়েছে তরবারির শক্তিতে, তিনি ছিলেন নারীলোলুপ (নাউজুবিল্লাহ), এবং মুসলিমগণ ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী লোকদের সঙ্গে সমাজে সহাবস্থানের মানসিকতা সম্পন্ন নন। মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডনের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় তিন বছরাধিককাল তিনি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন– যার মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল নবী কারীম (স)-এর শিক্ষার ভিত্তিতে সুসামঞ্জস্য সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়– তা প্রমাণ করা। তাঁর গবেষণা কর্মে নবী মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব পরবর্তীকালীন প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর সময়কালের অনেক অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা ও পর্যালোচনা ড. লেইস সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া নবী কারীম (স)-এর জীবনের উপর সাম্প্রতিক কালের যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁরা হলেন, হিজ রয়াল হাইনেস প্রিন্স চার্লস, বর্তমানের সমসাময়িক অনেক ব্রিটিশ এমপি, লর্ড, খ্রিস্টিয় ও ইহুদি ধর্মযাজক ও ধর্মবিষয়ক পণ্ডিতবর্গ।

বিগত প্রায় সাড়ে ১৪৫০ বছরের ইতিহাসে, বিশেষতঃ অমুসলিম গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে মুহাম্মাদ (স)-এর সম্পর্কে মতামতের মাধ্যমে অনেক সত্য উদঘাটিত হয়েছে এবং বহু ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হয়েছে। তাঁদের এই প্রশংসা থেকে আমরা আরও পাই যে, নবী কারীম (স)-এর শিক্ষা আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিক সংহতি উৎসাহিত করে।

—প্রকাশক

অনুবাদকগণ

জনাব এ এম এস ইয়াহিয়া একজন তড়িৎ প্রকৌশলী। তিনি কর্মজীবনে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং গ্রামীণফোনের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টরগণের একজন ছিলেন। বর্তমানে ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার নামীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং কুরআন গবেষণা ও কুরআনীয় আরবীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। তিনি অভ্যন্তীরণ পাতাসমূহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান যুক্তরাজ্যের এসেক্স জামে মসজিদের খতিব। তিনি একজন প্রাক্তন লেকচারার এবং পি এইচ-ডির ছাত্র। তিনি তৃতীয় অধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

জনাব সোফে আহমদ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি এইচ-ডি রিসার্চ ফেলো। তাঁর গবেষণাপত্র ও পুস্তক আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'এন আউট লাইন অব কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং' শিরোনামের পুস্তকটি জার্মানির ল্যামবার্ট অ্যাকাডেমিক পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জনাব আহমেদ বর্তমানে বাংলাদেশের লিডিং ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের একজন ফেকাল্টি হিসেবে কর্মরত। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অত্র পুস্তকের চতুর্থ ও সপ্তম অধ্যায়গুলো অনুবাদ করেছেন।

জনাব মাহবুব সিরাজী দারুল আরকান মাদরাসার অধ্যক্ষ। তিনি অত্র পুস্তকের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়গুলো অনুবাদ করেছেন।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ২৫

টীকা : সহৃদয় পাঠকের জন্য ২৭

অধ্যায়-১

সূচনা পর্ব ২৯

অধ্যায়-২

নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪৪

প্রথম অংশ

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদা ৪৫

সর্বাধিক প্রভাবশালী ৪৬

মহত্তম ব্যক্তিত্ব ৫০

মহান একজন নেতা ৯৩

মহান এক রাষ্ট্রনায়ক ৯৫

একজন মহান আইনদাতা ৯৭

নিরক্ষর প্রতিভাবান ৯৯

মহতী সংস্কারক ১০৩

আল্লাহর নবী ১০৭

সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত ১১০

দ্বিতীয় অংশ

সরলতা ১১১

সহজ সরল ১১২

মানবজাতির ত্রাতা ১১৫

সমবেদনা ১১৮

আদর্শ কর্মবীর ১২০

সততা ১২৮

শান্তিপ্রিয় ১৩৩

আচার আচরণ ১৩৪

শ্রদ্ধা	১৩৬
গুণাবলি	১৩৮
নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন	১৪১
ন্যায়বিচার	১৪২
ধৈর্য	১৪৬
তৃতীয় অংশ	
(আল-আমিন) বিশ্বাসী	১৫১
সত্যবাদী	১৫২
সহনশীলতা	১৬২
সমতা	১৬৩
চরিত্র	১৬৬
অধ্যায় ৩	
নারী স্বাধীনতা ও সমতা	১৬৯
দাসত্ব	১৭০
বহুবিবাহ	১৭৩
মুহাম্মাদের বহুবিবাহ	১৭৬
নারীমুক্তি	১৯৪
অধ্যায় ৪	
ইসলাম প্রভাব-প্রতিপত্তি	১৯৯
ইসলাম অর্থ শান্তি	২০০
ইসলাম প্রভাব-শক্তি	২০১
ভুলভাবে উত্থাপিত একটি ধর্ম	২১৬
ইসলামের শিক্ষা	২১৯
ইসলামের অবদান	২২৬
ইসলামের জনপ্রিয়তা	২৩৯
ইসলামে সাম্য	২৪৩
ইসলামের একেশ্বরবাদ	২৪৮
ইসলামে ইবাদাতের সরলতা	২৪৯
অধ্যায় ৫	
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তার শিক্ষাসমূহ	২৫১
কুরআন চিরন্তন	২৫২

আল-কুরআনের শিক্ষা ২৫৪
বেমানান অনুবাদ ও তার ফল ২৬৫
আল-কুরআনের প্রভাব ২৬৬
আল-কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ২৭৩
কুরআনের অলৌকিকত্ব ২৭৯
কুরআন আদি ও আসল গ্রন্থ ২৮২
এটি স্বর্গীয় ২৮৩

অধ্যায় ৬

নবীর (স)-এর শিক্ষা ও সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক ২৮৭
সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই ২৮৮
নবীর স্বভাবসারল্য, তরবারি নয় ২৯৪
সহিংসতা ইসলামের পথ ও পন্থা নয় ২৯৯
অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষার জন্যে
[অস্ত্রপ্রয়োগের অনুমতি প্রতিরক্ষামূলক] ৩০৪
ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন ৩০৭

অধ্যায় ৭

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা এবং তাঁর বিকৃত প্রতিচ্ছবি প্রসঙ্গ ৩১৭
প্রথম অংশ
ভুল ধারণাসমূহ ৩১৮
ইসলামী দুনিয়া এবং পশ্চিমাবিশ্ব ৩২০
পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ৩৩০
মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বল্পতা ৩৪১
মিডিয়ার দায়-দায়িত্ব ৩৪৬
রাজনীতি
দ্বিতীয় অংশ
পবিত্র কুরআনকে অবমাননা করার পরিণতি ৩৪৭
অবমাননা ৩৪৮
উদ্বেগের ব্যাপার ৩৫১

অধ্যায় ৮

আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ৩৫৪

প্রথম অংশ

ইসলামে বর্ণবৈচিত্র্য ৩৫৭

অমুসলিমদের সাংবিধানিক অধিকার ৩৫৮

ইসলামে সহিষ্ণুতা ৩৫৯

অসহিষ্ণুতা ইসলামে ধিকৃত ৩৬৫

গোষ্ঠীগত সাম্য ও ঐক্য ৩৬৬

দ্বিতীয় অংশ

সামাজিক সহাবস্থান ৩৬৭

যাকাত ৩৬৮

যাকাত সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি ৩৬৯

সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ ৩৭২

পড়শিদের প্রতি দায়িত্ববোধ ৩৮০

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে বসবাস ৩৮৩

সমতা ও মানবতার স্বীকৃতি ৩৮৭

আন্তঃধর্মীয় মূল্যবোধ ৩৯০

মুসলমানেরা সমাজপ্রিয় ৩৯১

ইসলামে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব ৩৯২

মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শিক শিক্ষা ৩৯৭

বিশ্বদর্শন ৩৯৮

বিশ্বশান্তি ৪০২

BIBLIOGRAPHY ৪০৩

REFERENCES ৪০৮

মুখবন্ধ

বিগত শতাব্দীগুলোতে খ্রিস্টীয় ধর্মের অধিকাংশ অনুসারী অন্য ধর্মালম্বীগণের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করতে তেমন কোনো রকম ইচ্ছুক ছিলেন না। লিপিবদ্ধ মানবেতিহাস থেকে দেখা যায় যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা গভীরভাবে সম্বন্ধিত ছিল- এমনকি রাষ্ট্রধর্মের প্রতি আনুগত্য নাগরিকগণের দায়িত্ব বলে পরিগণিত হতো এবং রাষ্ট্রধর্ম পরিত্যাগ রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচিত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষত:, যখন খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম বিবেচ্য বিষয় ছিল এবং যে ধর্মবিশ্বাস ছিল শত্রুপক্ষের ও ভ্রান্ত বলে বিবেচিত – তখন এ বিষয়ে তাদের কোনো রকম আগ্রহ থাকার প্রয়োজনই বা কি? নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আধুনিক কালের একটি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নসূচক এবং এটিকে ক্রমশঃই অধিক হারে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা এবং এই বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত ও আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর অন্যথা যে শুধুমাত্র অনুদার একটি দৃষ্টিভঙ্গী তা নয় বরং হীন ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক বটে। তবে, অতীতে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ও মুসলিমগণের মধ্যে যে নিন্দাবাদ বিনিময় হয়েছে- অধিকাংশ আধুনিক পশ্চিমার কাছে তা কিছুটা বিস্ময়কর ও অভাবিতপূর্ব প্রতীয়মান হবে।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচ্য পুস্তকটি মূল্যায়িত হওয়া দরকার। পুস্তকটি লেখকের ইসলামের প্রতি এবং যিনি মানুষের জন্য কুরআন এনেছেন, ইসলামের সেই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। বহুকাল ধরে এই অসামান্য মানুষটির উপর যে স্তূপীকৃত কুৎসা, নিন্দাবাদ ও অমর্যাদা নিক্ষেপ করা হয়েছে এটি তার প্রতিবাদ। এই পুস্তকটি পাঠকের দৃষ্টিতে এই মহামানবের একটি অন্যবিধ প্রতিকৃতি সহজলভ্য করেছে- যাতে চিত্রিত হয়েছে এক মহানায়কের প্রতিচ্ছবি, যিনি তাঁর নেতৃত্বের মাধ্যমে মানবাত্মা ও মানবসমাজকে এমনভাবে গ্রন্থিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, এর ফলশ্রুতিতে আমরা আমাদের আজকের এই বিশ্ব পেয়েছি। ক্লান্তিহীন প্রয়াসের মাধ্যমে ড. মোহাম্মদ লেইস এমন বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও উপস্থাপন করেছেন যা হৃদয়গ্রাহী- যাতে আছে মুসলিম, অমুসলিম বহু মনীষীর প্রশংসা যেখানে তাঁরা মুহাম্মাদ (স)-এর অসামান্য অর্জনগুলোর জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা নিবেদন করেছেন। এই বইয়ে সমূহ প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে, যা থেকে দেখা যায় যে, বহু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এখন উপলব্ধি করছেন যে, তাদের ধর্মবিশ্বাস তাদেরকে মুহাম্মাদ একজন ভণ্ড (নাউজুবিল্লাহ) নবী কিংবা প্রতারক (নাউজুবিল্লাহ) ছিলেন এ

কথা ভাবতে শেখায় না। এটিও তাঁরা অনুধাবন করছেন যে, একজন গোঁড়া খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর ধর্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর গুণাবলির স্বীকৃতি প্রদানের ভেতর কোনো বিরোধ নেই। এই বই প্রাচ্যবিদ, পণ্ডিতগণ, খ্রিস্টান মিনিস্টার, রাজনীতিবিদ, ইহুদি ধর্মবিশ্বাসী, নাস্তিক, উচ্চ শিক্ষিত বর্তমান ও ইতিহাস থেকে বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের মিলনমেলা, যাঁরা নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব ভাবনা ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পুস্তকের পত্রপুঞ্জ তাই এই বিষয়টির সাক্ষ্য দেয় যে, বর্তমানে মানবতা যদিও কঠিন এক সময় পার করছে, তথাপি মানুষের সৌহার্দ্য ও উদারতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি– এবং এটিই আমাদের সকলের জন্য সুন্দর আগামীর বার্তাবহ।

রেভারেন্ড ড. ডামিয়ান হাওয়ার্ড
এস জে হেথর্প কলেজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
অক্টোবর ২০১৩

Click here to join our telegram channel for more pdf

টীকা : সহৃদয় পাঠকের জন্য

১। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সমঝোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণালব্ধ উপাত্ত অবলম্বন করে এই পুস্তক রচিত হয়েছে। এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল নবী কারীম (স)-এর শিক্ষা, প্রতিবেশী, দরিদ্র, ইয়াতীম, মহিলা ও অসহায় মানুষের সঙ্গে আচরণ, সাম্য ও নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে রাজনীতিবিদ, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ধর্মের ধর্মবেত্তাগণের মতামত জানতে পারা। ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর শিক্ষা বিষয়ে বহু মুসলিম মনীষীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম ও লেখালেখি বিদ্যমান। কিন্তু, অমুসলিম পণ্ডিতবর্গের লেখা থেকে সঞ্চয়িত কোনো ইতিবাচক প্রশংসা সমগ্র সহজলভ্য নয়– যা থেকে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া ও শান্তি বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর স্বকীয়তা, তাঁর শিক্ষা, প্রভাব এবং মানববেতিহাসে কুরআনের পথনির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিম চিন্তাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কি পর্যবেক্ষণ, মতামত, সিদ্ধান্ত কিংবা অনুভূতি লালন করেন তা পরিমাপের জন্য নিবিড় অনুসন্ধান চালানো হয়। এ কাজের লক্ষ্য ছিল অমুসলিম এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের এ'বিষয়ে অবহিত করা যে, উভয় সম্প্রদায়ের দূরত্ব হ্রাস এবং উভয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভবপর।

২। কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উপর পুস্তকাদি রচনার কাল শুরু হয়েছে নবী (স) এর ওফাতের প্রায় দুই শতাব্দীকাল পর থেকে। মুসলিম পণ্ডিতগণ এ সময় থেকে কুরআন, ইসলাম এবং নবী কারীম (স) সম্পর্কে পুস্তকাদি রচনায় সচেষ্ট হন। পরবর্তীতে, যুগে যুগে মুসলিম এবং অমুসলিম পণ্ডিতগণ এই সব সাহিত্যকর্ম রচনা ও অধ্যয়ন করেছেন। বর্তমানে আমরা উপরিউক্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অমুসলিম পন্ডিতগণের বইপুস্তক দেখতে পাই যেগুলো রচিত হয়েছে তৎকালীন মুসলিম পণ্ডিতগণের প্রদত্ত তথ্যাদি ও রচনার ভিত্তিতে। এভাবে, এই পুস্তকে উদ্ধৃত অমুসলিম পণ্ডিতবর্গের বহুবিধ প্রশংসা অনেক মুসলিম লেখকের পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও কুরআনের অনুবাদ অধ্যয়ন কিংবা তাঁদের মুসলিম বন্ধুমহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির কারণেও তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সুধারণা ব্যক্ত করেছেন।

৩। লক্ষণীয় যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নাম যুগে যুগে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ভিন্ন ভিন্নভাবে লেখা হয়েছে, যেমন– মোহাম্মদ, মোহাম্মেদ, মোহামেদ, মুহাম্মাদ, ইত্যাদি। মধ্যযুগীয় পশ্চিমাবিশ্বে তাঁকে মেহন্ড, মেহমেট ইত্যাদি প্রকারেও ডাকা হয়েছে (বিদ্বেষবশত:)। এক সময় নবী কারীম (স)-এর অনুসারীগণকে 'মোহামেডান' নামে ডাকা হতো যা সঠিক নয়।

৪। সীমাবদ্ধতা : মূলত: আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে এই পুস্তকে 'জিহাদ' ও 'জিহাদের অনুশাসন' বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ হয়নি। লেখক মনে করেন যে, এ দুটি বিষয়ে আলাদা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার অবকাশ আছে।

৫। ঘোষণা : প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে উদ্বৃতি ব্যবহারের জন্য লেখকগণের কপিরাইট অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের উদ্বৃতি ব্যবহারের জন্য লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকারগণের অমুসলিম পরিচিতি নির্ণয়ের জন্য তাঁদের সঙ্গে আলাপ, পরিচিতি পর্যালোচনা, অন্যবিধ সংযোগ, মাধ্যম উৎস এবং ব্যক্তির নাম ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা মুশকিল কারণ, ইসলাম গ্রহণের পরও অনেকের প্রাক্তন নাম থেকে যেতে দেখা যায়।

অধ্যায়-১

সূচনা পর্ব

আলোচনার যৌক্তিক ভিত্তি

যুগে যুগে, নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম এবং মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান না করেই এসব বিষয়ে একটি ভুল ধারণা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। এ ভ্রান্ত প্রতিপাদন– কতিপয় প্রাচ্যবিদ যেমন, মান্যবর বেদে (Bede ৬৭৩–৭৩৫), দামেস্কের জন (John ৬৭৫–৭৪৯), পল আলভারুস (Paul Alvarus), উইলিয়াম ল্যাংল্যান্ড (Langland ১৩৩২–১৩৬৪), উইলিয়াম ডানবার (William Dunbar ১৪৭০), রানুলফ হিগডেন (Ranulf Higdon, ১২৮০–১৩৮৬), জন মানডেভিল (George Mandeville, চতুর্দশ শতাব্দী), ডুরান্তে ডেগলি আলিগিয়েরি (Durante Digli Aligheiri, যিনি দান্তে হিসেবে অধিক পরিচিত, ১২৬৫–১২৩২), উইলিয়াম ম্যুর (William Muir, ১৮১৯–১৯০৫) এবং জর্জ বায়রন (George Byron, যিনি বায়রন হিসেবে পরিচিত, ১৭৮৮–১৮২৪) ইত্যাদি ভূমিকার কারণে হয়েছে, যা কিনা পশ্চিমা বিশ্বের বৃহদাংশ গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, মুসলিম (যিনি ইসলামের অনুসারী) এবং তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। এতে করে বিশ্বব্যাপী, মুসলিম সম্প্রদায় এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস ইসলাম, নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। ঢালাওভাবে, বৈরিভাব, অসহিষ্ণুতা এবং বিরুদ্ধ পক্ষপাত সহকারে মুসলিমগণকে মোকাবিলা করা হচ্ছে। যেখানেই মুসলিমগণ সংখ্যালঘু, সেখানে তারা প্রায়শই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে অবনমিত হচ্ছে। এতে করে জনগোষ্ঠীর আন্তঃধর্মীয় অনাস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, মুসলিমগণ সুষম সমাজবিন্যাসের অন্তরায় এবং ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, মুসলিম সমাজে অনুসলিমগণ কাঙ্ক্ষিত নন। অন্য কথায়– এমন ভাবা হচ্ছে যে, মুসলিমগণ সমাজদেহে অসামঞ্জস্য, বিশেষত যেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের লোক বাস করে এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে সহমত পোষণ ও বসবাসে সক্ষম নয়।

তাছাড়া, মুসলিম এবং অমুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন, রাই (Rai, ২০০৬), এদের পক্ষ থেকে এমন ধারণাও দেয়া হচ্ছে যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার ওপর অবিচল না থাকা এবং ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণের কারণেই মুসলিম অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান বিভাজন তৈরি হয়েছে।

অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিপুলসংখ্যক অমুসলিম জীবনীকার, গ্রন্থকার, কবি, লেখক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, সম্রাট, পুরোহিত এমনকি নিরীশ্বরবাদীগণ, নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ইতিবাচক উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা অধিকাংশই নবী (স)-এর জীবনী, কুরআন এবং ইসলাম সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন। উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে[১], একজন ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন, "উৎকর্ষতার পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে তার যথাযথ মূল্যায়ন"। আর মূল্যায়ন করাই হয় সুফলপ্রদায়ী প্রভাব বিষয়ে। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মূল্যায়ন তাঁর চরিত্র, গুণাবলী, আচরণ, আধ্যাত্মিকতা এবং অন্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর ব্যক্তিত্ব যে কেবলমাত্র প্রশংসনীয় তা নয়, বরং তা দৃষ্টান্তমূলক, কারণ এটি তাঁর বিনয়, মহান আল্লাহর শেষ বাণীবাহক হওয়ার উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর সান্নিধ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার এবং তিনি যে মুসলিমগণের অবিসম্বাদিত নেতা, ইত্যাকার বিষয়গুলো বিশেষায়িত করে।

টমাস কার্লাইল, ড. হেনরী স্টাব, জর্জ বার্নার্ড শ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, মহাত্মা গান্ধী, ম্যাগসি হ্যামিলটন, ক্যারেন আর্মস্ট্রং এবং সম্প্রতি এডিনবরার ডিউক প্রিন্স চার্লস, বহু রাজনীতিবিদ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা, সেক্রেটারি অব স্টেট হিলারী ক্লিন্টন এবং হার্ভার্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বহু ধর্মব্যক্তিত্ব তাঁর গুণগ্রাহীর তালিকায় রয়েছেন। তাঁরা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর গুণাবলী, মূল্যবোধ, জীবনের তাৎপর্য, শিক্ষা ও তার প্রভাব এবং বিশ্বে ইসলাম ও কুরআনের প্রভাব বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা-চেতনা লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য তাঁদের এসব মূল্যায়ন, দুর্ভাগ্যক্রমে, যথেষ্ট প্রচার পায়নি। বরং, ইসলাম ও তাঁর অনুসারীগণ ঐতিহাসিকভাবে বিদ্বিষ্ট প্রচারণার শিকার হয়ে আসছে।

এই পুস্তকের অভিনবত্ব

আগে কখনই ইসলাম, নবী মুহাম্মাদ (স) ও কুরআন সম্পর্কে অমুসলিম বিশিষ্টজনের এ ধরনের বিশদ মূল্যায়ন, মতামত, চিন্তাধারা ও মানসিকতাসমৃদ্ধ কোন সংকলন প্রস্তুত করা হয়নি, যাতে রয়েছে—

- নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম ও কুরআনের বিষয়ে স্বল্প জানা বিষয়াদি সম্পর্কে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য।
- নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন, তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে সত্য প্রকাশ, যা আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানে উৎসাহিত করবে।
- মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনার তথ্যাদি, যেগুলোতে অমুসলিম বিদগ্ধজন সম্পৃক্ত হবেন।
- কুরআন পুড়িয়ে দেয়ার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা।

যাদের উদ্দেশে এ বই

এ পুস্তক মুসলিম অমুসলিম, সকলের উদ্দেশে নিবেদিত। মুসলিম পাঠকের কাছে এটি আদৃত হবে এ কারণে যে, নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম ও কুরআনের প্রতি অন্য ধর্মাবলম্বীগণের ধারণার পরিসর ও শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে তাদের একটি ধারণা দেবে। এ সন্দর্ভ, তাদের অমুসলিমগণের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনেও সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

তাছাড়া, ইসলামে বিশ্বাসী নন এমন অনেকই, নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম ও কুরআনের বিষয়ে, বহু অমুসলিম পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জন যে ধরনের সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করেন তারও একটি ধারণা তাঁরা পাবেন– স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি ও ভ্রান্তিদুষ্ট চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যে মিথ্যা প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে– যার ফলে, ইসলাম, কুরআন ও মুসলিম সম্পর্কে পশ্চিমা মানসে যে নেতিবাচক ধারণা জন্মায়– সে বিষয়ে এ পুস্তক কিছুটা হলেও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীকে– ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গোঁড়ামি ও চরমপন্থা যে বিপদ ডেকে আনে– বিশেষত মুহাম্মাদ (স), ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষার প্রেক্ষাপটে– সে সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তুলবে বলে আশা করা যায়। এ থেকে হয়তো জানা যাবে– জাতীয়তা, ধর্মবিশ্বাস, বর্ণ, সামাজিক অবস্থান কিংবা লিঙ্গভেদ সত্ত্বেও মানবজাতি, এ শিক্ষার ফলে একটি সুসামঞ্জস্য সমাজ হিসেবে বসবাসে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

প্রাক-ইসলামী আরবদেশ

মুহাম্মাদ (স)-এর অসাধারণ অর্জনসমূহের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আরবের তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটা ধারণা পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় পাঁচশত বছর আগে, নবী ঈসা (স)-এর আবির্ভাবের ফলে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছিলো, তা সে সময় পতনোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়।। খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দী আরব ইতিহাসের একটি নিকৃষ্টতম সময় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ সময় মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, লুটতরাজ, জুয়া, নরহত্যা, শিশুহত্যা ও দাসপ্রথা ছিল আরবের প্রচলিত জীবনধারা। সমগ্র আরব এলাকা ছিল গোত্রবিভক্তিদুষ্ট– উপজাতীয় সঙ্ঘাত ছিল সর্বব্যাপী। সমাজে নারী ছিল কোনরকম আইনি অধিকার বঞ্চিত। প্রতিশোধ গ্রহণ, খুনাখুনি ও রক্তপাত হতো গর্বদৃপ্ত স্পৃহায়। যদিও বহুবিবাহ একটি স্বীকৃত আচার ছিল, তথাপি বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ হতো গণহারে এবং কোনরকম বিধি-নিষেধ ছাড়াই। সমাজের কোন ক্ষেত্রেই আইনশৃঙ্খলার বালাই ছিল না। দারিদ্র্য ছিল সর্বব্যাপী– ধনী দরিদ্রের মাঝে বিশাল ব্যবধান বিরাজমান ছিল। দরিদ্রের ওপর নিষ্পেষণ ছিল অদৃষ্টপূর্ব। সমাজে অপরাধ সঙ্ঘটিত হতো অনায়াসে– ভালো-মন্দের কোন অনুভব ছাড়াই। বলা চলে, সমগ্র আরব মরু ছিল গভীর এক তমসাচ্ছন্ন।

সে সময় ছিল ধ্বংস, বিপদ ও দুর্যোগপূর্ণ এবং শোকাবহ। আর এরকম সময়েই মহান আল্লাহতালা তাঁর নবী ও বাণীবাহক প্রেরণ করেন যেন তাঁরা অন্ধকার সরিয়ে আলো এনে দেন– আর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন মানবতা ও বিধাতার প্রতি তার কর্তব্য। আর এমনই এক সময়ে আরবে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছিলেন। তিনি বলেন,

"এরকম এক জনগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেও তিনি, মুহাম্মাদ (স), সমগ্র পরিচিত বিশ্বের পূর্ব ও দক্ষিণে বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলের মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিলেন [২]"।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ও পার্লামেন্টারিয়ান এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon)[৩] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি হিস্ট্রি অব দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার" এ বলেন :

"এই এক আদিম ও হীনাবস্থা ছিল– যেটিকে সমাজ হিসেবে অভিহিত করা দুষ্কর, মানুষ ছিল পশুবৎ– যেখানে ছিল না কোন আইনের শাসন কিংবা সুকুমারবৃত্তি বিকাশক কোন পরিবেশ-বিবেক ও ভাষাবিবর্জিত এক মানবগোষ্ঠী-যাকে বাকি পশুস্বত্বা থেকে পৃথক করা কঠিন ছিল।"

এ সে সময়, যখন মহান আল্লাহতালার নবী ও বাণীবাহকগণ প্রেরিত হোন, যেন তাঁরা অন্ধকার বিদূরিত করে আলো এনে দেন।

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ এ বইয়ের আওতাভুক্ত নয়। তবুও, তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ জানা থাকা দরকার। নবী মুহাম্মাদ (স), ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মে শৈশবেই মাতৃপিতৃহারা হন, আবু তালিব, তাঁর পিতৃব্য যিনি ছিলেন গোত্রের একজন বিশিষ্ট ও প্রতাপশালী ব্যক্তি, তাঁকে লালন-পালন করেন– একজন পশুপালক হিসেবে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন, মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যে তাঁর পিতৃব্যের বাণিজ্যপণ্য পরিবহন ব্যবসায় মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তিনি যোগ দেন। তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততার সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েতে থাকে এবং আরবগণের মধ্যে তিনি 'আল-আমিন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত এ উপাধি পেয়ে যান। এ সময় তিনি বাহীরা [৪] নামীয় একজন খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীর নজরে পড়েন– যিনি এ বিষয়ে ধারণা রাখতেন, মানুষের মাঝে আরও একজন নবী আসবেন এবং তার লক্ষণাদি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে ভবিষ্যৎ নবীর পরিচয় সুলভ অলৌকিক কিছু নিদর্শন দেখতে পেয়ে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। সফল ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসেবে মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচিতি জানার পর– ৪০ বছর বয়স্কা খাদিজা নাম্নী খুব ধনাঢ্য, বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, এর আগেও যাঁর দু'বার বিয়ে হয়েছে[৫]– তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন– যদিও তখন মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর।

তাঁর দেশবাসী আরবগণের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, যা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি বাণিজ্যে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। ভয়াবহ এক পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পেতে মক্কা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরবর্তী ও ২০৮০ ফুট উঁচু হেরা পর্বতের একটি গুহায় তিনি একাকী প্রায়শ ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। তখন ৬১০ খ্রিস্টবর্ষ, তাঁর বয়স যখন ৪০, একদিন জিবরাইল ফেরেশতা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বাণী আল-কুরআন নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি একথা প্রচারে আদিষ্ট হলেন যে, আল্লাহ এক ও একক, যিনি অবিভাজ্য (ক্ষমতা ও মালিকানায়), তিনি অনাদি ও অনন্ত, তাঁর পিতা কিংবা মাতা নেই, নেই কোন পুত্র কিংবা কন্যা, আর এ প্রভু শেষবিচার দিবসে মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন, আর নবী মুহাম্মাদ (স) মহান আল্লাহতালার সর্বশেষ প্রেরিত বাণীবাহক[৬]।

ব্রিটিশ লেখিকা ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন যে, মহান আল্লাহর নবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী আগমনের বিবরণ শুনে এবং তাঁর স্মৃতিপটে যখন নবী (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো জাগরূক হলো– যেখানে তিনি দয়ার্দ্রহৃদয় এবং পরম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী– তখন তাঁর পত্নী

খাদিজা নিঃশংসয়ে তাঁকে বিশ্বাস করলেন এবং তিনি হলেন প্রথম মুসলিমা, নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সমীপে প্রথম সমর্পণকারিণী। তবে নবীপিতৃব্য আবু তালিব ইসলাম গ্রহণে বিরত থাকলেন– যদিও নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তিনি সকল সহায়তা, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছেন। এ সময়ে নিয়মিত কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে। নবী মুহাম্মাদ (স) মানুষের কাছে প্রচার করলেন যে, তারা মূর্তিপূজা পরিহার করুক, সমস্ত মন্দকাজ ত্যাগ করুক, এক ও একক উপাস্যের উপাসনা করুক, এবং এ সাক্ষ্য দিক যে মহান আল্লাহতালা ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর নবী ও বাণীবাহক হিসেবে স্বীকৃতি দিক। ইসলাম প্রচারের শুরুতে নবী (স) অনেক বাধার সম্মুখীন হলেন। আলী (রা.), আবুবকর (রা.), উসমান (রা.), ওমর (রা.) প্রমুখ ও আরও কিছু সাহাবা ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু, তাঁর পরিবার ও নিকটাত্মীয়গণ ছাড়া তার বাইরে ইসলাম প্রচার ছিল এক রকম দুঃসাধ্য, কারণ, তখন মক্কা ছিল মূর্তিপূজার নিরাপদ আশ্রয় যার কাবাঘরে রাখা ছিল ৩৬০টি মূর্তি।

বিপজ্জনক হলেও নবী (স) ইসলাম প্রচারে বিরত থাকেননি– আর যদিও ধীরে, সমাজের অসচ্ছল কিছু লোকজন ইসলামে গ্রহণ করতেই থাকে। এ বিষয়টি সমাজের নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে তারা ভীত হয়ে ওঠে যে, যদি মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, এক সময় সমাজে তারা প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। তাই তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইলো, নবী (স) যেন কোনভাবেই সমাজের স্থিতাবস্থা বদলাতে না পারেন। তারা মুহাম্মাদ (স)-কে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করলো। আর এ সময় তাঁকে পরপর বড় দুটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমটি হলো তাঁর চাচা আবু তালিবের মৃত্যু এবং তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা.)-এর মৃত্যু– যার ফলে তিনি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন তাঁর দুটি বড় অবলম্বন, নবী (স) তাঁদেরকে ঘিরেই বেড়ে উঠেছেন, তাঁদেরকে হারানো তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর হলো। আবু তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর খুব অনুরক্ত ছিলেন, তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর ভালোবাসার একটি বন্ধন ছিল। ইসলাম প্রচারের কারণে নবী (স)-কে কখনো তিনি গালিগালাজ করেননি কিংবা এ ব্যাপারে কোনরকম বাধারও সৃষ্টি করেননি। তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর ইসলাম প্রচারে মুহাম্মাদ (স) যে অগ্রগতি করেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিলো চাচা আবু তালিবের আন্তরিক সহায়তার কারণেই। আর খাদিজা (রা.) যে কেবলমাত্র তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাতো নয়, তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু এবং অন্তরের মিত্র। তাঁকে হারানো তাঁর জন্য ছিল যেন নিজেরই একটি অংশ হারিয়ে ফেলা।

এভাবে, মক্কাবাসীর অত্যাচারের সঙ্গে তাঁর জীবনের ওপর হুমকির বিষয়টি যখন যুক্ত হলো, তখন মুহাম্মাদ (স) মক্কা ছেড়ে মদীনায় গিয়ে নতুনভাবে তাঁর ধর্মপ্রচারের মিশন শুরুতে উৎসাহিত হলেন (৬২২ খ্রিস্টাব্দ)। মদীনার অধিবাসীগণ তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীগণকে– যাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজন, বাড়িঘর, সহায়-সম্পত্তি মক্কায় ফেলে এসেছিলেন এবং যেসব সম্পত্তি মক্কাবাসীরা এক সময় দখল করে নিয়েছিলো– সাদরে গ্রহণ করেন। তবে মদীনায় তখন গোত্রে গোত্রে ঝগড়া-বিবাদ, সংঘর্ষ, তিক্ততা এবং অশান্তি বিরাজ করছিলো। এর মূল কারণ ছিল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও নৈতিকতার অবক্ষয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক

শত্রুতার কারণ ছিল তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও নৈতিকতার অবক্ষয়। তাদের মধ্যে পারস্পারিক ঝগড়াবিবাদ পক্ষপাতহীনভাবে নিষ্পত্তি করে দেয়ার মতো কেউ ছিল না যাকে তারা প্রধান হিসেবে মানতে পারতো, যিনি বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা করতে পারতেন। এ কারণেই, মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য তখন মদীনাবাসীদের নিয়ে কাজ করার চমৎকার একটি সুযোগ ছিল। অবশ্য, মদীনার ইহুদীগণ তখন একজন নবীর আবির্ভাব আশা করছিলো। তারা জানতো যে, মুহাম্মাদ (স)-কে মক্কাবাসীরা প্রত্যাখান করেছে এবং তাঁকে তারা মদীনায় তাদের নেতা হিসেবে আশা করছিলো, যাঁর মাধ্যমে শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে, মুহাম্মাদ (স) গোত্রীয় আনুগত্যের পরিবর্তে ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ সংস্কারপূর্বক ইসলামের একেশ্বরবাদী শিক্ষার আওতায় দাস, ইয়াতীম, নারী ও দরিদ্রগণের স্বার্থরক্ষার নীতি প্রবর্তন করলেন। কিন্তু এ কাজে তিনি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। আর এজন্য তাঁকে অনেক শত্রুর বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর মধ্যে বদর, ওহুদ, খন্দক ও তাঁবুকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

এ পরিস্থিতিতে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং প্রতিরক্ষা যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। মদীনায় ইসলামী যুগের সূচনার এটি ছিল প্রথম ধাপ[৮]। এ সময় মদীনায় কুরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল এবং ধীরে ধীরে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছিলো। মক্কায় মুহাম্মাদ (স)-এর শত্রুরা নতুন এ পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত বোধ করলো। তবে, মদীনায় বিরোধিতাকারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাও বাড়ছিলো এবং নবী (স) একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করলেন। যদিও তিনি একান্তভাবেই শান্তি কামনা করছিলেন, তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, মদীনায় সহিংসতা আরম্ভ হতে পারে। এমতবস্থায়, মক্কা ও মদীনায় তিনি তাঁর প্রতিপক্ষেও সঙ্গে চুক্তি ও শান্তি-চুক্তি করেন। তবে তাঁর প্রতিপক্ষ যখন এসব চুক্তি ভঙ্গ করলো এবং মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে থাকলো, তখন যুদ্ধ ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল না। তবে, তিনি মুসলিমদের এ আদেশ দিলেন যে, যদি না মুসলিমদের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়, তারা যেন আক্রমণ না করে।

নবী (স)-এর সঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের শান্তিচুক্তিভঙ্গ এবং তাঁকে নির্মূল করতে মক্কাবাসীদের বারংবার চেষ্টার কারণেই তিনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। এ ধরনের বিশ্বাসভঙ্গের একটি ঘটনাতো আসলেই খুব গুরুতর ছিল, যখন তারা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনেক সাহাবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলে। মদীনার মুসলিমগণ এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অত্যন্ত মর্মাহত হন। এজন্য তাঁরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এমতাবস্থায়, নবী (স)-এর পক্ষে শান্তিচুক্তি বাতিল ও মক্কাপ্রবেশ করে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা দূর করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। তবে তিনি মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন যাতে তারা মক্কা প্রবেশের সময় অযথা রক্তপাত না ঘটায় এবং চেষ্টা করে যাতে বিনা রক্তপাতে কার্য সমাধা করা যায় কিনা এবং আগের মতোই তাঁর নির্দেশ ছিল, আক্রান্ত না হলে তারা যেন আক্রমণ না করে। যখন মক্কাবাসীগণ মুহাম্মাদ (স)-এর করুণা, দয়া ও বিনম্র আচরণের পরিচয় পেল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এবং নবী (স) এক

রকম বিনা বাধায় মক্কা প্রবেশে সক্ষম হলেন। ইসলামের এক সময়ের কঠিন দুশমন আবু সুফিয়ান এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ (স) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কাবায় রাখা ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এও আদেশ দিলেন যে, মুসলিমগণ যারা মক্কায় যেসব মালামাল ও বাড়িঘর ফেলে গিয়েছিলেন, সেগুলো যেন তারা আবার দখলের চেষ্টা না করে– মক্কাবাসীরাই সেগুলো ব্যবহার করতে থাকবে। মুহাম্মাদ (স)-এর এ রকম মহানুভবতার কারণে তাঁর অনেক চরম শত্রুও, যারা এমনকি মৃত্যু কামনা করতো, এমন অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলেন [৯,১০,১১,১২]।

যখনই নবী মুহাম্মাদ (স) কোন এলাকায় বিজয় লাভ করতেন, ছেড়ে যাওয়ার আগে সেখানকার অধিবাসীগণের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তিনি বিবেচনায় নিতেন এবং সেখানে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে উপযুক্ত লোক নিয়োগ দিতেন। ইসলাম সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সকল বিষয়েই বিধান দিয়ে থাকে– যে বিধানাবলী আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত আদেশ অনুযায়ী হয়। এ কারণে, সঠিকভাবে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযুক্ততা রয়েছে এক ধরনের যোগ্য, পরিণত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের নিয়োগ প্রদান আবশ্যক ছিল।

খ্রিস্টীয় ৬৩০ সালে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর শেষ খুতবা দেন এবং পরলোকগমন করেন। তাঁর ওফাতের পর খলীফাগণ তাঁর বাণী প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চলগুলোতে মজবুত ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং পৃথিবীর আরও বহুবিধ এলাকায় তাঁরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে, খ্রিস্টানবিশ্ব ইসলামের এ বিস্তৃতি ভালোভাবে নেয়নি, কারণ বহু বিস্তীর্ণ এলাকায় এর ফলে তারা কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে।

খ্রিস্টান বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করাই মুসলিমগণের প্রধান লক্ষ্য, এ মতবাদের আদতেই কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের খুব দ্রুত প্রসারলাভ এবং বিপুলসংখ্যক এলাকা মুসলিমগণের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও, এমন কোন রেকর্ড নেই যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সে সব এলাকার স্থানীয় অমুসলিম অধিবাসীগণকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। বরং খ্রিস্ট ও ইহুদী ধর্মাবলম্বীগণকে স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মপালনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, ইসলামের এরূপ বিস্তৃতির ফলে, খ্রিস্টজগৎ ও অমুসলিম বিশ্বে ক্রমেই এ আশঙ্কা দানা বাঁধতে থাকে যে, অচিরেই হয়তো তারাও মুসলিমগণের পদানত হয়ে পড়বে। ক্রমশই, বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতায় প্রধানশক্তি হিসেবে ইসলাম আবির্ভূত হচ্ছিলো– এটি খ্রিস্টীয় বিশ্বে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে দিল– এবং তারা উপলব্ধি করলো যে, তাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির হওয়ার আগেই ইসলামী সেনাদলকে থামিয়ে দেয়া দরকার।

খ্রিস্টজগতে মুসলিমদের প্রতি ভীতি ও ঘৃণা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছালো যে, ইসলামের অনুসারীগণকে অশুভ প্রতিপন্ন করার হীন উদ্দেশে, খ্রিস্টান যাজকগণ সর্বৈব মিথ্যা প্রচার আরম্ভ

করলো। এতে মুসলিমগণের যথেষ্ট সুনাম ক্ষুণ্ন হলো। বহু ইউরোপীয়ের মনে সেই থেকে এ ধারণার বীজ উপ্ত হলো যে, ইসলাম এমন এক আশঙ্কার প্রতিভূ যা তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি এবং এক সময় ইসলাম খ্রিস্টধর্মকে প্রতিস্থাপিত করে ফেলবে। খ্রিস্টজগতে এ রকম বিদ্বিষ্ট প্রচারের ফল হলো এ যে, তাদের ইসলাম চর্চা বিপুলভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ অনুভব করতে আরম্ভ করলেন যে, ইউরোপে ইসলাম একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ধর্মের প্রতি নবী (স)-এর অনুসারীগণ গভীরভাবে অনুগত এবং ইসলামের অনুশাসন যেগুলো মুসলিমগণের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে– এগুলোকে আক্রমণ নিরর্থক। অতএব, এর পরিবর্তে তারা নবী (স)-এর বিরুদ্ধে একগাদা অসত্য ও মিথ্যাপ্রচার করে তাঁর চরিত্রহননে উদ্যত হলো যাতে করে ইসলাম ও মুসলিমগণের সুনামে কলঙ্কলেপন করা যায়। নবী (স) সম্পর্কে তারা প্রচার করলো যে, তিনি ভণ্ড, প্রবঞ্চক, নারীলোলুপ-যিনি মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর বাণী প্রাপ্তির দাবি করেছেন এবং তাঁর ধর্মপ্রচার করেছেন তালোয়ারের জোরেও (নাউজুবিল্লাহ)। নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে এ সর্বৈব অসত্য প্রচারের ফলে মুসলিম ও খ্রিস্টানগণের সম্পর্কের মধ্যে যে কীলক প্রোথিক হয়েছে তা অদ্যাবধি বিরাজমান।

খ্রিস্টীয় ৬২২ সালে প্রচ্যের সম্রাট হিরাক্লিয়াস নবী (স)-কে এ বলে অপমান করলেন যে, তিনি শয়তানের কীর্তি এবং দজ্জাল (নাউজুবিল্লাহ)। ইংরেজ ঐতিহাসিক রজার ওয়েন্ডোভার ও এ ধারণা উস্কে দিলেন যে, মুহাম্মাদ (স) একজন ভণ্ড নবী (নাউজুবিল্লাহ)। তিনি তাঁকে উপাধি দিলেন "সারাসেনদের ভূয়া নবী", যিনি মৃগীরোগের কারণে মূর্ছা যেতেন। খ্রিস্টীয় উনিশ শতক নাগাদ সাধারণ একটি ধারণা প্রচার পেল যে, মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন ভণ্ড নবী (নাউজুবিল্লাহ)। সে সময়ের কিছু কিছু জীবনী গ্রন্থ যেমন, "দি লাইফ অফ মাহোমেট, দি ফেমাস ওরিয়েন্টাল ইমপোস্টর"-জে লী (১৮১৫); "ইমপোস্টর, ডিসেপশন অ্যান্ড ক্রেডুলিটি" (১৮৩৮) (ফ্যামিলি লাইব্রেরি no.lxiii) ইত্যাদি বই এ রকম ধারণাই দিয়েছে। স্কটিশ লেখক আলেকজান্ডার রস্ নবী (স)-কে বিবিধ অপমানজনক উপাধি দিলেন যেমন, "আরবদেশীয় মহাভণ্ড", "মহাচোর" (নাউজুবিল্লাহ) ইত্যাদি (নাউজুবিল্লাহ) ("A Needful Caveat", appended to the translation of the Al-Coran of Mahomet, by Ross,1649).

ইংরেজ কবি কেনেডী স্কটিশ কবি ডানবার এর কাছে নবী মুহাম্মাদ (স)-কে হাস্যাস্পদ করার উদ্দেশে নিতান্ত মর্যাদাহানিকরভাবে "শয়তান" ও "সারমেয়" হিসেবে উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তিনি ছিলেন একজন ভণ্ড নবী।

(অথচ) কুরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, ইহুদী ও খ্রিস্ট উভয় ধর্মের বাণী মহান আল্লাহ কর্তৃক [মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর নিকট] অনুপ্রেরিত হয়েছে, যে কারণে, কখনোই মুসলিমগণকে এমন কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যাতে উভয় ধর্মের অনুসারীগণকে শত্রু বলে গণ্য করে। বরং খ্রীস্টজগৎই ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ শুরু করে এবং তাদের উভয়ের নিন্দাবাদে লিপ্ত হয়। মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) তারাই আরম্ভ

করে এবং খুবই ধূর্ততার সঙ্গে খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত যুদ্ধংদেহী অপপ্রচার শুরু করে দেয়। দামাস্কাসের "জন" (৬৭৫-৭৪৯)(John) তাঁর পুস্তক "ডি হেরেসিবাস" এ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসকে "খারেজি" মতবাদ (heresy) হিসাবে উলেখ করেন। গিলবার্ট ডি নোজেন্ট (d.518/1124) ইসলাম কর্তৃক শূকর ও মদ্য নিষিদ্ধকরণের কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না। ইসলাম ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদপূর্ণ বিষোদগার আসতে থাকলো গিলামো ডি ট্রিপোলি এবং রেমন্ড লাল (d.716/1360) প্রমুখের কাছ থেকে, যিনি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছিলেন। মার্কোপোলো মুসলিমগণকে মূর্তিপূজার অপবাদ দিলেন এবং রেনান নামীয় একজন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন (নাউজুবিল্লাহ)। রজার ওয়েন্ডার (d.635/1237) এবং জন মনডেভিল (d.735/1356) নবী (স) সম্পর্কে অনেক বিদ্বিষ্ট এবং সর্বৈব মিথ্যা প্রচারণা করলেন।

খ্রিস্টান ও মুসলিমগণের পারস্পরিক শত্রুতা যখন এক রকম ফুটন্ত বিন্দুতে পৌঁছে গেল, অন্যান্য অমুসলিমগণ যারা মুসলিমদের ভয় পেতো ও তাঁদের সম্পর্কে সন্দিহান ছিল– তারাও ইসলামের বিষয়ে অপপ্রচার ও তার মর্যাদাহননে লিপ্ত হলো। পিটার দি ভেনারেবল (১০৯৪–১১৫৬) ল্যাটিন ভাষায় কুরআন অনুবাদ করলেন– কিন্তু কোন মহৎ উদ্দেশে নয় বরং মুসলিমগণের বিষয়ে কুৎসা রটনার জন্য। রবার্ট কীটন (১১৪৩) তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। এর পরতো আরও বহু অনুবাদ হলো, যেমন মার্ক অব টলেডো (১১৯০–১২০০), ফ্রান্সিস অব আসিসি (১১৮১–১২২৬) এবং রেমন্ড লাল ইত্যাদির, তবে প্রত্যেকেই কুরআনের তির্যক ব্যাখ্যা দিতে থাকলেন। রানুলফ হিগডেন (ডি. ১৩৬৪) এবং জন মানডেভিল (১৩০০–১৩৭২) প্রমুখ ইসলামের প্রকৃত বাণীর বিকৃতি সাধনে লিপ্ত থাকলেন– যে ধারা তাঁদের বহুকাল আগে থেকেই প্রবর্তিত হয়েছিলো। ইতিহাসের ক্রান্তিকালে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) সংঘটিত হয়েছে– তখন ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে কুৎসা রটানো হয়েছে।

বহু শতাব্দী ধরেই নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে অনেক অসত্য ও ভিত্তিহীন ধারণা প্রচার করা হয়েছে– আর মুসলিম ও ইসলামের বিবরণ দিতে গিয়ে এমন সব নিন্দাবাদ ব্যবহার করা হয়েছে যার তালিকা প্রায় অন্তহীন। সেন্ট ইউলোজিয়াস (ডি. ৮৫৯) যে ভাষ্য ব্যবহার করেছেন তা নিতান্তই মন্দ। সিগেবার্ট (১০৩০–১১১২) এবং তাঁর অনুকরণে ডিসেটো বললেন মুসলিমগণ উপাস্য হিসেবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পূজা করে থাকে। এডওয়ার্ড হারবার্ট (১৫৮৩–১৬৪৮) লিখলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) পোপ বনিফেসের "ইউনিভার্সাল বিশপ" উপাধি গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। পেড্রো ডি আলফনসো জানালেন, ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসেবে ক্ষমতা ও রাজত্ব লাভের জন্য মুহাম্মাদ (স) ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। ডু পয়েন্ট বললেন, মুহাম্মাদ (স) মুসলিম পুরুষদের দশটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখার এবং মুসলিম মহিলাগণকে দশজন স্বামী সেবার অনুমতি দিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এ অপপ্রচার বহু শতাব্দীব্যাপী চলেছে, যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইউরোপীয় সাহিত্যেচর্চায়। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা এমন এক পর্যায়ে ছিল যে, ল্যাটিন লেখক জয়েনভিল (১২২৪–১৩১৭) মনে করতেন আলী (রা.) ছিলেন তাঁর পিতৃব্য। আর তাদের এ অজ্ঞতা ও

শত্রুতা এখানেই থেমে থেমে থাকেনি। পেড্রোর ধারণা ছিল, মুহাম্মাদ (স)-এর পিতা আবদুল্ল-াহর নামের অর্থ হচ্ছে "মূর্তির দাস"। হটিনজার বললেন, মুহাম্মাদ নাম উচ্চারণ মাত্রই তাঁর শরীর কাঁপতে থাকে। এসব কিছু বিবেচনায় নিলে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যেটি সর্বাধিক বিদ্বেষের শিকার হয়েছে। এইচ রেনাল্ড দাবি করে বসলেন যে, ইসলাম অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ধর্ম। পিটার হেইলীন (১৫৯৯-১৬৬২) তাঁর "মাইক্রোকসমস" নামীয় পুস্তকে লিখলেন, আবদুল মুতালিফ নামীয় এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর নিকট নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বিক্রি করে দেয়া হয়।

মধ্যযুগীয় খ্রিস্টানজগতে মুসলিমগণের প্রতি তাদের ধারণা ছিল, একেবারে কম করেও যদি বলা যায়, অনুশোচনাবিহীনভাবে নির্মম। মুসলিমগণ ও তাদের নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে খ্রিস্টীয় লেখকগণের এ সময় কালের কল্পকাহিনীলোর বিবরণ ছিল শয়তানীসুলভ এবং যেন অনিঃশেষ। স্টুব (Stubbe) বলেছেন যে, ইত্যাকার ছবি ও চরিত্রচিত্রণ ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চা ও তার ভাণ্ডারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। মুসলিমগণকে প্রায়শই যে সকল নিন্দনীয় উপাধি দিয়ে সম্বোধন করা হতো তার কয়েকটি হলো– নাস্তিক, দুস্কৃতিকারী, ধর্মহীন, ম্লেচ্ছ, বিধর্মী কুকুর, দেবতার শত্রু, তুর্কী, আলোফিলি, ইসমাইলীয়, হাগেরেনেস, মাওবাইটস, কেইন্স, বিরুদ্ধবাদী, অইহুদি ইত্যাদি এবং কখনো বা গোথ (যে বিশেষ দলের সদস্যগণ কালো কাপড় পরিধান করে এবং মুখে সাদা-কালো প্রসাধন মাখে ও গোথ সঙ্গীত শোনে) ও বর্বর ইত্যাদি নামে (নাউজুবিল্লাহ)। এছাড়াও মুসলিমদের বুঝাতে যে অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ তারা করতো, যা সেকালে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো তা হলো– 'সারাসেনস'। প্রচলিত ধারণার বিপরীতে মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টানগণ প্রচার করেন যে, 'সারাসেন' নাম মুসলিমগণ নিজেদের সারাহর বংশোদ্ভূত প্রমাণ করা ও নিজেদের নিচু বংশে জন্মগ্রহণের বিষয়টি গোপন করার উদ্দেশে গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তী প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ 'সারাসেন' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত দেন যে, শব্দটি আরবী শব্দ 'সারিক' অর্থাৎ 'চুরি করা' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। অতএব খ্রিস্টীয় পণ্ডিতগণের মতে 'সারাসেন' শব্দের অর্থ হলো 'চোর'। মুসলিমদের অভিহিত করার অনেক বিদ্রূপাত্মক শব্দের মধ্যে আরেকটি হলো 'তুর্কী'– যাদের সমার্থক মনে করা হতো 'মাযুজের' (MAGOG) সঙ্গে– মুসলিম ও খ্রিস্টীয় ধর্মপুস্তকানুযায়ী যারা হলো সেই নাস্তিক জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ যাদের অত্যাসন্ন কেয়ামতের লক্ষণ হিসেবে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হবে। পূর্বোক্ত ভ্রষ্টচারী বাকি অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে ইয়াজুজ (GOG) যার সঙ্গে আরবদের সমার্থক মনে করা হতো এ উদ্দেশে যে, খ্রিস্টানগণ প্রমাণ করতে চাইতেন ইসলাম ও তার অনুসারীগণ হলেন সত্যপথ প্রতিরোধী প্রাচীর সদৃশ।

মুসলিমগণের সম্পর্কে প্রচারিত মিথ্যাচার বেশ জনপ্রিয়তা পেল যার ফলশ্রুতিতে নবী মুহাম্মাদ (স) প্রতি অনেকের মনে তির্যক ধারণার জন্ম দিল। বিদগ্ধ জনসমাজে এসব ধারণা এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণকে ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল। মুসলিমগণের বিষয়ে কাল্পনিক গল্পকথার প্রচার অব্যাহত থাকলো, আর খ্রিস্টীয় যাজক সম্প্রদায় এ রকম ধারণায় এক জোট হলো যে, মুসলিমগণ বহু ঈশ্বরবাদী প্রবণতা

পোষণ করে এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পূজা করে। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মানে মুসলিমগণ যে দরূদ পাঠ করতেন তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ঐতিহাসিকগণ এসব ধারণা প্রচার করতে থাকলেন। খ্রিস্টানগণ 'সারাসেন'দের জাদুবিদ্যার চর্চাকারী মনে করতো, এমনকি আল-কিন্দি ও ইবনে সিনার মতো প্রথিতযশা মুসলিম জ্ঞানসাধকগণকে তারা ডাকিনী ও যাদুবিদ্যার জিম্মাদার ভাবতো– যার কারণে মুসলিমদের মনের অবিশ্বাস গভীরতর হতো।

খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বদাই মুসলিমদের দোষারোপ করার একটি প্রবণতা ছিল এবং তারা মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা সাধনের নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করতো। ড. হেনরী স্টুব বলেন যে, খ্রিস্টানগণ তুর্কীদের সঙ্গে শত্রুতা সাধনের একটা না কারণ বানিয়ে নিতো। এ কারণে, মধ্যযুগে মুসলিমদের সম্পর্কে খ্রিস্টজগতে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা ছিল বানোয়াট, অসমর্থিত ও সার্বজনীনকৃত। সামান্য অনুসন্ধানেই এটি স্পষ্ট হবে যে, খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ কিভাবে মুসলিমগণের প্রতি বিদ্বেষমূলক নিন্দাবাদ নিক্ষেপে লিপ্ত থাকতেন। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হতো তার একটি হলো তিনি ছিলেন ভণ্ড আর তিনি নবুয়ত নিয়ে জালিয়াতি করেছেন। ব্যবিলনের সুলতান যখন ধর্ম বিষয়ে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইএর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, তখন তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-কে ভণ্ড ও নীচ মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেন (নাউজুবিল্লাহ)। ইতিহাসের পাতায় মুহাম্মাদকে খ্রিস্টানগণ ভণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেছে (নাউজুবিল্লাহ) (Complete history of Turks, Vol-2, Chapter-3, 1701)। আইনবিদ জোহানেস যোয়াখিম মূলার (১৬৩৩–১৭৩৩) তাঁর পুস্তক 'Tribus Impostribus' এ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে ভণ্ড বলেই বর্ণনা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। (The Berlin Journal No. 19. Fall 2010. p.10)। কেউ কেউ মুসলিমদের সম্পর্কে গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করতেন আবার কেউবা বোকার মতো এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন যে মুসলিমগণ তাঁদের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে দলে দলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবে। Flowers of History (Bonn. 1849, 2:515) বইয়ে এরকমই লেখা হয়েছে। মুসলিমগণের জন্য ধ্বংস অত্যাসন্ন এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মহাপ্রলয় এসব উক্তির সঙ্গে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা হলো যে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

একটি রচনা, "A Spiritual Conference between Two Doctors" যাতে শেখ সিনান এবং ডা. আহমেদ অংশ নিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা এ ধারণাই দিয়েছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন ভণ্ড এবং তাঁর প্রতিমাপূজা উচ্ছেদ করার দাবি ভুয়া। দীর্ঘদিন থেকেই ইউরোপে মুসলিম (সারাসেন)দের সম্পর্কে অসত্য প্রচারিত হতে থাকে। নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত মিথ্যাচার ছিল এই যে, তিনি ছিলেন ভণ্ড (নাউজুবিল্লাহ)। "The Temple of Imposture (1708)" শিরোনামের একটি কবিতায় নিতান্ত শয়তানরূপে তাঁকে নিম্নোক্তভাবে চিত্রিত করা হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। "এভাবেই অশুভ যাদু গ্রাস করে প্রাচীন আলেখ্য, শান্তির প্রতীক মক্কাকে গিলে নিয়েছে পাগলাগারদের সর্প।" বহু মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়ান যে রেনেসাঁ যুগে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো স্বীকারে অনিচ্ছুক, তা থেকেই মুসলিমদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ যে কত সুগভীর ছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। যদিও, এতদুভয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র বিদ্যমান। এমনকি

যখনই ইসলামকে বুঝার জন্য কোন ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ পেতো, তা শতাব্দীর অপপ্রচারের কারণে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। বিশেষত, ১৫ ও ১৬ শতকদ্বয় ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার প্রচারের জন্য সুবিদিত। মুসলিম বিশ্বের অবসান হয়ে যাবে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী ও এ সময় জনপ্রিয়তা পায়– যার উল্লেখ পাওয়া যায় জন বেইল (১৪৯৫–১৫৬৩) এবং হেনরী স্মিথের লেখায়। বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামের বিরুদ্ধে বহু লেখালেখি হয়। মক্কা ও মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে এ রকম একটি ভবিষ্যদ্বাণীও এ সময় প্রচার করা হয়।

খ্রিস্টীয় চার্চে মুসলিমগণের সম্পর্কে বিশেষ জনপ্রিয় ধারণা ছিল এরকম যে, মুসলিমগণ হচ্ছেন নাস্তিক ও মূর্তিপূজক এবং তারা আর কারও নয় বরং নবী মুহাম্মাদ (স)-এরই পূজা করে (নাউজুবিল্লাহ)। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে গীর্জাসমূহে একটি প্রার্থনা করা হতো যাতে তুর্কী, মুসলিম এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-কে শত্রু হিসেবে একই কাতারে উল্লেখ করা হতো। তারা এই বলে প্রার্থনা করতো যে, "হে পরম শক্তিমান, চিরস্থায়ী ঈশ্বর... আমরা (?) আপনার বিদ্রোহী সন্তানগণ বিশাল সঙ্কটে আছি... আমাদের ও আপনার হলফকৃত শত্রু তুর্কী, নাস্তিক দ্বারা পরিবৃত ... তুর্কিগণ মুহাম্মাদ নামের দুষ্ট ও দুরাত্মা দানবের গুণ ও যশগাঁথা গান করে... (নাউজুবিল্লাহ) (Liturgical Services of the Reign of Queen Elizabeth pp. 532-533, Parker Society, 1847). ঐতিহাসিক ম্যাথু প্যারিসের মতে, সারাসেনগণ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পূজা করতেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দের রচনা "Golden Legend" এ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একজন জাদুকর ও ভণ্ড নবী হিসেবে বর্ণনা করা হয় (একই ধরনের বর্ণনা "Speculum Historiale" এবং Roman de Mahomet" ও æHildobert of Tours" বইতেও পাওয়া যায়)।

আর ভি সি বোদলে লিখেছেন, এটি একটি প্রচলিত বিশ্বাস যে, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন মৃগীরোগী ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করছেন এ রকম ধারণা থেকে নবী মুহাম্মাদ (স) এ ধরনের মূর্ছারোগের প্রকোপ দেখা দিত। নবী মুহাম্মাদ (স) যুদ্ধ বিষয়ে যে দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, বোদলের মতে, এটাই প্রমাণ করে যে, মৃগীরোগগ্রস্ততার বিষয়টি তাঁর বিরুদ্ধে নিরতিশয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করা হয়েছে।

জন ড্যাভেনপোর্ট নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যে অসংখ্য অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলোকে সার-সংক্ষেপ করে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন:

১। একটি নতুন ও মিথ্যা ধর্মের প্রচার, যাকে ঈশ্বরের পক্ষ হতে প্রেরিত বলা হয়েছে। অথচ এটি ছিল তাঁর নিজস্ব একটি উদ্ভাবনা মাত্র, যার মাধ্যমে তিনি নিজের উচ্চাশা ও ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন।

২। মুহাম্মাদ তরবারীর মাধ্যমে তাঁর ধর্মপ্রচার করেছেন। আর এতে হয়েছে প্রচুর রক্তপাত আর মানবিক বিপর্যয়।

৩। কোরানে বিবৃত তাঁর স্বর্গের বিবরণ ইন্দ্রিয় সুখকর।

৪। বহুবিবাহ আইনসিদ্ধ করে দিয়ে তিনি কামুকতা উস্কে দিয়েছেন।

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থেকে ইউরোপীয় অমুসলিমগণ যে তাঁর ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করতেন তা প্রতিভাত হয়। এসব সাধারণ অভিযোগ ছাড়া ও আর যে সব অভিযোগ তারা করতো তা হলো এই যে, অমুসলিমদের ও অন্য ধর্মমতের প্রতি মুসলিমগণ স্বভাবগতভাবেই শত্রুভাবাপন্ন এবং তারা অন্যদেরকে ইসলামের রাজ্যে স্থান দিতে পারে না।

ওপরে যেমন বলা হয়েছে, খ্রিস্টানগণ সর্বদাই নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্ব, বিনয়, সত্যবাদিতা, সারল্য ইত্যাদি গুণাবলী বহু খ্রিস্টানকে তাঁর ও তাঁর ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বকে তাঁর পরম শত্রুগণ মোটেই স্বীকার করেনি– তারা বরং সর্বসাধারণ্যে তাঁর আবেদনকে ভয় পেত। তাঁকে কোনরকম স্বীকৃতি প্রদানের পরিবর্তে তারা তাঁর নামের সঙ্গে দুর্নাম জুড়ে দিত। তারা সর্বদাই সুযোগ পেলে ইসলাম ও তার অনুসারীদের মর্যাদাহানির চেষ্টা করতো। মুসলিমদের সম্পর্কে সাধারণভাবে তারা যা বলতো তা হলো এই যে, মুসলিমগণ হিংস্র এবং নারী নির্যাতনকারী। কুরআন সম্পর্কে তারা এ অপপ্রচার চালাতো যে, কুরআন একটি হিংসাত্মক ও বিপজ্জনক জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দেয়। তারা এমন একটি ধারণারও সৃষ্টি করে যে, নবী মুহাম্মাদ (স) নারী লিপ্সা-জর্জর ছিলেন এবং নারীদের নিতান্ত অসম্মান করতেন।

আমাদের লক্ষ্য

এ পুস্তকের তিনটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে :

১। নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান করা।

২। পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামী জগতের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণ অনুসন্ধান করা।

৩। এটাও অনুসন্ধান করা যে, মুসলিমগণ ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে অন্যদের সঙ্গে ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যভাবে বসবাস করতে পারেন কিনা।

আমাদের উদ্দেশ্য

আমাদের উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলো পূরণের উদ্দেশে একটি নিবিড় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সম্পর্কে এবং ইতিহাসে বিভিন্ন বিশিষ্ট কিন্তু অমুসলিম ব্যক্তির মূল্যায়ন, রায় মতামত, কৃতজ্ঞতাবোধ এবং চিন্তা-ভাবনা, তাঁর ও ইসলামের প্রভাব, কুরআনের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা ইত্যাদি সম্পর্কে।

উপাত্ত (ডাটা) সংগ্রহ

গবেষণার উপাত্ত নিম্নোক্ত উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে

১। রাজনীতিবিদ (এমপি লর্ড), বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধর্মযাজকগণ, পেশাজীবী, আন্তঃধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সাক্ষাকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ ধরনের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার প্রধানত লন্ডনে এবং অন্যসব জায়গায় টেলিফোনের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে।

২। একদম প্রথম যুগ থেকে বর্তমান অবধি অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের অভিমত সংগ্রহের মাধ্যমে।

যে সব প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশের পরিস্থিতি, কুরআনের অবতারণ, নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্র, পশ্চিমাজগতে নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ধারণা, মুসলিমগণের নাগরিক দায়িত্ববোধ ও পশ্চিমাজগতে অন্যধর্মের লোকেদের সঙ্গে তাদের সহাবস্থানের বিষয় ইত্যাদি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো, কুরআনে অগ্নিসংযোগ যা অভিনব, যে সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট অনুসন্ধান চালানো হয়নি।

এ বইতে ব্যবহৃত ডাটা ধারণাপ্রসূত, শ্রেণীবদ্ধ, বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিশ্লেষিত এবং এগুলো আটটি পরিচ্ছদে বিভক্ত।

এ পুস্তক ও গবেষণার জন্য সুপারিশগুলো–

নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ, ধর্মযাজক ও নেতৃবৃন্দ কর্তৃক কৃত গবেষণা ও সুপারিশ অবলম্বনে এ পুস্তক রচিত হয়েছে। মুসলিম ও অমুসলিম সম্পর্কের এ রকম স্পর্শকাতর পর্যায়ে এ গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে বলে তাঁরা স্বীকার করছেন–

* রাইট অনাবেরল এমপি (ব্রিটিশ) ফ্রাংক ডবসন
* রাইট অনারেবল এমপি (ব্রিটিশ) ডেভিড অ্যামেস
* আর্চ বিশপস্ হাউস, ওয়েস্টমিনিস্টার
* ডায়াসেসেস ইন ইউরোপ
* টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশন
* ব্রিটানিয়া হিন্দু টেম্পল, হাইগেইট, লন্ডন
* জলরাম মন্দির লন্ডন
* বুড্ডিস্ট টেম্পল, সাউথ লন্ডন
* সিনাগগ, ইউ লন্ডন
* শিখ টেম্পল, সাউথ হল।

পরিচ্ছেদসমূহের সংক্ষিপ্ত-সার

অভিযোগসমূহ খণ্ডনের সুবিধার্থে, আমি নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম এবং কুরআনের ওপর অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের অনেক মূল্যায়ন সংগ্রহ করেছি। এসব তথ্য সংগ্রহে আমি বহুপুস্তক পর্যালোচনা করেছি, এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এসব মূল্যায়ন ধারণাপ্রসূত, শ্রেণীবদ্ধ, বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুযায়ী বিশ্লেষিত এবং উপরিউক্ত বিষয়ভেদে আটটি পরিচ্ছদে বিভক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, প্রথম পরিচ্ছেদে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এ অভিযোগ ছিল যেমন, নবী মুহাম্মাদ (স) ভণ্ড নাস্তিক ও ভুয়া ইত্যাদি। তাছাড়া, এ পরিচ্ছেদে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর যে বিশাল মূল্যায়ন করা হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কারও কারও মতে তিনি

ছিলেন সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে দানশীল, সরলতম, সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে সত্যবাদী, ন্যায়বান, মহৎ এবং ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব। যেসব ধারণা স্পষ্ট হয়েছে তার ভিত্তিতে সেগুলোকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে তাঁর চরিত্রে মহত্ত্বের মূল্যায়ন করা হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে তাঁর সরলতা এবং তৃতীয় অংশে তাঁর সততার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছদে নবী মুহাম্মাদ (স) যে নারী, দাসদাসী, দরিদ্র ও ইয়াতীমগণের প্রকৃত রক্ষাকারী ছিলেন তার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সন্নিবেশিত আছে। এ পরিচ্ছদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে তাঁর বহুবিবাহের প্রকৃত কারণগুলো এবং কিভাবে ইসলাম কারও বিরুদ্ধেই যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না সে বিষয়টি।

চতুর্থ পরিচ্ছদ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার বিবরণ এবং কিভাবে ধর্ম হিসেবে ইসলাম ও তাঁর শিক্ষা ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রভাবিত করেছে তার বর্ণনা দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং ইসলাম মানে হলো শান্তি। ইসলামে সহিংসতার কোন স্থান নেই। ইসলাম মূলত যৌক্তিক একটি জীবনবিধান, মানুষের জন্য আশীর্বাদ যা অন্ধকারযুগে ইউরোপকে জ্ঞান দান করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কুরআনের প্রভাব ও শিক্ষা এবং এর বৈজ্ঞানিক অবদানের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলাম যে তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়নি তার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে বরং নবীর সহজতাই অন্যদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এ অধ্যায়ে এই বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

সপ্তম অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং এ আলোচনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে পেশ করা হয়েছে। প্রথমত, দেখানো হয়েছে কিভাবে নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের ফলে তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পশ্চিমা বিশ্ব ও তাঁর বাইরে প্রচার পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, কুরআন জ্বালিয়ে দেয়ার মতো একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়া এবং তার ফলে ও সামাজিক অস্থিরতা ও সহিংসতার জন্ম হচ্ছে– যা শান্তি ও একতার প্রতি হুমকি, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে আরও আলোচিত হয়েছে কিভাবে রাজনীতি ও মিডিয়ার কারণে সত্য চাপা পড়ে যায়।

অষ্টম অধ্যায়ে দুটি অংশ আছে। প্রথমাংশের আলোচ্য ইসলামের বহুমুখিতা এবং দেখানো হয়েছে কিভাবে জাকাত (ইসলামিক ট্যাক্স) এর মাধ্যমে প্রতিবেশী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়ে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করা সম্ভব। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সামাজিক সহাবস্থান বিষয়ক আলোচনা, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও ইসলাম, মুসলিম ও অন্যান্য সকলকে ধর্মবিশ্বাস জাতীয়তা, সৃষ্টি, বর্ণ কিংবা অন্যান্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে উৎসাহিত করার বিষয়ে আলোচনা। মানুষমাত্রেই এক জনগোষ্ঠী অথবা সকলে একটিমাত্র গোষ্ঠীর সদস্য যা হলো মানবগোষ্ঠী।

অধ্যায়-২

নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর গুণাবলি ছিলো অনিন্দসুন্দর। আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, ছিলেন সকলের প্রতি দয়ার্দ্র, বন্ধুভাবাপন্ন। স্বভাবে তিনি ছিলেন উদার এবং অন্যের দোষত্রুটিতে ক্ষমাসুন্দর, ব্যবহারে বিনয়ী, কিন্তু কাজে দৃঢ়পদ, আর সততই নির্ভরযোগ্য, ধর্মপরায়ণ, আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ আর অবিচারের বিরুদ্ধে অনমনীয়।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো সুভদ্র। তিনি ছিলেন সৎস্বভাব বিশিষ্ট, অন্যের সীমাবদ্ধতা তিনি সহানুভূতির সঙ্গে দেখতেন। নবী মুহম্মাদ (স)-এর চরিত্র ছিলো এক রক্তমাংসের মানুষে এমন সর্বাধিক গুণাবলির সমষ্টি, যেগুলো একের সঙ্গে অন্যের সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে দিত। যখন কারও অধিকার ও সুবিচার প্রাপ্তির প্রয়োজন পড়তো, নবী করিম (স) সুনীতির ভিত্তিতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাব অবলম্বন করতেন। তিনি বিচার করতেন ন্যায়পরায়ণতা ও সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁর আচরণ ছিলো এমন যা মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতো। মানুষের মাঝে উচ্চতম আসন অর্জন সত্ত্বেও, তিনি মাটির কাছাকাছি।

গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের মিশ্রণ ছিলো নবী (স)-এর ব্যক্তি জীবনাচরণে– যার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। তাঁর অনুসারীগণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে– যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কে কিংবা আল্লাহর ইবাদত ইত্যাদিতে তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্ত ও উপদেশ পাওয়ার চেষ্টা করতেন। এটি বিস্ময়কর যে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ ব্যতীত এবং তাঁর পূর্বে প্রেরিত কোন ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ছাড়াই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রজ্ঞা এমন এক উচ্চমাত্রার ছিলো। তাঁর শিক্ষায় এই আপাতদৃষ্ট ঘাটতি সত্ত্বেও তিনি বিশ্বমানব কুলে বিজ্ঞতম ব্যক্তি। নবী (স) শিশুদের প্রতি অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন। ছোটদের প্রতি তাঁর গভীর পরিচর্যা ও মমত্ববোধ।

তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির ভিত্তিতে, এ পরিচ্ছদটিকে আমরা তিনটি বৃহৎ অংশে বিভক্ত করে পেশ করতে চাই যিনি– সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সরলতম ব্যক্তি, সততায় শ্রেষ্ঠ।

প্রথম অংশ

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদা

সর্বাধিক প্রভাবশালী

আমেরিকান লেখক মাইকেল হার্ট নবী মুহাম্মাদ (স)-কে মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে নির্ণয় করেছেন। দুটি ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিপুল প্রভাবের কারণে তিনি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। নবী মুহাম্মাদ (স), ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনপদ্ধতির সহাবস্থান সম্ভব করেছিলেন এবং তাঁর সময়ে এর রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে। ইতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী ১০০ জন্য ব্যক্তির তালিকায় মাইকেল হার্ট তাঁকে প্রথম স্থানে রেখেছেন। তিনি বলেন–

> *"আমার বিবেচনায়, মুহাম্মাদকে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের তালিকার সর্বাগ্রে রাখাতে, অনেক পাঠক হয়তো বিস্মিত হবেন এবং কেউ কেউ হয়তো এতে আপত্তিও করতে পারেন। কিন্তু, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনপদ্ধতির সহাবস্থান নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এতে প্রভূত সাফল্য লাভ করেছেন।*
>
> *জন্মসূত্রে খুব প্রভাবশালী না হওয়া সত্ত্বেও, মুহাম্মাদ পৃথিবীর মহৎ একটি ধর্মমতের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অত্যন্ত কার্যকর একজন রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। আজকের বিশ্বে, তাঁর মৃত্যুর তেরো শত বছর পরও তাঁর প্রভাব সর্বব্যাপী।"*[১৩]

মাইকেল হার্ট কর্তৃক যীশুর তুলনায় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। তাঁদের উভয়ের ধর্মমতের প্রসার ও প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব তুলনাপূর্বক তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-কে অনেক বেশি সফল বলে মনে করেছেন। খ্রিস্টধর্মের প্রসারে সেন্ট পলের ও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বিবেচনায় নিয়ে, মাইকেল হার্ট, নবী মুহাম্মাদ (স)-কে যীশুর উপরে স্থান দিয়েছেন। অথচ, ইসলামের শিক্ষা ও এর প্রচারের কৃতিত্ব এককভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বাণীতে আছে বিশেষ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, যা তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, যা যীশুর বেলায় অনুপস্থিত।

> *"মুহাম্মাদকে যীশুর উপরে স্থান দেয়াটা প্রথমত কিছুটা বিসদৃশ মনে হতে পারে, তবে, এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, ইসলাম ধর্মের উন্মেষ ও উন্নয়নে মুহাম্মাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, খ্রিস্টধর্মের বেলায় যীশুর সেরকম কোন ভূমিকা দেখা যায় না। যদিও খ্রিস্টধর্মের মূল জীবনপদ্ধতি ও নৈতিক বিধানাবলি যীশুর বাণী থেকে নেয়া, তথাপি সেন্ট পল' কেই খ্রিস্টধর্মের পূর্ণতাদানকারী, এর মূল দীক্ষাগ্রহণকারী এবং তাঁকেই বাইবেলের অধিকাংশের প্রণেতা বলে মনে করা হয়।*

আর ইসলামের ধর্মতত্ত্ব, এর জীবনপদ্ধতি ও নৈতিক বিধানাবলি মুহাম্মাদই দিয়েছেন। তাছাড়া এ নতুন ধর্মমত গ্রহণ ও এর ধর্মীয় আচার ও অনুশাসনগুলো প্রবর্তনে রয়েছে তাঁর প্রধান ভূমিকা। .... তুলনামূলকভাবে, এটা বাস্তব সত্য যে, ইসলামের উপর মুহাম্মাদের একার যে প্রভাব পড়েছে, খ্রিস্টধর্মের উপর যীশু এবং সেন্ট পল'-এর মিলিত প্রভাবের চেয়েও তা অনেক বেশি। .... তদুপরি, মুহাম্মাদকে সর্বকালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচনা করা যায়।"[১৪]

মাইকেল হার্ট বলছেন যে, আরবগণ নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রভাবান্বিত হওয়ার পর নিতান্ত স্বল্প কালের মধ্যে ভারত থেকে আটলান্টিক অবধি রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলো– যা কিনা ইতিহাসেরই বৃহত্তম এক সাম্রাজ্য।"[১৫]

মাইকেল হার্ট আরও মনে করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দৃষ্টান্ত থেকেই, বিশেষ করে ধর্ম ও জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে সার্বিক গুরুত্ব অনুধাবন ও আরোপের ফলেই ইসলাম এ রকম প্রসার লাভ করেছিলো। এ রকম দুটি অসাধারণ বিষয়ের অতুলনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য নবী মুহাম্মাদ (স)-কে মানবেতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যায়। তিনি আরও বলেন-

"আমরা লক্ষ্য করি যে, সপ্তম শতাব্দীর আরব বিজয়গুলো মানবেতিহাসে অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমি ধারণা করি, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার এ রকম অনুপম সমন্বয় সাধন করতে পারার কারণে মুহাম্মাদকে মানবেতিহাসের বিশিষ্টতম একক ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেয়া দরকার।"[১৬]

বিশিষ্ট চীনা লেখক চাইলিন ইসলামের পয়গম্বরের প্রশংসা করেছেন এবং তার দাবি হলো নবী মুহাম্মাদ (স) যাঁর জীবন ছিলো এক বিশেষ জীবন, তাকে যদি সৃষ্টি না করতেন, তাহলে হয়তো বিধাতা বিশ্বচরাচর তথা অন্য কিছুই সৃষ্টি করতেন না। লীনের মতে-

"সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত সৃষ্টি তিনি। যে কারণে বিধাতা যীশুকে বললেন, "আমি আকাশ, ভূ-মন্ডল, মানুষ কিংবা জ্বীন সৃষ্টি করতাম না, যদি না মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করতাম। অতএব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তার জীবন ছিলো একটি অনন্য জীবন।"[১৭]

লীন মনে করেন যে, স্রষ্টার সৃষ্টিকূলে নবী হচ্ছেন সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য, তাঁর বিশিষ্টতা, তাঁর কর্ম আর উপদেশ হলো উচ্চতম মানসম্পন্ন–

"সৃষ্টির মাঝে নবী হচ্ছেন সর্বাধিক সম্মানের উপযোগী, তাঁর সহজাত গুণাবলি, তাঁর প্রতিভা আর তাঁর অনুপ্রেরণা ছিলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাঁর পরিবারও তাঁর আবাস ছিলো সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য। আর তাঁকে মহান পুণ্যাত্মা নবী এজন্য বলা হয় যে, তাঁর মধ্যে যা ছিলো সেগুলোর সবই ছিলো সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের উপযোগী।"[১৮]

কেরী ব্রাউন এবং মার্টিন পামার নামীয় দুজন লেখক তাদের "দি এসেনসিয়াল টিচিংগস অব ইসলাম" বইতে লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু, তবে তিনি একজন মানুষই বটে, কিন্তু তিনি ঐশ্বরিক নন। তবে তাঁরা তাঁকে উচ্চতম পর্যায়ের সম্মান জানিয়েছেন-

> *"ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ (স)। যদিও তিনি ছিলেন মানুষ মাত্র এবং তিনি ঐশ্বরিক গুণাবলি কিংবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন না, এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রাপ্য হলো প্রভূত সম্মান।"*[১৯]

১৮৫১ সালে ফরাসি লেখক আরনেস্ট রেনান লিখলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ইতিহাস সমগ্রে বেঁচে আছেন, মানুষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে।"[২০]

ফিজির প্রধানমন্ত্রী কমোডর জুসাইয়া ভোরেক বাইনি মারামা নবীর জন্মদিন উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতায় তাঁকে এ বলে প্রশংসা করলেন যে, তিনি হচ্ছেন বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী আধ্যাত্মিক নেতা। তার বক্তব্যের অংশ ছিলো নিম্নরূপ :

> *"আমার স্বদেশবাসী, আজ আমরা সম্মিলিতভাবে গোটা বিশ্বব্যাপী লক্ষ কোটি লোক এক যোগে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক একজন নেতার জন্মদিন পালনের উৎসবে যোগ দিচ্ছি, তিনি হলেন- নবী মুহাম্মাদ (স), তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সর্বত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন এবং তাঁর বাণী হলো ইসলামের মূলমন্ত্র- যা তাদের বিশ্বাসের পথ প্রদর্শক।"*[২১]

ব্রিটিশ মিশনারী ও বিখ্যাত লেখক আইজাক ম্যাসন চীনে ফ্রেন্ডস ফরেন মিশন এ্যাসোসিয়েশন সকাশে কিভাবে ইসলাম প্রথম পর্যায়ে চীনে বিস্তার লাভ করেছে তার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেন। বলা হয় যে, পশ্চিম আকাশে একটি নতুন নক্ষত্রের উদয়ের পর, চীন সম্রাট তার জোতির্বিজ্ঞানীকে প্রেরণ করলেন বিষয়টি কি জানতে। অনেক দিন ভ্রমণের পর তিনি নবী (স)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি নবীকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন, চীন দেশভ্রমণে যান। তবে, নবী (স) তাঁর সাহাবী সাদ ইবনে ওয়াক্কাসকে সেখানে প্রেরণ করলেন। নবীর বিস্ময়কর ঘটনাবলি শুনার পর সম্রাট ক্যান্টনে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। ম্যাসন বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করছেন-

> *"৫৮৬ খ্রিঃ সুই রাজ বংশের সম্রাট কাইহোয়াং এর রাজত্বের ৬ষ্ঠ বছরে কিভাবে মুসলিমগণ চীন দেশে আসেন তার বিবরণে উল্লেখ আছে যে, আকাশে একটি অদ্ভুত একটি তারকার উদয় লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট তাঁর প্রধান জোতির্বিজ্ঞানীকে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে বললেন। জোতির্বিজ্ঞানী তখন বললেন যে, পশ্চিম দেশে একজন অসামান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্রাট তখন বিষয়টি জানতে একজন বিশেষ দ্রুত প্রেরণ করলেন। প্রায় এক বছর কাল পরিভ্রমণের পর তিনি মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। দূত নবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রাচ্যে ভ্রমণের প্রস্তাব দিলেন। নবী সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর মামা সাহাবী সাদ ইবনে ওয়াক্কাসকে তিন*

সহযাত্রীসহ সম্রাটের দূতের সঙ্গে চীনে প্রেরণ করলেন। সম্রাটের দূত খুব সঙ্গোপনে নবীর একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়ে তাঁর সঙ্গে নিলেন। এটি সম্রাটকে দেয়া হলো। তিনি সেটির উপাসনার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। যখন তিনি দাঁড়ালেন, চামড়ায় অঙ্কৃত ছবিটি খোলা হলো, কিন্তু দেখা গেল নবীর ছবি তা থেকে মুছে গেছে। সাহাবী সাদ ইবনে ওয়াক্কাস তখন বললেন, এটি নবীর মোজেযা, যিনি মানুষের পক্ষে ছবি কিংবা কাউকেই কোন কিছু পূজা করার অনুমতি দেননি। সম্রাট এতে খুবই প্রভাবিত হলেন। তিনি আদেশ দিলেন নবীর সম্মানে ক্যান্টনে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক।”[২২]

আরও একজন চীনা সম্রাট “হংউ” (যিনি যু ইউওয়ান জাং হিসেবে ও পরিচিত ১৩৬৮–১৩৯৮) নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। নবীর প্রশংসা করে তিনি ১০০ শব্দের একটি কবিতা লেখেন, যেটি সমগ্র চীনের মসজিদে উৎকীর্ণ করা হয়েছিলো।”[২৩]

“বিশ্বজগতের সৃষ্টির পর
মহান সন্ত সত্য প্রচারের দায়িত্ব পেলেন,
তাঁর প্রভুর কাছ থেকে ...
সকল সৃষ্টির সঠিক পথনির্দেশ তাঁর কাজ।
তিনি সকল রাজার রাজা,
তিনি অগ্রগামী সকল পবিত্র আত্মা থেকে ...
সকল অন্যায় থেকে মুক্তি (তাঁর প্রয়াস),
তিনি বিশ্বের করুণাধারা,
তাঁর চলার সুপ্রাচীন নৃপতির পথে
মন্দ পরাভূত এক ও এককের শক্তিতে,
সত্য ও পবিত্র ধর্মের বার্তাবহ মুহাম্মাদ ,
সুউচ্চ, সুমহান একজন।”

মহত্তম ব্যক্তিত্ব

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ যে সব কাহিনী ফেঁদে বসেছেন সেগুলো এজন্য ছুঁড়ে ফেলা দরকার যে, এগুলো নিতান্তই মিথ্যার বেসাতি। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্বকে যে সকল উদ্ভাবিত অসত্য বেষ্টন করে আছে– যাঁরা সত্য সন্ধানে আগ্রহী তাঁদের প্রতি এটি একটি বিরাট দুষ্টসেবা। আজকের বিশ্বে লক্ষ কোটি লোক যারা ইসলামের অনুসারী তাঁরা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। বিশাল এক মানবগোষ্ঠী যারা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং এর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছে তাদের যদি আমরা বিবেচনায় নেই, তাহলে ইসলাম এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-কে খুব সহজে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া সম্ভব নয়। স্কটিশ লেখক টমাস কার্লাইল যিনি একাধারে প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক ও শিক্ষক বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সম্পর্কে প্রচলিত কল্প কাহিনীগুলো বর্জন করা দরকার। কারণ, এগুলো অসত্য ও বানোয়াট। তাঁর ভাষায়–

> *"মুহাম্মাদ ছিলেন সুকৌশলী ভণ্ড নবী, মিথ্যা অবতার এবং তাঁর ধর্ম হলো ফ্যান্টাসি, নাউযুবিল্লাহ এ ধরনের অনুসিদ্ধান্ত ক্রমেই নিতান্ত অসার বলে প্রতীয়মান হতে আরম্ভ করেছে। প্রবল উৎসাহে যে রকম মিথ্যাচার তাঁকে ঘিরে স্তূপীকৃত করা হয়েছে, তা আমাদের নিজেদের জন্যই অবমাননাকর। প্রোটিয়াসকে পোকক যখন বললেন, একটি প্রশিক্ষিত কবুতর মুহাম্মাদের কানের ভেতর মটরধানা রেখে যেত এবং দেবদূত তাকে বাণী বলেন দিতেন, কিন্তু তার প্রমাণ কী? প্রোটিয়াসের জবাব হলো, কোন প্রমাণ নেই। এসব গাঁজাখুরি গালগল্প এখন বর্জনের সময় এসেছে। এ মানুষটি যা বলে গিয়েছেন বিগত ১২ শতাব্দী সময় কালে সেগুলো ১৮ কোটি লোকের জীবনবিধানে পরিণত হয়েছে।"*[২৪]

বীরোচিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক হলো আন্তরিকতা। তবে যিনি আন্তরিক, এটি তাঁকে বলতে হয় না। বস্তুত যারা এ দাবি করেন, তাঁরা অনেকেই মোটেই আন্তরিক নন, বরং তাঁরা ভাঁওতাই দিয়ে থাকেন। আন্তরিকতা বরং তাঁদের কাজের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। যিনি বাস্তবিকই আন্তরিক, তিনি তাঁর মহৎ কাজগুলো নিজের কাছেই গোপন রাখেন এবং এ বিষয়ে কখনই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন না। বস্তুত, এ রকম বলা যায় যে, যিনি সত্যিকারভাবে আন্তরিক তিনি স্বজ্ঞানে তাঁর কাজের প্রচার করেন না, বরং মানবিক দুর্বলতার কারণে তিনি নিজের আন্তরিকতার বিষয়ে সদা সন্দিহান থাকেন। অতএব, আন্তরিকতার পূর্ব শর্ত হলো অবচেতন মনে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা। একজন নিবেদিতপ্রাণ আন্তরিক মানুষ কখনই দম্ভ, আত্মপ্রচার কিংবা আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন না। কার্লাইল বলেন–

> *"কিন্তু একজন মহৎ ব্যক্তি, বিশেষত তাঁর (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, সত্য ব্যতিত তিনি অন্য কিছু, একথা অবিশ্বাস্য। আমি ধারণা করি যে, সত্যি তাঁর ভিত্তিভূমি– সত্য তাঁর অন্তস্থলে। মিরাবু, নেপোলিয়ন, বার্নস,*

এবং ক্রমওয়েল কেউ যদি নিষ্ঠাবান না হতেন তাঁরা কিছুই করতে সক্ষম হতেন না। আমি বলব, সকল বীরের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা সকলেই মহৎ, গভীর ও নিখাঁদ আন্তরিকতার গুণে গুণান্বিত। প্রচার সর্বস্ব আন্তরিকতা– এটাতো নগণ্য জিনিসই বটে– যা প্রায়শ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। মহৎ লোকের আন্তরিকতা হলো যে, তিনি উল্লেখ বিমুখ এমনকি তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ও নন। বরং তিনি তাঁর নিষ্ঠার বিষয়ে সন্দিহান– কারণ, মানুষের কি সাধ্য একটি দিনের জন্যও সে পরম সত্য নিষ্ঠ হয়ে চলতে পারবে? অতএব, কোন মহৎ ব্যক্তি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বড়াই করেন না। এটি দূরের কোন বিষয়– তিনি এ বিষয়ে ভাবেনই না। আমি বলি, বিষয়টি তাঁর নিজের উপর নির্ভরই করে না– আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। বেঁচে থাকার সত্য তার কাছে বড় সত্য।"[২৫]

স্যার জন গ্লাব যিনি একজন ব্রিটিশ সৈনিক ও বিদগ্ধ লেখক, মনে করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সাফল্য ছিলো তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের কারণে, তাঁর যুদ্ধাভিযানের কারণে নয়। এখন আমরা ধারণা করি যে, তিনি ছিলেন একজন কঠিন হৃদয় মানুষ ও নেতা। কিন্তু সত্য হলো এই যে, আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ একজন মানুষ। আমাদের কাছে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যখন তিনি নিবর্তনমূলক কোন আদেশ দিয়েছেন কিংবা তাঁর হুকুম তামিল না করার কারণে তিনি তাদের শাস্তি দিয়েছেন[২৬]।

ব্রিটিশ লেখিকা অনিতারাই বলেন, তাঁর তুলনায় ১৫ বছর বেশি বয়সী খাদিজাকে, যিনি এর আগেই দু'বার বিয়ে করেছিলেন, তাঁকে বিয়ে করে যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রশংসা করেছেন। এ রকম বিয়ে তাঁর কাছে অসম্মানজনক কিংবা আপত্তিকর অথবা ঘৃণ্য মনে হয়নি, বরং এজন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণকীর্তন করেছেন।"[২৭]

আমেরিকান লেখক অমিতপাল, তাঁর "ইসলাম মানে শান্তি" শীর্ষক বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমরা যদি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ও জীবন বিধানগুলো পর্যালোচনা করি, তখনই ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম, এই ধারণা বিদূরিত হয়ে যায়। বিশেষত, তাঁর নবুয়তের প্রথম পর্যায়ে তিনিও তাঁর অনুগামীগণ শান্তি প্রিয় থেকে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার প্রতি যে অনীহা প্রদর্শন করেছেন তা থেকে বিষয়টি সুপ্রমাণিত হয়। অমিতপাল আরও বলেন–

"ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নবী মুহাম্মাদ (স) এবং ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন দিয়েই আমার অনুসন্ধানের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। নবী হচ্ছেন একজন নিবেদিত প্রাণ, মুসলিমের "রোল মডেল"। ইসলাম যে অহিংসার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে তা বুঝাতে গিয়ে পণ্ডিতগণ মক্কায় অবস্থানকালে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আচরণের বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘ ১২ বছর তিনি কোন প্রতিরোধ ছাড়াই নির্যাতন সহ্য করেছেন।"[২৮]

একজন আমেরিকান গ্রন্থকার মেজর আর্থার গ্রীন লিওনার্ড বর্ণনা করেছেন যে, মার্টিন লুথার কোন এক সময় তাঁর বন্ধুবান্ধবসহ উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি তাঁদের কাছে পৃথিবী সম্পর্কে

তাঁর অভিমত ব্যক্ত করছিলেন। রাজন্যবর্গ, রাজপুত্রগণ এবং রাষ্ট্রপরিচালক ইত্যাদিকে তিনি এক সেট তাসের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছিলেন। লুথারের মতে, এক সময় মহামান্য পোপ সকল ব্যক্তির উপর প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, কিন্তু সেটা ততদিন পর্যন্ত যতদিন না ঈশ্বর একটি "তুরুপের তাস" প্রকাশ করলেন এবং তা এসব পার্থিব শক্তির উপর বিজয়ী হলো। লুথারের ধারণা অনুযায়ী নবী মুহাম্মাদ (স)- হলেন এই তুরুপের তাস। কারণ, একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে অদৃষ্টপূর্ব মাত্রায় এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের।

> *"তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে লুথার একদিন জগৎকে এক প্যাকেট তাসের সঙ্গে তুলনা করেন যাতে আছে সম্রাটগণ, রাজন্যবর্গ, রাজপুত্রগণ ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরে পোপ এদের উপর প্রতাপান্বিত ছিলেন। ঈশ্বর তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন. তিনি তাঁর তুরুপের তাস প্রকাশ করলেন, প্যাকের দ্রুততম তাস। তবে, তা সব ক্ষমতাধরদের পরাভূত করে ফেলল। লুথারের ভাষ্যমতে, মুহাম্মাদ হচ্ছেন তুরুপের সেই তাস। পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্বলতম কোন উৎস থেকে কচিৎ এ রকম মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। ঈশ্বর কখনই এত অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান কোন উৎস থেকে এমন প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভাবের মাধ্যমে নিজেকে জাহির করেননি।"[২৯]*

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কাজের লক্ষ্য সব মানুষ এবং তা সব সময়ের জন্য। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন আল্লাহর সৃষ্টি হচ্ছে জগৎ ও ধর্মীয় জীবনের অনুষঙ্গ। কুরআনের অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-তাঁর সকল শক্তি ও চিন্তা তাঁর মহান লক্ষ্য পূরণের কাজে ব্যয় করেছিলেন। লিওনার্দো আরও বলেন-

> *"নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র তাঁর সময় কালের নয় বরং তা অনাগত কালকেও বেষ্টন করেছে। তিনি বুঝতে পারেন যে, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় ভূমিকার উপযুক্ত করেই ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে. মানুষের বস্তুবাদিতা ও বিধ্বংসী প্রবণতার প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত সৃজনশীল প্রবণতা যার বিবরণ দেয়া কিছুটা দুষ্কর। যতই মানুষ কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং তার মর্মবাণী অনুধাবন করবে ততই এ বিষয় স্পষ্ট হবে যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রবল কল্পনাশক্তি আর প্রচণ্ড মানসিকশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে।"[৩০]*

এডওয়ার্ড সেল একজন প্রাচ্যবীদ ও ইতিহাসবেত্তা- যখন আইনশৃঙ্খলার কোন বালাই ছিলো না সেই সময় নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রবলতর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মদীনার সমাজে তাঁর প্রভাব বিস্তারের প্রশংসা করেন। ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ ছিলো তখনকার দিনের স্বাভাবিক ও সাধারণ বিষয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে এসব সমস্যার নিরসন দুষ্কর ছিলো। তবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের পর অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। নবীর বিশাল ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সাধারণ জনগণ নয় বরং তাদের নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করে। এডওয়ার্ড সেল বলেন-

"মদীনায় ঝগড়া-বিবাদের কোন কমতি ছিলো না। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং খুব সহজাতভাবেই মুহাম্মাদ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। কারণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব ছিলো সুস্পষ্ট।"[৩১]

"প্রফেট মুহাম্মাদ : এ স্টোরি অব দি লাস্ট প্রফেট" নামীয় গ্রন্থে ভারতীয় লেখক দীপক চোপরা লিখেছেন যে, তার আত্মশক্তি ছিলো বিস্ময়কর। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তার বিচারে নবী মুহাম্মাদ (স) গোটা আরব জাতিকেই ঐশ্বরিক প্রভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। একমাত্র ঐশ্বরিক প্রভাবেই এ ধরনের অর্জন সম্ভবপর। চোপরা বলেন, নবীর দৈনন্দিন জীবন ঐশ্বরিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে।"[৩২]

নামকরা লেখক বার্ণবি রজারসন বলেন যে, সমগ্র মানবজাতি ইসলাম থেকে যে গুণাবলি পেতে পারে, নবী মুহাম্মাদ (স)- একাই সবগুলোর অধিকারী ছিলেন। মরমী কবি রুমী নবীকে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের পরিচায়ক বলেন উল্লেখ করেছেন। এটি রজারসনও বলেছেন। কিন্তু নবী নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলে উল্লেখ করতেন।"[৩৩]

আমেরিকান বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক জন উইলিয়াম ড্রেপারের মতে সমগ্র মানবতার ওপর নবী মুহাম্মাদ (স) যে প্রভাব বিস্তার করেছেন কারও পক্ষে সেটি অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বহুজাতিকে নেতৃত্বদান এবং এক বিলিয়নের অধিক অনুসারীর আত্মিকগুরু ও পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁর ভূমিকা এবং নবুয়তের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি তাঁর প্রভাব লক্ষণীয়। ড্রেপারের নিম্নরূপ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

"৫৬৯ খ্রিঃ জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর ৪ বছর পর আরবের মক্কায় মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন, যে মানুষটি সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ওপর বিশালতম প্রভাব বিস্তার করেছেন। নবী কর্তৃক বহু সাম্রাজ্যের ধর্মগুরু হওয়ায় বরং শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশের জীবনের প্রাত্যহিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদানের কারণে তাঁর জন্য "আল্লাহর বার্তাবাহক" উপাধি খুবই সঙ্গত। মুহাম্মাদের সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের কারণে মানবজাতির ওপর তাঁর প্রভাব সমুজ্জ্বল এবং অনপনেয়।"[৩৪]

কার্লাইলের মতে, শুরু থেকেই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে ছিলো উল্লেখ্যযোগ্য, যিনি তখনই আল-আমিন অর্থাৎ "বিশ্বস্ত" উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একান্তই সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয় এবং দানশীল– তিনি যাই বলতেন না কেন তা হতো অর্থবহ, যখন বাক্য ব্যয় হতো নিস্প্রয়োজন তিনি তখন নীরব থাকতেন। তাঁর শারীরিক অবয়ব ছিলো মনোহর, তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলি এবং লোকদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিলো মনোমুগ্ধকর। কার্লাইল আরও বলেছেন–

"খুব অল্পবয়স থেকেই তাকে গণ্য করা হতো একজন মননশীল ব্যক্তি হিসেবে। তাঁর সহচরবৃন্দ তাঁকে ডাকতেন আল-আমিন অর্থাৎ বিশ্বস্ত বলে। তিনি ছিলেন সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। তিনি যা করতেন তাতে অথবা যা বলতেন কিংবা

ভাবতেন তাতেও। তারা লক্ষ্য করলেন যে তাঁর সব কিছুই ছিলো অর্থবহ। তিনি ছিলেন সংযতবাক। যখন বাক্য ব্যয় ছিলো নিষ্প্রয়োজন তখন তিনি চুপ থাকতেন তবে যখন বলতেন তা হতো প্রাসঙ্গিক, বিজ্ঞজনোচিত ও আন্তরিকতাপূর্ণ, সব সময় যা বিষয় বস্তুনির্ভর– আর এ রকম কথাই যা বলার মতো বটে। দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে আমরা পাই পুরোপুরি একজন নিখাঁদ, ভ্রাতৃপ্রতিম ও অকৃত্রিম মানুষ হিসেবে চিন্তাশীল ও আন্তরিক ব্যক্তিত্ব, তথাপি অমায়িক ও সহৃদয়, মিশুক, এমনকি (নির্দোষ) রসিকতাপ্রিয়। তিনি ছিলেন হাসিখুশি অথচ কিছু লোক এমন, যারা হাসে না, হাসেও বা যদি, অসত্য হাসি।"[৩৫]

একজন সুইডিশ পণ্ডিত প্রফেসার টোর জুলিয়াস এফ্রাইম (টোর আন্দ্রে) বলেছেন যে, ইতিহাসে পণ্ডিতগণ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে রোমের দ্বিতীয় রাজা নুমা এবং এথেন্সের স্থপতি রাজা থিসিয়াসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পণ্ডিতবর্গ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী আইনদাতা হিসেবে প্রশংসা করেছেন।"[৩৬] লেখক আন্দ্রে আরও বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে পণ্ডিতগণের ধারণা হলো তিনি ছিলেন আন্তরিকতায় অকৃত্রিম, অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব, একজন মহৎ ব্যক্তি এবং একজন নিখাঁদ মানুষ।"[৩৭]

সাম্প্রতিক কালের একজন ইসলাম বিশেষজ্ঞ, ক্যারেন আর্মস্ট্রং নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে, অন্য যে কাউরের সঙ্গে তুলনায় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাধর ব্যক্তি[৩৮]।

সৃজনশীল লেখক আর্থার নেইলর উলাসটন উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। তাঁর মতে-

> *"…..ইসলামের নবী অনন্য এক প্রতিভা, তাঁর মিশন সম্পর্কে অনাগত প্রজন্মের রায় যাই হোক না কেন, সময়ের বালুকা বেলায় পদচিহ্ন এঁকে যাওয়া আদম সন্তানগণের ভিতর মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারণে যে কাউরের চেয়েই তিনি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছেন।"[৩৯]*

ক্যারেন আর্মস্টং-এর মতে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ছিলো সমাজে ঐশ্বরিক প্রেরণা, আর কিভাবে একজন বিশ্বাসী ও ঈশ্বর সচেতন ব্যক্তি তাঁর জীবনযাপন করবেন তার প্রতিচ্ছবি। তিনি পৃথিবীতে কর্ম (অভিপ্রায়) প্রকাশ করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বর সমীপে আত্মসমর্পণ করা দরকার।"[৪০]

ক্যারেন আর্মস্টং আরও বলেন এমনকি নবুয়ত প্রাপ্তির আগেই নবী মুহাম্মাদ (স) মক্কাবাসীদের মধ্যে 'আল-আমিন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত নামে পরিচিতি পান। অন্যদের মনে আস্থা জন্মানোর দক্ষতা তাঁর ছিলো, আর তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যা ছিলো খুবই আন্তরিক ও প্রভাবশালী। তিনি কখনই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলতেন না বরং যখনই কারও সঙ্গে তাঁর আলাপের দরকার হতো তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে তার মুখোমুখি হতেন। কারও সঙ্গে করমর্দন প্রক্রিয়ায় তিনি কখনই তাঁর নিজের হাত আগে বের করে নিতেন না।"[৪১]

ব্রিটিশ লেখক ও পণ্ডিত ডক্টর হেনরী স্টুব তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, সম্ভবত মানবেতিহাসে নবী মুহাম্মাদ (স) একমাত্র ব্যক্তি, ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, তাঁর সম্পর্কে ধারণা যেন মধ্যরেখায় বিভাজিত। বিশ্বের অধিকাংশই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে অনেকই আবার নিন্দামুখর, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের তুলনা বিরল। এটি অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের জনগোষ্ঠীর বিরাট এক অংশের জীবনে নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অপরিহার্য এবং এখনও তাই আছেন। নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ার পরও এবং তাঁর অনুসারীগণকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ থাকলেও, ভাগ্যের পরিহাস এই যে, বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টধর্মের বহু অনুসারী যীশুকে নিন্দাবাদ করেন– যার অধিকাংশই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও তামাশাসূলভ। তিনি লিখেছেন–

> *"আকাশের নিচে দ্বিতীয় এমন কোন মানুষ নেই, প্রচণ্ড বিদ্বেষ অথবা অশেষ ভালোবাসার কারণে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মতো এত অধিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছেন। প্রাচ্যে তিনি প্রশংসিত অথচ প্রতীচ্যে বর্জিত, নবী মুহাম্মাদ (স) এমন এক জায়গায় পৌঁছেছেন যার সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল, তবে তাঁর তুলনা পাওয়া অসম্ভব। বিগত ১৩০০শত বছরে বিপুল মানবগোষ্ঠীর জীবনে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর পরাক্রান্ত শত্রু ছিলো মক্কা ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় জগৎ তাঁর প্রতি যে বৈরীতা প্রদর্শন করেছেন, তা তার তুলনায় নস্যি বলা যায়– ইহুদীদের ঘটনাবলি ও যীশুখ্রিস্টের প্রতি তাদের বিদ্বেষভাবের গল্পগুলো তাতে এক রকম ঢাকা পড়ে যায়। ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস এই যে, নবী মুহাম্মাদ (স) যিনি প্রকাশ্যেই ঈসা ও তাঁর শিক্ষাকে সম্মান দেখিয়েছেন– অথচ তাঁর অনুসারীরাই মুহাম্মাদের উদ্দেশে নিতান্ত হীন কটুকাটব্য করেছেন ও তাঁর চরিত্র হননের হীনতম প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।"*[৪২]

রানা ভগবানদাশ একজন বিখ্যাত হিন্দু কবি। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি বলেছেন যে, তিনি পথহারাদের পথ দেখিয়েছেন এবং হতদরিদ্রদের যত্ন করেছেন। নবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, তিনি মানুষের ইহজগতের নেতা এবং পরকালেও। তাঁর একটি উর্দু কবিতা নিম্নরুপ-

(উর্দু)

"আস-সালাম অ্যাই হাদীয়ে গুমগাশতাগাঁ,
আস-সালাম অ্যাই শাফায়ে বেচারগাঁ,
আস-সালাম অ্যাই মালিকে হারদোমান,
আস-সালাম অ্যাই ওয়াজহায়ে তাখলিকে জামান।"

(অনুবাদ)

"পথ হারার যিনি পথপ্রদর্শক তাঁকে আমার সালাম,
অসহায়ের সহায় যিনি তাঁকে আমার সালাম,
উভয় লোকের নেতাকে আমার অনেক সালাম,
বিশ্বজগতের সৃষ্টির যিনি নিমিত্ত, তাঁকে আমার সালাম[৪৩]*।"*

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর এ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের প্রতি দৃষ্টিদান করে মেজর আর্থার লিওনার্ড বলেন যে, তিনি জ্ঞান অর্জনে ব্রতী ছিলেন এবং সত্বরতা পরিহার করে তাঁর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কখনো কখনো তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন কিন্তু এটি তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথরোধ করতে পারেনি। শান্ত সমাহিতভাব ও ধৈর্য ছিলো তার গুণ। লিওনার্ড নবীকে একজন অসামান্য মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

> *"তাঁর যে জিনিসটি আমার কাছে অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে তাহলো, তিনি কখনই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যচ্যুত হতেন না বরং তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রসর হতেন। যখনই সম্ভব হতো, তাঁর চলতি পথে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানান দিতেন, সকল সুযোগ গ্রহণ করতেন, যে কোন সামান্য বিষয় থেকেও তিনি সুবিধা নিতেন পারতেন, প্রত্যেক বিপত্তির সদ্ব্যবহার করতেন, প্রত্যেক সমস্যা কিংবা প্রতিকূলতা থেকে তিনি নৈতিক বিজয় লাভে সক্ষম ছিলেন, খুব শান্তভাবেই সকল পরিস্থিতিকে তিনি গ্রহণ করতেন, "যা ঘটার তাতো ঘটবেই" এ দর্শনের ভিত্তিতে– যা উৎসারিত হতো তাঁর চমৎকার আত্মাভিমান এবং তাঁর অনিঃশেষ ধৈর্য এবং সাহসিকতার ভাণ্ডার থেকে, যা তাঁর চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এ একটি বিষয়েও যদি বিবেচনা করা হয়, মুহাম্মাদ বস্তুতই অসামান্য একজন মানুষ ছিলেনভ।"*[৪৪]

একটি রূপকের মাধ্যমে লিওনার্ড ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) বিপুলায়তন বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাঁর শত্রুগণের হাতে কষ্টভোগ করেছেন এবং ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সদাচরণ, দুর্ভাগ্য মোকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করেছে এবং তাঁর বিজয় নিশ্চিত করেছে।

> *"তাঁর হাত ছিলো লাঙ্গলে- ঈশ্বর সান্নিধ্যে। ঈশ্বর তাঁর গন্তব্য, তাঁর যাত্রার সমাপ্তি, যা হলো মানবআত্মার অস্তিত্ব ও আকাঙ্ক্ষার আরওহণের উচ্চতম চূড়া। মানবতা হলো ভূমি, এ ভূমি কর্ষণ করে মানুষকে সেখানে পৌছাতে হবে, বৈরিতা আর মমত্ব, এদু'য়ের ভেতর। দৃঢ়চেতা আর ব্যতিক্রমী চরিত্র এভাবেই দুর্দশা, দুর্ভাগ্য আর যন্ত্রণার ছাঁচে রূপ লাভ করে। তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং অনন্য সাধারণ– ছিলেন এসবে উচ্চতম পর্যায়ের।"*[৪৫]

একইভাবে কংগ্রেস পার্টির ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্য দিওয়ান চাঁদ শর্মা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর সমব্যথী মনোভাব ও তৎকালীন পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে তাঁর প্রশংসা করেছেন। যদি কোন একটি বিষয়ের জন্য নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রশংসা করতে হতো তাহলো তাঁর সহজাত মমত্ববোধ। তাঁর স্বভাব ছিলো সৌহার্দপূর্ণ, যা সব সময় সকলের মনে ইতিবাচক ধারণার জন্ম দিতো–

> *"মুহাম্মাদ ছিলেন করুণার প্রতিমূর্তি, তাঁর সন্নিধ্যে তাঁর প্রভাব খুব সহজেই অনুভূত হতো এবং তাঁকে ভোলো সম্ভব ছিলো না।"*[৪৬]

ইতিহাসবেত্তা এডওয়ার্ড গিবন নিশ্চিত করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন বাস্তবিকই প্রতিভাধর, যে কারণে লোকেরা তাঁকে মূল্যায়ন করত। আর তাঁর অসাধারণ সাফল্যগুলোর কারণে তিনি সবার কাছেই উচ্চ মর্যাদার দাবি করতে পারেন–

> *"মুহাম্মাদের প্রতিভা বাহবা পেতেই পারে, কিন্তু তাঁর সাফল্য সম্ভবত খুব বেশি রকম আমাদের প্রশংসিত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।"[৪৭]*

যেরকম ন্যূনতম সময়ে নবী মুহাম্মাদ (স) ক্ষমতার পাদপীঠে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁর অনুসারীগণের ভিতর তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধার আসন রয়েছে, এক কথায় তা অসাধারণ। বাকি বিশ্বের উপর এটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংরেজ দার্শনিক ও লেখক জন অস্টিন ও এরকম ধারণারই প্রতিধ্বনি করেছেন–

> *"বস্তুত এক বছরের স্বল্প কিছু কাল সময়ের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠেন মদিনার আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রধান বিধায়ক। এভাবে তাঁর হাতে আসে যে "ক্ষমতার দন্ড" তা পরবর্তীতে গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে।"[৪৮]*

ড্রেপার আরও বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অসংখ্য গুণাবলি ছিলো যার কারণে তিনি নিজেকে সে ধরনের উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যেখান থেকে তিনি অন্যদের নেতৃত্ব দিতে ও পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর এমন সব গুণ ছিলো যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ের জন্য অনকূল বলে প্রতীয়মান হয়েছিলো। একজন সৈনিক হিসেবে তিনি সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবার অনেক বড় মাপের একজন আধ্যত্মিক গুরু হিসেবে বহু মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় অবধারণ বিমূর্ত কোনো বিষয় ছিলো না বরং তা ছিলো সহজ সরল। জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা লোকজনের পক্ষে বোধগম্য হওয়া এবং তাদের দ্বারা চর্চিত হওয়ার মতো সহজ। ইতিহাসের অন্যান্য সব ধর্মীয় নেতা এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের চাইতে তিনি একেবারেই আলাদা। নবী মুহাম্মাদ (স) কখনোই তাঁর অনুসারীদেরকে প্রাণহীন তত্ত্বকথা আর অন্তঃসারশূন্য আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা দেননি। বরং তিনি তাঁর অনুসারীদের যাকাত প্রদান করার নীতি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সেই সময়ে বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে আন্তরিকভাবে তৎপর ছিলেন। ড্রেপার বলেন–

> *"মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে সেই সমস্ত গুণাবলির সমাবেশ ছিলো যে সমস্ত গুণাবলির কারণে পৃথিবীতে অনেক রাজ্য জয় ঘটেছে। একজন ধর্মপ্রচারক যোদ্ধা। ধর্মের বাণী প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্টবাদীতা, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্ব ইত্যাদি। তাঁর ধর্মতত্ত্ব ছিলো খুবই সহজসরল: "ঈশ্বর একক ও একমাত্র"। নারীবাদী ঈশ্বরে বিশ্বাসী মিশরীয়রা একমাত্র ও একক ঈশ্বরের রহস্যময়তাকে বুঝে নিতে পেরেছিলো; আদি এশীয় ও আর্যগোষ্ঠী যারা তাঁর জন্মেরও আগে বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিলো তারাও মনে হয় মুহাম্মাদের (স) ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা তাৎক্ষণিক বুঝে ফেলতে পারত। এক ঈশ্বরের এই চিরন্তন সত্য ধারণাটি বুঝাতে গিয়ে তিনি কোনো জাটিল দর্শনবিদ্যারও অবতারণা করেননি। বরং সহজ সরলভাবে বোধগম্যভাবে তা*

করেছেন। তিনি তাঁর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধারণাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। নিজেকেই ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং অনুসারীদের নিকট ঈশ্বরধারণাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তিনি নিজের জীবনে পরিচ্ছন্নতা, নম্রতা, উপবাস বা রোজ, প্রার্থনা ইত্যাদি অবলম্বনের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে এনেছেন। সর্বোপরি, তিনি সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য প্রদান ও বদান্যতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"[৪৯]

ড্রেপার উল্লেখ করেন যে, ধর্মীয় বৈচিত্র্য রক্ষার ব্যাপারটি নবী মুহাম্মাদ (স)-ই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জীবনের উদাহরণ থেকে আমরা এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাই যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর বুকে বহুবিচিত্র জনগোষ্ঠীর মাঝে যতটা সম্ভব মিলেমিশে সহঅবস্থান করা যায়। এ হিসেবে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর সময়কার পরকালীন মুক্তি সম্পর্কিত গোঁড়া শুচিবাই ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তার ভাষায়–

"ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স) যে স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁর সময়ের বহু বছর পরে এসেও আমাদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়। পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, যে কোনো ধর্মবিশ্বাসের মানুষ যদি পূণ্যবান হয় তবে সে পরকালে মুক্তি পাবে। একমাত্র ঈশ্বরের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, "এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর নবী"। কারও যদি জানতে ইচ্ছা হয় যে সেই সময়ে তাঁর এ দাবি প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে কতটা উত্তাল করে তুলেছিলো ও কতসব বিরূপ ঘটনার জন্ম দিয়েছিলো তাহলে আজকের যুগের প্রেক্ষাপটে সেইরকমের কোনো দাবি উঠলে কী ঘটনা ঘটতে পারে সে ব্যাপারে আন্দাজ করে নিতে পারেন। অতএব, এটা মোটেও তাঁর ভণিতা নয় বরং এটা এমন উচ্চস্তরের কিছু ব্যাপার যা আমাদের অনেকের বুঝবার সামর্থের বাইরে হওয়ায় তাকে ভণিতা বলে মনে হতে পারে। যত কথাই বলি না কেন, অনেকগুলো রাজ্যের ধর্মীয় নেতা হওয়া, মানবজাতির একতৃতীয়াংশের প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এসব কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। তাঁর অনেকগুলো রাজ্য জয়ে মনে হয়েছে যেন, বিজিত হওয়াটা তাঁর অধিকার ছিলো। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তাঁর ঈশ্বরের বাণীবাহক হওয়ার জন্য এসব ঘটনাকে যথেষ্ট মনে নাও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বলার কিছু নেই।"[৫০]

প্রাচ্য সংস্কৃতি ও ভাষা বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চিয়ান স্নোক হারগ্রোঞ্জ বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবায়নে এক অনন্য পন্থার জন্ম দিয়েছিলেন এবং ইসলামের মূলনীতিই সেই পন্থা। ভ্রাতৃত্বের উপর তিনি এত জোর প্রদান করেছিলেন যে পরবর্তীতে অন্যান্য জাতি তাদের সংখ্যালঘু ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে কীভাবে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হয় তা শিখেছিলো–

"মুহাম্মাদ (স) সেই সময়ের জাতিসমূহকে নিয়ে একটি সংঘ (জাতিসংঘ) গড়ে তুলেছিলেন যা আন্তর্জাতিক ঐক্য নীতি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম দিয়েছিলো।

নবী (স)-এর ভ্রাতৃত্বনীতির আন্তর্জাতিক ভিত্তিটি এত অনন্য এবং উজ্জ্বল ছিলো যে পরবর্তীতে তা অন্যান্য জাতি কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে......... প্রকৃত সত্য এই যে, জাতিসংঘের ধারণা বাস্তবায়নে ইসলাম যা করেছে বিশ্বের কোনো জাতিই তা করে দেখাতে পারেনি।"[৫১]

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডব্লিউ মন্টেগোমেরি ওয়াট বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে নিজেকে যেভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁকে যতটা কষ্ট নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তা যদি আমরা ভালোভাবে যাচাই করি তাহলেই আমরা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে প্রমাণ পেয়ে যাব। তাঁর অনুসারীদের উচ্চমানের চরিত্র এবং সততা সেইসঙ্গে যাঁরা তাঁর চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাদের দিকে তাকালেই আমরা নবীর (স)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি। আরেকটা ব্যাপার হলো তিনি কখনোই সজ্ঞানে তাঁর জাতির নিরাপত্তা ও কল্যাণের ব্যাপারে কোনো আপোস করেননি কিংবা জাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে কোনো কাজ করেননি। যারা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে মিথ্যা নবী (নাউজুবিল্লাহ) বলে থাকেন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এবং তাঁর ঐতিহাসিক চরিত্রের সাথে তাদের কথা মেলে না। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মতো এত বড় মাপের একজন মানুষের জন্য এটা সত্যিই প্রহসনমূলক ব্যাপার যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোর জনগণের মাঝে তাঁর সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণা চালু রয়েছে।"[৫২]

প্রফেসর ওয়াট আরও বলেন যে, ইতিহাসে দেখা যায় নবী মুহাম্মাদের (স)-এর মহান লক্ষ্যই তাঁর বড় অর্জনগুলোকে সম্ভব করেছে। মানদণ্ডের নিরিখে বিচার করলে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ছিলো প্রায় অসম্ভব ধরনের এবং সেকারণেই তিনি যত কঠিন দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা এড়ানোও অসম্ভব ছিলো– তারপরেও নবী মুহাম্মাদ (স) যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তিনি তা পেরেছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ এবং পরমেশ্বরের সর্বময় ক্ষমতায় অপরাজেয় বিশ্বাস ইত্যাদিই তাঁকে মানবেতিহাসের যাত্রাপথে একটি স্বর্ণদুয়ার খুলে দিতে সামর্থ্যবান করেছিলো।"[৫৩]

ব্রিটিশ একজন প্রাচ্যবিদ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ স্ট্যানলি লেন পুল উল্লেখ করেন যে, একগুঁয়ে আরবজাতির চরিত্রে হঠাৎ যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিভার কারণেই সম্ভব হয়েছিলো। ইসলামের প্রসার এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি আরবদের বোধবুদ্ধিতে ভালোই ধরেছিলো যারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা আর পারস্পারিক আত্মঘাতী রক্তক্ষয় থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছিল। নবী মুহাম্মাদের (স) বাণী আরবদের হৃদয়ের অন্তস্থলে একটি বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলো। আর তা এতটাই দ্রুততার সাথে হয়েছিলো যে আধুনিক যুগের কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষেও তা হজম করা কঠিন হতো। পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা সবই হয়েছে ধারালো বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাদুকরী ব্যক্তিত্বময় নেতাদের দ্বারা কাজেই মুহাম্মাদ (স)ও সেই ধরনের ধারালো বুদ্ধি ও যাদুকরী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

ছিলেন। ইসলামের নীতিগুলোর বাস্তবায়নে তিনি সকল আঘাতকে বুক পেতে গ্রহণ করায় তাঁর অনুসারীরাও অপরাজেয় মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন এবং ধর্মের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা বাস্তবিক কোনো বাধা কিংবা সম্ভাব্য ক্ষতির ভয় করতেন না। নবী মুহাম্মাদের (স) আগমনের পূর্বে আরবে ছিলো বর্বরজাতি অধ্যুষিত বেদনাদায়ক এক সমাজচিত্র। সেই অতি বিরূপ সমাজের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে নবী মুহাম্মাদ (স) বৃহত্তর কল্যাণের পক্ষে সফলভাবে ঐক্যগ্রথিত করতে পেরেছিলেন। তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিতেন এবং যারাই তাঁর কাছে আসত তাদের সবার সঙ্গে কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর সঙ্গ পেলে লোকদের চেতনা ক্ষুরধার হয়ে উঠত। মানুষের মনোযোগ কাড়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ও যাদুকরী নেতৃত্বগুণ ছিলো তাঁর। লেনপুল বলেন–

> *"একজনমাত্র মানুষ যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে ফেললেন। আরব নবী মুহাম্মাদ (স) সপ্তম শতকের প্রথমভাগে ইসলামের শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করলেন। এমন এক জাতির কাছে তাঁর নীতিশিক্ষার প্রচার হলো যারা কল্পনাশক্তিতে উদ্যাম এবং স্বভাবে অস্থির হিসেবে সুপরিচিত। এ দুয়ে মিলে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিতেন বিষয়বস্তু হিসেবে তা ছিলো অতি সরল। তিনি হিব্রুভাষাভাষীদের প্রাচীন বিশ্বাসের বিষয়বস্তুকেই অবলম্বন করেছিলেন এবং আরবে এ ধারার বিশ্বাসী লোকজন তখনও বহাল ছিলো। এ বিষয়বস্তুর সাথে প্রয়োজনীয় ভুক্তি এবং সংস্কারের মিশেল দিয়ে এক ঈশ্বরের ধারণার ভিত্তিতে একটি পৌত্তলিক জাতির কাছে নতুন ওহী হিসেবে তুলে ধরলেন। মুহাম্মাদের (স)-এর গোত্রের লোকজন কোনো ধরনের অদম্য আবেগকে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে দিয়েছিলো আমাদের যুগে অবস্থান করে আমরা সেটা বুঝতে পারব না। কিন্তু আমরা জানি যে এ ধরনের ধর্মীয় বিপ্লব ঘটে থাকে এবং তার সাথে সবসময়ই এক রহস্যময়তা এবং একজন সত্য নবীর (স) চারিত্রিক আকর্ষণের প্রভাব জড়িয়ে থাকে।"*[৫৪]

লেনপুল লক্ষ্য করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ওহীর মাধ্যমে যেসব বাণী পেতেন সেসব কিছুই তিনি তাঁর অনুসারীদের শেখাতেন। আরবাসীরা অসভ্যের মতো কাজকর্ম করত যেগুলোতে তিনি পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নবীই (স) ছিলেন তাদের সবচে বড় রক্ষক। লেনপুলের মতে–

> *"মুহাম্মাদ (স) যেটাকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে জানতেন সেটাকে সৎভাবে এবং জোরের সাথে প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই মহান ছিলেন। নবী হিসেবে মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে যতটা উদ্দীপনা ছিলো তেমনিভাবে তাঁর অনুসারী জাতির মধ্যে তাঁর প্রচারিত বাণী গ্রহণে যেন ততটাই নম্রতা দেখা গিয়েছিলো। তাঁর শ্রোতা ও অনুসারীবৃন্দের মাঝে এমন এক ধরনের সার্বজনীন আবেগীয় স্রোত বয়ে যেত যেটাকে লোকেরা উন্মাদনা বলে থাকে। মুহাম্মাদের (স) আগমনের পূর্বে আরবরা ছিলো মূলত পরস্পর বিবদমান কিছু উপজাতি বা উপদল যারা স্বভাবগতভাবেই দুঃসাহসিকতা, আতিথেয়তা এবং মাঝে মাঝে বীরত্বপূর্ণ কাজকর্মের জন্য বিখ্যাত*

ছিলো। লুটপাট করাই ছিলো তাদের পেশা। নবী মুহাম্মাদ (স) এ আরবের উপজাতিগুলোকেই শাহাদাতের মাহাত্ম্য এবং পারলৌকিক সুখশান্তি অর্জনের সফলতামুখী ইহকালীন জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে মুসলমান বানিয়েছিলেন। তাঁর কাজকর্মের আসল কৃতিত্ব হলো তিনি মানবজাতিকে সত্য চিনতে সাহায্য করে গেছেন। তিনি যাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের তিনি নিরাপত্তা দিয়ে গেছেন। কথাবার্তায় মিষ্টভাষী এবং অত্যন্ত নমনীয় ছিলেন তিনি। তাঁকে দেখামাত্র সবার হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠতো; যারাই তাঁর কাছে এসেছে তারা সবাই তাঁকে ভালো না বেসে পারেনি। যারাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছে সবাই একই কথা বলেছে, "আমি তাঁর মত মানুষ আর দেখিনি আর কোনোদিন মনে হয় দেখবোও না।" তাঁর মধ্যে ইশারা ইঙ্গিতেই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ছিলো। যখন তিনি কথা বলতেন স্পষ্টতার সাথে সাবলীলভাবে বলতেন আর তিনি যাকিছু বলতেন তা কেউ ভুলতে পারত না।"[৫৫]

লেনপুল মন্তব্য করেন যে, কুরাইশদের হাতে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের হাতে অবর্ণনীয় রকমের নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করেও মুহাম্মাদ (স) তাঁর বিজয় পরবর্তীকালে সেসব অন্যায় অত্যাচারকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের দায়মুক্তি দিয়েছেন। মক্কাবিজয় হলো তাঁর এ নীতির উজ্জ্বল উদাহরণ যেখানে একফোঁটা রক্ত না ঝরিয়েই একটি যুদ্ধবিজয় সম্ভব হয়েছে। নবী মুহাম্মাদের (স) নির্দেশ যাঁরা মেনে চলতেন তাদের সবাই নিয়মকানুন মেনে চলতেন এবং কোনোভাবেই কোনো নাগরিকের হয়রানির কারণ ঘটাতেন না কিংবা কোনো প্রকার অপরাধে জড়িত হতেন না। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন–

"কুরাইশদের দেয়া দুঃখ-কষ্ট ও তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হওয়ার দিনগুলোর জন্যও তিনি কুরাইশদের ক্ষমা করে দেন এবং মক্কার সকল জনগণের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। মুহাম্মাদ (স) যখন মক্কাবিজয় করেন তখন মক্কার সেই কঠিন শত্রুদের মাত্র চারজনকে বিচারের মাধ্যমে তাঁর নির্বাসনের কালো তালিকাভুক্ত করেন এছাড়া আর সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাঁর সঙ্গীয় সেনাসদ্যরাও তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে একইরকম শান্তিপূর্ণভাবে শহরে প্রবেশ করেন। একটা বাড়িতেও কেউ হানা দেয়নি, কোনো নারীকে সামান্যতম অপমান করা হয়নি। শুধু একটামাত্র জিনিসকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিলো। মুহাম্মাদ (স) কাবায় গিয়ে তিন'শ ষাটটি মূর্তির প্রতিটির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তির দিকে নির্দেশ করে বলতে লাগলেন, "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত" এ কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথীরা সেগুলোকে গুড়িয়ে দিতে লাগলেন এবং এভাবে কাবাঘরের সবগুলো মূর্তিসহ অন্যান্যদের ঘরে রাখা মূর্তিগুলো সমূলে ধ্বংস করা হলো।"[৫৬]

লেনপুল বলেন যে, নবী মুহাম্মাদের (স) বিনীত স্বভাবের আরেকটি বাস্তব উদাহরণ হলো তাঁর জাগতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর বৈষয়িক সম্পদ কিঞ্চিত পরিমাণেও বাড়েনি। তাছাড়া, নবী (স) প্রদর্শনকামী ছিলেন না। তিনি কোনোদিনও হামবড়া জাঁকজমক দেখাতেন

না এবং জনসমক্ষে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারও সাথে আচরণে তাঁকে দম্ভপূর্ণ কথাবার্তা বলতে শোনা যায়নি। যে কোনো বয়সের যে কোনো লোকের জন্য তাঁর সহমর্মিতা ছিলো। নবী মুহাম্মাদ (স) শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সুযোগ পেলেই তাদের সাথে সময় কাটাতেন। তিনি কখনোই কারও মধ্যে খারাপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য পোষণে বা সে রকম কাজে কাউকে প্ররোচিত করতেন না। যে কোনো শ্রেণির মানুষের সাথে সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখাটা নবী (স)-এর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এর অর্থ হলো তাঁর কাছে কোনো জাতি, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান এগুলো কোনো ব্যাপার ছিলো না। নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এমনই ভাবমূর্তি প্রচলিত ছিলো এবং এ সকল গুণ তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন–

> *"এমনকি তিনি যখন ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান করছিলেন তখনও তাঁর খাদ্যপানীয়ের অভ্যাস, তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র আগের মতই ছিলো এবং সেগুলো ছিলো বহু পুরাতন। যে জিনিসের ব্যাপারে তাঁর কিছুটা বিলাসিতা ছিলো সেটা হলো তাঁর যুদ্ধসাজের জিনিস যেসব তিনি বেশ দামী দেখেই কিনতেন। একজোড়া হলুদ বুটজুতা যা ছিলো আবিসিনিয়ার রাজা নিজারের দেয়া উপহার। আবার তিনি সুগন্ধিও খুব ভালোবাসতেন এবং গন্ধের প্রতি খুব সংবেদনশীল ছিলেন। তিনি তীব্র ঝাঁঝালো কোনো পানীয় পছন্দ করতেন না....... বলা হয়ে থাকে "বোরখায় আবৃত কোনো যুবতী নারীর চাইতেও যেন বেশি লাজুক ছিলেন তিনি।" তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের প্রতি খুবই দরদী ছিলেন, এমনকি তাঁর হাতফরমাশ খাটা কোনো দাসদাসীকে কোনো কারণেই কোনোদিন সামান্য তিরস্কারও করেননি। তাঁর গৃহের চাকর হযরত আনাস (রা.) বলেন, "আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমতে ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে "উফ!" শব্দটি বলার দ্বারাও আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেননি।" তিনি তাঁর পরিবারের প্রতিও খুব স্নেহশীল ছিলেন। তিনি শিশুদের খুব বেশি ভালোবাসতেন; তিনি তাদের রাস্তায় চলার পথে থামিয়ে দু'চার কথায় তাদের খোঁজখবর নিতেন। "যাদের সুরক্ষার দায়িত্ব তিনি নিতেন তাদের তিনি অতি বিশ্বস্তভাবে সুরক্ষা প্রদান করতেন। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে মিষ্টভাষী এবং নমনীয়।"*[৫৭]

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ লেনপুল উল্লেখ করেন, মক্কাবিজয় ছিলো রক্তপাতহীন একটি বিজয়! এক সময় যারা তাঁকে হত্যায় উদ্যত হয়েছিলো এবং তাঁকে নানা উপায়ে জুলুম নির্যাতন করেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত তাকে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিলো সেসব শত্রুকে বাগে পেয়েও তিনি কোনো প্রতিশোধ নেননি। প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে তিনি তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। যার ফলে, প্রত্যেকেই তাদের নিজ বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে সর্বত্র নিরাপদ ছিলো। ইতিহাসে এমন ঘটনা আর দ্বিতীয়টি নেই। লেনপুলের ভাষায়–

> *"কিন্তু এটা কী হলো? রাস্তায় এক ফোঁটা রক্তও নেই কেন? হাজার লক্ষ মানুষের লাশ কই? কিন্তু না– সত্য বড়ই বিচিত্র; কারণ এটা শত্রুদলের উপর নবী মুহাম্মাদ (স)-*

এর বিজয়ের সেই মহান দিন এবং এ দিনটি তাঁর নিজের উপরেও মহৎ বিজয়ের দিন বটে। তাঁর উপর পূর্ববর্তী বহুবছর ধরে নির্যাতন জুলুম চালিয়ে আসা সেই কুরাইশ গোত্রকে তিনি নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিলেন; মক্কার সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। যে চারজন অপরাধীকে বিচার করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিলো মুহাম্মাদ (স) প্রণীত নির্বাসনের কালো তালিকায় শুধু সেই চারজনের নাম উঠেছিলো। সেদিন কোনো বাড়িতেই কেউ হানা দেয়নি, কোনো নারীর সামান্যতম অসম্মান করা হয়নি এবং ঠিক এভাবেই নবী মুহাম্মাদ (স) আবার তাঁর নিজ শহরে প্রবেশ করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বিজয়গুলোর তালিকাতে এরকম মহৎ বিজয়ের ধারের কাছে উল্লেখ করার মতো আর কোনোটি নেই।"[৫৮]

একজন উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ লেখক জিওফ্রে প্যারিন্ডার বলেন, মানুষের ইতিহাসে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মতো এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে আপনি গলদঘর্ম হয়ে যাবেন যার সম্পর্কে ইতিহাসে অনেক বিকৃত তথ্য ও ভুল ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর প্রতি যতটা বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে ইতিহাসে এরকমটা আর কারও প্রতি করা হয়নি; এমনকি এখনও সে ষড়যন্ত্র চলছেই। নবী মুহাম্মাদ (স)-কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণভাবে নারীলিপ্সু হিসেবে চিত্রিত করা সেই কু-প্রচেষ্টাগুলোর একটি, বিশেষ করে যখন তাঁর স্ত্রীদের কেউ ঘুনাক্ষরেও এরকম কোনো ঈঙ্গিত দেননি। প্রকৃত সত্য হলো তিনি তাঁর চাইতে বয়সে ১৫ বছরের বড় খাদিজা (রা.) সাথে সুখি এবং বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। হযরত খাদিজা (রা.) মৃত্যুর পরেই কেবল তিনি পুনর্বিবাহ করেছিলেন; এর দ্বারাই তাঁর দৃঢ় চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি যাঁদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বয়স্কা মহিলা এবং সেই বিবাহগুলোর কারণ হিসেবে পক্ষপাতদুষ্ট ও ইসলামোফোবিক মন্তব্যকারীরা যা কিছু বলে থাকেন সেগুলো সর্বৈব মিথ্যা। নবী (স)-এর সবগুলো বিবাহের পিছনে নারীলিপ্সা নয় বরং অন্যবিধ উপযুক্ত কারণ ছিলো। আমরা যদি নবী (স)-এর সাথে তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্ক এবং স্ত্রী ভিন্ন অন্য মহিলাদের সাথে তাঁর আচরণ লক্ষ্য করি তবে আমরা দেখব ইতিহাসে অনেক খ্রিস্টান চরিত্রের চাইতে তা অনেক সুশীল ও উন্নত ছিলো।"[৫৯]

জিওফ্রে প্যারিন্ডার আরও বলেন, নবী (স)-কে অনেক ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়েছে কিন্তু এটা তাঁকে মোটেও বিচলিত করেনি। মেষপালক হিসেবে জীবন শুরু করে অতঃপর ব্যবসায়ী কাফেলার নেতা হয়েছেন তারপরে আবার নির্জন গুহাবাসী হয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন, ধর্মপ্রচারক হয়েছেন, মদিনায় হিজরত করেছেন এবং বিজয়ীর বেশে আবার মক্কায় ফিরে এসেছেন! আর বি স্মিথ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, নবী (স) সারাজীবন ধরে যেভাবে একইরকম কৃচ্ছ্রতাসাধন করে গেছেন আর কারও পক্ষে তা আদৌ সম্ভব ছিলো কি-না। প্যারিন্ডারের ভাষায়–

"মোটের উপর, বিস্ময়ের ব্যাপার এটা নয় যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ (স) কতটা বেশি বদলেছেন বরং বিস্ময়ের ব্যাপার হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ (স)

কতটা কম বদলেছেন। মরুভূমির মেষপালক হিসেবে, সিরিয়াগামী ব্যবসায়ী হিসেবে, হেরা গুহার নির্জন সাধনায়, নিজ গোত্রের সংস্কার সাধনের চেষ্টায়, মদিনাতে হিজরতের সময়, কৃতি যুদ্ধবিজেতা হিসেবে, পারস্যরাজ এবং গ্রীক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সমান জৌলুসে ভূষিত হয়ে ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই আমরা একই মুহাম্মাদ (স)-কে খুঁজে পাই। পরিস্থিতি বদলের সাথে সাথে মানুষের আচরণ ও চরিত্র বদলের সাধারণ ব্যাপারটি মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষেত্রে ঘটেনি। আমরা মনে হয় বাহ্যিক অবস্থার এতসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেলে অন্য যে কোনো মানুষের পক্ষে এ পর্যায়ে নিজের রূপবদল না করে থাকা সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ (স) ঘটনাবহুল জীবনে বাহ্যিকভাবে বিশাল সব ঘটনা ঘটে গেলেও আমার কাছে মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রের দৃঢ়তায় কোনো পরিবর্তন ধরা পড়েনি।"[৬০]

একজন আমেরিকান লেখক রেভারেন্ড আর স্মিথ দাবি করেন যে, পৃথিবীর সব মানুষই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যুবক বয়স থেকে নিয়ে তাঁর নবুওয়াতি জীবনের পরে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসই জানে; মানুষ একটি কিতাব পেয়েছে যার নাম "কুরআন" এবং এর সত্যতায় কোনো সন্দেহ নেই। তিনি মন্তব্য করেন—

"মুহাম্মাদ (স)-এর যুবক বয়সের কাজকর্ম, তাঁর বাহ্যিক চেহারা, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অভ্যাসাদি, তাঁর প্রথমবারের মতো নবুওয়াতের ইশারা পাওয়া এবং মধ্যবর্তী কিছুদিনের বিরতিসহ সেটার ক্রমপরিণতি, তাঁর মহান ওহী লাভ ইত্যাদি সকল ঘটনারই পাকা ইতিহাস রয়েছে। তাঁর জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে যখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে তখন আমরা একটি কিতাব পেয়েছি যা বিষয়গতভাবে এবং দীর্ঘকাল যাবত অবিকৃত সংরক্ষণের দিক থেকে একেবারেই অনন্য। যদিও এতে বিষয়ের ধারাবাহিকতা নেই তবুও কেউ কখনও এটির সত্যতার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।"[৬১]

আরেকজন ব্রিটিশ লেখক গিলম্যান নিশ্চিত করে বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সরাসরি যোগাযোগ ছিলো এবং তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধর্মপ্রচারের জন্য নির্দেশিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন—

"অতঃপর, মুহাম্মাদের (স) ধারণা হলো যে আল্লাহর সাথে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে এবং ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁকে সুস্পষ্টভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। কোন কথাটি বলতে হবে বা কোন বাণীটি প্রচার করতে হবে আল্লাহর তরফ থেকে তা তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হতো এবং তাঁকে নিশ্চিত করা হয়েছিলো যে, তিনিই সর্বশক্তিমানের প্রেরিত নবী (স)।"[৬২]

ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন বিজিত সামরিক শক্তিগুলো নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষের সাথে যে ধরনের বর্বর আচরণ করেছে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষেত্রে সেকথা মোটেও খাটে না। খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের কৃত পাপ আর আফ্রিকানদের উপর ব্রিটিশ আর্মির অত্যাচারের কথা স্মরণ

করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর লক্ষ্য এবং বিজয়লাভ ছিলো পুরোপুরিই ধর্মীয় চেতনা এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শজাত। তিনি কখনোই ইতিহাসে ধারায় তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অন্যান্য বিজেতাদের মতো আদিম অসভ্য আগ্রাসী আচরণ করেন নি। আর্থার গিলম্যান এ ধারণা পেষাণ করেন–

> *"মুহাম্মাদ (স)-এর যুদ্ধবিজয় কোনোভাবেই তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নয় বরং তা ধর্মীয় কল্যাণমূলক চেতনাজাত। এই ধরনের অন্যান্য বিজেতাদের নিষ্ঠুরতার তুলনায় মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অনেক বেশি উদার ও সহনশীল। উদাহরণস্বরূপ, ক্রুসেডারদের নিষ্ঠুরতার কথা বলা যায় যারা ১০৯৯ সালে জেরুজালেম দখলের পর সত্তর হাজার মুসলিম পুরুষ, নারী ও অসহায় শিশুদের হত্যা করেছিলো অথবা বলা যায় সেসব ইংরেজ আর্মিদের কথা যারা ১৮৭৪ সালে ছাড়ের বছরেও গোল্ডকোস্টের যুদ্ধে মহান যীশুর ধর্মের নামে আফ্রিকার একটি রাজধানী শহরকে আস্ত পুড়িয়ে দেয়। সেদিক থেকে মুহাম্মাদ (স)-এর উদারতা নজিরবিহীন। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ যে ছিলো না তা তাঁর আচার-আচরণ থেকেই বোঝা যায়। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিকট থেকে কোনো ধরনের রাজকীয় অভিবাদন বা তাঁকে সম্মান দেখানোর বিশেষ রীতি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি সবধরনের রাজকীয় ক্ষমতা পরিহার করেছিলেন এবং যখন উদ্ধত কুরাইশ নেতারা তাঁর সামনে এলো তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমরা আমার নিকট থেকে কী আশা কর?" তারা বলল– "ওহে দয়াশীল ভ্রাতঃ, আমরা ক্ষমার আশা করি।" তিনি বললেন, "তাহলে তাই হোক, তোমরা মুক্ত!।"*[৬৩]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বুদ্ধিমত্তা এবং যৌক্তিকজ্ঞান তাঁর চরিত্রের মূল কাঠামো গঠন করেছে। তাঁর ছিলো তথ্য পুনর্গঠিত করা এবং সৃজনশীল চিন্তা করার উচ্চমানের ক্ষমতা। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা থেকে আরম্ভ করে তাঁর খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত সবকিছুই তিনি অতি যত্নসহকারে পরিপালন করতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদে গর্ব অহংকারের লেশমাত্র ছিলো না। আমেরিকান একজন লেখক, জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ ওয়াশিংটন আর্ভিং নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর বিস্ময়কর গুণাবলি, ধারালো চিন্তাশীল মন এবং সৃজনশীল স্বভাবের কারণে প্রশংসা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন–

> *"তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি নিঃসন্দেহে অসাধারণ রকমের ছিলো। তাঁর ছিলো দ্রুত শিখনক্ষমতা, প্রখর স্মরণশক্তি, পরিচ্ছন্ন কল্পনাশক্তি এবং উদ্ভাবনী প্রতিভা......... তিনি ভোজনে ছিলেন ধীরস্থির ও স্বল্পাহারী, এবং সর্বদাই রোজা রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি যে সুন্দর পোশাক পছন্দ করতেন না কিম্বা ভালো পোশাক পরার যোগ্য মানুষ তিনি ছিলেন না তা নয়; বরং তিনি নিজেকে অন্যদের চাইতে আলাদা দেখাতে চাইতেন না বলে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐসব পোশাক এড়িয়ে চলতেন।"*[৬৪]

আমেরিকান একজন লেখক জেমস আলবার্ট মিশনার নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে নবী মুহাম্মাদ (স) দয়ালু ছিলেন এবং তিনি ধনী, দরিদ্র, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহমর্মিতা

পোষণ করতেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) তাঁর সৎ ব্যবসায় নীতি এবং আন্তরিক হৃদয়বৃত্তি দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবনকালে নবী মুহাম্মাদ (স) সবসময় খাদিজার (রা.) প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তিনি সবসময় নম্র হয়ে থাকতেন কারণ আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির জন্য নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। যদিও প্রথমদিকে তিনি তাঁর নিরক্ষতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভীত ছিলেন কিন্তু জিবরাইল ফেরেশতা তাঁকে ধর্মবাণী পড়তে এবং তা প্রচার করতে উৎসাহ দিলেন পরবর্তীতে যা পৃথিবীতে ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়েছিলো। তিনি একথা নিজে বিশ্বাস করতেন এবং অনুসারীদেরকে বোঝাতেন যে, মৃত্যু স্বাভাবিক এবং একে কোনো অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বা কুসংস্কারের সাথে যুক্ত করে দেখা উচিত নয়। মিশনার আরও বলেন–

> *"জন্মের সময়ই এতিম হওয়ায় তিনি বিশেষ করে দরিদ্র, অভাবী, বিধবা, এতিম, দাস ও নিষ্পেষিতদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বিশ বছর বয়সেই তিনি সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হন এবং শীঘ্রই একজন ধনী বিধবা মহিলার ব্যবসাকাফেলার দলনেতার দায়িত্ব পান। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর নিয়োগকর্ত্রী তাঁর মেধা দেখে তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ পোষণ করেন। যদিও মহিলা (খাদিজা রা.) তাঁর চাইতে ১৫ বছরের বড় ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁকে বিবাহ করলেন এবং যতদিন তাঁর স্ত্রী বেঁচেছিলেন তিনি একজন অনুরক্ত স্বামী ছিলেন। তাঁর আগের প্রায় সকল নবীর মতই মুহাম্মাদও (স) বিনয়ভারে নিজেকে অযোগ্য ভেবে ঈশ্বরের বাণীবাহক হওয়ার ব্যাপারে প্রথমদিকে লজ্জাশীল ছিলেন। কিন্তু জিবরাইল ফেরেশতা বললেন, "পড়"। আমরা যতদূর জানতে পারি তাতে মুহাম্মাদ (স) পড়তে বা লিখতে পারতেন না কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত ঐসব ধর্মবাণী প্রচার করতে লাগলেন যা শীঘ্রই পৃথিবীবাসী মানুষদের এক বড় অংশের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলো আর মূল বাণীটি ছিলো, "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়"। প্রত্যেক ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ (স) ভীষণ বাস্তববাদী ছিলেন।"*[৬৫]

নবী মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াতের অনন্যতা হলো এই যে, পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের মতো নিজের নবুওয়াত প্রমাণ করার জন্য লোকসমক্ষে তাঁকে কোনো ব্যবহারিক মোজেজা বা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে হয়নি। ইসলাম এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে যদি কোনো মোজেজার কথা বলা চলে তাহলে সেটা হলো নিজের গণ্ডির অনেক বাইরে পর্যন্ত ইসলামের বিস্ময়কর রকমের দ্রুত বিস্তার লাভ। ভারতীয় একজন ইতিহাসবিদ এম এন রায় বলেন–

> *"প্রত্যেক নবীকেই জনগণের সামনে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিয়ে জনসাধারণের নিকট নবুওয়াতের প্রমাণ দিতে হয়েছে। সেই হিসেবে, মুহাম্মাদ (স)-কে ঐসব নবীদের তুলনায় অনেক বেশি মহান হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। ইসলামের বিস্ময়কর রকমের দ্রুত বিস্তার লাভের ঘটনাটিই স্বয়ং একটি অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বা মোজেজা।"*[৬৬]

বেলজিয়ান একজন ইতিহাসবিদ জর্জ সার্টন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রশংসা করে বলেন, তিনি অনুসারীদের কল্যাণের পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছেন, বিশেষ করে যে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে পানীয় হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ঝাঁঝালো ও ক্ষতিকর মদ পান করা হতো। মদ মানুষের জীবনে কতটা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেকারণেই তিনি এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন।"[৬৭]

স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে প্রকৌশলবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল জেমস জর্জ রচি ফর্লং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্র, গুণাবলি, আচার আচরণ, লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণার শেষে তিনি এই মেজর জেনারেল সাহেব এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ভাষায়–

> *"এই মহান আরবীয় ব্যক্তি ও তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে, তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিসরের আচরণ সম্পর্কে, তাঁর দোষগুণ সম্পর্কে, তাঁর সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় নিবিড় গবেষণা এবং বিভিন্ন জাতিস্বত্বার ও সম্প্রদায়ের মুসলিম জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুবাদে আমি বলতে পারি যে, নবী মুহাম্মাদ (স) পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বসেরা শাসক ও ইতিহাস নির্মাতাদের তালিকার সবচেয়ে প্রথমে থাকবেন। যুদ্ধের ময়দানে কিংবা আলোচনা সভায়, জনগণের শাসক হিসেবে, প্রশাসনের প্রধান হিসেবে এবং একটি দুঃসাহসী ও অস্থির জাতির সংগঠক হিসেবে মুহাম্মাদ (স) অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক ও শত্রু বন্ধু নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। যে কেউ ব্যক্তিগত চেষ্টায় অথবা সামষ্টিক যোগাযোগের উৎস থেকে, যেভাবেই হোক না কেন, তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জেনেছে তারাই তাঁকে সম্মান এবং মূল্যায়ন না করে পারেননি।"*[৬৮]

নন্দিত ইতিহাসবিদ মনটেট পৃথিবীর বিভিন্ন নবীর ইতিহাস সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নবী (স)-কে অন্যান্য নবীর সাথে তুলনা করে দেখেছেন। তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রশংসা করে দাবি করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সমান প্রশংসা করার মতো আর কোনো নবী নেই। মঁতা ঘোষণা করেন যে, *"তাঁর মতো এত নিঃশেষে আলোচিত নবী (স) আর কেউ নেই।"*[৬৯]

একজন বিখ্যাত লেখক জি লিভসে জনসন উল্লেখ করেন যে, ইতিহাসের সময়কালজুড়ে নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে অনেক তথ্যবিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ইতিহাসের ধারায় তাঁকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি যে অত্যন্ত সুশীল ও ভদ্রোচিত জীবন যাপন করতেন সে সম্পর্কে সেখানে কোনো প্রশংসা করা হয়নি। তাঁর জাগতিক জীবন তিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত থেকে কাটিয়েছেন এবং অন্যদের সত্য, ন্যায় এবং মহানুভবতার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি চরমপন্থার বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালিয়েছেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে

সত্যিকারের গভীর পড়াশুনা থেকে এ বিষয়গুলোই প্রতিভাত হবে। তাঁর চরিত্রে এবং তাঁর প্রচারিত বাণীসমূহতে যারা কালিমা লেপন করতে চায় তাদের মুখোশ খুলে পড়েছে। লিডসে জনসন তাঁর *"দ্য টু ওয়ার্ল্ডস"* বইতে লিখেছেন:

> *"ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন এমন সব খ্রিস্টান বন্ধুদের অজ্ঞতা দেখলে সত্যিই করুণা হয় ...... সেই সময়ের আরব জাতির লোকজনের মধ্যে একমাত্র নবী মুহাম্মাদ (স)-ই অন্যান্য সকল দেব-দেবতা বাদ দিয়ে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। সততাকে তিনি মানুষের সকল আচার-আচরণ এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মের ভিত্তিভূমি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অবিনশ্বর ঈশ্বরের প্রতি ঘন ঘন প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। তিনি অন্যান্য সকল জাতির লোকজনকে শ্রদ্ধা করার কথা, সকল প্রাণী ও বস্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের নৈতিক সংস্কারের কথা বলেছেন। সব ধরনের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে বলেছেন। কুরআনে যেসব বিরূপ কথাবার্তা লেখা রয়েছে বলে খ্রিস্টানগণ যে প্রচার করে থাকেন তা আদৌ সত্য নয়। সেই কথাগুলো কখনোই নবীর (স) ওপর অবতীর্ণ ওহী ছিলো না। কুরআনের ভালো কোনো অনুবাদ বই পড়লেই আসল সত্য জানা যাবে।"*[৭০]

এটা দুঃখজনক যে, নবী মুহাম্মাদ (স) মানবজাতির জন্য যেসব ভালো অবদান রেখে গেছেন সেসবের জন্য তাঁকে কমই প্রশংসা করা হয়ে থাকে। তাঁর জীবন ও সময়কাল সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ কিছু গবেষক নতুন নতুন সব বিকৃত তথ্যের আমদানি করছেন আর এই দুষ্কর্মটি দিন দিন বেড়েই চলেছে। জার্মান লেখক ডা. ইম্যানুয়েল ডয়েস এর মতে–

> *"আজকাল এটা প্রমাণ করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের মধ্যে যাকিছু ভালো জিনিস রয়েছে সবকিছুকেই খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ধার করা জিনিস। যারা এধরনের ফ্যাশনমূলক এ ধরনের কথাবর্তা বলেন তাদের জন্য সতর্কবাণী হলো এই যে, প্রকৃত গবেষণায় যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে তাদের এ উদ্ভট দাবি ধোপে টিকবে না। কারণ মুহাম্মাদের (স) সময়কার আরবের খ্রিস্টান ধর্মের কথা যতই কম উল্লেখ করা যায় ততই মঙ্গল কারণ ..... তৎকালীন আরবের খ্রিস্টান ধর্মের বিশুদ্ধতার কথা যদি ধরি তবে আজকের যুগের খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে ভ্রান্ত উপদলটির ধর্মবিশুদ্ধতার চাইতেও কম বিশুদ্ধ ছিলো।"*[৭১]

বিশ্বের আরও সব নন্দিত পণ্ডিতদের মাঝে একজন ফরাসি ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাভ লি বোঁ নিশ্চয়তা সহকারে বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন এমন একজন মানুষ যেরকম মানুষকে আমরা আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসের সীমানায় আর একজনকেও দেখতে পাই না।"[৭২]

গুস্তাভ আরও দাবি করেন যে, পাশ্চাত্যের লেখকগণ যদি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে থাকতেন তাহলে তারা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কাজকর্মের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারতেন। তাঁর ভাষায়–

"মানুষের মূল্যায়ন যদি হয় তাদের কাজকর্মের দ্বারা তবে মুহাম্মাদ (স)-ই হলেন ইতিহাসের বিচারে সর্বসেরা মানুষ। পাশ্চাত্যের লেখকগণকে নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে লেখার সময় পক্ষপাতিত্ব বাদ দিতে আরম্ভ করেছেন যদিও এখনও অনেকেই তাদের ধর্মীয় বিদ্বেষবশত নবী মুহাম্মাদ (স)-এর গুণাবলিকে স্বীকার করতে চান না।"[৭৩]

তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণেই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও কার্যক্রম নিয়ে ইতিহাসে যত বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে অন্য কারও জীবৎকাল নিয়ে তা হয়নি। বিখ্যাত পণ্ডিত জন ড্যাভেনপোর্ট বলেন–

"একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী ও তাঁর সময়কাল নিয়ে ইতিহাসে যত বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে আমাদের জ্ঞাত সব আইনবেত্তা ও বিজেতাদের মধ্যে অন্য কারও ব্যাপারেই ততটা হয়নি।"[৭৪]

একজন ব্রিটিশ লেখক রিচার্ড বেল তার "কুরআন পরিচিতি" গ্রন্থে লিখেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) নিজে যদিও মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি জিবরাইলের মাধ্যমে ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। নবী (স) ঈশ্বর এবং মানুষ এ দুয়ের সীমানার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে ঈশ্বর তাঁর উপরে বাণী পাঠাতেন মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে ঈশ্বর স্বয়ং নবী (স)-সহ সকল মানুষের উপর দিকনির্দেশনা ও নির্দেশ পাঠিয়ে দিতেন। তারপরও তিনি জগৎস্থিত মানুষের নিকট পরমেশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন।"[৭৫]

অ্যানি বেসান্ট ছিলেন সম্ভাবনাময় একজন ব্রিটিশ ঈশ্বরগবেষক, নারী অধিকার সংরক্ষণ কর্মী, লেখক, বক্তা এবং আয়ারল্যান্ড ও ভারতের স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক। তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণীবাহক বলে মনে করতেন। তাঁর মতে যে কেউ নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে যদি পড়াশুনা করে, যদি জানতে পারে যে তিনি কীভাবে ধর্ম প্রচার করেছেন এবং কীভাবে জীবনযাপন করেছেন তবে সে/তারা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে শ্রদ্ধা না করে পারবে না। তিনি স্বীকার করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বহুবছরের নিয়মিত পড়াশুনা তাঁকে আরব উপসাগরের এ প্রভাবশালী শিক্ষক, নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বিনীত ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। তার ভাষায়–

"আরবের এ মহান নবীর (স) জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে যারাই কিছুটা পড়াশুনা করেছে, তিনি কীভাবে নীতিশিক্ষা দিতেন আর কীভাবে জীবনযাপন করতেন সে সম্পর্কে জেনেছে তারা সবাই এ প্রভাবশালী নবীকে (স), সর্বশক্তিমান স্রষ্টার এ বাণীবাহককে শ্রদ্ধা না করে পারেনি। হয়তবা এমনও হতে পারে যে তাঁর সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি এর সবকিছুই অনেকের জানা আছে। তারপরও নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বিভিন্ন বই আমি একাধিকবার পড়েছি এবং প্রতিবারই সেই মহান আরব শিক্ষককে প্রশংসা করার মত নতুন নতুন উপলব্ধি আমি পেয়েছি।"[৭৬]

যারা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর একাধিক বিবাহ নিয়ে যার কুৎসা রটায় এবং একাধিক বিবাহকে তাঁর নারীলিপ্সা (নাউজুবিল্লাহ) হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে তাদের কুবুদ্ধিজাত সেসব মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে এ্যানি বেসান্ট সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এ বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এমন একজন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন যিনি তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁর ৫০ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে ভালোবাসাপূর্ণ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। এটা কোন হিসেবে নারীলিপ্সা হতে পারে? কারও জীবনের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করার এটা কোনো সৎ উপায় নয়। পরবর্তীতে তিনি অন্যান্য যেসব বিবাহ করেছিলেন সেগুলো প্রায় সবগুলোই ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে, কখনও দেখা গেছে যে তিনি তা করেছেন কোনো বিধবা মহিলাকে সামাজের দুষ্টলোক থেকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অথবা বিবদমান দুই দলের মধ্যে সংঘাত মেটানোর কৌশল হিসেবে। বেসান্ট উল্লেখ করেন যে–

> *"তাহলে আপনার কি বলতে চান যে চব্বিশ বছর বয়সী যেই মানুষটি তাঁর যৌবনের পূর্ণাবেগের সময় তাঁর নিজের চাইতে অনেক বেশি বয়স্কা একজন নারীকে বিবাহ করলেন এবং পরবর্তী ছাব্বিশটি বছরজুড়ে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত রইলেন এবং পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন তাঁর যৌনাবেগ স্তিমিত সেই সময়ে তিনি পরবর্তী বিবাহগুলো নারীলিপ্সার কারণে করলেন? এভাবে মানুষের জীবনকে মূল্যায়ন করলে তাকে সৎ মূল্যায়ন বলা যাবে না। তাছাড়াও আপনারা যদি লক্ষ্য করে দেখেন যে, তিনি কোন নারীদের বিবাহ করেছিলেন, তাহলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁদের প্রত্যেককে বিবাহ করার পিছনে তাঁর লক্ষ্য ছিলো সামাজিক শান্তি রক্ষা এবং তা তাঁর অনুসারীদের স্বার্থে করতে হয়েছিলো অথবা সেই নারীটিকে বিশেষ নিরপত্তা প্রদানের জন্য তা করা দরকার ছিলো।"*[৭৭]

রাশিয়ান লেখক লিও টলস্টয় ছিলেন পৃথিবীর একজন বিখ্যাত নেতা। নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তিনি বিশেষ কয়েকটি কারণে অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে শত্রুদের শ্রদ্ধা অর্জন। আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শত্রুরা অবশেষে ইসলামকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, তাঁর ঘোর শত্রুরা যদিও মুখে প্রকাশ করতো না কিন্তু মনে মনে ঠিকই তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বস্ত হিসেবে স্বীকার করত। টলস্টয় ব্যাখ্যা করে বলেন–

> *"নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মতো করে শত্রুদের থেকে শ্রদ্ধা লাভ আর কোনো নবী করতে পারেননি। এ কারণেই পরবর্তীতে তাঁর শত্রুদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলামকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছে। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, যারা তাঁর ঘোরশত্রু ছিলো তারাও নিশ্চিত জানতো যে, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত এবং তিনি তাদের সত্যের পথে আহ্বান করছেন। তারা তাঁকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধাও করত কিন্তু তারা সেটা গোপন রাখতো কারণ তারা ধর্মত্যাগের দায়ে নিজ গোত্রের কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় করত।"*[৭৮]

টলস্টয় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রের বেশ দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, নবী (স) পৌত্তলিকদেরকে এক ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করার কারণে কীভাবে তাদের দ্বারা নির্যাতিত হতেন। নবী মুহাম্মাদ (স) নিজেই একমাত্র নবী হওয়ার দাবি করেননি বরং তিনি মুসা (আ.) ও ঈসাকে (আ.) ও নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। টলস্টয়ের ভাষায়–

> *"লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বানের প্রথম বছরেই তিনি ঠিক অন্যান্য নবীদের মত একইভাবে পৌত্তলিক ও অন্যদের নিকট থেকে প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হলেন। প্রবল প্রতিকূলতার মুখেও মানুষকে তিনি সত্যের পথে আহ্বান করতেই থাকলেন এবং বাণী প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগলো। তিনি নিজেকেই একমাত্র নবী হিসেবে দাবি করেননি বরং তিনি মুসা এবং ঈসাকেও (আ.) নবী হিসেবে বিশ্বাস করতেন এবং লোকজনকে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উচিত নিজ ধর্মের মূলবাণীর প্রতিপালনে মনোযোগী হওয়া এবং তাদের নবীর প্রত্যাদেশ মেনে চলা।"*[৭৯]

নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ব্রিটিশ কবি, এডুইন আর্নল্ড উচ্চ মর্যাদা পোষণ করতেন। তার মতে মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন প্রতিভাবান শিক্ষক যিনি একটি নতুন বিশ্বাস ও সভ্যতাসহ বিপুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ইসলামের প্রসারকে প্রত্যাখ্যান নয় বরং সাদরে গ্রহণ করা উচিত। তিনি লিখেছেন–

> *"সুমহান ও মেধাবী সেই শিক্ষক নতুন বিশ্বাস ও সভ্যতাসহ একটি বিপুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানবজাতির একষষ্ঠাংশ হিসেবে তাকে তৈরি করে রেখে গেছেন যারা পরবর্তীতে উন্নয়ন এবং সমঝোতার সাথে বাকি বিশ্বের সাথে সহ-অবস্থান করছে। ইসলামকে অবশ্যই গ্রহণ করে নিতে হবে, একে ঘৃণাভরে পিষে ফেলা বা সমূলে উৎপাটিত করা যাবে না। এটা এর সমজাতীয় ধর্মগুলোর মতোই মানবজাতির জন্য শিক্ষার অনেক উপাদান সৃষ্টি করেছে।"*[৮০]

ওয়াশিংটন আর্ভিং উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মুখমণ্ডলে লালচে আভা ছিলো এবং কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হলে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে উঠতো; তাঁর সাথীরা এটাকে স্বর্গীয় জ্যোতি বলেই মনে করতেন। আর্ভিং দাবি করেন, নবী (স) অত্যন্ত প্রতিভাধর ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তাঁর ভাষায়–

> *"তাঁর চেহারা সাধারণ আরবীয় মানুষের চাইতে বেশ খানিকটা উজ্জ্বল ছিলো এবং উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে পড়লে তাঁর চেহারা মোবারকে এক ধরনের আভা ও জ্যোতি ফুটে উঠত যেটাকে তাঁর অনুসারীরা নবুওয়াতের বিশেষ জ্যোতি বলে মনে করতেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা সত্যিই খুব অসাধারণ ছিলো। তাঁর দ্রুতবোধন ক্ষমতা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, পরিচ্ছন্ন কল্পনাশক্তি এবং উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিলো।"*[৮১]

একজন বহুপ্রজ আমেরিকান লেখক, ইতিহাসবিদ এবং দার্শনিক উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট নবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স) একজন মহান নবী ছিলেন যিনি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের কল্যাণে তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিলো–

> *"নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন মহান নবী এবং অনন্য সেরা একজন একেশ্বরবাদী যাঁকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য ঈশ্বরকর্তৃক মনোনীত করা হয়েছিলো।"*[৮২]

আরেকটি বিষয়ে ডুরান্ট নবী মুহাম্মাদ (স)-কে শ্রেষ্ঠত্বে ভূষিত করেছেন আর তা হলো মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা–

> *"আমরা যদি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের নিরিখে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে চাই তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, ইতিহাসের সর্বসেরাদের সেরা হচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ (স)।"*[৮৩]

একজন আইরিশ নাট্যকার এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা জর্জ বার্ণার্ড শ মত প্রকাশ করেন, সার্বজনীন শান্তি ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য আজকের বিশ্বে মুহাম্মাদের (স) মতো নেতার প্রয়োজন। 'শ মত প্রকাশ করেন–

> *"আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদের (স) মতো একজন মানুষকে যদি বর্তমান বিশ্বের একনায়কত্ব প্রদান করা যেত তবে তিনি বিশ্বের সমস্যাগুলোর সমাধান এমনভাবে করতে পারতেন যাতে বিশ্বে শান্তি ও সুখ পুনস্থাপিত হতো। আমি মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে, আগামীদিনের ইউরোপে এটা সাদরে গৃহীত হবে যেভাবে এটা আজকের ইউরোপে গৃহীত হচ্ছে।"*[৮৪]

নবী মুহাম্মাদ (স)-কে যারা ভণ্ড নবী (নাউজুবিল্লাহ) বলে থাকে তাদের কথা ইতিহাসের বিচারে টিকবে না। তিনি যদি ভণ্ডই হতেন তবে যারা তাকে সে ধরনের অপবাদ দেয় তাদের সাথে সমঝোতা করতে তিনি বৈষয়িক লাভের জন্য তাঁর বাণীসমূহকে বদলে নিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বরং দৃঢ় থেকেছেন এবং নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁর জীবনে এমন অনেক সময় এসেছে শুধুমাত্র তাঁর বিশ্বাসের কারণে তিনি শারীরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করতে এবং নিজের সুখ বিসর্জন দিতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করেননি। তাঁর শিক্ষা প্রচারে বিরত থাকার বিনিময়ে তাঁকে অনেক ধরনের জাগতিক সম্পদের লোভ দেখানো হয়েছিলো কিন্তু তিনি সেই পীড়াপীড়ি ও চাপকে সহ্য করেছেন। এমনও সময় গেছে যখন কুরাইশ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং মক্কার অভিজাত ব্যক্তিগণ মুহাম্মাদ (স)-কে বাণী প্রচার থেকে বিরত রাখতে তাঁর নিকটে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কিন্তু এসবের কিছুতেই কাজ হয়নি। নবুওয়াত দাবি করার পাশাপাশি নবী মুহাম্মাদ (স) তিনি একথাও বলে গেছেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে মানবজাতিরই একজন। তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে অন্য মানুষদের মতো তিনিও দুর্বলতা ও ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নন। তাঁর এই স্বীকারোক্তি বরং আমাদের নিকট তাঁকে আরও মহান করে তুলেছে।

ব্রিটিশ লেখক আলফ্রেড মার্টিন বলেন যে, "মুহাম্মাদ যে কোন ভণ্ড নবী ছিলেন না, তাঁর জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে তা প্রমাণ করা যায়।

"তরুণ বয়সেই মুহাম্মাদ কাবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে উল্লেখযোগ্য পারিশ্রমিক পেতেন আর কাবা ছিলো স্থানীয় ধর্মপ্রাণ লোক ও বহিরাগত তীর্থযাত্রীগণের জন্য একটি তীর্থ, যার গায়ে একটি পবিত্র প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত ছিলো। কিন্তু কালক্রমে, এই ভক্তিশ্রদ্ধার বস্তুটিকে ঘিরে এমন কিছু কুসংস্কার প্রচলিত হতে আরম্ভ করে যেগুলো মুহাম্মাদ অনুমোদন করতে অপারগ হন। এই কুপ্রথাগুলোর সমালোচনার অর্থই হলো তাঁর চাকরি ও বেতন হারানো কিন্তু, এতদসত্ত্বেও মুহাম্মাদ এগুলোর নিন্দাবাদ থেকে বিরত থাকলেন না এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাঁর লাভজনক চাকরিটি বিসর্জন দিলেন। একজন ভণ্ডলোকের কাছ থেকে এরকম আচরণ আশা করা যায় না। আবার তাঁর ধনাঢ্য পিতৃব্য যখন তাঁকে তাঁর প্রগতিবাদী মতাদর্শ প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান, মুহাম্মাদ তাঁর লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এই বলে যে, দারিদ্র সত্ত্বেও মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতা তাঁর কাছে, আরাম আয়েশে নিমজ্জিত কলুষিত আত্মার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাঁর সাহসী ও অপোসহীন উচ্চারণ ছিলো এরকম: "আমার ডানহাতে সুর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও যদি আমাকে দেয়া হয়, যাতে আমি আমার আরব্ধ কর্ম থেকে বিরত হই কিন্তু, সেটি হবে নিরর্থক। কারণ, আমি বিশ্রাম করবো না ততক্ষণ, যতক্ষণ না প্রভূ তাঁর ইচ্ছাকে বিজয়যুক্ত করেন কিংবা আমি এ কারণে মৃত্যুবরণ করি।" এটি কি কোন ভণ্ডলোকের কথা হতে পারে? ... একে সত্যের প্রতি নির্বোধ উদাসীনতা এবং অন্ধ কুসংস্কার বলা ছাড়া আর কি দিয়ে মুহাম্মাদের প্রতি এ অভিযোগ দীর্ঘায়িত হতে পারে।"[৮৫]

রেভারেন্ড বসওয়েল স্মীথ নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের যথার্থতা সমর্থন করে এবং তিনি যে ভণ্ড নবী ছিলেন এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পাননি। তিনি যা পেয়েছেন তা হলো কেবলই সত্য। তাঁর ভাষায়–

"মুহাম্মাদ যা করেছেন তাঁর উদ্দেশের বাস্তবতা ও মহত্ত্বের ওপর গভীরতম বিশ্বাস ছাড়া অন্য কেউ তা করতে পারতেন না। ন্যায়সঙ্গতভাবে যদি বিবেচনা করা যায়, হিজরতের পূর্বকালীন সময়ে তাঁর চরিত্রে আমরা এমন কিছু লক্ষ্য করি না, যা থেকে ভণ্ডামী দোষে তার চরিত্র হনন করা যায়। বরং এমন সকল প্রমাণাদি বিদ্যমান যা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তার প্রতিষ্ঠা কষ্টকর এবং ধীর হলেও তিনি তার প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন।"[৮৬]

নবী মুহাম্মাদ (স) এর প্রথম জীবনের অর্জনগুলো, বসওয়ার্থ স্মিথ লিপিবদ্ধ করেছেন। নবী (স) সমাজের আস্থা অর্জন করেছিলেন– যে কারণে তিনি আল-আমিন হিসেবে পরিচিত পেয়েছিলেন। বিজ্ঞ সাধু তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি একজন নবী। পরবর্তীতে তিনি খাদিজার একজন সৎকর্মচারী হিসেবে সুপরিচিত হন। এবং পরে তিনি তাঁর সঙ্গে সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করেন। তার মতে–

"তিনি ছিলেন এক কথার লোক। তবে তাঁর বন্ধু ছিলো স্বল্পসংখ্যক। বিশেষত তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তাঁরা তাঁকে আল- আমিন অর্থাৎ বিশ্বাসী বলে ডাকতেন। তাঁর নিয়োগকর্তার হয়ে পশুপালন, সিরিয়ায় তাঁর বাণিজ্যযাত্রা, সেখানে সার্জিয়াস অথবা বাহিরা যিনি ছিলেন একজন নেস্টোরিয়ান মঠবাসী সন্ন্যাসী, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বল্পকালীন বন্ধুত্ব, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের জন্য তাঁর সহযোগিতার বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা, খাদিজা কর্তৃক বাণিজ্য যাত্রায় তাঁর নিয়োগপ্রদান এবং পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে তার পরিণয় ও সুখী বিবাহিত জীবন এ সকলই তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।"[৮৭]

ব্রিটিশ লেখক ও পণ্ডিত মার্টিন লিংগ্‌সও বাহিরা সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। বাহিরা এমন কিছু বিষয় লক্ষ্য করেন যেগুলো তিনি আগে কখনো দেখেননি। তিনি লক্ষ্য করলেন, এক খণ্ড ক্ষুদ্রকায় মেঘ মাঝে মধ্যে খুব নিচু হয়ে মক্কা থেকে আগত পরিব্রাজকদলের মাথার উপর সূর্যকে আড়াল করে ছায়াবিস্তার করে চলেছে– যে দলে বালক নবী মুহাম্মাদ (স) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন দলটি পথচলা বন্ধ করছিলো– মেঘ খণ্ডটিও দাঁড়িয়ে পড়ছিলো। বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, একটি বৃক্ষ ও তাদের ওপর ছায়াবিস্তার করেছিলো। মঠের বিজ্ঞ সন্ন্যাসী মনে করলেন হয়তোবা এদের সঙ্গে সেই নবী থেকে থাকবেন যাঁর আগমন সেই সময় সম্ভাব্য ছিলো। তিনি মক্কার এ পরিব্রাজকদলকে তাঁর কুঠুরীতে আমন্ত্রণ জানালেন। বালক মুহাম্মাদকে দেখার পর তিনি তাঁর মধ্যে নবুয়তের চিহ্নগুলো লক্ষ্য করলেন। মুহাম্মাদের পিতৃব্যের কাছে তিনি সকল বিষয় খুলে বললেন। ভবিষ্যৎ নবীর বিষয়ে যত্নবান হওয়ার জন্য তিনি তাঁকে সতর্ক করলেন। লিংগ্‌স লিখেছেন–

"বালকের মুখের অতি দৃষ্টিপাত মাত্রই বাহিরার নিকট অলৌকিক বিষয়টি স্পষ্ট হলো। খুব মনোযোগের সঙ্গে খাবারের সময়টুকুতে সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর মুখাবয়ব ও শরীরের লক্ষণাদি থেকে তাঁর ধর্মপুস্তকের বিবরণের মিল পেলেন।"[৮৮]

মঠ সন্ন্যাসী বাহিরার গল্প আমেরিকান লেখিকা এলসা মারস্টন ও বর্ণনা করেছেন। সন্ন্যাসী লক্ষ্য করলেন, নবী মুহাম্মাদ (স) যখন রৌদ্রে পথ চলছিলেন, একটি মেঘের খণ্ড তাঁর ওপর ছায়াবিস্তার করে চলছিলো। সন্ন্যাসীর মতে এটি ছিলো ভবিষ্যৎ নবীর মহত্ত্বের পরিচায়ক।"[৮৯]

এলসা মারস্টন আরও বলেছেন, বক্তব্য উপস্থানের দক্ষতা সবল ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে মুহাম্মাদ তাঁর স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন।"[৯০]

তিনি আরও বলেন, জাগতিক বিষয়াদির প্রতি অনাসক্তি এবং তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে নবী মুহাম্মাদ (স), যে সব বণিক তাঁকে তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার থেকে বিরত থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলো, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"প্রথমত ধনী বণিক সম্প্রদায় নবীকে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর সমালোচনা যখন তীক্ষ্ণতর হলো, তারা ভাবলো নবী সম্ভবত সম্পদ ও ক্ষমতার সন্ধানে আছেন।

সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাব দিয়ে তারা তাঁকে কিনতে চাইলো। এসব কিছুতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, একথা বলে তিনি তাঁদের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।"[৯১]

ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদী ডা: গটলিব উইলিয়াম লাইটনার, যিনি আরবি ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং কুরআনের উল্লেখযোগ্য অংশ মুখস্ত করেছেন তিনি বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) নিজেকে কখনোই ক্রটি বিচ্যুতির উর্ধ্বে বলে ঘোষণা করেননি। তাঁর পক্ষেও ভুল করা সম্ভব ছিলো। এক সময় সমাজের বিশিষ্টজনের একটি দলের সঙ্গে বাক্যালাপের সময় একজন নিম্নবিত্ত ব্যক্তি যিনি নবীর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলা এড়িয়ে যান। ঘটনার অব্যবহিত পরেই সেই দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি যে দোষের হয়েছে এ বিষয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী নাজিল হয়। কিন্তু মহান নবী এ বিষয়টি প্রকাশ করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। ডা: লাইটনার বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন যে, খ্রিস্টানগণ কতই না নির্বোধ, তারা এই নবীকে ভণ্ড বলে অভিহিত করতে পারে। তাঁর ভাষায়–

> *"মুহাম্মাদ কখনোই নিজেকে ক্রটিবিচ্যুতির উর্ধ্বে বলে দাবি করেননি। এক সময় তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে ওহী নাজিল হলো এ কারণে যে, তিনি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপচারিতার আগ্রহে একজন দরিদ্র ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আর বিষয়টি তিনি প্রকাশ করে দেন। তিনি যদি ভণ্ড নবী হতেন তাহলে কখনোই তিনি এ কাজ করতেন না। যেসব খ্রিস্টধর্মাবলম্বী তাঁকে ভণ্ড মনে করে তারা কতই না নির্বোধ।"*[৯২]

রেভারেন্ড স্টিফেনস এই বলে নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান জানাচ্ছেন যে, তিনি ছিলেন তাঁর জাতির মহান এক পৃষ্ঠপোষক যে জাতির ছিলো না কোন যুক্তিসম্মত ধর্মমত, সুস্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা নৈতিকতাবোধ। তবে, নবী সমাজের এই আবশ্যকীয় উপাদানগুলো সুসংহত করেন। রেভারেন্ড উল্লেখ করেন–

> *"প্রথমেই একথা মেনে নেয়া দরকার যে, নিজ জাতির নিকট মুহাম্মাদ ছিলেন একজন মহান হিতসাধনকারী। তিনি এমন এক দেশে জন্মেছিলেন, যেখানে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যুক্তিনির্ভর ধর্মমত কিংবা সুস্থ নৈতিকতার বিষয় ছিলো অজ্ঞাত। তিনি এই তিনটি বিষয়েরই প্রবর্তন করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি একযোগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রচলিত ধর্মমত ও দেশের লোকেদের নৈতিকতাবোধের সংস্কার সাধন করেন। বহু স্বাধীন বিচ্ছিন্ন গোত্রের পরিবর্তে তিনি তাঁর দেশবাসীকে একটি জাতি হিসেবে সংগঠিত করেন। বহু ঈশ্বর ও প্রভুর ওপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের পরিবর্তে একজন সর্বশক্তিমান ও পরম হিতৈষী স্বত্বার ওপর তিনি তাদের বিশ্বাসী করে তোলেন। তিনি তাদের আরও শেখালেন যে, এই মহান স্বত্বার তত্ত্বাবধানেই তারা বাঁচে, তাঁর কাছেই তারা তাদের সংকর্মের পুরস্কার প্রত্যাশা করবে এবং তাঁকেই সমীহ করবে তাদের দুষ্কর্মের শাস্তিদাতা হিসেবে।"*[৯৩]

টমাস কার্লাইল বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন এবং সাধারণভাবে মানুষের প্রকৃতি নিয়ে ভাবতেন। যদি ও তিনি গভীরভাবে ভাবতেন, তিনি ঘটমান পরিস্থিতি ও তাঁর লোকেদের অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেন। কারও কারও মতে, মানুষ হিসেবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্রতা ছিলো মানবজীবনে ঐশ্বরিক সম্পৃক্ততা। তাঁর বাণী মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাঁর শিক্ষা অন্য কারও শিক্ষার সঙ্গে তুলনীয় নয়। নবী মুহাম্মাদ (স) জীবনের উদ্দেশ্য কি তা জানতে চেয়েছেন, তিনি উদগ্রীব ছিলেন মানুষের প্রকৃতি কি তা জানতে, আর মৃত্যুই বা কি তিনি তার সন্ধান করেছেন।"[৯৪]

টমাস কার্লাইল লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) দুরবর্তী কোন জায়গায় নির্জনে যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে তিনি ঐশ্বরিক জগতের মুখোমুখি হন। এটা সেই সময় যখন নবী মুহাম্মাদ (স) অমরাত্মার এর একটি ইটারনাল স্প্রীডের সাক্ষাৎ পান। এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় মানবজীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি এবং তাঁকে পরজীবন ও ঐশ্বরিক নিত্যতার ধারণা দেয়। আর মানুষের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক উত্তর তিনি পেতে ব্যর্থ হন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ থেকে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিশিষ্টতার কারণ ছিলো এই যে, কোন বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যমান বস্তুজগৎ ও তার প্রতীয়মান সুস্পষ্ট অর্থ পেরিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে পারার সহজাত সক্ষমতা। এটি একটি বিবরণ প্রজ্ঞা যার ফলে তিনি জড়তা ও কৃত্রিমতা ছাড়িয়ে অনুভব করতে পারতেন। বহু ঈশ্বরবাদ ও পুতুল পূজার প্রতি তাঁর আপত্তি তাঁর এ প্রজ্ঞার উদাহরণ। এটিতো নিশ্চিত করেই বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর খ্যাতি কিংবা সৌভাগ্যের প্রত্যাশী ছিলেন না যার জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষ থেকে আনুগত্য কিংবা তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন ছিলো।"[৯৫]

আলফনসে মেরী লুই ডি প্রার্ট ডি লামার্টিন, একজন ফরাসী লেখক, কবি ও রাজনীতিক বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর নিজের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, অনেক মানুষের জন্য তা অর্জন হবে সাধ্যাতীত। তাঁর বাণী ও তার প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার স্রষ্টার নৈকট্যে আনয়ন করা। যখন আমরা তাঁর সময়ে লোকেদের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রোথিত বহুত্ববাদ লক্ষ্য করি, তখন যে কোন বিচারে একত্ববাদের ধারণার প্রচার, একটি অসম সাহসী কাজ বলে বিবেচিত হবে। তার যুগের সীমাবদ্ধতা, উপকরণের অপ্রতুলতা থেকে অনেকেই তাদের আরাধ্য কাজ গুটিয়ে নিতেন বলে আশঙ্কা করা যায়। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ তাঁর প্রচেষ্টার ব্যর্থতার বিষয়টি আগে ভাগেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং ইসলামের অভূতপূর্ব প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ (স) যে কারও তুলনায় মানবেতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিনে। আলফনসো মেরী লুই ডি প্রাট ডিলা মার্টিন বলেন–

> *"স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিংবা অন্যথায় কোন মানুষ এর চেয়ে অধিক মহত্ত্বের সাবলাইন কোন উদ্দেশ্য স্থির করেনি, কারণ এ উদ্দেশ্য ছিলো অতিমানবিক, যার লক্ষ্য ছিলো মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারের মূলোৎপাটন,*

মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সমীপে ও সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের সন্নিকটে আনয়ন। তৎকালীন বস্তুবাদ ও নষ্ট পৌত্তলিকতার ডামাডোলে যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরস্বত্বার ধারণার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি। ইতিপূর্বে কখনোই, কোন মানুষ তার এরকম মানুষের সাধ্যাতীত কোন কাজে এত সামান্য পুঁজি নিয়ে হাত দেয় নাই– আর মুহাম্মাদের এ বিরাটায়তন কাজের ধারণা ও বাস্তবায়নে তাঁকে সহায়তা করার জন্য তিনি নিজে এবং মরু প্রান্তরবাসী তাঁর কতিপয় সহচর ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না।"[৭৬]

তিনি আরও বললেন, যখন আমরা ভাবি নবী মুহাম্মাদ (স) কত অগণিত বিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছেন, আর এতসব দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর অর্জনগুলো যখন আমরা লক্ষ্য করি– তখন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা আরও লক্ষণযোগ্য হয়। সাম্রাজ্যের পত্তন ও সেনাদলের সৃষ্টি এবং কিছুকাল অস্থিত্বের পর এদের বিলুপ্তির সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। নবী মুহাম্মাদ (স) এসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত সাফল্য নিহিত এ বিষয়ে যে, তিনি মানুষের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর মতে–

"যদি উদ্দেশের বিরাটত্ব, উপাত্তের অপ্রতুলতা এবং চমকপ্রদ সাফল্য এই তিনটি বৈশিষ্ট্য মানব প্রতিভা পরিমাপের মাপকাঠি হয়– তাহলে ইতিহাসে এমন আর কে আছেন যার সঙ্গে মুহাম্মাদের তুলনা হতে পারে? খ্যাতিমান পুরুষেরা শুধু সমরাস্ত্র, আইন আর সাম্রাজ্য বানিয়েছেন। তারা যদি আদৌ কিছুর পত্তন করে থাকেন, তা ছিলো বাহুবলের প্রতিপত্তি– যেটি তাদের অনেকের জীবদ্দশায় বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ মুহাম্মাদ শুধু যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন, আইন প্রণয়ন করেছেন, সাম্রাজ্য গড়েছেন, জাতি ও শাসক পরম্পরা তৈরি করেছেন তা নয়– বরং তৎকালীন বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর তাঁর নির্দেশে পূজার বেদী ও প্রতিমা টলে গেছে, নড়ে গেছে ধর্ম ও বিশ্বাস,ধারণাও অন্তরাত্ম।"[৯৭]

নবী মুহাম্মাদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে যে, তিনি মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন– যে কাজে তাঁর দক্ষতা, তা তিনি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর একেশ্বরবাদের ঘোষণা খুবই বিপজ্জনক ছিলো– কারণ তৎকালীন মাননির্ধারক সার্বজনীন স্থিতাবস্থা ছিলো বহু-ঈশ্বরবাদিতার ওপর বিশ্বাস। তাঁর বাণী সমাজের অভিজাত ও শাসকগোষ্ঠীর ভিত কাঁপিয়ে দিল আর আরবের দৃশ্যপটে অবিমিশ্র একেশ্বরবাদের উপস্থিতির সুস্পষ্ট ঘোষণা দিল। এক ঈশ্বরের উপাসনার বাণী প্রচারের কারণে মুহাম্মাদকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছে ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে– তার থেকে তাঁর দৃঢ়তা ও সহনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যুগ যুগের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের বিপরীতে গমন করে নিঃশংয়ে মুহাম্মাদ অমিত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন– আর এজন্য তিনি মোটেও কৈফিয়ৎ প্রদানে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুগপৎ একজন নবী, সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালক ও একজন নৈতিকতার প্রশিক্ষক। অতএব, তাঁর মহত্ত্বের বিষয়টি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আলফনসো মেরী লুই ডি প্রাট ডিলা মার্টিন আরও বলেন–

"একটি ধর্মগ্রন্থ, যার প্রতিটি শব্দ আইনে পরিণত হয়েছে, তার ভিত্তিতে তিনি আধ্যাত্মিক জাতিস্বত্বাসমূহ গড়ে দিয়েছেন যাতে সংমিশ্রিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কিংবা বর্ণের মানুষ। এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে তিনি মিথ্যে উপাস্যের প্রতি অনপনেয় ঘৃণা এবং এক ও অপার্থিব উপাস্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন। ধর্মদ্রোহিতার বিপরীতে এহেন প্রবল ভক্তি হলো মুহাম্মাদের অনুসারীগণের গুণ, অন্ধবিশ্বাস প্রপীড়িত গোটা বিশ্বের এক তৃতীয়াংশের বিজয় ছিলো তাঁর অলৌকিক অর্জনগুলোর একটি, আর এ বিজয় হয়তো বা কোন ব্যক্তিবিশেষের নয় বরং যুক্তিবৃত্তির সাফল্য।"[৭৮]

ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা, লেখক ও সাংবাদিক রোনাল্ড ভিক্টর কুর্টনে বোদলে বলেন, নবী মুহাম্মাদের অর্জন অনেক। বিশ্বব্যাপী ইসলামের দ্রুত প্রসার তিনি সহজতর করেন– যার ফলে এক বিলিয়নেরও অধিক মানুষ আজ তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের অনুসারী। তবে এসব বিরাট অর্জন সত্ত্বেও মুহাম্মাদের যে বিজয় উদযাপিত হওয়া দরকার তা হলো তাঁর জীবনের অনেক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষয়গুলো। তাঁর স্বজাতির ভীষণ হীনাবস্থা তিনি পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। আর একাজে তাঁর গোত্র, পরিবার ও বৃহত্তর সমাজ ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি অবশেষে সকলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ইসলাম হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত পরিবর্তন ও অগ্রগতির বাহন– একথা যে তিনি তাঁর সমাজ ও অনুসারীগণকে বুঝাতে পেরেছিলেন, এ বিশাল অর্জন তাঁর ধর্মের প্রসারের চেয়ে অনেক বড়, বিশেষত এ কারণে যে, আরবগণ তখন নিতান্ত দুর্দশায় নিমজ্জিত ছিলো। তিনি আরও বলেন–

"আমি কদাচিৎ মুহাম্মাদকে ঈশ্বরের বাণীবাহক মনে করি, যাঁর অনুসারীর সংখ্যা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর এক সপ্তমাংশ। আমি তাঁকে সেনাদলের প্রেরণদাতাও মনে করি না, যার রাজ্যবিজয়ের আকার কেবলমাত্র ব্রিটিশ রাজকীয় সেনাদল কর্তৃক অতিক্রান্ত হয়েছে। আর আমি তাঁকে এও মনে করি না যে, তিনি কুরআন রচনা করেছেন যেটি আইন, ধর্মতত্ত্ব ও শ্লোকসমূহের অসাধারণ একটি গ্রন্থ। আমি বরং তাকে মনে করি তিনি সেই লোক যিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়েছেন। আমি তাঁকে বিবেচনা করি সেই যুবক হিসেবে যাকে উপহাস ও নির্যাতন করা হয়েছিলো কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারকে বুঝাতে পেরেছিলেন যে, তিনি সত্যপথের ওপর আছেন। তরবারীর শক্তি প্রয়োগ আর মিম্বার থেকে হিতোপদেশ প্রদান করে যে সাফল্য তিনি লাভ করেছেন তার চেয়ে অনেক বড়ো অর্জন হলো– তিনি এ প্রবচনকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন যে, নবীগণকে তাঁর দেশবাসীগণ সম্মান করে না, আর নবীর আত্মীয় পরিজনের মন ভোলানো দুষ্কর। মরুর বুকে সাফল্যের এ বিজয়গাঁথার গুরুত্ব অনুভব করতে হলে এ কথাটা স্মরণ রাখা দরকার। কারণ, এটাইতো বাস্তব, হয়তোবা নয়, লগ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউসে পৌঁছানোর গল্পের অনুরূপ, কিংবা তার কাছাকাছি কিছু।"[৭৯]

নবী মুহাম্মাদ (স), তাঁর বাণীর যুগোপযোগিতার জন্য তাতে যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তা এক কথায় অসাধারণ।

"নিজের বাহ্যিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে কোন মানুষ তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেকে তাঁর চেয়ে অধিক পরিবর্তন করেছে বলে আমার জানা নেই।"[১০০]

ব্রিটিশ আইনজীবী ও প্রাচ্যবিদ জর্জ সেইল যিনি কোরানের ইংরেজি অনুবাদের জন্য (১৭৩৪) সমধিক প্রসিদ্ধ, তিনি লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কাছ থেকে হেরা পর্বতের ঘটনা শুনার পর তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) বুঝতে পারলেন, তিনি হবেন পরবর্তী নবী। আর তিনি এ বিষয়ে তাঁর খ্রিস্টান চাচাতো ভাই ওয়ারাকা, যিনি ছিলেন সে সময়ের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ওয়ারাকা নিশ্চিত করেন যে একই ফেরেশতা মুসার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি এখন মুহাম্মাদের কাছে এসেছেন। সেইলের বিবরণ নিম্নরূপ–

"খাদিজা খুব উৎফুল্লতার সঙ্গে এ সংবাদ গ্রহণ করলেন। যাঁর হাতে তাঁর প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে তিনি বললেন তার বিশ্বাস তিনি (মুহাম্মাদ) হবেন তাঁর জাতির পরবর্তী নবী। অবিলম্বে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলকে তিনি এ খবর জানালেন– যিনি ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মানুসারী এবং তিনি হিব্রু লিখতে পারতেন। ফলে, ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর তাঁর মোটামুটি দখল ছিলো। তিনিও খাদিজার যে মতামতই তৎক্ষণাৎ সমর্থন জানালেন এবং তাঁকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, ফেরেশতা পূর্বে মূসার নিকট এসেছিলেন, তিনিই এখন মুহাম্মাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। নবীর চল্লিশ বছর বয়সকালে রমযান মাসে এই ঘটনা ঘটে। এজন্য এটাকে তাঁর নবুয়তের বছর বলে অভিহিত করা হয়।"[১০১]

অন্য একজন ব্রিটিশ লেখক এইচ জি ওয়েলস লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর শেষ হজ্ব যাত্রায় তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। মুসলিমগণ তাঁর এ ভাষণটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, যেটিতে নবী ইহজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় মানুষের করণীয় বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন। তাঁর এ বিনির্দেশ প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী বহু জনগোষ্ঠী অনুসরণ করে থাকেন।"[১০২]

সাধু টি এল ভাসওয়ালী একজন ভারতীয় দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ, যিনি ভারতের সিন্ধুর হায়দারাবাদে "সাধু ভিসওয়ালী মিশন স্থাপন" করেছেন– নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তিনি তাঁকে বিশ্বের একজন মহান বীর বলে বিবেচনা করেন। তাঁর জীবন ছিলো বিপদসংকুল। কিন্তু তাঁর ধর্মমত প্রচার করে তিনি আরবগণকে তমসা থেকে বের করে আনেন। তিনি বলেন,

"তিনি মুহাম্মদ (স) একজন বীরোত্তম নবী। মুহাম্মাদকে আমি বিশ্বের শক্তিমান বীর হিসেবে কুর্নিশ করি। মুহাম্মাদ ছিলেন একটি বিশ্বশক্তি। এমনই প্রবল এক শক্তি– যা বহু জাতিকে উন্নত করেছে। ফিরে তাকালে আপনি দেখবেন তাঁর জীবনের মহিমা ও

সৌন্দর্য। তিনি ছিলেন একজন রাজ্যপাল, আর আধ্যাত্মিক গুরু; তথাপি, তিনি তাঁর বস্ত্র নিজেই সেলাই করতেন। অদৃষ্ট সত্ত্বার ডাক তিনি শুনতে পেয়েছিলেন- "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠো এবং প্রচার করো (আমার বাণী)"। তারা তাঁকে নির্যাতন করেছে, তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি আহ্বানের ওপর অনুগত থেকেছেন। শান্তির বাণী প্রচারের জন্য তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন। নবী মুহাম্মাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে তাঁর অনুচ্চ উচ্চারণ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি!" প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে উর্ধ্বাকাশের নৈকট্য দান করুন।" এমন কে আছেন, যিনি বলবেন না যে, জীবন এবং মৃত্যুতে তিনি ছিলেন সুন্দর। আর তাঁর প্রচারিত ধর্মবিশ্বাস কি অর্জন করেছে তাও মুহূর্তকালের জন্য ভাবুন। ইসলাম বিশ্বকে এমন এক ধর্ম দিয়েছে যাতে পুরোহিতের ভূমিকা নেই, যা আরবের শিশুহত্যার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে; মদ্যপান থেকে বিরত থাকার জন্য বিশ্বাসীকে আদেশ দিয়েছে। বিশ্বাস, সাহস, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের ওপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।"[১০৩]

মেজর আর্থার গ্লিন লিওনার্ড নবী মুহাম্মাদ (স)-এর স্রষ্টার প্রতি গভীর ভক্তি ও আত্মসমর্পণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার মতে নবী হচ্ছেন ধরণীর বুকে মহত্তম ও পরম সত্যবাদী মানুষ-

> "যদি কোন একজন মানুষ ধরণীর বুকে আল্লাহর সন্ধান পেয়ে থাকেন, যদি কোন একজন মানুষ সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহর সেবায় তাঁর জীবন নিয়োজিত করে থাকেন, এটি নিশ্চিত যে আরবের নবী (মুহাম্মাদ)-ই হচ্ছেন সেই মানুষ। মুহাম্মাদ কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষমাত্র ছিলেন না বরং ছিলেন পরম সত্যবাদী একজন, মানবতা অদ্যাবধি যার জন্ম দিয়েছে।"[১০৪]

এডওয়ার্ড গিবন বলেন যে, এটি একটি অকৃত্রিম সত্য যে কোরান আল্লাহর পক্ষ থেকে, এতে কোন বিভ্রান্তি কিংবা সন্দেহ নেই যা নবী মুহাম্মাদ (স) প্রচার করেছেন। বহু ঈশ্বরবাদের পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিক্ষা দেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় কিছু ধ্বংসশীল, আর স্রষ্টাই অনন্ত। তাঁর প্রচারিত সত্যবাণী তাঁর অনুসারীগণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন। গিবন বলেন-

> "মুহাম্মাদের ধর্মমত সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুক্ত; আর কুরআন ঈশ্বরের একত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ। মক্কার নবী, প্রতিমা ও মানুষ, তারকা ও গ্রহপুঞ্জকে আরাধনার অযোগ্য বলেছেন এ কারণে যে, যা কিছু উদিত হয় তা আবার অস্তমিত হয়, যা কিছু জন্মায় তা মৃত্যুবরণ করে, আর বস্তুসমূহ বিনষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিশ্ব প্রণেতাকে তিনি একটি অনন্ত ও চিরন্তন সত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পরম মমতায় আরাধনা করেছেন- যিনি নিরাকার এবং কোন স্থানে আবদ্ধ নন; যার কোন তুলনা নেই- নেই কোন সন্তান-সন্ততি; আমাদের গোপনতম অনুভূতিতে যার উপলব্ধি, যিনি সকল প্রয়োজনীয়তার কারণে বিরাজমান; আর তাঁর থেকে উৎসারিত সকল নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতা। নবীর ভাষায় উচ্চারিত এসব পরম সত্য তাঁর

অনুসারীগণ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে আছেন– আর কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ এসবই ব্যাখ্যা করেছেন নিখুঁতভাবে, যদিও বা কখনো এগুলোর ধারণা হলো বিমূর্ত।"[১০৫]

মেজর লিওনার্ড নবীর আরও কিছু উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর জাতিকে গোত্রবদ্ধ জীবনব্যবস্থা থেকে সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় উন্নীত করেন। আর তাঁর আন্তরিক অভিলাষ অত্যন্ত সুফল প্রদায়ী হয়েছে।

"মুহাম্মাদের প্রতিভার প্রমাণ হলো এই যে, ইসলামরূপী আত্মার ভেতর তিনি যে নৈতিকতা ফুঁকে দিয়েছিলেন, তা তাদের উন্নত করেছে। নিষ্ক্রিয়তা এবং গোত্রীয় সংকীর্ণতার পচন থেকে উঠিয়ে আরবগণকে এটি জাতীয় ঐক্য ও সাম্রাজ্য পত্তনের মর্যাদা দিয়েছে। মুহাম্মাদ কর্তৃক আনীত ঐশী প্রত্যাদেশের মহিমা, সরলতা, পরিমিতি ও বিশুদ্ধতা ইসলামের প্রবর্তকের প্রতিও আনুগত্য জাগ্রত করেছে এবং তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সত্ত্বার উপর ঐশী বাণীর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।"[১০৬]

লালা লাজপৎ রায় একজন ভারতীয় লেখক, রাজনীতিবিদ, নেতা এবং 'দি লায়ন অব দি পাঞ্জাব" গ্রন্থের প্রণেতা তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ধর্ম প্রচারকগণের ভেতর নবী মুহাম্মাদ (স)-কে উচ্চতম আসন দিয়ে তিনি লিখেছেন–

"এটি ঘোষণা করে দিতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি না যে, ইসলামের নবীর প্রতি আমি গভীরতম শ্রদ্ধাপোষণ করি। আমার ধারণামতে, ধর্মীয় শিক্ষক ও সংস্কারকগণের মধ্যে তাঁর আসন উচ্চতম।"[১০৭]

বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক জন ড্যাভেনপোর্ট, নবী মুহাম্মাদ অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও, শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রশংসা করেছেন। তিনি সম্পদের ওপর জ্ঞান আহরণকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য তার অনুসারীগণকে দূর-দূরান্তে ভ্রমণের উৎসাহ দিয়েছেন–

"এর সবচেয়ে গৌরবজনক সময়কালে, না বরং এর সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম বিদ্বজ্জনের কাছে অধিকতর সমাদৃত হয়েছে। মুহাম্মাদ নিজেই বলেছেন যে, "বিদ্যাহীন মানস, আত্মাবিহীন কায়ার মতো। গৌরব ধনে নয়, বরং জ্ঞানে।" আর তিনি তাঁর অনুসারীগণকে বিদ্যা অন্বেষণের জন্য পৃথিবীর এমনকি দূরতম প্রান্তেও গমনের আদেশ দিয়েছেন।"[১০৮]

টোর আন্দ্রে মনে করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) যা বলতেন, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বলা সম্ভব ছিলো না। তাই তিনি যা বলতেন তা হতো বাস্তবসম্মত, যার ছিলো গূঢ় অর্থ। এটা এজন্য যে, তিনি বরাবর বাস্তবতার সাহচর্যে বসবাস করতেন।"[১০৯]

"বহু দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থকার যুগ যুগ ধরে নবী মুহাম্মাদের অসাধারণ প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এজন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন। জর্জ সেইল (১৭৩৪) নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্ত্বকে নুমা ও থিসিয়াসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।"[১১০]

জর্জ সেইল লিখেছেন যে, আরবগণ মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্মমতে একতাবদ্ধ হন এবং এই ধর্ম পৃথিবীর বৃহদাংশে বিস্তারলাভ করে–

> *"আর অতঃপর, আরবগণ এক ধর্মবিশ্বাসের ছায়াতলে একতাবদ্ধ হলো এক রাজপুত্রের অধীনে– আর এমন সকল বিজয় অর্জন করলো যাতে মুহাম্মাদের ধর্মমত বিশ্বের বৃহদাংশে বিস্তৃত হলো।"*[১১১]

আর ভি সি বোদলে বলেন, যদিও নবী মুহাম্মাদ (স) রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় দক্ষতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করলেন তথাপি, তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য যেটি তাঁকে দিয়েছিলো সর্বাধিক স্বস্তি ও সন্তুষ্টি– তা থেকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ সরিয়ে নেননি– যা ছিলো ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু মক্কাকে পৌত্তলিকতা ও বহুঈশ্বরবাদ এর প্রভাব থেকে শুদ্ধিকরণ। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অর্জনগুলো যেমন, রাজ্যজয় এবং বহু লোকের ইসলাম গ্রহণ– এসব সাফল্যের মধ্যে যেটি সুবিশাল তা হলো– তাঁর সমগ্র নবী জীবনে তিনি কখনোই ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়ে বিন্দুমাত্র আপোস করেননি এবং তিনি তাঁর নীতিতে সুদৃঢ় থেকেছেন। যা কিছু তাঁর ও তাঁর অনুসারীগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো– তা কখনোই তাঁর কাছে গুরুত্ব হারায়নি। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের পরও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন মিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত, তিনি কখনোই আড়ম্বর ও গরিমার আধিক্যে আত্মসমর্পণ করেননি– যে রকম তাঁর সমকালীন অনেকের বেলায় হয়ে থাকবে–

> *"তিনি এখন অবসন্ন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। অল্পদিনেই তিনি আরবের প্রবল প্রতাপান্বিত একজন শাসক হয়েছেন। তিনিই তাদের পোপ এবং তিনিই তাদের সিজার। বছর ঘুরতেই তিনি হয়েছিলেন একটি জাতিসত্ত্বার, একটি সাম্রাজ্য ও একটি ধর্মমতের প্রবর্তক। এতসব কিছুই তাঁর জন্য তেমন আনন্দদায়ক কিছু ছিলো না– যতো না ছিলো এই অর্জন যে– কাবা, যা হলো বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু– সেটিকে তিনি প্রতিমার রাহু থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এখন যদি তাঁর মৃত্যুও হয়, তথাপি তিনি মনে করবেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।"*[১১২]

ক্লদ এটিন স্যাভারী, ফরাসী প্রাচ্যবিদ, ঈজিপ্টোলজীর অগ্রদূত, কুরআনের একজন অনুবাদকও, হেনরী ডি বুলেনভিলারসের অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মনে করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এমন একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন যার কোন দ্বিতীয় নেই। তিনি বলেন, পৌত্তলিকতার পরিবেশে জন্মগ্রহণের পরও নবী মুহাম্মাদ (স) এক ঈশ্বরের অর্চনা ও একেশ্বরবাদের ধর্মপ্রচার করেছেন। তিনি তাঁকে মানবকুলের শ্রেষ্ঠতম মানুষগুলোর একজন বলে ঘোষণা করেছেন।"[১১৩]

জর্জ সেইল মনে করেন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বুদ্ধিমত্তা ছিলো অসাধারণ। ঐতিহাসিকগণ রাজ্য পরিচালনায় তাঁর সুষম নীতি ও প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করেছেন– কালক্রমে তিনি বিষয়ে আরও পরিপক্কতা অর্জন করেন। তাঁর বন্ধুবাৎসল্য ও ব্যক্তিগত গুণাবলি সকলের কাছে তাঁকে প্রিয়পাত্র করে তোলে–

"তর্কাতীতভাবে, তাঁর বোধশক্তি ছিলো সুতীক্ষ্ম এবং তিনি ছিলেন সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। প্রাচ্যের ইতিহাসবিদগণ তাঁকে একজন অসাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন- যাঁর স্মৃতি সুখকর। তাঁর এসব গুণাবলি শাণিত হয়ে থাকবে মানুষের বিষয়ে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, এবং পরিভ্রমণকালে তাঁর পর্যবেক্ষণের কারণে। তাঁরা বলেন, তিনি ছিলেন স্বল্পবাক; তাঁর মেজাজ ছিলো প্রফুল্ল; তাঁর বাক্যালাপ ছিলো আনন্দদায়ক ও অন্তরঙ্গ; বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিলো কুটগন্ধবিহীন। আর তাঁর অধঃস্তনদের প্রতি তিনি ছিলেন নিতান্তই সৌজন্যভাবাপন্ন।"[১১৪]

শিখ বুদ্ধিজীবী সরকার দিওয়ান সিং মাফতুন, নবীর বিশেষ গুণগান করেছেন। নবীর শিক্ষা ও তাঁর জীবনাচরণের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি বলেন-

"যখনই আমি নবীর এ বাণীর কথা জানলাম যে, শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য উচ্চারণ করতে পারা, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্বের পরিমাপ বিষয়ে আমার ধারণা হলো- কারণ তিনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশকে শ্রেষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। ইসলামের নবীর এ প্রার্থনায়ও আমি অভিভূত হয়েছি যে, তিনি দারিদ্র্যে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। যদিও আমি একটি শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি- তথাপি একজন মুসলিমের মতোই আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।"[১১৫]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর গুণাবলি মানুষের সকল কর্ম ও প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবে। বাণিজ্য কিংবা সুশাসন অথবা সুনীতি ইত্যাদি সব মানবিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো সহজ বিচরণ। দর্শন শাস্ত্রের ভারতীয় অধ্যাপক কে এস রামকৃষ্ণ রাও, তাঁর পুস্তকে তাঁকে সাধুবাদ দিয়েছেন। তাঁর "প্রফেট মুহাম্মাদ (স), দি প্রফেট অব ইসলাম" এই পুস্তকে তিনি তাঁকে মানবজীবনের নিখুঁত নমুনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

"নবী মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্ব এমন যে, এর পরিপূর্ণ অনুভব দুষ্কর। তার আভাসমাত্র কেবল অনুধাবনযোগ্য। তাঁর জীবনের বিবরণ, কতই না নাটকীয় ছবির পরম্পরা- এক ছবিতে আছেন নবী মুহাম্মাদ, অন্যটিতে যোদ্ধা মুহাম্মাদ, আরেকটিতে বণিক মুহাম্মাদ কোথাও বা রাষ্ট্রপরিচালক মুহাম্মাদ, সুবক্তা মুহাম্মাদ, সংস্কারক মুহাম্মাদ, ইয়াতীমের আশ্রয়দাতা মুহাম্মাদ, দাসগণের ত্রাণকর্তা মুহাম্মাদ, নারীমুক্তিতে মুহাম্মাদ, বিচারক মুহাম্মাদ এবং কখনো বা সুফী মুহাম্মাদ। এসব চমকপ্রদ ভূমিকায় জীবনের প্রতিটি কর্ম ও ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বীরপুরুষ।"[১১৬]

নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন ইয়াতীম। পিতামাতার যেরকম আদরযত্ন মানুষের আবেগ-অনুভূতির পরিচর্যা ও প্রবৃদ্ধির সহায়ক হয়- এ রকম কিছু তিনি পাননি। এ রকম অবস্থা থেকে তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে- তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে- তিনি ক্ষমতার অধিকারী

হয়েছেন– কিন্তু তিনি একথা কখনো বিস্মৃত হননি যে, সকলকেই পরমেশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর নবুয়তের সময়কালে তিনি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন– তাঁর অনুসারীগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের সাক্ষী হয়েছেন। এর কোন কিছুই তাঁকে তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে সরাতে পারেনি– যা ছিলো মহান ঈশ্বরের বাণীর প্রচার। কে এস রামকৃষ্ণ রাও আরও বলেন–

> *"ইয়াতীম হওয়া অসহায়ত্বের চূড়ান্ত। অথচ পৃথিবীতে তাঁর জীবনের সূচনাই হয়েছে এ অসহায়ত্বের ভেতর। রাজত্বলাভ জাগতিক ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা- এতেই তাঁর দুরবস্থার অবসান হয়ে থাকবে। ইয়াতীম বালক থেকে নির্যাতিত উদ্বাস্তু, আর তারপর তাঁর উত্তরণ হয় একটি জাতির জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রধানের ভূমিকায়। এর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে– যাতে ছিলো পরীক্ষা ও প্রলোভন, উত্থান-পতন ও পরিবর্তন, আশার আলো ও দুরাশার অন্ধকার, নিপীড়ন, ভয়ভীতি, আর গৌরব। পরীক্ষার অগ্নিকাণ্ড তিনি অক্ষত পার হয়ে যান আর তাঁর জীবন পরিণত হয়েছে সকলের জন্য সকল ক্ষেত্রে "রোল মডেল"। তাঁর অর্জনগুলো কেবলমাত্র একটি দিক নয় বরং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্র ঘিরে আবর্তিত।"*[১১৭]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যে বিষয়টি সর্বসময় অমুসলিমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে তা হলো, তিনি ছিলেন একাধারে নবী, আইনদাতা এবং তার জাতির নেতা। অধ্যাপক রাও আরও বলেন–

> *"রক্তমাংসের মানুষ, ইসলামের নবী, যিনি পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একাধারে তাত্ত্বিক, সংগঠক ও জাতির নেতা।"*[১১৮]

বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক টমাস প্যাট্রিক হিউজেস, লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ইসলামের প্রবর্তক হওয়ার দাবি করেননি বরং তিনি নিজেকে একজন সংস্কারক বলেছেন। তিনি বরং ঈশ্বরের সকল প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। সার্বিক দক্ষতা, গুণাবলি ও অনুভবের কারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবার উপযুক্ত। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বীরোত্তম। হিউজেস-এর মতে–

> *"নবী মুহাম্মাদের নবুয়ত সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, তিনি নিজেকে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলে দাবি করেননি। বরং তিনি ছিলেন প্রচলিত ধর্মমতেরই প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সকল প্রেরিত পুরুষের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর পূর্বেই যে পাঁচজন আইনদাতা আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে, যে একটি সত্যধর্ম প্রচারের আদেশ দিয়েছেন, নবী মুহাম্মাদকেও সেই একধর্মে বিশ্বকে দীক্ষিত করানোর দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। আমরা মুহাম্মাদকে এজন্য কৃতিত্ব দেই যে, তিনি ছিলেন যোদ্ধা, একজন আইনদাতা, একজন কবি, অসাধারণ প্রতিভাধর একজন ব্যক্তিত্ব– যিনি নিজেকে প্রবল প্রতিকূলতা*

সত্ত্বেও সুখ্যাতির চূড়ায় উন্নীত করাতে পেরেছিলেন। আমরা এটিরও স্বীকৃতি দেই যে, নিঃসন্দেহে পৃথিবী তার চেয়ে মহত্তর কোন বীর প্রত্যক্ষ করেনি।"[১১৯]

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, আফগানিস্তানে (২০১১) এবং ইরাকে (২০০৩) যুদ্ধের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার জনগণ যাঁর তীব্র সমালোচনা করেছে– তিনিও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন–

> *"মানবতার ওপর মুহাম্মাদের প্রভাব পড়েছে উন্নয়ন ও শিক্ষায়। ইসলামকে 'সুন্দর' বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন– "মুহাম্মাদ এমন এক প্রবল শক্তি, যা সুসভ্য।"*[১২০]

সর্বশক্তিমানের ওপর গভীর আস্থার কারণেই নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর স্বজাতির ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। জন মিডোস রডওয়েল (১৮০৮–১৯০০) যিনি ছিলেন চার্লস ডারউইনের বন্ধু ও চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজন যাজক, তাঁর কুরআনের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন যে,

> *"মুহাম্মাদের জীবন ছিলো এমন, যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর অন্তর্গত শক্তি ও প্রাণময়তা, যা উৎসারিত হয়েছে স্রষ্টা ও অদৃশ্য জগতের ওপর তাঁর গভীর প্রত্যয় থেকে। তাঁকে সর্বকালেই বিবেচনা করা হবে এমন একজন হিসেবে যিনি মানুষের ধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ও মানবজীবনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যা কেবলমাত্র সুমহান কোন ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব। আর সত্যপ্রচারে তাঁর প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।"*[১২১]

মহারাজা পেশকার স্যার কিষেণ পেরসাদ বাহাদুর, 'ইয়ামিনুস্– সুলতানাত', 'জিসিআইই', দু'বার হায়দারাবাদ স্টেটের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। নবী মুহাম্মাদ (স) যিনি ঈশ্বরের প্রেরিত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁকে তিনি এভাবে সম্মান জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর নেতা হিসেবে অনুসরণ করতে আগ্রহী। নিম্নেবর্ণিত কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় তিনি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন–

> *আহমদের জন্য আমার জীবন– যিনি নির্বাচিত;*
> *অতি অবশ্য তিনি আমার পথের দিশা;*
> *অতি ক্ষুদ্র আমাকে তিনি দিয়েছেন বিরল সম্মান,*
> *অবশ্যই, গরিমাতো কেবল গৌরবময় ঈশ্বরের।"*[১২২]

রেভারেন্ড স্টিফেন্স নবী মুহাম্মাদ (স)-কে মুসা (আ.)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই এক পিতা ইব্রাহীমের জন্মসূত্রে একটি শুদ্ধধর্মমত পুনর্জাগরিত করেছেন। তবে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অর্জনগুলো অধিকতর বিস্তৃত– তিনি বহু ঈশ্বরবাদকে একত্ববাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন– এবং বহুবিধ মন্দ পাপাচার বিদূরণে সমর্থ হন। রেভারেন্ড বলেন–

> *"মুহাম্মাদ ও ইব্রাহীমের একই পূর্বপুরুষ ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্মমত, মুহাম্মাদ তাঁর স্বদেশবাসী আরবগণের মধ্যে পুনর্জাগরিত করেন– যেরকম করেছিলেন মুসা তাঁর স্বজাতি ইহুদীগণের মধ্যে। এ কাজে মুহাম্মাদ বিপুল সাফল্য লাভ করেন। একগাদা*

পৌত্তলিক কুসংস্কার এর পরিবর্তে তিনি বিশুদ্ধ একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বজাতির বহু কুপ্রথার তিনি মূল্যেৎপাটন করতে সমর্থ হন। আরও বহু মন্দ প্রথার তিনি সংস্কার সাধন করেন। তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটান এবং একটি বিনম্র ও যুক্তিসঙ্গত উপাসনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। যেসব পাপাচার, যেগুলো তৎকালীন আরবদেশে মুহাম্মাদের সময় প্রচলিত ছিলো। যেমন– মদ্যপান, অসংখ্য উপপত্নী ও পত্নীগ্রহণ, কন্যাশিশু হত্যা, বেপরোয়া জুয়া খেলা, যাদু ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাগ্যগণনার প্রথা ইত্যাদি। এসব কুপ্রথার বহু কয়টির বিলোপ সাধন এবং অন্যগুলোর সংশোধনের ফলে আরববাসীদের নৈতিকতা বিপুলভাবে পরিশুদ্ধ হয়, যেটি এ সংস্কারকের কর্মোদ্যম ও বিশাল প্রভাবের গৌরবজনক প্রামাণিক সাক্ষ্য। তাঁর প্রচেষ্টার লক্ষ্যণীয় সাফল্য হচ্ছে, কন্যাশিশু হত্যা ও মদ্যপান প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন।"[১২৩]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীগণের জন্য এটি একটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাঁর শিক্ষা মানবজাতিকে আলোকিত করেছে। পণ্ডিত সুন্দর লাল শার্মা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, ইতিহাস তাঁর সমপর্যায়ের কোন মানুষের জন্ম দেয়নি। পণ্ডিত আরও বলেন যে, মুসলিমগণ সৌভাগ্যশালী এ কারণে যে, মুহাম্মাদ তাঁদের নবী। অবশ্য তাঁরাই হবেন অধিকতর দুর্ভাগা যদি তাঁরা তাঁর শিক্ষার অনুসরণে ব্যর্থ হন– যে শিক্ষা অন্ধকারে আলোর ন্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইসলাম চর্চা করেন এবং নিম্নরূপ মন্তব্য করেন–

"মুহাম্মাদকে নবীরূপে পাওয়ায় মুসলিমগণ বস্তুতই সৌভাগ্যবান, তবে তারাই হবেন সবচেয়ে হবেন সবচেয়ে দুর্ভাগা। যদি তাঁরা তাঁর এমন চমৎকার আলোকবর্তিকা সদৃশ শিক্ষার অনুসরণে অপারগ হন। আমার মতে তাঁর শিক্ষা মানবজাতির জন্য দিক-নির্দেশক আলোক সংকেত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। ইতিহাসে তাঁর মতো মানুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।"[১২৪]

মড রয়ডেন ছিলেন একজন ইংরেজ ধর্মপ্রচারক ও নারীর ভোটাধিকারের প্রবক্তা। তিনি বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) গৌরবময় ঈশ্বরের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামে, সকল মানুষ যে সমান, এটি কোন কল্পকাহিনী নয়। দুনিয়ার কোন মানুষই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে অধিক কার্যকরভাবে মানবমুক্তির ধারণা বাস্তবায়িত করতে পারেননি।"[১২৫]

যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাভেন স্টেটের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জন ক্লার্ক আর্চার, যিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক, তাঁর "Our Debt to the Muslim World" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে তিনি নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন–

"আরব উপদ্বীপে আরবগণ বিশাল এক আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরা খেলাফত ও একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আরবীয় মৌলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা শাসন

পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন। আরবী ধর্মগ্রন্থ কুরআন এবং তার ভাষা গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়। সমগ্র মুসলিম জগৎকে যে উদ্দীপনা একীভূত করেছিলো তা হলো আরবী। আরবী সংস্কৃতির প্রণোদনা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।"[১২৬]

ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও মহান মানুষদের যদি বিবেচনা করা হয়, অনেকেরই গণনায় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অবস্থান হবে সর্বোচ্চ– কারণ তিনি তাঁর যোগ্যতায় মানুষের মৃতপ্রায় আত্মাকে পুনর্জাগরিত করেছিলেন। সাধু টি এল ভাসওয়ানি যিনি একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ, নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন–

"আমি মুহাম্মাদকে পৃথিবীর মহান বীরপুরুষগণের একজন হিসেবে কুর্নিশ করি। মুহাম্মাদ নিজেই যেন এক বিশ্বশক্তি– অনেক জাতিকে যে শক্তি উন্নত করেছে।"[১২৭]

স্যামুয়েল মেরিনাস জোয়েমার হলেন প্রিন্সটন থিওলজিকাল সেমিনারিতে, মিশন ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি বলেন–

"মুহাম্মাদ একজন সুদক্ষ সংস্কারক, সুবক্তা, অসমসাহসী এবং একজন মহান চিন্তাবিদ। তাঁর ওপর আমরা এমন কিছু চাপিয়ে দিতে পারি না– যা তাঁর এ গুণাবলির বিপরীত ভাবজ্ঞাপক। যে কুরআন তিনি আনয়ন করেন সেটি এবং ইতিহাস এ দাবির প্রত্যক্ষদর্শী।"[১২৮]

ইউরোপ যখন দুদর্শার পংকে গড়াগড়ি দিচ্ছিলো, মুসলিমগণ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রজ্ঞা, যা তিনি তাদের মাঝে সঞ্চারিত করেছিলেন, তাঁর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারপূর্বক বুদ্ধিবৃত্তিক ও জাগতিক উন্নয়ন সাধনে তৎপর ছিলেন। এ অগ্রসরমান উত্তরাধিকার এর অধিকাংশই মুহাম্মাদের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের কারণে সম্ভব হয়েছিলো। বার্ট্রান্ড রাসেল নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন–

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র সমরশক্তিতে ছিলো না। বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা কিংবা শিল্পচর্চা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুহাম্মাদের অনুসারীগণ উৎকর্ষতা অর্জন করেছিলেন, যখন সমগ্র ইউরোপ নিমজ্জিত ছিলো বর্বরতায়। ইউরোপীয়গণ অমার্জনীয় সংকীর্ণচিত্ততার এ সময়কালকে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে অভিহিত করে থাকে। অথচ এ সময় ইউরোপ ছিলো 'অন্ধকাওে'– এবং বস্তুত খিস্টীয় ইউরোপ ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন– আর তখন মুসলিম শাসনাধীন স্পেনের ছিলো গৌরবময় সংস্কৃতি।"[১২৯]

শিখ ধর্মের মহান প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক, যিনি বিশ্বখ্যাত সাধু ও ঋষি, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এ কারণে তিনি দু' দু'বার মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন এবং মদীনায় গিয়ে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কবর জিয়ারত করেন। ঐশ্বরিক বাণীর সন্ধানে তিনি কুরআন অধ্যয়ন করতেন। নবী এবং ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাঁর জীবনধারায় প্রতিফলিত হয়েছিলো। মহান গুরু নানকের শিক্ষায় অনেক ইসলামিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে– যেগুলো রকম গ্রন্থ সাহেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ–

"ঈশ্বর অদ্বিতীয়। তিনিই সত্য, তিনি সত্যভাষী। কোন নমুনা ব্যতিরেকেই তিনি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি অসীম, তিনি ভয়শূন্য এবং নিরাপদ। তিনি চিরঞ্জীব। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি আর তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। তাঁর সদৃশ কেউ নন, তিনি মনুষ্যরূপে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হননি। তিনি রাহমান (পরম করুণাময়), তিনি রহীম (সকল করুণার আধার) এবং তিনি চিরন্তন".. "পুরাণ ও বেদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্বকে দিকনির্দেশ প্রদান করতে পারে।" "সুফী, সংস্কারক, শহীদ, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অধিকারী হতে পারেন অনেক কল্যাণের, যদি তাঁরা নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন।" .. মানুষের সীমাহীন অস্থিরতা আর অবশেষে নরক যাত্রার একমাত্র কারণ হলো এই যে, তারা নবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।"[১৩০]

'সৎ উপদেশের' সম্পাদক দাবি করেন যে, তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। বরং নবীর সদাচরণই মানুষকে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করেছে–

"কেউ কেউ দাবি করেন যে, ইসলাম প্রচারিত হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। কিন্তু আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। জবরদস্তি করে যা লোকদের ওপর চাপানো হয়, তা সত্বরই প্রত্যাখ্যাত হয়। নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম যদি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো, তাহলে আজকের বিশ্বে ইসলামের কোন অস্তিত্ব থাকতো না। ইসলামের এ বিজয়ের কারণ কী? কারণ ইসলামের নবীর ছিলো এমন এক আত্মশক্তি, যাতে ছিলো মানবতার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, আর তিনি চালিত হতেন মানবতার কল্যাণই চূড়ান্ত লক্ষ্য এ ভাবাদর্শে।"[১৩১]

আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল, জেমস গ্যাভিন মনে করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) ইতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি দাবি করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অবদান বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকতম।"[১৩২]

যদিও নবী মুহাম্মাদ (স) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী. তাঁর ছিলো পেশাগত ও হাতেকলমে (ভোকেশনাল) কাজের যোগ্যতা ও বুৎপত্তি– যে কারণে সাহসিকতার সঙ্গে তিনি যে কোন বিপত্তি, বিপদাপদ, সংকট কিংবা যুদ্ধাবস্থা মোকাবেলা করতে পারতেন– এবং যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সফলকাম ছিলেন। মেজর জেনারেল ফোরলঙ লিখেছেন–

"বিশেষ কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই মুহাম্মাদ, রাষ্ট্রপরিচালনার দুরূহ কাজগুলো বিশেষ সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পাদন করতেন। অর্থনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক আইন, দাসপ্রথা, নারীপুরুষের সম্পর্ক ও তার জটিলতা এবং আরও বহুবিধ গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের কাজ তিনি হাতে নিয়েছিলেন– তৎকালীন আরবদেশ কিংবা পশ্চিম এশিয়ার কোন নৃপতি যেই কাজে হাত দিতে সাহস

করেননি। তিনি যদি বুঝতেন যে, কোন আইন কিংবা প্রথা যেগুলো পরিবর্তন খুব কঠিন হবে– তিনি তখন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যাতে করে অত্যাচারীর পক্ষে নিপীড়ন চালানো কঠিন হয়।"[১৩৩]

গান্ধী, যিনি মহান রাজনীতিবিদগণের একজন তিনি মনে করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) কেবলমাত্র মুসলিমগণের জন্য নন, বরং সব মানবতার জন্য। তাঁর মতে–

"মুহাম্মাদের উপদেশাবলি একটি জ্ঞানভাণ্ডার– কেবলমাত্র মুসলিমগণের জন্য নয়– বরং তা সব মানবতার জন্যও বটে।"[১৩৪]

ড. গোকুলচাঁন্দ, পিএইচডি, বার-এট-ল, মনে করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) আরবগণকে শিক্ষিত করেছিলেন– বিনিময়ে আরবগণ গোটা বিশ্বকে শিক্ষা দিয়েছেন–

"আরবদেশীয় নবী যখন অসভ্য আরবগণের মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চারে সমর্থ হলেন, আরবগণ তখন পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব পালন করলেন– তাঁরা পরিণত হলেন শিক্ষার পতাকাবাহীতে– বিজয় আর ঐশ্বরিক সাহায্য ছড়িয়ে গেল একদিকে বঙ্গদেশ আর অন্যদিকে স্পেন অবধি।"[১৩৫]

আলফনসে ডে লামাটিন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একাধিক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) মানবজীবনের বহু বিষয়কে উন্নতর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে তুলনীয় কেউ নেই। আলফনসে ডিলা মার্টিন উল্লেখ করেন–

"দার্শনিক, বক্তা, ঈশ্বরের প্রেতি পুরুষ, আইনপ্রণেতা, নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক, যুক্তিসম্মত ধর্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধারকারী... এককুড়ি সাম্রাজ্যের পত্তনকারী আর একটি 'আধ্যাত্মিক জগতের' সম্রাট– এসব কিছুই হলেন মুহাম্মাদ। যদি কোন নিক্তিতে মানুষের বিরাটত্ব মাপা যায়– আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাহলে এসবের চেয়ে বিরাটতর আর কে হতে পারেন।"[১৩৬]

আলফ্রেড মার্টিন, একজন ত্রিত্ববাদী যাজক এবং ধর্মবেত্তা লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এবং তার প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে প্রগাঢ় অজ্ঞতা বিরাজমান–

"মুহাম্মাদ, যাঁর জীবনী আমরা অধ্যয়ন করছি, মানুষের মহান নেতাগণের মধ্যে তিনি কালানুক্রমে নবীনতম। নূহ মুসা, যীশুখ্রিস্ট 'পল' এবং মুহাম্মাদ এরা সকলেই সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর নবী। পৃথিবীর মহান ধর্মমতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যায়িত ও বিপুলভাবে ভুল বুঝা ধর্মমতের তিনি প্রবর্তক।"[১৩৭]

১৯১৫ সালে লাহোরে আর্য্য সমাজ আন্দোলনের সময় রামদব ছিলেন একটি বৈদিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি এভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রশংসা করেছেন যে, নবী মদীনায় অবস্থান করেই আরবগণকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং একেশ্বরবাদের প্রচার করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করা যায় না এবং ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তৃতি লাভ করেনি–

"মদীনায় বসেই মুহাম্মাদ সাহেব (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) আরবগণকে বশীভূত করে রেখেছিলেন– তিনি তাঁদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান করেছিলেন– যে শক্তি মানবকে দেবতায় উন্নতি করে...এটা বলা সত্যের অপলাপ হবে যে, তরবারির জোরে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। বরং এটাই সত্য যে, ইসলাম প্রচারের জন্য কখনোই তরবারি চালানো হয়নি। শক্তি প্রয়োগেই যদি ধর্মের প্রসার ঘটানো যায়, তবে আজকাল যে কেউ তা প্রয়োগ করে দেখুক না কেন।"[১৩৮]

একজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা লালা হরদয়াল, ইসলামের নবীর মহত্ত্বের পরিচায়ক হিসেবে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন–

"ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ একজন মহামানব। তরুণ বয়সেই দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাঁর সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে সমাজ তাঁকে আল আমিন তথা "দি জাস্ট" উপাধি দিয়েছিলো। সভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁর অবদান চিরকাল অনন্য সাধারণ ও বিস্ময়কর কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত থাকবে।"[১৩৯]

বিখ্যাত গ্রন্থকার রেনাল্ড এ নিকলসন তাঁর "এ লিটারারি হিস্ট্রি অবদি এ্যারাবস" বইয়ে এভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি সম্মান জানিয়েছেন–

"মহত্তম ধারণা, যদ্বারা মানবের পক্ষে নিয়ন্ত্রিত ও উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভব, তদ্বারা মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট সত্য নির্ভয়ে প্রচার করেছেন– এ কাজে তিনি একাকী অগ্রসর হয়েছেন কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য ঘাঁটির বিরুদ্ধে– যা প্রতীয়মান হয়েছে নিষ্ফল প্রত্যাশার প্রায়। তথাপি, সকল প্রবল প্রতিকূলতাকে তিনি প্রশান্ত সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন– যার ফলে তিনি মুখোমুখি হয়েছেন বিপদ ও বিদ্রূপের। তবে প্রতিহত করেছন তাঁর শত্রুদের, যারা হীনতম বিরুদ্ধতায় লিপ্ত হয়েছে। তাঁর প্রথম জীবন এমনই সুবিশাল কীর্তির প্রদর্শনী– যা আমাদের সহানুভূতি ও গুণমুগ্ধতা অর্জন না করেই পারে না।"[১৪০]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর, যদিও তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, তাঁর "লাইফ অব মাহোমেট" পুস্তকে তাঁর মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

"প্রস্তাবানুযায়ী, মূল উৎসের বরাত দিয়ে আমি মুহাম্মাদের একটি জীবনচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস গ্রহণ করেছি। আমি কুরআন পরীক্ষা করেছি– সমসাময়িক বিবরণ হিসেবে আমি তার গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করি। মুহাম্মাদের হাদীসগুলোর উৎস ও ইতিহাস আমি পরীক্ষা করেছি এবং দেখিয়েছি যে এগুলোতে সত্যের উপাদান বিদ্যমান; আর আমি কিছু নীতিমালা চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি– যার দ্বারা এতে মিশ্রিত গল্পকথা ও কল্পনা নির্দেশ করা সম্ভব হবে। আমি বিবরণ দিয়েছি প্রথম যুগের তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলোর, যেগুলো উল্লেখযোগ্য এবং এটি বলতে চাই যে, পরবর্তীকালের লেখকগণের পক্ষে এরকম মৌলিক ও স্বতন্ত্র প্রামাণ্য তথ্যাদি পেশা করা সম্ভব হবে

না। এ নীতিমালার ভিত্তিতে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যদি প্রজ্ঞা, ধৈর্য এবং নিরপেক্ষতার মাধ্যমে অনুসন্ধান করেন– তাহলে তিনি ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আরবদেশের এ নবী সম্পর্কে অনেক জটিল গ্রন্থি হয়তো মোচন করা যাবে না, অনেক আপাত স্ববিরোধিতা হয়তো নিষ্ফল আগ্রহের জন্ম দেবে কিংবা ব্যাখ্যাতীত থেকে যাবে– কিন্তু তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত জীবনের কর্মকাণ্ড বুঝা যাবে– এবং মোটামুটি বিস্তৃত আকারেই এর সকল খুঁটিনাটি স্পষ্ট হবে; আর তাঁর জীবনী অধ্যায়নকারী নিশ্চিতভাবেই তাঁর চরিত্রের মুখ্য দিকগুলো নিরূপণ করে নিতে পারবেন।"[১৪১]

স্যার মূর নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্ত্বের প্রশংসা করেছেন এ কারণে যে, যারা এক সময় তাঁকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো এবং মক্কায় তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলো, যে কারণে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। দশ বছর মদীনায় নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর, মক্কা যখন বিজিত হলো আর নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনি তাঁর সকল শত্রুকে পরম উদারতায় ক্ষমা করে দিলেন–

"মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মাদের আচরণ ছিলো অনন্য সাধরণ মহানুভবতা ও সংযমের পরিচায়ক। তাঁর নিজের প্রয়োজনেই অতীতকে ক্ষমা করার দরকার ছিলো, প্রয়োজন ছিলো সকল অপমান ও লাঞ্ছনাকে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করার। তবে, একমাত্র তাঁর মতো সিংহ হৃদয় ও উদার মনের লোকের পক্ষেই একাজ করা সম্ভব ছিলো।"[১৪২]

ব্রিটিশ লেখক, ড. স্যামুয়েল জনসন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর চরিত্রের সুন্দর দিকগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন–

"তাঁর চরিত্র বিশুদ্ধ ও ঐতিহাসিক, তার সরল মানবিকতা তাঁকে মানুষের মাঝে দান করেছে অনন্য সাধারণত্ব, তিনি বিস্ময় ও ভয় উদ্রেককারীর রহস্যময়তা পরিহার করেছেন; তাঁর 'ঈশ্বরের রাজত্বের ধারণা', যা ছিলো সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং বিশ্বজনীন তাঁকে চালিত করেছিলো, নৈতিকতার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি। তাঁর চরিত্রের ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করেছে।"[১৪৩]

An Essay on Islam নামীয় তাঁর বইতে ভারতীয় গ্রন্থকার ভেংকটা রাত্নাম লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বলেননি। তিনি নিজেকে পরম শক্তিমানের একজন বাণীবাহক বলে দাবি করেছেন–

"মুহাম্মাদ কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে দাবি করেননি। তিনি সর্বদাই নিজেকে ঈশ্বরের বাণীবাহক হিসেবে প্রচার করেছেন– যার কাজ হলো মানুষকে তাঁর

আদেশ সম্পর্কে অবহিত করা। মুহাম্মাদের ইসলাম, কঠোর শৃঙ্খলা আর নৈতিকতা সমেত একটি ধর্ম– যা প্রমাণিত হয়েছে একমাত্র বাস্তবসম্মত জীবনবিধান হিসেবে। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে অধিকতর কল্যাণ সাধন করেছেন।"[১৪৪]

ইসলামের নবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভেংকট রাত্মাম বলেছেন যে, ইসলাম অত্যন্ত উদার একটি ধর্ম। তবে, বহু লোক এ ধর্ম সম্পর্কে নিন্দাবাদ প্রকাশে তৎপর। অথচ নবী মুহাম্মাদ শিখিয়েছেন যে, ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মহাবিশ্বে তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা, আর তিনিই করুণা ও মমতার সঙ্গে এর একমাত্র শাসক। মানুষ তাঁর কাছে সরাসরি ক্ষমাভিক্ষা করতে পারে। নবী তাঁর অনুসারীগণকে নিয়মিত দান-দক্ষিণার মাধ্যমে দরিদ্রগণের যত্ন নেয়ার আদেশ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন মদ্যপানের বিরুদ্ধে।"[১৪৫]

'Lord of Arabia' নামক বইয়ে আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, বিস্ময়ের বিষয় হলো এই যে, নবী মুহাম্মাদ (স) অন্ধকার যুগের আরবদেশে জন্মেছিলেন, কিন্তু বিশ্বের বহু এলাকা ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন।

"ভয়ংকর নৈরাজ্যের মধ্যে অকস্মাৎ জন্মালেন এক মহামানব– আর প্রচার করলেন মহান এক জীবনবিধান, তিনি হলেন নবী মুহাম্মাদ ইসলামের প্রচারক। ইসলাম আরববাসীদের একতাবদ্ধ করলো– তাদের পবিত্র করলো, তাদের একটি জাতিতে পরিণত করলো। মুহাম্মাদ তাঁদের একটি মহান বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের জীবন ভরিয়ে দিলেন। দ্রুতই তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলো। দশ বছরের মধ্যেই তিনি সমগ্র আরব এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে পেলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ও অনুগামীগণ ইউফ্রেটিস অতিক্রম করে পারস্য দেশে উপস্থিত হলো এবং এগিয়ে গেলো তা পার হয়ে। উত্তরে তাঁরা সিরিয়া অতিক্রম করে এশিয়া মাইনর এবং ঝটিকাবেগে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরে এসে হাজির হলো। পশ্চিমে তাঁরা সাহারা অতিক্রম করে আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে অগ্রসর হলো– তারপর আটলান্টিক এবং স্পেন অবধি– এমনকি ফ্রান্স তাতে বিপন্ন হলো। একশত বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত এবং মধ্য আফ্রিকা থেকে পারস্যের সীমানা অবধি বিস্তৃত হলো।"[১৪৬]

মহান একজন নেতা

স্যার জন গ্লাব মনে করেন যে, তিনি ঐশ্বরিক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও, রাজনৈতিক বিষয়াদি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিলো। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যখন তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তারা তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এভাবেই তিনি আরবগণকে জয় করে নিয়েছেন।"[১৪৭]

বিখ্যাত ফরাসি বিজেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নবী মুহাম্মাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন, নবী ছিলেন মানবতার জন্য মহান একজন নেতা। বিবদমান আরবগণকে একতাবদ্ধ করে তিনি তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে সমর্থ হন–

> *"বস্তুত, মুহাম্মাদ ছিলেন মানবতার মহান এক নেতা। আরবগণের মধ্যে তিনি ঐক্য প্রচার করেন– যারা ছিলো তদবধি পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাদের অন্তর্ঘাতী কলহের কারণে– যা কখনো কখনো রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহের পর্যায়ে পৌঁছে যেতো। অধঃপতনের নিম্নতম পর্যায় থেকে তিনি তাদের বের করে আনেন এবং শিক্ষা দেন কিভাবে তারা মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করবে। তাঁর অনুসারীগণ খুব স্বল্প সময়ে বিশ্বের অর্ধাংশ জয় করে নেন। তাঁর নেতৃত্বে যে শৃঙ্খলাবোধ তাঁরা বজায় রেখেছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর– তেমনি ছিলো তাঁদের বীরত্ব, সাহস এবং নিষ্ঠা সেই লক্ষ্যের প্রতি, যা তাঁরা ভালোবেসে লালন করতেন। যুগপৎ তাঁদের নেতার শিক্ষা ও মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা তাঁদের এমন সকল সৈন্য ও যোদ্ধায় পরিণত করলো ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। আমি এ মরু সন্তানের অর্জনগুলো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি– যা তিনি কেবলমাত্র পনেরো বছরকাল সময়ে আয়ত্ত করেছিলেন– মুসা ও ঈসা যা পনেরো শত বছরে করতে পারেননি। আমি কুর্নিশ করি এ মহামানবকে। আমি কুর্নিশ করি তাঁর হৃদয়-মনের গুণাবলি।"[১৪৮]*

আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাইকো অ্যানালিসিস' বিষয়ের অধ্যাপক জুলে ম্যাসারম্যান বিশ্বের শক্তিধর মহান নেতাগণের গুণাবলির তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রপরিচালক, প্রশাসক এবং চিন্তাবিদগণকে কোন একটি বিশেষ শ্রেণীতে নেতা হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (স) এর নেতৃত্বের যে বিশিষ্টতা তাঁকে অন্য সব ব্যক্তিত্ব থেকে আলাদা করেছে তা বহুবিধ–

> *"পাস্তুর এবং সালক এক ধরনের নেতা। গান্ধী এবং কনফুসিয়াম অন্য প্রকার নেতা। আলেকজান্ডার, সিজার এবং হিটলার অন্য আর এক প্রকার নেতা। যীশু*

এবং বুদ্ধ ও নেতা, কিন্তু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হচ্ছেন মুহাম্মাদ যার মধ্যে উপরিউক্ত সব নেতার গুণাবলি একীভূত হয়েছে। অবশ্য কিছুটা কম মাত্রায় মূসাও তেমনি একজন নেতা[১৪৯]।"

ইসলাম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ফিলিপ কে হিট্টি বলেন যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে বহুলোক একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছেন, একটি জাতি কিংবা রাজ্যের পত্তন করেছেন। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (স) ব্যতীত অন্য কেউ একাই এ তিনটি কাজ করতে পেরেছেন- ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেবে না।"[১৫০]

"তাঁর আয়ত্তাধীন উপায়ের সংকীর্ণতার তুলনায় তাঁর অর্জিত সাফল্যের আয়তন যদি বিবেচনায় নেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে মক্কার নবীর চাইতে অধিকতর উজ্জ্বল কোন উপাখ্যান প্রদীপ্ত নেই।"[১৫১]

স্টবার্ট আরও বলেন, তাঁর শিক্ষা বহু প্রজন্ম কালানুক্রমে অনুসরণ করে আসছেন-

"তিনি যে প্রণোদনার সঞ্চার করেছিলেন, তাতে করে অগণিত রাজবংশ, সুন্দর নগর, মনোরম প্রাসাদরাজি ও উপাসনালয় অস্তিত্বলাভ করেছে- আর বহু বিস্তীর্ণ জনপদ তার প্রচারিত বিশ্বাসের অনুগামী হয়েছে। সর্বোপরি, তাঁর বাণী প্রজন্মগুলোর চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত করেছে, গৃহীত হয়েছে তাদের জীবনের নিয়ামক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে অনাগত পৃথিবীর জন্য।"[১৫২]

ড. ড্যানিয়েল সি পিটারসন, আমেরিকার ব্রিগহ্যাম ইয়ং ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক দাবি করেন, এমনকি ১৪০০ বছর পরেও নবী মুহাম্মাদ (স) মানুষের নেতা, যে রকম একদা তিনি ছিলেন তাঁর অনুগামীগণের।"[১৫৩]

বহুপ্রজ ব্রিটিশ লেখক পিয়ার্স ডি ল্যাসি জনস্টোন বলেন যে, নবী মুহাম্মাদের মহামতি চরিত্র তাঁকে জীবনের সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করেছিলো। এ লেখকের ভাষায়-

"তাঁর প্রতিভা, তাঁর আন্তরিকতা এবং তার সমুচ্চ নৈতিক চরিত্র তাঁর চারপাশে আকর্ষণ করেছিলো এরকম নরনারী, যারা একগুচ্ছ পুষ্প সদৃশ- যারা ছিলেন তাঁর নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত।"[১৫৪]

মহান এক রাষ্ট্রনায়ক

আমেরিকান অধ্যাপক জুলে ম্যাসারম্যান বলেন যে, ধর্ম ও রাজনীতিতে নবী মুহাম্মাদের যুগপৎ সক্রিয়তা নৃপতিগণের ইতিহাসে তাঁকে এমন এক মঞ্চে স্থাপন করেছে, যা অদ্বিতীয়। নবী মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তির গুরুত্ব দ্বারা প্রভাবিত নয়, যেরকম পোপ এর জাঁকজমকে দৃষ্ট হয়। যদি আমরা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে এমনকি সিজারের সঙ্গেও তুলনা করি, তাঁর সফরসঙ্গী, সামরিক বাহিনী কিংবা নিরাপত্তা ব্যবস্থা সিজারের তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য। ঐশ্বরিক নির্দেশে শাসন পরিচালনার দাবি যদি কেউ করেন, তাহলে নবী মুহাম্মাদ (স) এ প্রশংসার সর্বাধিক সঙ্গত দাবিদার। তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, ইতিহাসে তাঁর উচ্চ স্থানকে মহিমান্বিতই করেছে–

> *"রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেই সাথে ধর্মগুরু, তিনি একাই সিজার ও পোপ, কিন্তু পোপের ভূমিকায় তিনি অনাড়ম্বর, আর তিনি সিজার বটে– তবে তাঁর নেই হাজার সৈন্যদল, নেই নিয়মিত যোদ্ধার বাহিনী, নেই কোন দেহরক্ষী, না কোন পুলিশ বাহিনী, আর না তিনি ধার্য্য করেছেন নির্দিষ্ট কোন কর। যদি কোন মানুষ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন– তিনি মুহাম্মাদ। কারণ তাঁর ছিলো সকল ক্ষমতা– কোন অনুষঙ্গ ছাড়াই। ক্ষমতার জৌলুসের তিনি পরোয়া করেননি। তাঁর সরল ব্যক্তিজীবন তাঁর জনসম্মুখের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো।"*[১৫৫]

রাজ্য পরিচালনায় গভীর প্রজ্ঞা আর সুশাসন ছিলো নবী মুহাম্মাদের নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। একজন ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে তাঁর জনগণের সবকিছুর দেখ-ভালো করা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।"[১৫৬]

বিশিষ্ট পণ্ডিত ডব্লিউ মন্টগোমারী ওয়াট রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে নবী মুহাম্মাদের প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন। কুরআন হচ্ছে অনুকরণীয় জীবনবিধান কিন্তু সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী সুশাসনের নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন– যার জন্য দরকার ছিলো নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিভা ও প্রজ্ঞার। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর দূরদর্শিতা ইসলামের দ্রুত প্রসারে সহায়ক হয়েছিলো।"[১৫৭]

ওয়াট আরও উল্লেখ করছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন। কার্যালয়ে তাঁর কর্মকর্তা নির্বাচন ছিলো সঠিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় যথার্থ। তিনি যে নীতিমালা প্রবর্তন করে গিয়েছেন ইসলামের বিস্তারলাভে তা খুব কার্যকর হয়েছে, এমনকি তাঁর মৃত্যুপরবর্তী কালেও।"[১৫৮]

আমেরিকান লেখিকা এলসা মারসস্টন লিপিবদ্ধ করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স), ধর্ম সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি ইত্যাদি সব বিষয়ে ক্রমান্বয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং নিজেকে একজন সফল রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে প্রতিপন্ন করেন–

> *"ইতোমধ্যে, একজন আধ্যাত্মিক গুরু থেকে নবীর ভূমিকা জীবনের সব ক্ষেত্রে নেতার ভূমিকায় প্রসারিত হলো। তিনি এক জনগোষ্ঠীর নেতা হলেন– যারা অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি এবং ধর্ম, সকল বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করলো। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও বিচারিক দক্ষতার মাধ্যমে একজন সফল রাষ্ট্রপরিচালকে পরিণত হলেন। অচিরেই তাঁর দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃততর হতে আরম্ভ করলো।"*[১৫৯]

মারসস্টন আরও জানাচ্ছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) কেবলমাত্র রাষ্ট্রপরিচালক হয়ে উঠেননি বরং তার নামের সঙ্গে আরও বহুবিধ উপাধি সংযুক্ত হলো–

> *"তার বাষট্টি বছরের কর্মচঞ্চল জীবনকালে মুহাম্মাদ অনেক ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন– যেমন, ব্যবসায়ী, বণিক, স্বপ্নদ্রষ্টা, নবী, নেতা, প্রশাসক, যোদ্ধা, কৌশল নির্ধারক ও রাষ্ট্রপরিচালক ইত্যাদি।"*[১৬০]

তিনি এ বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ লোক ইসলামের মূল্যবোধ ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে– নবী মুহাম্মাদ (স) ১৪শত বছর আগে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাহলো–

> *"ইসলাম এনেছে সারাবিশ্বের অগণিত লোকের জন্য "আত্মিক পথনির্দেশ"। ইসলাম বর্তমানে সব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে দ্রুততম বর্ধিষ্ণু ধর্ম। যদিও কখনো কখনো ইসলাম অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে, এবং আমাদের সময়ের উদ্বেগ ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ সমুন্নত। আর এসবের সূচনা আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে, আরবদেশের একটি শহরে– একজন অসাধারণ মানুষের দূরদর্শিতা ও বিশ্বাসের কারণে– যাঁর নাম মুহাম্মাদ– যিনি প্রশংসিত।"*[১৬১]

একজন মহান আইনদাতা

বিখ্যাত গ্রন্থকার জর্জ রিভোরি নিম্নোক্তরূপে নবীর প্রশংসা করেছেন–

> *"তিনি একটি বিশ্বজনীন সরকারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আইন ছিলো সার্বজনীন। তাতে ছিলো প্রতেক্যের জন্য ন্যায়বিচারের সমানাধিকার ও ভালোবাসা।"*[১৬২]

১৯৩৫ সালে আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট নবী মুহাম্মাদ (স)-কে পৃথিবীর মহত্তম একজন আইনদাতা হিসেবে সম্মান জানিয়েছে। দেয়াললিপিতে যখন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচিতি উৎকীর্ণ করা হয় তখন ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং চার্লস ইভানস হিউজেস ছিলেন প্রধান বিচারপতি। দেয়াললিপির লিখন ছিলো নিম্নরূপ–

> *"মুহাম্মাদ (৫৭০–৬৩২) ইসলামের নবী। তিনি কুরআন ধারণ করে আছেন। কুরআন ইসলামী আইনের মূল উৎস। নবী মুহাম্মাদের শিক্ষা কুরআনীয় নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান ও বাস্তবায়ন করে থাকে।"*[১৬৩]

হেনরী ডি বোলেইনভিলিয়ার্স ছিলেন ফরাসি লেখক ও ঐতিহাসিক। তিনি মনে করেন ইসলাম খ্রিস্টধর্মের চেয়ে শ্রেয়তর ধর্মমত। তিনি দেখিয়েছেন যে নবী মুহাম্মাদ (স) একজন বিজ্ঞ আইনদাতা ছিলেন এবং তিনি একটি যুক্তিসম্মত ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যখন ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মমত সন্দেহপূর্ব ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত ছিলো।"[১৬৪]

যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নীতি দয়া ও সহানুভূতির সুস্পষ্ট উদাহরণ, যা তাদের প্রতি প্রসারিত করা উচিত। একজন মুসলিমকে যুদ্ধবন্দীর মৌলিক চাহিদা যেমন, খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয় দিতে হবে এবং তার কোন শারীরিক শাস্তিবিধান কিংবা নিপীড়ন নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে ভারতীয় গ্রন্থকার ড. এন কে সিং বলেন-

> *"নবী মুহাম্মাদ (স) যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর হাতে ৭২ জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কেবলমাত্র দু'জনকে হত্যা করা হয় যেমন, আল নদর বিন আল হারিম এবং উকবাহ বিন আবি মিয়াকিত যারা মুসলিমগণের প্রতি নির্মম শত্রুতার জন্য কুখ্যাত ছিলো। বাকি সকলন্দীদের প্রতি ব্যবহার ছিলো দয়ার্দ্র ও সমবেদনাপূর্ণ। পরবর্তীতে তাদেরই একজন নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন–*
>
> *"মদীনার লোকদের ওপর শান্তিবর্ষিত হোক, তাঁরা আমাদের গমের রুটি খেতে দিতেন যখন তার মজুদ ছিলো স্বল্প, কিন্তু তাঁরা নিজেরা খেজুর খেয়ে তৃপ্ত থাকতেন।"*[১৬৫]

বিখ্যাত গ্রন্থকার জন অ্যান্ডেন উইলিয়ামস উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম পণ্ডিতগণ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আইনদাতা হিসেবে অভিহিত করেছেন–

> *"মুসলিম দার্শনিকগণ প্রায়শই মুহাম্মাদকে আইনদাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, প্রথম যুগের মুসলিম সম্প্রদায়ের শাসন এবং তাঁর (নবীর) ব্যক্তিজীবনের উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামিক আইন সুসংবদ্ধ হয়। এ আইনের উৎস ঐশ্বরিক, তবে এগুলো নবীর চিন্তাপ্রসূত।"*[১৬৬]

এডওয়ার্ড সেল নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আইনদাতা বলে দাবি করেছেন, যিনি আইন, বিনির্দেশ, নীতিমালা ও ধর্মীয় সংস্কারাদির প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছেন বা কমনওয়েলথ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। এডওয়ার্ড সেলের মতে–

> *"সে সময় তাঁর কার্যাদি ছিলো কল্যাণকর। চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে তিনি আইনশৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন। কমনওয়েলথ সৃষ্টিতে ধর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।"*[১৬৭]

নিরক্ষর প্রতিভাবান

আর ভি সি বোদলে বলেছেন যে, "একজন মেষপালক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করা সত্ত্বেও এবং শিক্ষাগ্রহণের কোনো প্রকার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর সময়ের গড়পড়তা শিশুদের চাইতে চিন্তা-ভাবনার স্বচ্ছতায় এবং নিজের ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার দক্ষতায় অনেক অগ্রসর ছিলেন।"[১৬৮]

বোদলে আরও বলেন যে, মেষপালক থেকে পেশা পরিবর্তন করে কাফেলা ব্যবসায়ী হওয়ার পর থেকে নিয়েই নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (স) ধীরে ধীরে সর্বকালের প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের একজন হিসেবে বাস্তব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শুরু করেন। তাঁর এ গুণটি তাঁকে তাঁর চাচাসহ ব্যবসায়ীমহলের অনেকের কাছেই জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। এমনকি পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই তার সুনাম ও সততা আরব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো।"[১৬৯]

বোদলে আরও লেখেন যে, অন্যান্য দেশ থেকে আগত লোকজনের সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যবসায়িক লেনদেন ও মেলামেশার কারণে তাঁর চিন্তা-ভাবনার পরিসরে ব্যাপক বিস্তৃতির সুযোগ এসেছিলো। তাঁর অন্যান্য পূর্বসূরীদের (নবী-রাসূল) মত তিনি নিজেকে কেবল পরকালীন জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং ইহজগৎ ও জাগতিক সমস্যাবলীকে সরাসরি জানার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাজকর্ম করেছেন।"[১৭০]

বোদলে কাবাঘরে রক্ষিত কালোপাথর, যেটা দ্বারা মানুষের পাপকাজসমূহকে শুষে নেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে দিয়েছিলেন বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে, সেই পাথর নিয়ে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে উপভোগ্য একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আদিতে এটা সাদা ছিলো কিন্তু হাজার শতাব্দীকাল ধরে মানবজাতির পাপ শোষণ করার কারণে তা কালো হয়ে গেছে এবং এটাকে ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) পুণর্নির্মাণ করেছিলেন। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে কাবাঘরে বন্যার পানি প্রবেশ করায় কাবাঘরের মেরামত প্রয়োজন ছিলো যার ফলে কালো পাথরটিকে এটার কোটরের ভিতর থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। সরানোর সময় কোনো বিবাদ হয়নি তবে এটাকে আবার যথাস্থানে স্থাপন করতে গিয়ে বয়স্ক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কে পাথরটি পুনরায় কাবাঘরের কোটরে স্থাপন করার বিপুল সম্মান অর্জন করবে তা নিয়ে বড় ধরনের মতানৈক্য দেখা দিল। যখন কোনোই সমাধান পাওয়া গেল না তখন এবং গণ্ডগোলের উপক্রম হলো তখন কেউ একজন প্রস্তাব করল যে এরপর কাবাঘরে যে-ই প্রথম প্রবেশ করবে সেই ব্যক্তি যেরূপ সমাধান দিবে তা-ই মেনে নেয়া হবে। ঠিক তার পরেই নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সেখানে আসতে দেখা গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাকে সমস্যাটির কথা বলা হলো। সমস্যার আদ্যপান্ত শুনে এক মুহূর্ত চিন্তা করে নবী মুহাম্মাদ

(স) তাঁর গায়ের চাদরটি খুললেন এবং তা মাটিতে বিছিয়ে দিলেন তারপর তাদের তিনি পাথরটি চাদরের ওপর রাখতে বললেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে চাদরের এক এক প্রান্ত ধরতে বললেন এবং পাথরসহ চাদর বয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তারা সকলেই তাঁর নির্দেশমতো পাথরটি যখন কাবার দেয়ালের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তিনি এটাকে সযত্নে তুলে আবার আগের মতো করে কোটরে স্থাপন করলেন। সমাধানটি ছিলো সরল বুদ্ধিদীপ্ত এবং তা সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘাত থামিয়ে দিয়েছিলো।"[১৭১]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বুদ্ধিমত্তা এবং সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়ানোর উপায়- এ দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে স্যার জন গ্লাব[১৭২] এবং এলসা মার্স্টনও[১৭৩] অনুরূপ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

ড. ড্যানিয়েল সি পিটারসন উপরিউক্ত ঘটনাটির ব্যাপারে আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত ঘটনাটি থেকেই ভবিষ্যতে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পটভূমি রচিত হয়েছে।"[১৭৪]

একই বিষয়ের ওপর মন্তব্য করে ইউরোপিয় বিশপ-আশ্রম থেকে শ্রদ্ধেয় ড. রওয়েল জিওফ্রে বলেন যে, নিরক্ষর হলেই যে কোনো ব্যক্তি অন্যদের ওপর ব্যাপক প্রভাব অর্জন করতে পারবে না, তা নয়। কখনও কখনও তাদের ব্যক্তিত্বের অন্যান্য আকর্ষণীয় দিকগুলোর কারণে তাদের নিরক্ষরতার দুর্বলতা পুষিয়ে যায় এবং তাদের অন্যদের ওপর অবিশ্বাস্যরকমের প্রভাব রেখে যেতে দেখা যায়। নিরক্ষরতা সত্ত্বেও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যারা নিজ নিজ আদর্শে ভক্তকুল প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে মোটেই বিরল নয়। নবী মুহাম্মাদ ও (স) তাঁদেরই একজন ছিলেন-

> *"নিঃসন্দেহে তিনি একজন ক্ষমতাশালী ও স্বভাজাত নেতৃত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসে এমন অনেক ক্ষমতাবান ও স্বভাবজাত নেতৃত্বশীল ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যায় নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও যাদের মধ্যে জনগণকে উদ্দীপিত করার গুণটি ছিলো।"[১৭৫]*

জন হেনরি হ্যারেন ছিলেন একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ এবং ইতিহাসবিদ। তিনি তার 'মধ্যযুগের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ' বইতে লেখেন যে, যদিও নবী মুহাম্মাদ (স) নিরক্ষর ছিলেন তাই বলে তিনি মূর্খ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। হ্যারেন আরও লিখেছেন-

> *"মুহাম্মাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো না। তিনি পড়তেও জানতেন না লিখতেও পারতেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি মূর্খ ছিলেন না। তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হবে তা তিনি ভালোই জানতেন, এবং তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর একজন ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি.... তিনি তাঁর বেশিরভাগ সময় ধর্মচিন্তায় ব্যয় করেছেন। তিনি ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি সেগুলোর কোনোটাতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি .....।"[১৭৬]*

তিনি এও বলেছেন যে–

> *"মুহাম্মাদ খুবই আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি বছরের বেশ কয়েক সপ্তাহ মক্কার অনতিদূরে হেরা পর্বতের একটি গুহায় প্রার্থনা ও গভীর ধর্মচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি লোকসমক্ষে বলেছিলেন যে, তিনি প্রার্থনারত থাকা অবস্থায় আল্লাহর ও বেহেশতের ইশারা দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন যে, জিবরাইল ফেরেশতা অনেকবার তার সামনে দেখা দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের যেই ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন সেটি জিবরাইলের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নিজে যেহেতু লিখতে পারতেন না, তাই ফেরেশতা তাঁকে যাকিছু শিখাতেন সেগুলো তিনি মুখস্ত করে নিতেন এবং পরবর্তীতে সেগুলো বই আকারে লিখিত হয়েছে। এ বই বা কিতাবটিকে সেই অর্থে 'কুরআন' বলা হয়, যে অর্থে আমরা আমাদের ভাষায় বাইবেলকে 'বুক' বলে থাকি। কুরআন হলো মুসলমানদের বাইবেল।"*[১৭৭]

আর্থার প্রিন্স ডি ল্যাসি হেনরি জনস্টোন মত প্রকাশ করেছেন যে, নিরক্ষর হওয়ায় কারও জন্য জ্ঞান অর্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় না। নবী মুহাম্মাদ (স) নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞতা ছিলো বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ। জনস্টোনের মতে,

> *"তিনি পড়তে পারতেন কি পারতেন না তা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, এবং বিষয়টিকে আধুনিক কালের নিরিখে বিবেচনা করা চলবে না। তিনি নিজেকে সবসময়ই 'নিরক্ষর নবী' বলে উল্লেখ করতেন এবং তার ওপরে নাযিল হওয়া কুরআনের নিখুঁত সামগ্রিকতা ও শ্রুতিমাধুর্যতার প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চাইতেন যে সেটা একটা অলৌকিক কিছু– তাঁর এ প্রচেষ্টা থেকেই তাঁর নবুয়তী কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। পড়তে পারার অসামর্থ্য জ্ঞান অর্জনে কখনোই কোনো বাধা নয়, আর তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি (যেমনটি তখনকার আরবে অতিসাধারণ ব্যাপার ছিলো) তাঁর সেই অভাবকে পূরণ করেছিলো।"*[১৭৮]

রেভারেণ্ড বোসওয়ার্থ স্মিথ জোর দিয়ে বলেছেন যে খ্রিস্টীয় দর্শন ও নীতি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কুরআন ঈশ্বরেরই বাণী এবং নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রেরিত সংবাদবাহক। নবী মুহাম্মাদ (স) যদিও নিরক্ষর ছিলেন তবুও আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমেই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেটাকে অবলম্বন করে আরও অনেক বইপুস্তক রচিত হয়ে বিশ্বজুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে–

> *"আমি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করছি যে, একদিন মানুষের সর্বসেরা দর্শনগুলো এবং চূড়ান্ত সত্যনিষ্ঠ খ্রিস্টীয় নীতিমালা একথা স্বীকার করবে আর সাক্ষ্য দিবে যে কোরাণ ঈশ্বরেরই বাণী এবং আরও সাক্ষ্য দিবে যে মুহাম্মাদ ঈশ্বরপ্রেরিত নবী। কোরাণ হলো সেই পুস্তক/কিতাব যা ইতিহাসের পথে পথে আরও হাজার লক্ষ বইপুস্তকের জন্ম দিয়েছে, পাঠাগার সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলোকে বইপুস্তকে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে:*

এবং মানবজাতির সামনে আইন ও দর্শনবিদ্যা এবং শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী ও আদর্শগত ব্যবস্থার সূচনা ঘটিয়েছে। আর এ কুরআনকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহতায়ালা একজন নিরক্ষর ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নবীকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই নবী এমন একটি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন যেখানে বিদ্যাশিক্ষা আর সভ্যতার চিহ্নমাত্র ছিলো না। সমগ্র মদিনাতে পড়তে এবং লিখতে জানতো এমন লোকের সংখ্যা ছিলো মাত্র এগারো জন আর মক্কা এবং আশপাশের কুরাইশদের সবগুলো গোত্র মিলে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিলো মাত্র সতেরো।"[১৭৯]

আমেরিকান লেখক ওয়াশিংটন আর্ভিং দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) যদিও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না তবুও তিনি বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মেধাবী ছিলেন। শিক্ষার অভাব তাঁকে কোনো কাজেই কখনও পিছনে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আর্ভিং নির্দিষ্টভাবে বলেন:

"তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি নিঃসন্দেহে অসাধারণ রকমের ছিলো। তাঁর ছিলো দ্রুত শিখনক্ষমতা, প্রখর স্মরণশক্তি, পরিচ্ছন্ন কল্পনাশক্তি এবং উদ্ভাবনী প্রতিভা। শিক্ষার অভাবের কারণে সামান্য বাধাগস্ত হলেও তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁর মানসভুবনকে তীক্ষ্ণ ও প্রাজ্ঞ করে তুলেছিলেন এবং তাঁর সমসময়িক প্রচলিত অথবা অতি প্রাচীনকাল হতে প্রজন্মান্তরে চলে আসা ধর্মব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে বহুবিচিত্র জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন।"[১৮০]

মহতী সংস্কারক

ওহিও রাজ্যের হিলসবোরোর একজন আইনজীবী ও লেখক স্যামুয়েল পার্সন্স স্কট তাঁর "ইউরোপে মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড) বইটিতে ইউরোপের সার্বিক সাফল্যকে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আরোপ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে নবী মুহাম্মাদ (স) সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে যেসব সংস্কারকর্মের ভার গ্রহণ করেছিলেন সেসবের গুরুত্ব ও সাফল্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। নিঃসন্দেহে তা ছিলো একটি দুঃসাহসিক কাজ এবং ইতিহাসজুড়ে মুসলমানদের যা কিছু অর্জন সেগুলোর কৃতিত্ব বিভিন্নভাবে নবী মুহাম্মাদের (স) উপরেই বর্তায়। মোটের উপর নবী মুহাম্মাদ (স)-ই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুখপাত্র যার উপরে আল্লাহর সংবাদবাহক হওয়ার এবং স্বর্গীয় বাণী প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো। আমরা যদি একটু সময় নিয়ে ধর্মের উদ্দেশ্য আর মরণশীলতা, পরোপকার ইত্যাদি প্রেক্ষিতে মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করে দেখি তাহলে দেখা যাবে এসব বিষয়ে নবী মুহাম্মাদ (স) লোকদের যে ধরনের উপদেশ দিয়েছেন তা থেকেই তার নবুওয়াতের সত্যতা প্রামণিত হয়।"[১৮১]

আর ভি সি বোদলে যুক্তিসহ বলেন যে, যদিও কুরআনের অনেক বিষয়বস্তুই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়, তবে সেগুলোর কোনোটিই নবী মুহাম্মাদের (স) অবস্থানকে অতিক্রম করতে পারেনি যিনি ধর্মের মাঝে এক ধরনের জীবন্ত শক্তিসঞ্চার করে তা এমনভাবে সংস্কার করেছেন যাতে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বহাল রয়েছে।"[১৮২]

টমাস কার্লাইল বলেছেন, যে যুগে মুহাম্মাদ (স) আরব জাতির সংস্কার ঘটাতে মরুভূমির বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেইযুগে আরবরা বর্বরতার সর্বনিম্নস্তরে ডুবেছিলো। তিনি একজন মেষপালক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন, তারপর হয়েছিলেন একজন কাফেলাযাত্রী ব্যবসায়ী এবং তারও পরে ঈশ্বরের বাণীবাহকে পরিণত হয়ে সমগ্র আরবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসলেন। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে আরবের ইতিহাস মহানায়ক নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কারণে সুপরিচিত হয়ে উঠল। কার্লাইল বিস্তারিত বিবরণে আরও লেখেন–

> *"আরবজাতির জন্য এটা ছিলো অন্ধকারের গর্ভ থেকে বের হয়ে আলোর জগতে জন্মগ্রহণ; এর মাধ্যমে আরবরা যেন প্রথমবারের মতো সজীব হয়ে উঠলো। মরুভূমির মাঝে ঘুরে বেড়ানো অখ্যাত চিরাচরিত কোনো দরিদ্র মেষপালক থেকে বীরোচিত নবীতে রূপান্তরিত হওয়া কেউ একজন তাদের নিকট এমন সব বাণীসহ প্রেরিত হয়েছিলেন যেসব বাণী তারা অন্তরে গ্রহণ করে নিয়েছিলো। আর তার ফলাফল: দেখুন, অখ্যাতরা বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলো, নীচ স্বভাবের মানুষেরা মাত্র*

এক শতাব্দীর মাঝেই জগতের সেরা হয়ে উঠলেন; আরবরা এদিকে গ্রানাডায় এসে হাজির, ঐদিকে দিল্লিতে পৌছে গেছে; -শ্রদ্ধা ও মহানুভবতা এবং প্রতিভার আলো ছড়াচ্ছে, পৃথিবীর বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে আরবরা যুগের পর যুগ উজ্জ্বল অবস্থানে থেকেছে। বিশ্বাস বিশাল ব্যাপার, জীবনপ্রদায়ী। একটি জাতি কতটা দৃঢ়বিশ্বাসী হলে তার ইতিহাস এমন ফলপ্রসূ, উচ্চমার্গীয়, মহান হতে পারে। এ আরবজাতি, একজন মুহাম্মাদ (স) এবং সেই আরবদেশ– সবমিলিয়ে এটা কি এমন নয় যে, কোথা থেকে যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে কালো বালিময় জগতের ওপর পড়ল, আর আহ! কী চমৎকার! সেই বালুকারাজি বিস্ফোরক পাউডারে পরিণত হয়ে স্বর্গসমান উচ্চতায় ঝলসে উঠে দিল্লি থেকে নিয়ে গ্রানাডা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল! আমি বলব সেরকম কোনো মহামানব চিরকালই স্বর্গ থেকে বিদ্যুৎঝলকের মত এসে পড়েন আর মর্ত্যবাসী মানুষেরা তার জন্য দাহ্য পদার্থের মতো অপেক্ষা করতে থাকে, তারপর স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে তারাও সকলে ঝলসে ওঠে।”[১৮৩]

প্রখ্যাত আরেক লেখক, মুঙ্গো পার্ক মন্তব্য করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) সামাজিকভাবে উল্লেখ্যযোগ্য রকমের সংস্কার ঘটিয়েছেন যা তাঁর অনুসারীদের জীবনশৈলীতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটিয়েছে। আরব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর একটি ছিলো মদ্যপান যা তিনি বিলোপ করে দিয়েছেন। পার্কের মতানুসারে–

> *“পৌত্তলিক নিগ্রোদের নিত্যদিনকার পানীয়ই হলো মদ ও চোয়ানি যা তারা প্রায়ই অতিমাত্রায় পান করে। কিন্তু মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণকারীগণ পানি ছাড়া কিছুই পান করত না।”*[১৮৪]

নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সর্বকালের সেরা সংস্কারক যিনি মানব সমাজের জন্য অসাধ্য পরিমাণে সেবা প্রদান করে গেছেন। তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যায় সেগুলোর মধ্যে একটি হলো জাতিকে সত্য, সংস্থিতি, প্রশান্তি এবং কাঙ্ক্ষিত সরলতার পথে পরিচালিত করা। তিনি হত্যাকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে সভ্যতার পথে চলতে শিখিয়েছেন। লিও টলস্টয় বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

> *“নবী মুহাম্মাদ (স) নিঃসন্দেহে মহান সংস্কারকদের একজন ছিলেন যিনি মানবসম্প্রদায়ের জন্য বিপুল কর্মযজ্ঞ সাধন করে গেছেন। তাঁর মাহাত্ম্যের নমুনা হিসেবে এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে তিনি গোটা একটি জাতিকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন এবং সে জাতিকে পবিত্রতা ও শান্তি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তিনি নিজে খুবই সাদামাটা একটা জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি রক্তপাত ও মানব বলিদান প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি তার জাতির জন্য অগ্রগতি ও সভ্যতার পথ মেলে ধরেছিলেন। এ এক বিশাল কৃতিত্ব যা কোনো ব্যক্তিই– তা তিনি যত ক্ষমতাবানই হোন না কেন পৃথিবীতে অর্জন করতে পারে নি। এমন একজন মানুষ অবশ্যই লোকদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত এবং উচ্চমর্যাদাবান হবেন।”*[১৮৫]

একজন বিখ্যাত লেখক, জে এইচ ডেনিসন তার বইতে লিখেছেন– নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগের শতাব্দীগুলো ছিলো নৈতিক মান, সামাজিক সম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি থেকে দ্রুত পতনের যুগ। মানবসভ্যতায় আবার স্বাভাবিকতা আর ভারসাম্যের বোধ ফিরে আসার ব্যাপারে কার্যত কোনো আশা অবশিষ্ট ছিলো না কারণ ক্রমেই তা বেশির বেশি অন্ধকার আর হতাশার গভীরতায় ডুবে যাচ্ছিল। খ্রিস্টান বিশ্ব যীশুখ্রিস্টের ধর্ম মেনে চলা বাদ দিয়েছে এবং এর ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিলো না। মানুষ যেন সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে ছিলো আর সভ্যতা ছিলো সুদূর পরাহত। মানব সভ্যতার এমনই এক ক্রান্তিকালে নবী মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর জাতিকে এবং অতি অবশ্যই সমগ্র বিশ্বকে ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এমন একটি পদ্ধতি উপহার দেন যা মানবসভ্যতাকে প্রয়োজনীয় নৈতিক পুনর্গঠন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দেয়।"[১৮৬]

স্যার এইচ এ আর গিব সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যদি কেউ ভেবে নেয় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মূল আগ্রহ ছিলো রাজনীতি করা আর যুদ্ধ করা। তবে এ ভাবনাটি হবে মস্ত বড় ভুল। তিনি বরং তাঁর অনুসারীদের শিক্ষিত আর দক্ষ করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন যাতে করে সমাজ পুনর্গঠন করা যায়।"[১৮৭]

> "নবী মুহাম্মাদ (স) : সত্য উন্মোচন" নামক পুস্তকে লেখক অনিতা রায় উল্লেখ করেছেন, নবী (স) তাঁর অনুসারীদের একমাত্র ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, সকলের স্রষ্টা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছন এবং কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি মহান প্রভুর সাথে সম্পর্ক রচনা করতে শিখিয়েছেন।"[১৮৮]

এডওয়ার্ড সেল দৃঢ়প্রত্যয়ে বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্র আরব উপজাতিগুলোর সংস্কার সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর গুণাবলি তাঁকে শুধুই একজন ধর্মীয় নেতায় পরিণত করেনি বরং পরিণত করেছে একজন রাষ্ট্রনায়কে। একজন মহামানব, ইতিহাস যাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে–

> *"মক্কায় বিপুল দুর্ভোগের মুখে তিনি যে ধৈর্য্য দেখিয়েছেন এবং সেখানে নিপীড়নের শিকার হয়ে যতটা স্থিরতা দেখিয়েছেন তা যে কোনো দেশপ্রেমিক এবং যে কোনো ধর্মসংস্কারকে সহমর্মিতার উদ্রেক করবে। আমরা যদি তাঁকে কেবলই একজন সফল আরব গোত্রপ্রধান হিসেবেই বিবেচনা করি যিনি ধর্মের ভিত্তিতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নিজেই রাজা ও ধর্মপাল হয়ে বসেছিলেন, সেক্ষেত্রেও, তাঁর মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের সুবিধাগুলো বুঝতে পারার দ্রুততা, ইহুদীরা তাঁকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হলে পরিস্থিতির সাথে দৃষ্টিভঙ্গিকে খাপ খাইপে নেয়ার দ্রুততা এবং তাঁর সুযোগের সদ্ব্যবহার করার দক্ষতা প্রশংসার দাবি রাখে।"[১৮৯]*

প্রফেসর টি এল ভাসওয়ালী নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপক সামাজিক সংস্কার কর্মের প্রশংসা করেছেন। নবী (স) ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে শিশুহত্যাসহ অন্যান্য অনেক দুষ্কর্মে অবসান ঘটিয়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন–

> *"তিনি যে বিশ্বাসের কথা প্রচার করেছেন তা থেকে কী কী অর্জিত হয়েছে একমুহূর্ত চিন্তা করে দেখুন। ইসলাম পৃথিবীকে দিয়েছে জোরজবরদস্তি বিহীন একটি ধর্ম; ইসলাম আরবে শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছে; ইসলাম বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মাদক থেকে পুরোপুরি দূরে রেখেছে; ইসলাম বিশ্বাস, সাহস, ধৈর্য এবং আত্মত্যাগের মতো মহৎ গুণাবলির ওপর জোর দিয়েছে।"*[১৯০]

আল্লাহর নবী

বিখ্যাত পণ্ডিত ইউলিয়াম মন্টোগোমারি ওয়াট বর্ণনা করেন, ১৫ বছর বয়সে যখন নবী মুহাম্মাদ (স) যখন তাঁর চাচার সাথে ব্যবসায়কার্যে মিশরে যান তখন তাঁকে দেখে বোহাইরা নামের এক মিশরীয় সন্ন্যাসী তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে কিছু স্বর্গীয় লক্ষণ দেখে জ্ঞানী সন্ন্যাসী তাঁকে শত্রু থেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে তাঁর চাচাকে উপদেশ দেন।"[১৯১]

জোহান উলফগ্যাং ভি গোয়েটে ছিলেন জার্মান ঘরানার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে এবং কুরআন (যা কিনা স্বর্গীয় গ্রন্থ– কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়) এর ব্যাপারে বলেন–

> *"তিনি ছিলেন একজন নবী, তিনি কোনো কবি ছিলেন না । অতএব, তাঁর প্রাপ্ত কুরআনকে স্বর্গীয় আইন বলেই বিবেচনা করতে হবে, শিক্ষা বা বিনোদনের উদ্দেশে মানব প্রণীত কোনো পুস্তক হিসেবে নয়।"*[১৯২]

গ্যাটে আরও দাবি করেন–

> *"নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বার্তা যেন এর মহতী লক্ষ্যের দিকে ঠিক তেমনিভাবে ছুটে চলেছে যেমনিভাবে কোনো বিশুদ্ধ, সতেজ ও স্বচ্ছ ঝরণার পানি তার গন্তব্যের দিকে ছুটে যায়।"*[১৯৩]

মাইকেল হার্ট বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে স্রষ্টা তাঁর সাথে কথা বলছেন এবং তাঁকে সত্যধর্ম প্রচারের জন্য নির্বাচিত করেছেন।"[১৯৪]

ব্রিটিশ লেখক মাইকেল কুক উল্লেখ করেন যে, নবী হিসেবে নবী মুহাম্মাদের (স) ভূমিকা তাঁর একেবারে প্রথম জীবনেই কিছু লক্ষণের দ্বারা বোঝা গিয়েছিলো। তাঁর জন্মের সময় একটি স্বর্গীয় আলোকরশ্মির আলোয় তাঁর মা প্রসাদের চূড়াগুলো দেখতে পেয়েছিলেন এবং আরবীয়, ইহুদী এবং খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ তাঁর ভবিষ্যত নবী হওয়ার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।"[১৯৫]

টর আন্দ্রেই নামীয় একজন সুইডিস প্রফেসরও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের সময়ে স্বর্গীয় আলো দেখা দেয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মা প্রসব বেদনা অনুভব করেননি। একদা যখন তিনি অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন তিনি শুনতে পেলেন যে একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে যে, তিনি এমন এক সন্তান পেটে ধারণ করছেন যে কি-না ভবিষ্যতে নবী হবে, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কণ্ঠস্বরকে সন্তানের নাম আহমদ (নবী মুহাম্মাদ (স)) হবে বলে ঘোষণা করতে শুনলেন। ইহুদী পণ্ডিতদের মধ্যেও এ ধারণা প্রবল ছিলো যারা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের পরপরই ঘোষণা করল যে, আহমদ নামক তারকাটি প্রকাশ পেয়েছে।"[১৯৬]

এছাড়াও উপরিউক্ত দাবির মতো উদাহরণ গর্ভকালীন সময়ে স্বর্গীয় আলোর দেখা পাওয়ার মতো, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাতা আমিনা একটা স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন যেটা তাঁকে তাঁর সন্তানকে এক আল্লাহর উদ্দেশে উৎসর্গ করতে বলেছিলেন এবং তাঁকে 'নবী মুহাম্মাদ' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের নিকট নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো।"[১৯৭]

স্যামুয়েল ম্যারিনাস জিওমার উল্লেখ করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন নবী ছিলেন এবং তাঁর নিজের জীবনও তার প্রচারিত ধর্মের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের মধ্যেই ইসলাম ধর্মের পূর্ণ প্রতিফলন রয়েছে। জোয়েমারের মতে–

> *'মুহাম্মাদ (স) যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর নিজের জীবনের ও চরিত্রের ছাপ রয়েছে। নবী মুহাম্মাদ (স) শুধু একজন নবী ছিলেন না তিনি ছিলেন স্বয়ং ইসলামের ভবিষ্যতবাণী।"*[১৯৮]

ডেভিড কে'র একথা বলেছেন যে, কুরআন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে শেষ নবী হিসেবে চিত্রিত করেছে, যে কথাটি আগের কিতাবগুলোতেও বলা ছিলো। মেরির পুত্র যীশুও বলেছিলেন যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত নবী এবং আগের কিতাব তওরাতে তার উল্লেখ ছিলো এবং যীশু জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তার ঠিক পরেই আরেকজন নবী শীঘ্রই আসছেন যার নাম হবে 'আহমদ', নবী মুহাম্মাদ (স)।"[১৯৯]

ডেভিড কে'র আরও ঘোষণা করেন, কুরআন হলো একগুচ্ছ উপদেশমালা যা মানবজাতির সূচনাকাল থেকে নিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সামগ্রিক ঐক্যের নীতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আল্লাহর শেষ নবী হিসেবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে।"[২০০]

এলসা মারস্টন বর্ণনা করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক তাঁর নবী হওয়ার দাবি শুনে লোকেরা তাঁর দাবির পক্ষে তাঁকে অলৌকিক কিছু করে দেখাতে বললো। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (স) নিজের কোনো প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা থাকার কথা অবিচলিতভাবে অস্বীকার করে যেতে লাগলেন তবে তিনি একথা বললেন যে কুরআনই হচ্ছে জগতে একমাত্র অলৌকিক।

> *"মুহাম্মাদ দৃঢ়ভাবে এ কথার ওপর অবিচল থেকেছেন যে, তিনি কোনো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় ভূষিত হওয়ার দাবি করেন না। তাঁর দায়িত্ব হলো সত্য প্রচার করা এবং তাঁর অনুসারীদের অসৎকাজের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা। তিনি বলতেন কুরআনই হলো তাঁর নবুওয়াতি কাজের ধারায় একমাত্র অলৌকিক।"*[২০১]

ধর্ম বিষয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক জন কাল্টনার নিশ্চিত করে বলেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ঈশ্বর প্রেরিত একজন নবী এবং তাঁর বাণীবাহক। তিনি মানবজাতির সামনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে এত বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন যে পৃথিবীতে আর কোনো নবীর আগমনের প্রয়োজন নেই।"[২০২]

ওয়াশিংটন আর্ভিং যিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী লিখেছেন তিনি এ উপসংহারে পৌঁছেছেন যে শত্রুভাবাপন্ন পাশ্চাত্যবাদী অনেকের দ্বারা নবী মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনতে দেখা যায় সেগুলো মোটেই সত্য নয়। নবীর (স) প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি সকল অভিযোগের উর্ধ্বে। তাঁর নামে অনেক মিথ্যা অভিযোগ দেয়া হয়েছে–

> *"এখন প্রশ্ন হলো, তিনি কি এমন কেউ ছিলেন যিনি যা কিছু সত্য ন্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সে সবের নীতিবির্বজিত ভনিতাকারী মাত্র? তাঁর প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যাদেশ পাওয়ার সমস্তটাই উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যাচার, এবং তাঁর সমস্ত নীতিপদ্ধতিগুলো শঠতাপূর্ণ চাল? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তার বিরুদ্ধে প্রচলিত গলাবাজীপূর্ণ অভিযোগগুলো সত্য নয়। তাঁর অনেকগুলো প্রত্যক্ষণ বা প্রত্যাদেশ যা তিনি দিয়েছেন বলে কথা চালু আছে আসলে সেগুলো বানোয়াট কথা।"*[২০৩]

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস বলেছেন যে, যে কোনো বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার বাণীবাহক হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার কথা। তাঁর ভাষায়–

> *"প্রতিটি মানুষ যার মধ্যে মন বলে কিছু আছে সে-ই স্বীকার করবে যে মুহাম্মাদ (স) ঈশ্বরেরই বাণীবাহক ছিলেন।"*[২০৪]

একজন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ম্যাক্সিমিলিয়ান কার্ল এমিল 'ম্যাক্স' ওয়েবার 'নবী'র সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে, নবী বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি এমন কিছু গুণাবলি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লালন করেন যার দ্বারা তাঁকে সাধারণ লোকজনের চাইতে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাঁর এমন কিছু অতিপ্রাকৃতিক বা অসাধারণ ক্ষমতা বা গুণ থাকে বলে বিশ্বাস করা হয় যা কোনো সাধারণ মানুষের থাকে না। এ সংজ্ঞাটি মুহাম্মাদের (স) ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মিলে যায়।"[২০৫]

একজন আমেরিকান বাইবেল বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত, লেখক, সম্পাদক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং প্রখ্যাত প্রেসবিটারিয়ান মন্ত্রী ডেভিড নয়েলের দৃষ্টিভঙ্গি নবী সম্পর্কে উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে সমর্থন করে এবং তিনি বলেছেন যে, নবী সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞায় যাকিছু বলা আছে তা সবই কেবল মুহাম্মাদ (স)-এর বেলায়ই প্রযোজ্য।"[২০৬]

সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত

যেখানে ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টীয় মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর অনুসারীদের সভ্যতায় ভূষিত করার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন। আলফ্রেড মার্টিন বলেন–

> *"তাঁর চিরন্তন সুনামের সাথে আরও প্রশংসা যুক্ত করে বলা যায় যে, তাঁর সমসময়িক স্থানকালের সম্প্রদায়ের জীবনবোধকে উচ্চতর মার্গে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি এমন এক অর্জন ঘটিয়েছিলেন মধ্যযুগীয় আরবের ইহুদীবাদ অথবা খ্রিস্টীয় মতবাদ যা অর্জন করতে পারেনি। তারও চেয়ে বড় কথা হলো, সেই সভ্যতা নির্মাণের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স) শুধু আরববাসীর জন্যই নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য সেবাদান করে গেছেন।"* [২০৭]

দ্বিতীয় অংশ

সরলতা

সহজ সরল

ভারতীয় একজন মহান রাজনীতিবিদ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, লোকে যাকে মহাত্মা গান্ধী হিসেবেই বেশি চেনে, মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বারা এতটাই অনুপ্রাণিত ও তাঁর এতটাই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পছন্দনীয় সাদামাটা জীবনযাপনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে তিনিও একটি কালো কম্বল আর অতিসাধারণ পোশাক অবলম্বন করে জীবনযাপন করতেন। গান্ধীর মতানুসারে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অতি সরল আচার আচরণের কারণে তিনি যে এতটা বিপুল ক্ষমতাধর আর প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তা সহজে বোঝা যেত না। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর এই স্বভাবটি তাঁর সাহাবা, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর আল খাত্তাবের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিলো যাকে গান্ধী ভারতীয় কংগ্রেস সদ্যসদের আচরণবিধির মডেল উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন–

> *"আমাকে যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে আমি কেন একটি কালো কম্বল ব্যবহার করি তখন আমি ভীষণ আশ্চর্যবোধ করি; আমি তাদের বলি যে, আমি এটা করি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার একটি নমুনা হিসেবে যিনি ছিলেন সেই ধরনের একজন মানুষ যেমন মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছে। তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন অতিসাধারণ হওয়ার কারণে কারও পক্ষে এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন হতো যে ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়বৃত্তির অভিভাবক। আমি কংগ্রেস সরকারের লোকজনকে বলে রেখেছি যে, ১৯৩৬ এর নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হওয়ামাত্র তারা যেন হযরত ওমরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিটি বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন এবং সাধারণ জনগণের ভাগ্যন্নোয়ন ঘটিয়েছেন।"*[২০৮]

নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আমরা যে কতটা ঋণী তা বলে বোঝানো যাবে না। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মিতব্যায়ী জীবনযাপন, বিশেষ করে যখন তাকে প্রাচুর্য আর বস্তুগত সম্পদের লোভ দেখানো হয়েছিলো তখনকার কথা যদি আমরা বিবেচনায় নিই, তাহলে তা আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য বলেই মনে হবে। পার্থিব জীবনের আড়ম্বরের হাতছানি উপেক্ষা করে তিনি গৃহস্থালী কাজে অংশগ্রহণ করাসহ সাদামাটা এবং আটপৌঢ়ে নৈমিত্তিক জীবনযাপন করেছেন। আলফ্রেড মার্টিন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের এ দিকটি উল্লেখ করে বলেন–

> *"আজকের দিনে আমরা আমাদের দেয়াল ও মেঝে কাপড় দিয়ে সাজাই যা মুসলমানরা আমাদের বুনতে শিখিয়েছে। আমরা সুগন্ধি ব্যবহার করে আমাদের অনুভূতিকে স্নিগ্ধ করি যা তারাই আমাদের তৈরি করতে শিখিয়েছে, আমরা আমাদের*

শিশুদের বীজগণিত ও উচ্চতর গণিত শিক্ষা দিই যা তারা আমাদের পিতৃপুরুষদের শিখিয়েছিলো।"[২০৯]

মার্টিন আরও বলেন–

"তাঁর জীবন ছিলো খুবই সাধারণ, এমনকি তিনি যখন প্রাচুর্যের শিখরে ছিলেন তখনও। আমরা যেমনটি জেনেছি যে তিনি মাসের পর মাস একবেলা তৃপ্তিসহকারে খাবারও খেতে পেতেন না, তিনি নিজের ঘরে নিজে হাতে প্রদীপ জ্বালাতেন, নিজের খাবার নিজে রান্না করতেন, নিজের পোশাক ও জুতা নিজেই মেরামত করতেন এজন্য যে তাতে করে তাঁর চাকরবাকরেরা উপভোগ করার মতো কিছুটা অবসর পাবে।"[২১০]

এটা খুবই বিস্ময়কর একটা ব্যাপার যে তাঁর সময়ে নবী মুহাম্মাদ (স) অন্যদের উপর কীভাবে গভীর প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ বাণীকে কিভাবে অতখানি দক্ষতার সাথে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি উপযোগী করে তুলতেন। অন্যান্য ধর্ম এবং নীতিপদ্ধতি যখন আদিম জনগোষ্ঠীগুলোকে সভ্য করে তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে তখন এ জায়গাটিতে নবী মুহাম্মাদ (স) অন্যদের ব্যর্থতার বিপরীতে এক অনন্য সাফল্যমণ্ডিত বিশিষ্টতায় ভূষিত হয়েছেন। আলফ্রেড মার্টিন আরও বলেন–

"মুহাম্মাদ (স) যেভাবে বিমূর্ত ধ্যানধারণাকে আরবের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে চলমান বাস্তবতার আকার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন ধর্মের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য আর কোনো ঘটনা থাকা সম্ভব নয়। তাঁর চিরায়ত কৃতিত্বের সমর্থনে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, তাঁর সমসময়িক সম্প্রদায়গুলোকে জীবনের উচ্চমার্গে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় আরবের ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টীয় মতবাদ যা করতে ব্যর্থ হয়েছে তিনি তা-ই করে দেখিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, সেই সামাজিক পরিশীলনকর্মে মুহাম্মাদ (স) শুধু আরবকেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বজাহানকে অমূল্য সেবা প্রদান করে গেছেন।"[২১১]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনশৈলী তাঁর অনুসারীদের মতো একইরকম ছিলো। বিয়েশাদীতে, ভোজ উৎসবে, পোশাক আশাক, তৈজসপত্র ইত্যাদিতে তা ছিলো খুবই সাধারণ ধরনের। ওয়াশিংটন আর্ভিংয়ের মূল্যায়ন হলো–

"অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে ভোজের আয়োজন হতো অতি সাধারণ খেজুর আর জলপাই দিয়ে; নববধূর বসার আসন হতো ভেড়ার শুষ্ক চামড়া; কনের পোশাক তৈরি হতো দুই ফর্দ পরিধেয় আর একটি মস্তকাবরণ নিয়ে; রূপার দুইটি বাজুবন্ধ, খেজুরপাতা ভরানো চামড়ার তৈরি একটি বালিশ, একটি জলদানি অথবা পানপাত্র, একটি হাতে ঘোরানো যাঁতা, পানি রাখার জন্য দুটি বড় কলসি এবং একটি ছোট পাত্র সর্বসাকুল্যে এ কয়টিই জিনিস। আরব্য গৃহস্থালীর সরলতা এবং দম্পতির আর্থিক অবস্থা অনুপাতে এর বেশিকিছু ছিলো না;

শোনা যায় বিয়ের সময় হযরত আলীকে স্ত্রীর যৌতুক পরিশোধ করতে গিয়ে কয়েকটি উট এবং যুদ্ধপোশাক বিক্রি করতে হয়েছিলো। নবী (স)-এর নিজের জীবনযাত্রার মান তাঁর অনুসারীদের চাইতে কোনো অংশেই অধিক ভালো ছিলো না।"[২১২]

বিখ্যাত একজন ইউরোপীয় লেখক পিয়ার্সে ডি ল্যাসি হেনরি জনসন বলেন যে, সরলতা ছিলো নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিরাট এক ক্ষমতা যা তাঁকে বড় বড় সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করেছে। তাঁর আচার ব্যবহার সবার সঙ্গে একইরকম ছিলো– তা সে সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন লোকই হোক, শিশুই হোক কিম্বা দাসই হোক না কেন–

"তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন, যে কোনো মৃতের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতেন, এমনকি কোনো দাসের দেয়া ভোজের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন, নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন, যে কোনো কাজ সারতে অন্য কারও অপেক্ষায় থাকতেন না। করমর্দনের সময় অন্যজন হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত নিজের হাত সরাতেন না এবং বিদায়ের সময় অন্যজন মুখ না ফিরানো পর্যন্ত নিজের মুখ ফিরাতেন না। তাঁর হাত ছিলো সবচেয়ে বেশি কোমল, তাঁর হৃদয় সবচেয়ে সাহসিকতাপূর্ণ, তাঁর জিহ্বা ছিলো সবচেয়ে সত্যবাদী; রক্ষক হিসেবে তাঁর মত বুক দিয়ে আগলে রাখার মতো, কথোপকনে মিষ্টভাষী তাঁর মত এমন আর কেউ ছিলো না; এবং তিনি সবাইকে ভয়-সম্ভ্রম মিশিয়েই উদ্দীপিত করতে পারতেন। তিনি ছিলেন ভাবগম্ভীরতা বজায় রাখার মত স্বল্পভাষী কিন্তু আবার শিশুদের সাথে ছিলেন কলহাস্যপূর্ণ কিন্তু তা কখনই ভাঁড়ামির পর্যায়ে যেত না।"[২১৩]

মানবজাতির ত্রাতা

আইরিশ নাট্যকার ও লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জর্জ বার্ণাড শ জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইসলামের শক্তি নিহিত রয়েছে এর বহুমাত্রিকতার মাঝে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের মতো নয়। নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মটি অত্যন্ত বহুমুখি এবং তা নিজেকে ইতিহাসের যে কোনো সময় বা যুগের অনুষঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যার ফলে, ইসলামের শিক্ষা বা ইসলামের নীতি বাস্তবায়ন কোন স্থানে এবং কোন সময়ে করা হচ্ছে তা কোনো ব্যাপার না। এটা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। শ-এর মতে (পাশ্চাত্য সমাজে) নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বহুদিন ধরে চলে আসা নেতিবাচক সব গাল-গল্প সত্যের অপলাপ মাত্র। নবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে তিনি এতটাই ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-কে মানবজাতির মুক্তিদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, পৃথিবীতে বিরাজমান সব বিশৃঙ্খলা আর নিপীড়ন এক মুহূর্তেই দূর হয়ে একটি ন্যায়পূর্ণ ও শান্তিময় অবস্থার সৃষ্টি হবে যদি মুহাম্মাদ (স)-এর মতো কেউ একজন সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। শ বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের মধ্যে ক্ষতিকর কোনো উপাদান নেই, ফলে বর্তমান যুগেও ইসলামকে স্বাগত জানাতে এবং ইসলামের বাস্তবায়ন ঘটাতে কোনো বাধা নেই–

> *"মুহাম্মাদের (স) ধর্মের বিস্ময়কর ব্যপকতার কারণে আমি সবময়ই এর উচ্চপ্রশংসা করে এসেছি। আমার কাছে এটাকেই মনে হয়েছে একমাত্র ধর্ম যা আমাদের অস্তিত্বের পরিবর্তনশীল অবস্থাসমূহের সাথে সাজুয্য বজায় রাখার যোগ্যতাসম্পন্ন, যার কারণে এটা প্রত্যেক যুগের মানুষের কাছেই আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। এ বিস্ময়কর মানুষটি সম্পর্কে আমি ব্যাপক পড়াশুনা করেছি এবং আমার মতে, খ্রিস্টবিরোধী না হয়েও, তাঁকে অবশ্যই মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলা যায়।"*[২১৩]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিজয়ের একটি বড় কারণ হলো তাঁর সেনাবাহিনী এবং তাঁর অনুসারীগণকে দেয়া তাঁর শিক্ষা। তিনি তাঁদের সবসময় খেয়াল রাখতে বলতেন যাতে কেউ তাঁদের দ্বারা প্রতারিত না হয়, শিশু, অসুস্থ, নারী, এতিম, অসহায়, প্রতিবন্ধী এমন সকলকে যেন দয়া করা হয় এবং কোনো দেশ বিজিত হলে সেখানকার শান্তিকামী জনগণের সাথে যেন মধুর আচরণ করা হয়, কোনো বাড়িঘর, সম্পদ, এবং কৃষিদ্রব্য ইত্যাদির যেন কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করা হয়। নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর অনুসারীগণ যে কোন চুক্তির শর্তাবলীর মর্যাদা রাখতে এবং ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ও তাদের উপসনালয়গুলোর প্রতি সদ্ব্যবহার বজায় রাখতেও উপদেশ দিতেন। তাঁর উত্তরসূরীগণও তাঁদের নিজ নিজ অনুসারীদের নবীর শিক্ষানুযায়ী পরিচালিত করেছেন।

একজন ফরাসি লেখক রেমণ্ড লি রোঁজ উপরের বক্তব্যটির মতো একইরকম মতো ব্যক্ত করে বলেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন শান্তিকামী মানুষ ছিলেন এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের নিকট শান্তির কথাই প্রচার করে গেছেন। তিনি তাঁদেরকে দরিদ্র, নারী, শিশু, নিপীড়িত, অসহায় এদের প্রতি দয়া করতে শিখিয়েছেন।

> *"মুহাম্মাদ (স) তাঁর সৈনিকদের বলেছেন, কোনো প্রকার শঠতা কিম্বা প্রতারণার আশ্রয় নিবে না," "শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তোমরা কোনো শত্রুর সাথে তার নিজের এলাকাতে লড়াইরত থাকবে তখন সেখানকার নিরস্ত্র অধিবাসীদের অত্যাচার করবে না।" "দুর্বল নারীদের ছেড়ে দিবে। দুগ্ধপোষ্য শিশু, নবজাতক এবং অসুস্থদের ওপর করুণা করবে।" "বাড়িঘর নষ্ট করবে না, ক্ষেতের ফসলের ক্ষতি করবে না।" "বাগান ধ্বংস করবে না; খেজুরবৃক্ষাদি কেটে ফেলবে না।" এবং তার এসব উপদেশ মেনে তাঁর উত্তরসূরী আবু বকরও তাঁর সেনাপ্রধানদের এভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, "সাধারণ জনগণকে নিপীড়ন করবে না, তাদের অযথা হয়রানি করবে না।" "সদাচারী এবং ন্যায়বান থাকবে: সাফল্য তোমাদের কাছে এমনিতেই ধরা দেবে। তোমরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখেই তা করবে। তোমরা যদি যুদ্ধে বিজয়ী হও তবে কোনো নারী অথবা শিশুকে হত্যা করবে না, ক্ষেতখামার ও বাড়িঘর অক্ষত রাখবে, তোমরা যদি কোনো চুক্তিতে উপনীত হও তবে তার শর্তাবলি মেনে চলবে। খ্রিস্টান দেশসমূহে তোমরা হয়ত এমনসব পবিত্র শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মুখোমুখি হবে যারা বিভিন্ন গীর্জা ও আশ্রমে স্রষ্টার সেবায় নিয়োজিত। তাদের পীড়ন করবে না; তাদের গীর্জা ও আশ্রম ধ্বংস করবে না" ..... এরকমই ছিলো সেই উপদেশমালা, অশ্রুতপূর্ব, যা আগে কখনোই শোনা যায়নি, এগুলো হলো সেই উপদেশমালা যা ৭ম শতকে মদিনার মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে ধ্বনিত হয়েছিলো।"[২১৫]*

ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ, লেখক এবং আসমোলিয়ান মিউজিয়ামের রক্ষক ডেভিড জর্জ হগার্থ লি রোঁজের মতোই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁর চরিত্রের উপাদানগুলো আজকের দিনের জন্যও মানসম্মত শিক্ষার উপকরণ হতে পারে। অন্যান্য ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা/ধর্মপ্রচারকদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনন্য, একেবারেই অদ্বিতীয়–

> *"তাঁর সব ধরনের আচরণ, ভাবগম্ভীর অথবা ঘরোয়া, আইনের এক একটি ধারার মতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যা আজকের দিনেও লক্ষ কোটি মানুষ সচেতন অনুকরণে তা মান্য করে চলেছে। মানবজাতির কোনো সম্প্রদায় কর্তৃকই এযাবত পর্যন্ত কোনো একজন ব্যক্তিকে মুহাম্মাদ (স)-এর সমান গুরুত্বে 'আদর্শ মানব' বিবেচনায় হুবহু অনুসরণ করার নজির নেই। এমনকি, খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষেও তাঁর সাধারণ অনুসারীদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনে এতটা প্রভাব রাখা সম্ভব হয়নি। সবচে বড় কথা হলো, কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাকেই আজ পর্যন্ত মুসলমানদের নবীর মতো এতটা বিরল সম্মান অর্জন করতে দেখা যায়নি।"[২১৬]*

একজন জার্মান লেখক, প্রাচ্যবিদ এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক অ্যানিম্যারি শিমায়েল নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বাত্মক গুণাবলির বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সবচে প্রশংসাযোগ্য গুণ হলো তাঁর মানবতা ও দয়া। তিনি তাঁর অনুসারীদের সাথে খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাদের আনন্দে ভরিয়ে রাখতে সবসময় মৃদুহাস্য করতেন।"[২১৭]

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই দরিদ্রদের প্রতি নবীর (স)-এর পক্ষপাত ও দয়ার প্রশংসা করেছেন। নবী (স)-কে কখনও তাঁর দাসদাসীদের কাউকে কিম্বা স্ত্রীদের কাউকে প্রহার করেছেন বলে শোনা যায়নি।"[২১৮]

শিমেল আরও বলেন যে, সকলের প্রতি নবী মুহাম্মাদ (স) এক ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ দরদ ছিলো। কেউ যখন কোনো সাহায্য চাইত তখন তিনি তাকে সাহায্য না করে অথবা কমপক্ষে দু'চারটি মিষ্টি কথা না বলে বিদায় করতেন না।"[২১৯]

এ প্রসঙ্গে শিমেল নবী (স)-এর সাক্ষাতপ্রার্থী এক বিধর্মীর কাহিনী বর্ণনা করেন। সেই লোকটি মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে এলে রাতে তাকে খাবার দেয় হলো। সে পেট ভরে খাবার খেল ফলে তার বদহজম হলো এবং সে বিছানা নষ্ট করে ফেলল। বিছানা ও ঘর অপরিষ্কার রেখেই সে ভোর হওয়ার আগেই চুপিচুপি পালিয়ে গেল, কিন্তু ভুলে ফেলে যাওয়া তার একটা মাদুলি নিতে সে আবার ঐ ঘরে ফিরে এসে দেখলো নবী (স) নিজ হাতে সেই বিছানা ও ঘর পরিষ্কার করছেন। বিধর্মী খুবই বিমোহিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করল।"[২২০]

জন অ্যাডেইর নবী (স) সরলতার প্রশংসা করেছেন কারণ নবী (স) তাঁর বসবাসের গৃহটি নিজ হাতে কাদামাটির দেয়াল দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন যা দেখতে কোনো এক বেদুইনের ঘরের চাইতে বেশি ভালো ছিলো না:

> *"মদীনাতে মুহাম্মাদ (স) একটা লম্বা ধরনের, খোলা জানালাবিশিষ্ট ও খেজুরপাতার ছাউনিবিশিষ্ট কাদামাটির গাঁথুনি দেয়া বাড়িতে বাস করতেন যেটার নির্মাণকাজে তিনি স্বহস্তে সাহায্য করেছিলেন। এটাকে দেখতে কোনো শহুরে বাড়ির চাইতে বরং কোনো বেদুইনের তাঁবু বলেই মনে হতো।"[২২১]*

নবী (স) যখন কোনো জমায়েতে হাজির হতেন তখন তিনি নিজের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর অনুসারীদের আরও বলতেন, সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াতে হলে তা শুধুই মানুষের গুণাবলির সম্মানে তা করা যেতে পারে, তার পদ বা প্রতিপত্তির সম্মানে নয়-

> *"মুহাম্মাদ (স) যখন কোনো জমায়েতে যোগ দিতেন তখন তিনি তাঁর জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত রাখা পছন্দ করতেন না বরং যেখানেই খালি জায়গা পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। তিনি পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় লোকেরা যখন দাঁড়িয়ে পড়ত তখন তিনি তা অনুমোদন করতেন যদি তা মানবতার সম্মানে হয়ে থাকে। কিন্তু তারা যদি শুধু তাঁকেই সম্মান দেখাতে দাঁড়াতো তখন তিনি সবসময়ই তাদের বসতে বলতেন।"[২২২]*

সমবেদনা

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্ব ও শাসননীতির মূলে ছিলো মানবতা ও সকলের প্রতি ভালোবাসা, তা সে ধনীই হোক, আর গরীবই কিম্বা স্বাস্থ্যবানই হোক আর রুগ্নই হোক। সুস্থ ও আন্তরিক সামাজিক সম্পর্ককে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন এবং এ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই অন্যদের জন্য তাঁর দয়া ও ক্ষমাগুণ প্রকাশ পেত।

ডেভিড ডি সান্টিলান নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নিম্নোক্তভাবে সম্মান জানিয়েছেন–

> *"ইসলামের নবী ছিলেন গভীরতম মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ এবং দুর্দশাগ্রস্ত ও পীড়িত মানুষদের জন্য সবসময় তাঁর প্রাণ কাঁদত। তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছেন, এর বাইরেও তিনি সৎপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে গেছেন। "তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদয় থাকবে। তার দোষক্রটি ঢেকে রাখবে। তার কোনো ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে, তাকে স্নেহের চোখে দেখবে। সে কোনো অন্যায় করলে ক্ষমা করে দেবে। সে যদি তোমার কোনো মঙ্গলসাধন করে তবে তাকে ধন্যবাদ জানাবে।" এগুলো সবই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার মতো কথা এবং যে ব্যক্তি এসব কথা বলেছেন তিনি একজন সোনার মানুষ।"*[২২৩]

নবী মুহাম্মাদ (স) অতিসাধারণ একটি জীবনযাপন করতেন। একজন নবী, নেতা এবং শাসক হয়ে তিনি ইচ্ছা করলে অভিজাত জীবনযাপন করতে পারতেন কিন্তু তিনি ছিলেন এসবের পরিপন্থী। ওয়াশিংটন আর্ভিং উল্লেখ করেন–

> *"তিনি ভোজনে ছিলেন ধীরস্থির ও স্বল্পাহারী, এবং সর্বদাই রোজা রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি যে সুন্দর পোশাক পছন্দ করতেন না কিম্বা ভালো পোশাক পরার যোগ্য মানুষ তিনি ছিলেন না তা নয়; বরং তিনি নিজেকে অন্যদের চাইতে আলাদা দেখাতে চাইতেন না বলে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐসব পোশাক এড়িয়ে চলতেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র মাঝে মাঝে হতো উলের তৈরি, মাঝে মাঝে ইয়েমেনের ডোরাকাটা সূতিকাপড় পরতেন, এবং সেগুলো প্রায়ই হতো তালি দেয়া।"*[২২৪]

ড. লিটনার মন্তব্য করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর ধর্মকে জানতে হলে আরবী ভাষায় কিছুটা জ্ঞান থাকতে হবে আর সরলতা হলো জ্ঞানের একটি বড় উপাদান। তিনি দাবি করেন যে, ইসলামবিরোধী মনোভাবের প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম ম্যুরের কোনো আরবীজ্ঞান ছিলো না, ফলে তার কোনো 'সহানুভূতিও' ছিলো না। তাই, তিনি নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। ড. লিটনার উল্লেখ করেন–

"মুহাম্মাদের (স) ধর্ম সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে প্রথম জানতে পারি ১৮৫৪ সালে কনস্টানটিপোলের একটি মক্তবে যেখানে আমি কুরআনের বেশ খানিকটা অংশ মুখস্ত করে নিয়েছিলোম। তুরস্ক, ভারত এবং অন্যান্য স্থানের ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছে আর আমি আরবি পড়েছি, যে ভাষায় তাদের বইপুস্তক লিখিত হতো। আমি এক্ষুণি বলে দিতে পারি যে, আরবীভাষার জ্ঞান ছাড়া কারও পক্ষে নবী মুহাম্মাদের (স) মানসপ্রতিভার মূল্যায়ন করা অসম্ভব, তবে আমি আরও বলতে চাই যে, শুদ্ধমাত্র 'জ্ঞান' ছাড়াও আরও গভীর কিছু ব্যাপার রয়েছে। আর তা হলো সহমর্মিতা: জ্ঞানের অর্থোদ্ধারের চাবিকাঠি হলো সহমর্মিতা যা জ্ঞানকে প্রাণবন্ত করে তোলে অন্যথায় জ্ঞান হয়ে ওঠে হাড্ডিসার কঙ্কালমাত্র। বিখ্যাত এমন অনেক পণ্ডিত খুঁজে পাওয়া যাবে যারা সহমর্মিতার অভাবে মুহাম্মাদের (স) ধর্মকে অবমূল্যায়ন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, স্যার উইলিয়াম মু্যর হলেন তাদের একজন যিনি এই ধর্মটি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিতান্ত ভুল পথে হেঁটেছেন।"[২২৫]

নবী মুহাম্মাদ (স) বিরোধী একজন প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম ম্যুর যিনি তাঁর লেখা বইয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর সমালোচনা করেছেন পাশাপাশি ভালো কাজের জন্য তাঁর সুনামও করেছেন এবং অন্যদের সাথে তাঁর আচার-আচরণের প্রশংসা করেছেন। স্যার ম্যুর দাবি করেন যে, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার জাগরণে খ্রিস্টান ধর্মের পরেই নবী মুহাম্মাদ (স) ও ইসলামের অবস্থান। নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে প্রচুর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সেসব বাণী ছিলো বহুমাত্রিক, ঈশ্বরের একত্ব প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা– সবই এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। স্যার উইলিয়াম ম্যুর নিম্নরূপ বলছেন–

"নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অতি অল্প আর সাধারণ কিছু জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর নীতিশিক্ষাগুলো চমৎকার ও বিশাল বড় এক কর্মসাধন করেছে। আদি খ্রিস্টান ধর্ম যখন প্রথমবারের মতো পৃথিবীকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়েছিলো এবং বর্বরতার সাথে এক নৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো তারপর থেকে নিয়ে এমন আত্মিক চেতনার উন্মেষ, এমন আত্মত্যাগী বিশ্বাস, এবং বিবেকের প্রতি সাড়া দিয়ে সম্পদ ত্যাগ করার এমন উদাহরণ ইসলাম ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি। মুহাম্মাদ (স) মূর্তিপূজার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি একত্ববাদ প্রচার করেছেন এবং ঈশ্বরের অসীম ক্ষমার কথা ঘোষণা করেছেন, মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের কথা বলেছেন, এতিমের যত্ন নিয়েছেন, দাসমুক্তি ঘটিয়েছে, মাদক নিষিদ্ধ করেছেন। অন্য কোনো ধর্মই ইসলামের মতো এত সাফল্য অর্জন করেনি।"[২২৬]

আদর্শ কর্মবীর

মুসলমানদের জন্য নবী মুহাম্মাদ (স) হলেন আদর্শ কর্মবীর এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। কুরআনে এ ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভালোবাসার পূর্বশর্ত হলো নবীর অনুসরণ করা। আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং মুসলমানদের মাঝে নবী মুহাম্মাদের (স)-এর গুরুত্ব এতটাই বেশি যে মুসলমানগণ তাদের ঈমানের অংশ হিসেবেই তাদের পরিবার পরিজনের চাইতেও নবী মুহাম্মাদ (স) বেশি ভালোবাসতে হয়।"[২২৭]

নবী মুহাম্মাদের (স) চরিত্রের একটি শক্তিশালী দিক হলো অন্যদের দ্বারা ব্যথিত ও পীড়িত হয়েও প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাবিহীনভাবে তা সহ্য করে চলা। তিনি জানতেন যে, এ লোকগুলো তাদের কৃত ভুলের ব্যাপারে সচেতন নয় এবং তারা তাদের কৃত কাজকে সঠিক মনে করে তা করেছে। যাহোক, তিনি সবসময় তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন। ভারতীয় লেখক ডা. এন কে সিং বলেছেন–

"লোকেরা তাঁর গায়ের ওপর ময়লা নিক্ষেপ করত আর গালি বর্ষণ করত। জনৈকা মহিলা আরও এক দুষ্টবুদ্ধি প্রয়োগ করত। নবী (স) প্রতিদিনই যখন তার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেন তখনই সে তার বাড়িতে জড়ো করে রাখা দৈনন্দিন গৃহস্থালী আবর্জনা সরাসরি তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করত। এ ঘটনা এতই নিয়মিত হয়ে উঠল যে, একদিন যখন ময়লা নিক্ষিপ্ত হলো না, তখন নবী (স) কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, সেই বৃদ্ধা মহিলাটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তিনি তখন সেই কুটিরে প্রবেশ করলেন, মহিলাটির পাশে বসে পড়লেন, তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁর দ্রুত রোগারোগ্য কামনা করে প্রার্থনা করলেন।"[২২৮]

এটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, যুদ্ধের সময় নবী মুহাম্মাদ (স) বস্তুগত সাফল্য কিম্বা সামরিক জয়কে যুদ্ধবিজয় হিসেবে দেখতেন না বরং তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিলো তথাকার জনগণের হৃদয় ও মন জয় করা। ভালোবাসা আর সমবেদনাই ছিলো তাঁর নবুওয়াতের মূলমন্ত্র। নবী মুহাম্মাদ (স) যে দেশদখলকারী যুদ্ধোন্মাদ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না তার প্রমাণ হলো, তিনি কোনো জনগোষ্ঠীকে কখনোই ধর্মগ্রহণে জোরজবরদস্তি করতেন না এবং ডা. এন কে সিং-এর মতে পরবর্তী মুসলিম সেনাপতিদের দ্বারাও মুহাম্মাদের (স) এ শিক্ষাটি অনুসৃত হয়েছে–

"নবী মুহাম্মাদের (স) চূড়ান্ত 'বিজয়' প্রকৃতপক্ষে সেই ভালোবাসার শক্তিরই বিজয় যেই ভালোবাসা ও শান্তির কথা সূরা আন-নসরে এবং সূরা আল-মায়েদার স্মরণীয় ঘোষণায় মানবতার প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে– প্রকাশিত হয়েছে ইসলামের বাণী: সর্বশেষ স্বর্গীয় বাণী। নবী প্রদত্ত ইসলামের সেই অহিংসা, সত্য এবং শান্তির বাণী শীঘ্রই স্পেন, আফ্রিকা, ভারত, চীন, রাশিয়া এবং বিশ্বের আরও দূরবর্তী স্থানে. আনাচে

কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কখনোই কোনো সেনাবাহিনী আসেনি। তাহলে তাঁর উপরে কতই না অলৌকিক এক পবিত্রগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিলো! ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই- এটাই ছিলো ইসলামের বিজয়ধ্বনি[২২৯]।"

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো খুবই বাস্তববাদী এবং এটাই এর প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করেছে। মুহাম্মাদ (স)-এর আচার-আচরণ ছিলো খুবই অনুসরণীয়। তিনি বিশেষ করে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলার জন্য বেশি পরিচিত। যাদের হাতে অত্যাচারিত হতে হতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো তাদের ওপর বিজয় লাভ করার পরেও তিনি তাদের ওপর কোনো সহিংস কর্মকাণ্ড চালাননি। ড. এন কে সিং বলেন–

"ধর্ম সম্বন্ধে এই ধরনের উদার ধারণা নিয়ে কোনো মুসলমান সন্ত্রাসী হতে পারে না। মোটের উপর ইসলাম হচ্ছে সহজ সরল বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম যেটাকে গ্রহণ করার আগে রীতিমতো যাচাই করে নেয়া যায়। মুসলমানদের সামনে অনুকরণ করার জন্য নবী (স)-এর জীবন একটি পরিষ্কার নিখুঁত চিত্রের মতে রয়ে গেছে। ইসলামের প্রচার ও অনুশীলনে তিনি সর্বোচ্চ দৃঢ়তা দেখিয়েছে। তাঁর মক্কাজীবন প্রতিবাদহীন মার খেয়ে যাওয়ার উদাহরণে ভরপুর। মক্কায় ইসলাম প্রচারের সময় নবী (স) অনেক কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়ে শারীরিক আঘাতও সহ্য করেছেন। তাঁর জীবনের এসব ঘটনার পরবর্তীকালে মক্কাবিজয়ে প্রতিশোধহীন প্রতিক্রিয়াই কি তাঁর অহিংস নীতির প্রমাণ নয়।"[২৩০]

মক্কাবিজয়ের পর নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষে মক্কার নিপীড়নকারী যারা তাঁর দুর্ভোগ, সমস্যা আর কষ্টের কারণ হয়েছিলো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তখন শান্ত ও অহিংস ছিলেন। তিনি যে কেবল প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থেকেছেন তা-ই নয়, বিপরীতপক্ষে তিনি যুদ্ধপরবর্তী সম্ভাব্য নাজুক অবস্থায় তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। জীবনে এত বিপুল অর্জন ঘটায় তিনি কোনো প্রকার গর্বও প্রকাশ করেননি। প্রখ্যাত একজন ব্রিটিশ লেখক, রেভারেন্ড বোসওয়ার্থ স্মিথ সেইসব পাঠককে মক্কা বিজয়ের ঘটনাটি পাঠ করতে আহ্বান জানিয়েছেন যারা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতে চায়। তিনি উল্লেখ করেন–

"মক্কাবিজয়ের পর সেটাই ছিলো চূড়ান্ত সময় যখন মুহাম্মাদ (স) ইচ্ছা করলে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে, তাঁর লালসা পরিতৃপ্ত করতে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর রিরংসা তুষ্ট করতে পারতেন। সেরকম কিছু ঘটেছিলো কী? মক্কাবিজয়ের পর মুহাম্মাদের (স) মক্কানগরীতে প্রবেশের বিবরণটি পড়ুন পাশাপাশি ঐতিহাসিক সূত্রচ্ছিন্ন মারিয়াস বা সূলার রোমে প্রবেশের ঘটনাটি পড়ুন। তারপর উভয়ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির তুলনা করুন, বিজয়ের পর মুহূর্তের চিত্র কেমন ছিলো, হৃত ক্ষমতা ফিরে পেয়ে উভয়ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা কীরূপে ব্যবহার করা হয়েছিলো,

তাহলেই কেবল আমরা আরবের নবীর (স) মহানুভবতা ও সংযমের মূল্যায়ন করার মতো অবস্থানে পৌছাতে পারব। সেখানে তিনি নির্বাসনে পাঠানোর কালোতালিকা তৈরি করেননি, কোনো লুটতরাজ নয়, কোনো দুষ্টচরিত্রজাত প্রতিশোধও নয়। মক্কায় নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ করার কারণে যে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন তা-নয়, বরং ইতোমধ্যে মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করে এসেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি একই আচরণ করে এসেছেন।"[২৩১]

যদিও জনগণের ওপর এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপক প্রতিপত্তি ছিলো এবং এই হিসেবে তিনি একদিকে রাষ্ট্রনায়ক ও অন্যদিকে ধর্মাধিকারীর যৌথ পদে বহাল ছিলেন কিন্তু সেই তুলনায় এ ধরনের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক বা ধর্মাধিকারীর মতো বিপুল আড়ম্বর তাঁর ছিলো না। তাঁর নিয়মিত কোনো চৌকস সেনাবাহিনী ছিলো না, ছিলো না কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম, অথবা রাজভাণ্ডার যা পৃথিবীর ইতিহাসজুড়ে সকল রাষ্ট্রনায়কেরই কমবেশি ছিলো। এসবের দ্বারাই তাঁর ঐশ্বরিক শাসনক্ষমতার ব্যাপারটি আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয়। পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা পরিচালনার জন্য যেসব বাহিনী, স্থাপনা, আমলাতন্ত্র বা সরঞ্জাম প্রয়োজন হত সেই বিবেচনায় তিনি সেসব ব্যবহার না করেই যে বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি চালিয়ে গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। মুহাম্মাদ (স) পদ বা তকমা, প্রাচুর্য এবং হামবড়াই যুক্ত নাম-ডাকের কাঙ্গাল ছিলেন না যেমনটি ছিলেন পৃথিবীতে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া অনেকেই। তাঁর যা ছিলো তিনি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। পুরোপুরি ভদ্র এবং সুশীল কিন্তু সাদামাটা ও অনুল্লেখযোগ্য জীবনযাপন করতেন। রেভারেন্ড বোসওয়ার্থ যেমনটি বলেছেন–

"একদিকে রাষ্ট্রনায়ক অন্যদিকে সর্বোচ্চ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি, দুয়ে মিলে তিনিই ছিলেন একের মাঝে দুই- সিজার এবং পোপ। তিনি ছিলেন সৈন্যবাহিনীবিহীন রাজা। কোনো চৌকস বাহিনী নেই, দেহরক্ষী নেই, রাজপ্রাসাদ নেই, রাজকোষ থেকে প্রাপ্য কোনো বেতন-ভাতা নেই; অতএব, জগতের কোনো মানুষ যদি এ দাবি করে যে, ঈশ্বর তাকে শাসনক্ষমতা দিয়েছেন; তবে সে দাবি করতে পারেন একমাত্র নবী মুহাম্মাদ (স) কারণ তাঁরই ছিলো আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাপনের সাহায্য ছাড়াই এত বিপুল ক্ষমতা। তিনি কোনো প্রকার পদ বা আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন, রাজকীয় নিয়মকানুনকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছিলেন আর বিনীত গর্বে সেগুলোকে উপেক্ষা করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যারা রাজক্ষমতার অধিকারী, সোনার চামচ মুখে জন্ম নেয়া সেসব রাজপুত্র যারা রাজকীয় পরিবেশ আর আনুষঙ্গিক সমর্থন ছাড়া রাজ্য চালাতে পারবে না তাদের কথা বাদই দিলাম। এমনকি যারা স্বচেষ্টায় ঘামঝরিয়ে বীরপুরুষে পরিণত হয়েছেন সেই রকমের কোনো একজন, সিজার, ক্রমওয়েল বা নেপোলিয়নের কথাই যদি বলি তাহলেও দেখা যাবে যে, এঁরাও কিন্তু দরবারী কেতা আর আনুষ্ঠানিকতার ঠুনকো আকর্ষণ ছাড়তে পারেননি।

মুহাম্মাদ (স)-ই ছিলেন ক্ষমতাবানদের মধ্যে একমাত্র বাস্তববাদী; তিনি ক্ষমতার ওপর রাজকীয় কায়দাকেতার অযথা প্রলেপ লাগিয়ে তাকে জনগণের কাছে ঘোলাটে করে তুলতে চাননি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তাঁর সামাজিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো।"[২৩২]

স্যার ম্যুর অনুধাবন করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এতই কোমলহৃদয় ছিলেন যে, তিনি মানুষের দুর্দশায় সহজেই কাতর হতেন এবং তাদের যে কোনো দুর্ভোগে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলেন–

"তিনি ছিলেন একজন ভালো বন্ধু, দয়ালু ও কোমলপ্রাণ" "তিনি দুঃখী মানুষের কান্নার সাথী হতেন, এবং এভাবে তিনি আপন সত্ত্বার সাথে চারিপাশের সমস্ত মানবহৃদয় ও জীবসত্ত্বাকে বেঁধে ফেলেছিলেন .... এমনকি তিনি তাদেরও মুগ্ধ করে ফেলেছিলেন যারা তাঁকে দেখেনি কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগী ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের দায় সম্পর্কে গল্প শুনেছিলো মাত্র। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যেহেতু ছিলো প্রবল তাই তিনি কাউকেই ছাড় দেননি, সকলের কাছেই তা প্রচারের চেষ্টা করেছেন, এবং মাঝে মাঝেই তাঁর কল্পিত 'ওহী'র দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন । তিনি খ্রিস্টীয় ও পৌত্তলিক এ দুই ধর্মবিশ্বাসের সুকৌশল সমন্বয়ের এক চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন বটে[২৩৩]*। (দাগাঙ্কিত অংশটুকু ম্যুরের ব্যক্তিগত মতামত)"*

অ্যানমেরী শিমেল নবী মুহাম্মাদের (স) ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন। তার ভাষায়–

"মুহাম্মাদের (স) ব্যক্তিত্ব প্রকৃতই, কুরআনের পাশাপাশি, মুসলমানদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।"[২৩৪]

নবী মুহাম্মাদ (স) যে সংযমী জীবনযাপন করতেন তাঁর দীর্ঘদিন ভরপেটে না খেয়ে কাটানোর দ্বারাই তা বোঝা যায়। তাঁর নবুওয়াতী জীবনের একটি লক্ষ্যই ছিলো মিতব্যয়িতা কারণ তাঁর সময়কার সমাজে অপচয়মূলক ব্যয়বাহুল্য ছিলো প্রবল। তিনি কখনও বিলাসিতা করতেন না এবং খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি প্রায়ই তাঁর স্ত্রীকে রান্নায় সাহায্য করতেন। ওয়াশিংটন আর্ভিং উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) পরিচিত, অপরিচিত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ধনী অথবা গরীব সকলের সাথেই সমান ব্যবহার করতেন। তিনি সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দিতেন। তিনি সর্বাবস্থায় মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। তাঁর একজন চাকর এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যিনি আট বছর নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। আর্ভিংয়ের মতে–

"ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তিনি পরিচিত অপরিচিত, ধনী দরিদ্র, ক্ষমতাবান বা নিঃস্ব সকলের সাথেই সমান ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁর সদয় বন্ধুভাবাপন্নতার কারণে এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী

থাকার কারণে তিনি তাদের কাছে অতিপ্রিয় ছিলেন। উপযুক্ত কারণে তিনিও সাধারণত বিরক্ত হতেন তবে তিনি সবসময়ই তাঁর মেজাজকে সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন। মেজাজের ওপর তাঁর এতটাই নিয়ন্ত্রণ ছিলো যে, এমনকি গৃহস্থালী জীবনের ঢিলেঢালা পরিবেশেও তিনি ছিলেন দয়ালু ও ধৈর্য্যশীল। আনাস নামের তাঁর একজন দাস বলেন, "আমার বয়স যখন আট বছর তখন থেকে আমি তার সেবা করে আসছি, আর এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কোনোদিন আমাকে কোনো কারণেই সামান্য তিরস্কার পর্যন্ত করেননি যদিও আমার হাত থেকে প্রায়ই জিনিসপত্র পড়ে ভেঙে যেত।"[২৩৫]

একজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা, লেখক এবং সাংবাদিক রোনাল্ড ভিক্টর কোর্টনি বোদলে তাঁর এক বইতে লিখেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সরলতা ও দয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁর অস্তিত্বের সাথেই গ্রথিত ছিলো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং উদ্দীপনাপূর্ণ, হতভাগ্য দরিদ্রদের প্রতি প্রচণ্ড সহমর্মি। তার ভাষায়–

"আমার বর্তমান লক্ষ্য হলো, মুহাম্মাদ (স) একজন আরববাসী মানুষ হিসেবে; পেশাগত কারণে মরুবাসী এরকম অনেক মানুষের সাথেই আমার জানাশোনা রয়েছে; সত্যিই কেমন ছিলেন তা বোঝার চেষ্টা করা। চালচলন ও রুচিবোধে সাধারণ একজন মানুষ কিন্তু মানুষের কল্যাণকামিতায় হৃদয়াবেগপূর্ণ এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ছিলেন অতিজাগতিক প্রত্যাদেশ বা ওহীপ্রাপ্ত কিন্তু তাঁর কাজকর্মের কায়দা কৌশল ছিলো আবার যুক্তিপূর্ণ জাগতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবিক দুর্বলতাজনিত আচরণকে তিনি সহ্য করতে পারতেন কারণ তিনি নিজে জানতেন যে দুর্বলতা মানুষের স্বভাবগত। এত কিছুর পরেও তিনি কোনো ঈশ্বর নন বরং নিজেকে জগৎস্থিত সাধারণ একজন মানুষ হিসেবেই তুলে ধরেছেন।"[২৩৬]

আর ভি সি বোদলে লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদের (স) সবচে বড় যোগ্যতা এটাই যে, তিনি যে কাজে হাত দিতেন সেই কাজটি তিনি মানবিক সামর্থের সীমানায় যতদূর কুলায় ঠিক ততদূর পর্যন্তই অর্জন করে ছাড়তেন। তারপরও, তিনি যেহেতু দৃশ্যত কোনো দেবদূত ছিলেন না তাই তাকে হয়ত সেই আখ্যা প্রদান করা যায় না। তবে তাকে যে অতিজাগতিক উপাধিটিতে ভূষিত করতেই হবে তা হলো– তিনি ছিলেন একজন নবী। যাহোক, কুরআনের মতানুসারে এবং নবুওয়াতের প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে এটাই একান্ত সত্য যে, নবী মুহাম্মাদ (স) অন্যদের মতই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। তাই দেখা যায়, শুধুমাত্র নবী হওয়ার পরও তিনি তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণী বা বিধানমালার ব্যতিক্রম নন, কারণ শেষপর্যন্ত আসলে তিনি মানবজাতিরই একজন ছিলেন–

"ধর্মের ইতিহাসের ধারায় মুহাম্মাদ (স)-এর অনন্য অবস্থান এ কারণেই যে, তিনি যা কিছু করতেন তা কোনো ফেরেশতা বা দেবদূতের অবস্থানে থেকে নয়। তাঁর যাকিছু

গুণপনা বা মাহাত্ম্য তা সবই মূলত মানবিক। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা বাদ দিলে অন্য আর দশটা মুসলিম ব্যক্তি থেকে তাঁর জীবন আলাদা কিছু ছিলো না– না ছিলো বিশেষ কোনো পদবী, না ছিলো আহামরি কোনো সহায়সম্পদ, কিংবা জীবনযাপনের আলাদা কোনো পদ্ধতি। মদিনার মসজিদটি, দামেস্ক বা ফেজ বা দিল্লির কোনো মসজিদের মতই বিশ্বের সুন্দর যে কোনো পরজাগতিক মাহাত্ম্যে ভূষিত স্থাপত্য কর্মের মতোই একইরকম। এমনকি মদিনার সেই বিশেষ মসজিদটিতেও আবদুল্লাহর ঔরসজাত আমিনার গর্ভের সন্তান মুহাম্মাদের (স) কারণে আলাদা কোনো বিশেষত্ব আরোপ করা হয়নি।"[২৩৭]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকার পরেও তিনি অতিসাধারণ একজন মানুষের মতোই জীবনযাপন করতেন। পৃথিবীতে এর চেয়েও কম ক্ষমতাবান রাজা, রাণী, সেনাপতি, রাষ্ট্রনায়কদেরও অনেক বেশি উচ্চমাত্রার বিলাসিতায় জীবন কাটাতে দেখা গেছে। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (স) দায়িত্ব, অবস্থান, ও সম্মানের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চপর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর কোনো প্রাসাদ ছিলো না; তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে এক জীর্ণ কুটিরে বাস করতেন। তাঁর গৃহস্থালী কাজকর্মে সহায়তার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিলো না, তিনি নিজ হাতে সব কাজকর্ম সারতেন। তাঁর খাদ্য ও জীবনমান ঠিক অন্য আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিলো। তাঁর পরিবারে সামান্য যা কিছু খাবার জুটতো তাও আবার অন্য কোনো অভাবী পরিবারের সাথে ভাগ করে খেতেন। তাঁর সরলতা পৃথিবীর বুকে এক অসামান্য উদাহরণ। বোসওয়ার্থ স্মিথ এর মতে–

"তাঁর নিত্যদিনকার পোশাক ছিলো সাধারণ, এমনকি কিছুটা কমদামী; তবে তিনি তা সযত্নে পরিপাটি করে নিয়ে যেভাবে পরলে শরীরে আরাম বোধ হয় সেভাবেই পরতেন। তিনি পরিচ্ছন্নতা (অজু) পছন্দ করতেন, আরও পছন্দ করতেন সুগন্ধিদ্রব্য; চুল পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে বেশ খানিকটা খুঁতখুঁতে ছিলেন, আর তাঁর দাঁতগুলো ছিলো মুক্তোদানার মতো ঝকঝকে। তাঁর জীবনের সমস্তটাই ছিলো নিতান্ত সহজ-সরল। তিনি স্ত্রীদের সাথে একসারি ঘরবিশিষ্ট একটি বাড়িতে বাস করতেন যেগুলো পরস্পর থেকে কাদামাটির মধ্যে খেজুরপাতা গেঁথে তৈরি করা বেড়া দিয়ে আলাদা করা ছিলো। তিনি নিজ হাতে আগুন জ্বালাতেন, মেঝে ঝাড়ু দিতেন এবং বকরীর দুধ দোহন করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে জানা যায় যে, তিনি একটি চামড়ার তৈরি মাদুরের ওপর ঘুমাতেন। এছাড়াও তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে গেলে নিজেই তা সেলাই করে নিতেন, স্বহস্তে জুতার ফিতা বাঁধতেন। আয়েশা (রা.) এর মতো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় একটানা কয়েকমাস যাবত তাঁদের ভরপেটে খাবার জুটতো না। তাদের সামান্য যাকিছু জুটতো তাও আবার বাড়ির মধ্যে অবস্থানকারী অভুক্ত খাবারপ্রার্থীদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতে হতো। প্রকৃতপক্ষে, নবী (স)-এর বাড়ির ঠিক বাইরে একটা বসার জায়গা ছিলো যেখানে সবসময়ই

একদল দরিদ্র লোককে উপস্থিত থাকতে দেখা যেতো। মূলত নবীর (স) বদান্যতার ওপর নির্ভর করে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হতো। তাঁর দৈনন্দিন খাবার ছিলো খেজুর ও পানি, অথবা যবের রুটি। নবী (স)-এর ঘরে দুধ আর মধু ছিলো রীতিমতো বিলাসদ্রব্য। তিনি এটা পছন্দ করতেন বটে কিন্তু পারতপক্ষে সে বিলাসিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন।"[২৩৮]

ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবনও বোসওয়ার্থের মতোই বলেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) সকল গৃহস্থালী কাজ স্বহস্তে করতেন এবং সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতেন। বেশিরভাগ সময়ই তাঁর ঘরে খাবার বা পান করার মতো কিছু থাকতো না। গিবন বর্ণনা করেন–

"মুহাম্মাদের সুবিবেচনা তাঁকে রাজকীয় আড়ম্বর থেকে দূরে রেখেছে; আল্লাহর একজন মর্যাদাবান নবী হয়েও নিজেকে এমনকি টুকিটাকি ঘরের কাজেও নিয়োজিত রাখতেন; তিনি রান্নার চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দিতেন, মেঝে ঝাড়ু দিতেন, মেষ থেকে দুধ দোহন করতেন এবং নিজ হাতে তাঁর জুতা এবং উলের পোশাক মেরামত করতেন। মরুবাসীর অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস বাদ দিয়ে তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে একজন আরব্য সৈনিকের স্বল্পাহারী খাদ্যাভাস বেছে নিয়েছিলেন। ভাবগম্ভীর কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে কদাচিৎ তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঘরোয়া এবং আতিথেয়তাপূর্ণ পর্যাপ্ত ভোজের আয়োজন করতেন; তবে তাঁর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে একদিনের জন্যও চুলায় জ্বলেনি এমন সময় প্রায়ই এসেছে।"[২৩৯]

নবী মুহাম্মাদ (স) যদিও দ্রুতই বেশকিছু সামরিক যুদ্ধবিজয় এবং রাজ্যজয় করতে পেরেছিলেন কিন্তু এর দ্বারা তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার গর্ব বা অহংকারের লেশমাত্র জাগ্রত হয়নি। এতে প্রমাণ হয় যে, তাঁর সামরিক অভিযাত্রাগুলো তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালনা করেন নি। এমনকি ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করার সময়ও মুহাম্মাদ (স) অন্তরে বাইরে তাঁর চিরাচরিত মিতব্যায়িতার নীতি বহাল রেখেছিলেন। তাঁর এই অভ্যাস তাঁর প্রথম জীবনে কষ্ট নির্যাতন সহ্য করার দিনগুলো থেকে নিয়ে অগণিত ভক্ত অনুসারী বেষ্টিত ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করা পর্যন্ত একই রকম ছিলো। আমেরিকান লেখক, প্রবন্ধকার, জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ ওয়াশিংটন আর্ভিং "নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী" নামক বইতে লেখেন–

"তাঁর সামরিক বিজয় তার মধ্যে কোনো প্রকার গর্ব বা মিথ্যা অহমিকার জন্ম দিতে পারেনি। তেমনটি হতে পারতো যদি তিনি স্বার্থপরভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে তা করতেন। চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার দিনগুলোতেও তিনি আচার-ব্যবহার ও পোশাক-আশাকে তাঁর সেই দুর্দশাময় দিনগুলোর মত একই সারল্য বজায় রেখেছিলেন। রাজকীয় জাঁকজমক থেকে যতটা সম্ভব দূরে অবস্থান করার সর্বপ্রকার চেষ্টা তিনি করতেন। এমনকি, তাঁর বিপুল ক্ষমতায় মোহগ্রস্ত কেউ যদি সামান্য অস্বাভাবিক কোনো উপায়ে তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে চাইতো সেটাও তিনি পছন্দ করতেন না। যেমন– কোনো জমায়েতে উপস্থিত হওয়ার সময় কেউ যদি তাঁর

সম্মানে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে চাইতো তবে তিনি তাদের বসিয়ে দিতেন।"[২৪০]

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন মেরী শিমেল তার একটি বইয়ে "নবী মুহাম্মাদ (স) এক সুন্দর চরিত্র" নামে একটি অধ্যায় রেখেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রের আদর্শ, তা সেটা ঘরে, বাইরে, কর্মস্থলে অথবা তা হতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন নৈতিক বিশুদ্ধতার এক অনন্য উদাহরণ।"[২৪১]

পাঠকনন্দিত লেখক জন এলডেন উইলিয়ামস মত প্রকাশ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা, একজন শাসক এবং অতিঅবশ্যই একজন অনুসরণীয় আদর্শ–

"নবী (স)-কেবলই একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আইনপ্রণেতা ছিলেন না; তিনি হচ্ছেন মুসলমানদের আদর্শ।"[২৪২]

সততা

জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সরকারপ্রধান, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি নবী মুহাম্মাদ (স), ইসলাম এবং বিশ্বে এর প্রভাব সম্পর্কে "একনজরে বিশ্ব ইতিহাস" নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, ইসলাম প্রচারিত হয়েছে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বারা যিনি ছিলেন সাধারণ জীবনযাপনকারী একজন মানুষ এবং সবার সাথে মেলামেশায় পরম সত্য অবলম্বনকারী। এ গুণের কারণে তিনি আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর সরলতা লোকদের মন ও হৃদয়কে আকৃষ্ট করত।"[২৪৩]

একজন ব্রিটিশ লেখক ও সাংবাদিক এম এইচ হিন্ডম্যান গুরুত্ব সহকারে বলেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ছিলো উচ্চমাত্রার সততা। সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সম্মান, নির্ভরযোগ্যতা, দৃঢ়তা, বিনয় ইত্যাদিসহ তাঁর অন্যান্য অসাধারণ গুণাবলি ছিলো যেগুলো পরশ পাথরের মতো কাজ করতো। ফলে, যারাই তাঁর সান্নিধ্যে আসতো তারাই তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে যেতো। শত্রুর শত নির্যাতনে পিষ্ট হয়েও তাঁর আত্মবিশ্বাসে কখনোই চিড় ধরেনি।

> *"এমনকি আজকের দিনেও আমাদের প্রজন্মের মানুষের জন্যও তাঁর প্রথম জীবন থেকে শুরু করে পরবর্তী কর্মজীবনের সমস্ত ঘটনা স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে ঐতিহাসিক সত্যতায় উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। তারপরও এই মহান আরববাসী ব্যক্তিটির জীবনের ঐতিহাসিক সূত্রে সংরক্ষিত চমৎকার সব ঘটনা পড়ার পরেও কারও পক্ষে সাধারণভাবে তাঁর চরিত্রকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে জন্ম নেয়া নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অবিস্মরণীয় সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করা সহজ নয়। তাঁর কর্মজীবনের কোনো সময়ই যিনি কোনোদিন কোনো স্বর্গীয় ক্ষমতার দাবি করেন নি, তাঁর নামে কোনো একটি অলৌকিক কাজের বর্ণনাও শোনা যায়নি, অথচ নিতান্ত মানবসুলভ এ নবী (স) তাঁর প্রথম অনুসারী তাঁর ঘরের মধ্যেই খুঁজে পান। তারপর অনেক আশাহত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অবশেষে তিনি জগতের অতিসম্মানীয় মানুষদের সেরা একজন হিসেবে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেন। যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসতো তারাই তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতো। যখন তিনি নিঃসম্বল দরিদ্র ছিলেন তখন থেকে নিয়ে শুরু করে ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের শীর্ষে ওঠার পর পর্যন্তও তাঁর শত্রু-মিত্র কেউই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতারণার একটিমাত্র অভিযোগও দিতে পারেনি।"[২৪৪]*

খ্রিস্টান বিশ্ব বিপুল সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে খ্রিস্টান ধর্মও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। তারা যেসব অঞ্চল দখল করেছে খ্রিস্টান ধর্মও সেসব অঞ্চলের আঞ্চলিক রীতিনীতির সাথে আপোস করে মিশে গিয়েছে। এ হিসেবে বলতে গেলে খ্রিস্টান ধর্ম তার স্বকীয়তা কিছুটা

হলেও হারিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত তা এলোমেলো বিমূর্ত ধারণা আর নিরেট তত্ত্বকথায় পরিণত হয়েছে। ফলে, এ যাবতকালে যা কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন হয়েছে তা খ্রিস্টান ধর্মের কারণে ততটা নয় যতটা ইসলাম ও তার নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কারণে হয়েছে। নবী মুহাম্মাদের (স) সততা ও গুণের প্রকাশ তাঁর শৈশবেই ঘটেছিলো। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-কে বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সৎভাবে কুমারজীবন কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে (রা.) খুব ভালোবাসতেন। মেজর জেনারেল ফর্লং বলেন,

> *"শৈশব থেকে স্বভাগতভাবেই সৎকর্মশীল মুহাম্মাদ (স) পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করার আগ পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থেই কুমারজীবন কাটিয়েছে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন চল্লিশ বছর বয়স্কা নিবেদিতাপ্রাণ এবং সদাচারী ভদ্রমহিলা, যিনি নবী (স)-এর শৈশবকাল তাঁকে থেকেই বিপদের সময় তাঁর প্রতি নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেন।"* [২৪৫]

বিখ্যাত একজন কংগ্রেস নেতা সি এফ এন্ড্রুস তার লিখিত "নবীর (স) তৃতীয় সঙ্গী" নামের একটি প্রবন্ধে বলেন যে, আমরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের সঙ্গে থাকেন। তিনি নবীর (স) শিক্ষাকে প্রশংসা করে বলেন, যখন নবী (স) এবং তাঁর একান্ত সহচর আবু বকর একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন তখন নবী (স) তাঁদের সঙ্গে আরেকজন সঙ্গী উপস্থিত থাকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে তৃতীয় সঙ্গী হলেন আল্লাহতালা স্বয়ং।"[২৪৬]

কিন্তু অন্যপক্ষে ফ্রাংকোয়েস ম্যারি রাওয়েট, যিনি ভলতেয়ার নামে পরিচিত, নবী (স)-এর প্রতি এবং তাঁর নবুওয়াত ও ওহীপ্রাপ্তির ব্যাপারে ভীষণ ক্ষুব্ধ। তিনি নবী (স)-কে একজন ভেকধারী এবং তাঁর ওহী হলো মিথ্যাচার ইত্যাদি (নাউজুবিল্লাহ) বলেছেন। ভলতেয়ারের মতো আরেক ফরাসি দার্শনিক দিদেরোঁও নবী (স) সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলেছেন। যাহোক, ১৮৪০ সালে টমাস কার্লাইল তার "বীর ও বীরপুজা" নামের এক অভিভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে, তাদের এসব আক্রমণাত্মক মতামত হচ্ছে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা যেখানে ১৮০,০০০,০০০ লোক ইসলাম ধর্মকে সত্য হিসেবে এবং নবী (স)-কে তাদের প্রকৃত বিজ্ঞ অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে। তিনি এটা ভাবতেই পারেন না যে কীভাবে এতগুলো মানুষের মতামত ভুল হতে পারে! কার্লাইল দাবি করেন যে, ভনিতা, প্রতারণা আর মিথ্যাচারের ধারণা করাটা সেই সময়ে প্রচলিত সংশয়বাদী একটা ফ্যাশন ছিলো এবং এরকম একটা ধারণা করাটা হলো ধারণাকারীদের অসুস্থ মনের পরিচায়ক। কার্লাইলের মতে নবী মুহাম্মাদ (স) একজন নিষ্ঠাবান, সৎ ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বান্তকরণে নিষ্ঠাবান ছিলেন, অন্যরা এসব নিয়ে ভাবত না। তারা মিথ্যা সম্মানের ঘোরের মধ্যে বাস করত। কিন্তু তাঁর জন্য জীবন ছিলো খুবই বাস্তব। মানুষের প্রকৃত ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় সিক্ত হওয়ায় জীবন তাঁর কাছে ছিলো সত্যিই দারুণ উপভোগ্য। এ ধরনের মানুষই মহান, প্রকৃত মহান মানুষ। তাঁকেই বলা যায় প্রকৃত মানব, ঈশ্বরের বার্তাবাহক।"[২৪৭]

পাঠকপ্রিয় ব্রিটিশ লেখক ও আইনজীবী প্রিংঙ্গল কেনেডি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বের ইতিহাসজুড়ে নবী (স)-এর রেখে যাওয়া ধর্ম আর তাঁর সামগ্রিক প্রচারকার্য ও বাণী নিয়ে যত মতামত প্রকাশিত হয়েছে ইতিহাসের পুস্তকগুলোতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এত আলোচনা হয়নি। নবী মুহাম্মাদের (স) চরিত্র উন্মোচন করতে গিয়ে ইতিহাসের বইগুলোর পৃষ্ঠা একদিকে উচ্চগুণবাচক বিশেষণ আর প্রশংসাবাচক শব্দরাজিতে ভরিয়ে ফেলা হয়েছে অন্যদিকে আরেকদল তাঁর মানহানি চেষ্টায় লিপ্ত থেকেছে। দুই পক্ষের কারও সাথেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (স) মানুষ হিসেবে যেমনই হোন না কেন তিনি যে কর্মযজ্ঞ সাধন করে রেখে গেছেন তা করে দেখানোর সাধ্য এ যাবত কারও হয়নি। মানব প্রচেষ্টার সাফল্যের শীর্ষবিন্দু ইহজগতে যদি কেউ স্পর্শ করে থাকেন তবে তিনিই হচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ (স) এবং তার মানসপ্রতিভা।"[২৪৭]

কেনেডি আরও বলেন যে, নবী (স) সম্পর্কে যে কেউ যে কোনো দিক থেকে ভেবে দেখুক না কেন অবশ্যই সে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, একজন ব্যক্তিমানুষের দ্বারা যতটা বেশি মহৎ কাজ হওয়া সম্ভব তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন নবী মুহাম্মাদ (স)।"[২৪৯]

একজন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ লেখক এবং আইনবেত্তা জর্জ সেল ১৭৩৪ সালে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ 'কুরআন : মুহাম্মাদের (স) কুরআন' লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি 'রিডার্স পেইজ' নামক ম্যাগাজিনে লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদের শত্রুদেরকেও যদি তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হয় তবে তারা নবী (স)-এর চমৎকার ব্যবহার, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ চরিত্র, সকলের সাথে খোলামেলা সুন্দর আচরণ, দুর্বলের জন্য করুণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ইত্যাদি ভালো বিবরণ ছাড়া অন্য কিছুই বলতে পারবে না। সেল মতো প্রকাশ করেন–

> *"তাঁর যা কিছু সত্যিকারের গুণাবলি রয়েছে তা অস্বীকার করার কিছুই নেই; সৎকর্মশীল এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ এ মানুষটির চারিত্রিক স্বচ্ছতার প্রশংসা করা ছাড়া বিপরীত কিছু করারও নেই। তারপরও তাঁকে যদি কেউ ভণ্ড ভেকধারী (নাউযুবিল্লাহ) বলে মনে করে সেও কিন্তু তাঁর স্বভাবগত সৌন্দর্য, তাঁর ব্যক্তিগত মাধুর্যের আকর্ষণ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, চমৎকার আচার ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি তাঁর উদারতা, সকলের প্রতি সমান বিনয়, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের নামাবলিকে উচ্চে তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা ইত্যাদিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না। শুধু তা-ই নয় তিনি ছিলেন কুসংস্কারবাদী, ব্যাভিচারকারী, খুনী, অপবাদ দানকারী, অপব্যয়কারী, লোভী, মিথ্যাসাক্ষ্যদানকারী ইত্যাকার লোকের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর। তিনি ধৈর্য, দানশীলতা, ক্ষমা, পরোপকারিতা, কৃতজ্ঞতা, মাতাপিতা ও গুরুজনদের সম্মানপ্রদর্শন এবং নিয়মিত ঈশ্বরের গুণগান করার ক্ষেত্রেও ছিলেন অতুলনীয়।"[২৫০]*

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আচরণসমষ্টি থেকে যা বোঝা যায় তাহলো তিনি ছিলেন একজন সহজ-সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি খুবই মিশুক ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাথে

হাস্যপরিহাসে লিপ্ত হতেন। সত্যপন্থী মানুষ হওয়ায় তিনি কখনোই অন্যদের প্রতারণা করতেন না। স্যার ম্যুর আরও বলেছেন–

> *"গাধার পিঠে ভ্রমণ করা, এমনকি কোনো চাকরবাকরের দেয়া দাওয়াতে হাজির হওয়া এবং কোনো বাহনে সওয়ার হলে পিছনে আরেকজনকে তুলে নেয়া ইত্যাদি তাঁর বিনম্র স্বভাবেরই বাহিঃপ্রকাশ। তিনি বলতেন, "একজন দাস যেভাবে বসে আমি সেইভাবে খাবার খেতে বসি, এবং আমি একজন দাসের মত করে খাবার খাই কারণ আমি প্রকৃতই একজন দাস।" তিনি খেতে বসতেন সবার শেষে, অন্যদের খাওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি অত্যধিক পরিমাণে নফল রোজা থেকে শরীরের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় তাঁর অনুসারীদের একটানা অত্যধিক নফল রোজ রাখাসহ যে কোনো ধরনের প্রাণঘাতী কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেছেন। যখন সঙ্গী-সাথীদের সাথে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ চুপ থাকতেন যাতে অন্যরা কথা বলার সুযোগ পায়। মদীনার মসজিদে মাঝে মাঝে তাঁরা কবিতার আসর বসাতেন ও পৌত্তলিক যুগে কৃত তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে গল্পগুজব করতেন আর সেসব ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি করতেন। আর মুহাম্মাদ (স) তাঁদের কথাবার্তা শুনে শুধু মুচকি হাসতেন। মুহাম্মাদ (স) সবচে বেশি ঘৃণা করতেন মিথ্যা বলাকে। তিনি যখনই বুঝতে পারতেন যে তাঁর সাথীদের কেউ সেই ভুলটি করে ফেলেছে তখন তিনি সেই সাথীটি থেকে ততক্ষণ দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন যতক্ষণ না তিনি বুঝতে পারতেন যে, সেই সাথীটি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে।"*[২৫১]

মুহাম্মাদ (স) ইচ্ছা করলে বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক হতে পারতেন এবং প্রবল পরাক্রমে তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী এবং নিরঙ্কুশ করে নিয়ে ভোগবিলাসে গা ভাসাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর হাতের মুঠোয় চলে আসা সুযোগকে হেলায় ঠেলে ফেলে দিয়ে তৎপরিবর্তে তিনি বেছে নিয়েছিলেন অতিসাধারণ, আটপৌরে জীবন। তিনি আরবের অর্থনৈতিকভাবে বর্ধিষ্ণু ব্যবসাপ্রধান অঞ্চলে বাস করতেন আর সেখানেই আরবের সেরা এবং পৃথিবীর ভালো ভালো ভোগ্যপণ্য পাওয়া যেত। কিন্তু সে সব লোভের জিনিসের দিকে ফিরে না তাকানোর মতো নৈতিক শক্তি ও নিষ্ঠা তাঁর ছিলো। এটা তাঁর স্রষ্টাতে বিশ্বাস এবং পূর্ববর্তী নবীদের সরলজীবন অবলম্বনের বিশ্বাসের কারণে হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন অত্যধিক ভোগবিলাসিতা সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে যাপিত তাঁর শেষ দিনটি পর্যন্ত মুহাম্মাদ (স) মিতব্যয়ী জীবন অবলম্বন করে গেছেন এবং এ অবস্থার উপরেই মৃত্যুবরণ করেছেন। কে এস রামকৃষ্ণ রাও লিখেছেন–

> *"মক্কার পতনের পর সবমিলিয়ে প্রায় একলক্ষ বর্গমাইল এলাকা তাঁর অধীনে আসে। প্রকৃতই তখন তিনি আরবের সম্রাট অথচ তখনও তাঁকে নিজের জুতা আর মোটা উলের পোশাক নিজেকেই মেরামত করে নিতে, বকরীর দুধ দোহন করতে, মেঝে ঝাড়ু দিতে, চুলায় আগুন জ্বালাতে এবং গৃহস্থালী আরও টুকিটাকি কাজকর্ম করতে*

দেখা গেছে। যেখানে তিনি বসবাস করতেন সেই মদীনা শহর পরবর্তীকালে তাঁর জীবদ্দশাতেই সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সর্বত্রই সোনারূপার ছড়াছড়ি শহরজুড়ে সেরকম সমৃদ্ধির দিনেও আরবের এ অধিপতির ঘরে একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে চুলায় আগুন জ্বলেনি। সে দিনগুলোতে তাঁর খাবার ছিলো শুধুই কয়েকটি খেজুর আর পানি। তাঁর পরিবার অনেক রাত পরপর না খেয়ে কাটিয়েছে কারণ রাতে খাওয়ার মতো ঘরে কিছু থাকতো না। তিনি কোনো নরম বিছানায় ঘুমাতেন না, দীর্ঘ ব্যস্ত দিন শেষে রাতের বড় অংশ প্রার্থনায় মগ্ন থেকে তিনি বাকি রাতটুকুতে খেজুরপাতার চাটাইয়ে শুয়ে ঘুমাতেন। রাতের প্রার্থনায় মাঝেমাঝেই সশব্দে কেঁদে উঠে স্রষ্টার কাছে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য শক্তিসামর্থ প্রার্থনা করতেন। যতদূর জানা যায়, সে সময় তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসত। ফুটন্ত কোনো কেতলির ঢাকনা আটকে গেলে ভিতরের বাষ্পের চাপে যেমন শব্দ হয় তাঁর বুকের ভিতর থেকে সেইরকম শব্দ বের হতো। তাঁর মৃত্যুর দিন তাঁর সম্বল বলতে ছিলো মাত্র কয়েকটি মুদ্রা যার কিছুটা অংশ আবার ঋণ পরিশোধের কাজে ব্যয় হয়ে যায়। বাকিটা সাহায্যপ্রার্থী একজন অভাবী লোককে দিয়ে দেয়া হয়। যে পোশাকটি পরিহিত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেই পোশাকে ছিলো একাধিক তালি লাগানো। যে গৃহ থেকে পৃথিবীর ঘরে ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো রাতের বেলায় সেই গৃহটিই ছিলো অন্ধকারে নিমজ্জিত কারণ বাতি জ্বালাবার মতো কোনো তেল ঘরে ছিলো না। দরিদ্র নিপীড়িত অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে তিনি সমগ্র আরবের সম্রাট হয়েছিলেন কিন্তু সেই বাহ্যিক পরিবর্তন আল্লাহর নবীর চিরন্তন দৃঢ় চরিত্রে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। জয়ে কিংবা পরাজয়ে, সুসময়ে কি দুঃসময়ে, প্রাচুর্যে কি অভাবে, তিনি মুহাম্মাদ (স) তাঁর মতোই থেকেছেন, একই চিরন্তন চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ঈশ্বরের জগতের আর সব চিরন্তন নিয়মের মতো ঈশ্বরের বাণীবাহকও অপরিবর্তনশীল ছিলেন।"[২৫২]

শান্তিপ্রিয়

ডা. ই বি হকিং নবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করেছেন। হকিংয়ের মতে, তিনি তাঁর অনুসারীদের চালচলন, আচার-আচরণ, শিষ্টতা, শান্তিপ্রিয়তা, বন্ধুভাবাপন্নতা ইত্যাদি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা সবই অন্যান্য সাধুসন্তদের শিক্ষা থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক উচ্চস্তরের। ডা. হকিং বলেছেন–

> *"নবী মুহাম্মাদ (স) ছাড়া বাদবাকি সব ধর্ম হলো ভাঙ্গা নৌকার মতো। মানবজাতিকে সেগুলোর কোনোটিই পবিত্রজগতে পৌঁছে দিতে পারে না।"*[২৫৩]

একজন আমেরিকান লেখক, প্রভাষক ও জীবনীকার রুথ ক্রানস্টোন বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) কখনো কোনো সহিংসতা, যুদ্ধ বা হত্যকাণ্ড উস্কে দেননি। তিনি আগবাড়িয়ে কখনো কারও সাথে বিবাদ বাধাতেন না। যতগুলো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন তার সবগুলোই ছিলো আত্মরক্ষা বা নিজের লোকজনকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। যুদ্ধের ময়দানেও তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে যুদ্ধ করতেন না বরং রক্ষণাত্মক নীতিতে যুদ্ধ করতেন। যখনই তাঁকে কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে তখনই তিনি যতটা সম্ভব কৌশলী ব্যবস্থাপনা এবং যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার করতেন।"[২৫৪]

আচার আচরণ

মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্দর নৈতিক চরিত্র, তাঁর উপর অবতীর্ণ ধর্মের মাহাত্ম্য ইত্যাদি কীভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুপরবর্তীকালেও তাঁকে বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে আর ঠিক সেই গুণসমূহের অভাবেই কীভাবে পূর্বাঞ্চলে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে গিবনের লেখায় সেই বিবরণ পাওয়া যায়–

> *"কনস্টান্টিনোপোল এবং জার্মানীর সিজারদের ছয়শো বছরের ইতিহাস বর্ণনার পর আমি এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি গ্রীক সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তীয় সম্রাট হেরাক্লিয়াসের রাজ্যের কথা। রাজ্যটি যখন পার্সিয়ান যুদ্ধে বিধ্বস্ত, চার্চগুলো নেস্ত্রোপন্থী ও বহিরাগত উপদলগুলোর দ্বারা বিভ্রান্ত, ঠিক তখনই মুহাম্মাদ (স) একহাতে তরবারী আরেক হাতে কুরআন নিয়ে খ্রিস্টধর্ম আর রোম সাম্রাজ্যের সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর তাঁর বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আরবীয় নবীর (স) প্রতিভা, তাঁর জাতির লোকদের চালচলন এবং তাঁর ধর্মের চেতনায় যা কিছু ছিলো ঠিক সেই জিনিসগুলোর অভাবেই পূর্বরোম রাজ্যের পতন ঘটেছিলো। এবং আমরা দেখতে পেলাম বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি অভ্যুত্থান যা বিশ্বের জাতিসমূহের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো।"*[২৫৫]

ডাভেনপোর্ট জানিয়েছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর যৌবনে আকর্ষণীয় শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণ, কথা বলা ও চলাফেরার ঢং, তাকানোর ভঙ্গি ইত্যাদি অন্যদেরকে আকৃষ্ট করত। ডাভেনপোর্টের মতে–

> *"তাঁর যৌবনে নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর পুরুষোচিত শারীরিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। মার্জিত হাবভাব, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিকশিত খুঁতহীন শারীরিক গঠন, কালো চোখজোড়ার চাহনিতে বিদ্ধ করার মতো দ্যুতি, নাক অগ্রভাগের দিকে ক্রমশ উঁচু, মুখন্ডলের সুগঠিত আকৃতি, মুক্তোর মতো ঝকঝকে দন্তসারি, গালে সামান্য লালচে আভাসহ সুস্বাস্থ্যমণ্ডিত শরীর ছিলো তাঁর। ঘনকালো বাড়ন্ত চুলগুলো শৈল্পিকভাবে পরিপাটি করে রাখা এবং দাঁড়ি ছিলো হালকা বাদামী রংয়ের। তাঁর আকর্ষণীয় হাসি, তাঁর উচ্চকিত সুরেলা কণ্ঠস্বর, তাঁর দেহভঙ্গির কমনীয় গম্ভীরতা, খোলামেলা কথাবার্তা, আচরণের আন্তরিকতা সবমিলিয়ে তাঁর দর্শকশ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো আটকে রাখতো।"*[২৫৬]

আমেরিকান লেখক এলসা মার্সটিন বলেন যে, লোকেরা নবী (স)-কে একজন দয়ালু ও কোমলহৃদয় বিশিষ্ট কাছের মানুষ হিসেবে তাদের মনের কোটরে জায়গা করে দিত। তারা জানতো নবী (স) তাঁর সঙ্গী-সাথী, শিশু এমনকি পশুপাখিকেও কতটা ভালোবাসেতন–

"নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর সহমর্মিতা, দয়া এবং মিষ্টি স্বভাবের কারণেই বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতেন। শিশুরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো আর তিনি তাদের সাথে খেলাধুলা করতে পছন্দ করতেন।"[২৫৭]

আমেরিকান লেখক, জীবনীকার, ইতিহাসবিদ এবং কূটনীতিক ওয়াশিংটন আর্ভিং তার এক বইয়ে লেখেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) চালচলনে ছিলেন ধীরস্থির এবং তিনি সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি হাস্যপরিহাস করতেন কিন্তু সেখানেও তাঁর ভাবগম্ভীরতা এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন আর তাঁর মুখমণ্ডলে সবসময়ই মৃদু হাসির আভা লেগেই থাকতো।

"সাধারণভাবে তাঁর চালচলন ছিলো ধীরস্থির এবং সমমর্যাদাভিত্তিক; মাঝে মাঝে তিনি হাসিতে যোগ দিতেন তবে সে হাসিও সাধারণত ভাবগম্ভীর হতো যাতে তাঁর মর্যাদার সীমানা বোঝা যেত। তাছাড়াও, তাঁর মুখণ্ডলে সবসময় হাসির রেখা ফুটে থাকতো[২৫৮] *।"*

শ্রদ্ধা

গিবনের বর্ণনানুযায়ী নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মহান ব্যক্তিত্ব ছিলো স্বর্গীয় উপহার। কোনো জনসমাগমে তিনি বক্তৃতা দেয়া শুরু করার আগেই জনগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে থাকতো। তাঁরা বক্তব্য শোনার আগেই তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য তৈরি হয়ে থাকতো। লোকেরা তাঁর নির্দেশ, তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু, তাঁর কথা বলার ঢং, তাঁর দেহভঙ্গি ইত্যাদি খুবই পছন্দ করতো। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যই লোকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত আর তারা তাঁর কথা মেনে নিত। তিনি ছিলেন সাহসী কোন কাজ কখন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে তা তিনি ভালোই জানতেন।

> *"তিনি কথা শুরু করার আগেই, সে কথার মাধুর্য্য যেন আগেই শ্রোতাদের আকুল করে তুলত এবং তারা তাঁর বক্তব্য সমর্থন করত। শ্রোতারা তাঁর অভিভাবকসুলভ উপস্থিতি, তাঁর রাজকীয় ভাবভঙ্গি, তাঁর বিদ্ধ করা চাহনি, তাঁর কমনীয় হাসি, দাঁড়ির উড়ন্ত প্রান্তভাগ ইত্যাদি প্রশংসাসহ উপভোগ করত। তাঁর ছিলো উচ্চমর্যাদাজ্ঞাপক চেহারা যেখানে তাঁর আত্মার প্রত্যেক অনুভব প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং তাঁর অঙ্গভঙ্গি যা তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাকে আরও জোরালো করে তুলত। জীবনের স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলোতে তিনি ভাবগম্ভীরতা ও সুশীলতা বজায় রাখতেন। সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালীদের সম্মানের দিকে তিনি মর্যাদাপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করতেন তবে তা আবার ছিলো মক্কার দরিদ্রতম লোকটির জন্য অনুভূত অনুকম্পা ও অমায়িতাকতায় ভূষিত। কথাবার্তায় তাঁর খোলামেলাভাব শ্রোতার নিকট থেকে তাঁর নিজস্ব মতামতকে পৃথক রাখত। আর তাঁর বিনয় ছিলো যে কাউকে বন্ধুতে পরিণত করার মতো আর অতিজাগতিক সম্পর্ক রচনা করার মত অনুভূতিজ্ঞাপক। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রবল এবং প্রখর। তাঁর রসবোধ ছিলো তীক্ষ্ণ এবং শালীনতাপূর্ণ। কল্পনাশক্তি ছিলো অনেক গভীর। বিচারবোধ ছিলো পরিচ্ছন্ন, দ্রুতগামী এবং সিদ্ধান্তবাচক। তিনি একজন চিন্তাবীর এবং কর্মবীর এ দুয়েরই সাহস রাখতেন। যদিও তাঁর পরিকল্পনা ধীরে ধীরে সফলতা লাভ করেছে, কিন্তু তাঁর স্বর্গীয় কর্মসাধনের যে দায়িত্ব প্রথমেই পেয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা ছিলো শেষ পর্যন্ত সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। এটাই হলো নবী মুহাম্মাদ (স)-এর খাঁটি এবং উচ্চমানের প্রতিভার পরিচায়ক।"*[২৫৭]

গিবন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রের সরলতা বর্ণনা করেছেন। তিনি জীবন পরিচালনা করতেন অতি সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে যিনি ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন সব কাজকর্ম নিজ হাতে করতেন। তিনি কখনও গর্ব প্রকাশ করতেন না, সাধারণ আরবীয় খাবারের বাইরে কোনো খাবার খেতেন না যদিও তিনি একজন সৈনিকও ছিলেন বটে–

"মুহাম্মাদ (স) সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত থেকেই রাজকীয় আড়ম্বর ঝেড়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহর এ বাণীবাহক স্বহস্তে গৃহকর্ম করতেন। তিনি চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দিতেন, মেঝে ঝাড়ু দিতেন, মেষ দোহন করতেন এবং তাঁর জুতা ও উলের মোটা কাপড় নিজেই মেরামত করতেন। মরুবাসীর অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস বাদ দিয়ে তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে একজন আরব্য সৈনিকের স্বল্পাহারী খাদ্যাভাস বেছে নিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের সেরা সাফল্য হলো তিনি তাঁর বড় অর্জনগুলো লাভ করেছেন তরবারির সামান্যতম খোঁচা দেয়া ছাড়াই শুধুমাত্র কঠোর নৈতিক বলের দ্বারা।"[২৬০]

ড. পিটারসন দাবি করেন যে, এমনকি আজকের দিনেও মুহাম্মাদ (স)-কে সব বিবেচনাতেই একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যায় যিনি তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলকেই এই অনভূতি প্রদান করতে পারতেন যে মুহাম্মাদ (স) শুধু তাকে নিয়েই ভাবেন এবং তারই প্রতি সব মনোযোগ দিয়ে রেখেছেন। অন্যদের জন্য তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিলো।[২৬১]

গুণাবলি

উইলিয়াম মন্টগোমেরি ওয়াট বলেন যে, ইসলাম ধাপে ধাপে আরবভূমির বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে। যাহোক, সেই বিস্তার সম্ভব হয়েছিলো নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিস্ময়কর গুণাবলির কারণে অন্যথায় এ ধরনের বিস্তার ঘটত না।[২৬২]

ড্যাভেনপোর্ট দাবি করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ছিলো। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে শুদ্ধ আরবী বলতেন। ড্যাভেনপোর্ট বলেন–

> *"তিনি উচ্চমাপের মেধাসম্পন্ন ছিলেন– তাঁর উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিলো দ্রুত এবং সক্রিয়, তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রবল ও প্রখর, সাহস ছিলো অকুতোভয়। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি যে কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তিনি লোকের সমালোচনার পরোয়া করতেন না। তাঁর ছিলো ধৈর্যপূর্ণ সহনশীলতা যা যে কারও প্রশংসা অর্জন না করে পারে না। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্মিতার সাথে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর শুদ্ধতম আরবী ভাষাজ্ঞান আর সর্বোপরি ছিলো স্বর্গীয় বচনমালার মোহনীয়তা।"*[২৬৩]

ড্যাভেনপোর্ট জোর দিয়ে বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর সরলতা, আচার ব্যবহার, কথাবার্তা দ্বারা জনগণের হৃদয় ও মনকে জয় করেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারত না। তাঁর জীবনযাত্রা ছিলো যে কোনো সাধারণ মানুষের মতো অনুল্লেখযোগ্য রকমের সাদামাটা। যদিও তিনি আরবের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি গৃহস্থালী সব কাজকর্ম নিজ হাতে করতেন। ড্যাভেনপোর্ট ব্যাখ্যা করে বলেন–

> *"বড়দের প্রতি তাঁর বিনয় আর ছোটদের প্রতি অমায়িকতা এবং গণ্যমান্য লোকদের প্রতি তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন তাঁকে শ্রদ্ধা, প্রশংসা আর অভিবাদনের উপযুক্ত করে তুলেছিলো। নিজের লক্ষ্য অর্জন এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত মেধা তাঁর ছিলো। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। ফলে নিরক্ষর হয়েও তিনি তাঁর ভয়ংকরতম শত্রুর সাথেও চৌকস বিতর্কে লিপ্ত হতে পারতেন আবার অন্যদিকে তাঁর সবচে কমবুদ্ধিসম্পন্ন অনুসারীকেও উচ্চমার্গীয় চিন্তাধারার শিক্ষা প্রদান করতে পারতেন। তাঁর সাধারণ বাগ্মিতাই তাঁর রাজকীয় প্রকাশভঙ্গির কারণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত, আবার তিনি তাঁর ভীতিজাগানিয়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বন্ধুত্বপূর্ণ মিষ্টতা দ্বারা জনগণের নিকট সহনীয় করে তুলেছিলেন, প্রচণ্ড আবেগকে প্রশংসা আর ভালোবাসায় মিশিয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তাঁর এক ধরনের অভিভাবকসুলভ ক্ষমতা ছিলো যার দ্বারা তিনি শিক্ষিত লোকজনকে বশ করতে পারতেন আর অশিক্ষিতদের পরিচালনা*

করতে পারতেন। বন্ধু এবং অভিভাবক হিসেবে তিনি প্রকৃতিতে বিদ্যমান সবচে কোমল অনুভবের প্রকাশ ঘটাতেন। পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের একজন যোগ্য বাণীবাহকের মতোই কর্মসম্পাদন করতেন। এত বড় মাপের একজন মানুষ যখন অতি সারল্যের সাথে তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যকর্ম করে চলেন তখন তাঁর জীবনযাত্রায় ব্যয়বাহুল্য যে আদৌ থাকার কথা না তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এমনকি যখন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে উঠে, আরবের রাজার অবস্থান অর্জন করেছিলেন তখনও তিনি আগের মতোই তাঁর জুতা আর মোটা উলের কাপড় নিজ হাতে মেরামত করতেন, মেষ দোহন করতেন, মেঝে ঝাড়ু দিতেন এবং চুলায় আগুন জ্বালাতেন।"[২৬৪]

নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর নির্দিষ্ট কিছু স্বভাব দিয়েই চেনা যেত। ঘরোয়া কিংবা খোলা প্রাঙ্গণের বক্তৃতায় শ্রোতারা তাঁকে তাঁর সুশীল চরিত্রের জন্য ভীষণ প্রশংসা করত। তাঁর অসাধারণ গুণাবলি লোকজনকে ইতিবাচক ধারণায় বিমোহিত করত। সম্পদশালী অথবা দরিদ্র সকলের জন্যই তাঁর একই রকম শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। এডওয়ার্ড গিবন এভাবে বলেছেন–

"মুহাম্মাদ (স)-এর শারীরিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ছিলো। এমন বাহ্যিক সৌন্দর্য নজর এড়াতো না, অবশ্য তাঁর সেসব শত্রুদের কথা ভিন্ন যারা তাঁকে কুনজরে দেখতো। তিনি কথা শুরু করার আগেই, সে কথার মাধুর্য যেন শ্রোতাদেরকে আকুল করে তুলত এবং তারা তাঁর বক্তব্য সমর্থন করত। শ্রোতারা তাঁর অভিভাবকসুলভ উপস্থিতি, তাঁর রাজকীয় ভাবভঙ্গি, তাঁর বিদ্ধ করা চাহনি, তাঁর কমনীয় হাসি, দাড়ির উড়ন্ত প্রান্তভাগ ইত্যাদি প্রশংসাসহ উপভোগ করত। তাঁর ছিলো উচ্চমর্যাদাজ্ঞাপক চেহারা যেখানে তাঁর আত্মার প্রত্যেক অনুভব প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং কথা বলার সময় তাঁর অঙ্গভঙ্গি তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাকে আরও জোরালো করে তুলত। জীবনের স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলোতে তিনি ভাবগম্ভীরতা ও সুশীলতা বজায় রাখতেন। সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালীদের সম্মানের দিকে তিনি মর্যাদাপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করতেন তবে তা আবার ছিলো মক্কার দরিদ্রতম লোকটির জন্য অনুভূত অনুকম্পা ও অমায়িতাকতায় ভূষিত। কথাবার্তায় তাঁর খোলামেলাভাব শ্রোতার নিকট থেকে তাঁর নিজস্ব মতামতকে পৃথক রাখত। আর তাঁর বিনয় ছিলো যে কাউকে বন্ধুতে পরিণত করার মতো আর অতিজাগতিক সম্পর্ক রচনা করার মতো অনুভূতিজ্ঞাপক। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রবল এবং প্রখর। তাঁর রসবোধ ছিলো তীক্ষ্ণ এবং শালীনতাপূর্ণ। কল্পনাশক্তি ছিলো অনেক গভীর। বিচারবোধ ছিলো পরিচ্ছন্ন, দ্রুতগামী এবং সিদ্ধান্তবাচক। তিনি একজন চিন্তাবীর এবং কর্মবীর এ দুয়েরই সাহস রাখতেন। যদিও তাঁর পরিকল্পনা ধীরে ধীরে সফলতা লাভ করেছে কিন্তু মূলত তাঁর স্বর্গীয় কর্মসাধনের যে দায়িত্ব প্রথমেই পেয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা ছিলো শেষ পর্যন্ত সেটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। এটাই হলো নবী মুহাম্মাদ (স)-এর খাঁটি এবং উচ্চমানের প্রতিভার পরিচায়ক।"[২৬৫]

লর্ড রোনাল্ড জর্জ অ্যালসন উইন হেডলি পেশায় ছিলেন একজন ব্রিটিশ বেসামরিক প্রকৌশলী এবং ৫ম ব্যারন। তিনি বলেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) অত্যন্ত উচ্চমানের গুণাবলি ছিলো যা ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি–

> *"ক্ষমা কী জিনিস কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে না যদি সে মুহাম্মাদের (স) ক্ষমাশীলতার অনুভব না পেয়ে থাকে, এবং ইতিহাসে এমন আর কোনো ব্যক্তি নেই যাকে নবী মুহাম্মাদের সমান উচ্চতায় তুলে ধরে এত প্রশংসনীয় ভাষায় বর্ণনা করা যায়। কারণ অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে এ পর্যায়ে চিত্রিত করতে গেলে সেখানে অবশ্যই প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি আর বিতর্কের সম্ভাবনা থেকে যাবে। কিন্তু মুহাম্মাদের (স) ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই চোখ বুঁজে সব বলে দেয়া যায়।"*[২৬৬]

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন

নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর ব্যক্তিগত কাজ কখনোই অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেননি। তিনি নীতিনিষ্ঠ ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করতেন। তিনি কখনোই অন্যদের উপর কোনো অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। কারও সাথে ব্যক্তিগত কোনো লেনদেন থাকলে সে ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ সততা বজায় রাখতেন। পোশাক-আশাকসহ দৈনন্দিন জীবনের সকল ব্যাপারে অতি সাধারণ ছিলেন। সারল্য ছিলো এমন একটা ব্যাপার যেটা তিনি সমস্ত জীবনব্যাপী অবলম্বন করে এসেছেন এবং তিনি কখনো আড়ম্বপূর্ণ জীবন যাপনের চিন্তাও করেন নি। স্যার উইলিয়াম ম্যুর যেমনটি বলেছেন–

> *"পিতৃসুলভ সরলতা তাঁর জীবনের মূল কাঠামো প্রদান করেছে। তিনি প্রথাগতভাবেই সেই পিতৃসুলভ কাজকর্ম করতে পারতেন। সাহায্যপ্রার্থীকে নিজ হাতে দান করতে পারতেন। স্ত্রীদের তিনি গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করতেন, নিজের পোশাক নিজে মেরামত করতেন, মাঠে ছাগল চরাতেন, নিজে হাতে ছাগলের দড়ি বাঁধতেন, নিজের চটিজোড়া ছিঁড়ে গেলে নিজেই তা সেলাই করে নিতেন। তার দৈনন্দিন পরার পোশাক সাধারণ সূতি কাপড়ের তৈরি ছিলো তবে বিশেষ কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে মসৃণ লিনেনের লাল রংয়ের ডোরাকাটা বা ছাপের পোশাক পরতেন। খাবারের ব্যাপারে বিশেষ কোনো পছন্দ ছিলো না। হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করে খাবার মুখে তুলতেন; খাবার শেষ করার পর হাত ধোয়ার আগে খাবারের বাসন চেটে খেতেন.... কাদামাটির গাঁথুনি দিয়ে তৈরি নিচু চালাবিশিষ্ট একসারি ঘরসহ একটি কুটিরে নবী (স) তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে থাকতেন। পাশাপাশি দুইটি ঘরের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে খেজুরের ডাল মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়ে বেড়ার মতো আড়াল করা ছিলো। চামড়ার তৈরি পর্দা অথবা কালো পশমের তৈরি চাদর দিয়ে ঢেকে জানালার ও দরজার পর্দা তৈরি করা হতো। তাঁর বাড়িতে সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিলো।"* [২৬৭]

ম্যাগসাই হ্যামিলটন লিটল নিশ্চিত করে বলেন যে, সমসাময়কি অন্যদের ওপর ও অনুসারীদের ওপর নবী মুহাম্মাদের (স) ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও তাঁর দেহজ্যোতির প্রভাব অনেক বেশি ছিলো। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এতটাই যাদুকরী প্রভাব আর আবেদন সৃষ্টি করে গেছেন যে তাঁর অন্তর্ধানের পর থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুসলমানদের চেতনায় সেই প্রভাব একইরকম রয়ে গেছে। যদিও নবী মুহাম্মাদের প্রকৃত অবস্থান একজন নেতা ও ধর্মপ্রবক্তা হিসেবে, তবুও তিনি তাঁর ক্ষমতার অবপব্যবহার করা অথবা কর্তৃত্বসূলভ নাম-পদবী ধারণ করে জনগণের ওপর চেপে বসা কোনোটিই করেন নি। তিনি মানুষের যে আনুগত্য লাভ করেছেন সেটার পুরোটাই তাঁর নৈতিক বল, মানুষের জন্য ভালোবাসা ও মায়ার বন্ধনের দ্বারা, কোনো ভয় ভীতি বা শাস্তি প্রদানের হুমকীর দ্বারা নয়।[২৬৮]

ন্যায়বিচার

নবী মুহাম্মাদ (স)-ই ছিলেন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ একটি পারিবারিক আইনের অগ্রপথিক প্রবক্তা। দম্পতির মধ্যে স্বামীর মতোই স্ত্রীকে বা একজন নারীকেও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তিনি তাঁর প্রয়োগকৃত আইনের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ কড়া। মেজর জেনারেল ফর্লং বলেন–

> *"এই মহান আইনবেত্তা (নবী (স)) বিবাহকে একটি দেওয়ানী চুক্তি হিসেবে দেখেছেন যেখানে অবশ্যই দু'জন সাক্ষীর সামনে তা সম্পাদিত হতে হবে। স্বামীর মতো স্ত্রীরও উপযুক্ত কারণে স্বামীর অনৈতিক আচরণ বা সদাসর্বদা অসদ্ব্যবহারের অভিযোগে বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার থাকবে। সেক্ষেত্রে যদি সমঝোতায় আসা একেবারেই সম্ভব না হয় তবে পরস্পরকে ছেড়ে দিতে হবে। স্বামী কোনোভাবেই স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রেখে তার ওপরে অভ্যাসগত অত্যাচার চালাতে, প্রাণনাশের হুমকীসহ শারীরিক আঘাত করতে কিংবা অবমাননাকর শ্রমে বাধ্য করতে পারবে না। কুরআনের ভাষায়, "তোমাদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে তেমনি অধিকার তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের ওপর রয়েছে..." "অতএব, স্ত্রীগণ ন্যায়বোধহীন নির্যাতনকারী স্বামীদের বিরুদ্ধে তাদের উপযুক্ত কারণসহ বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে পারবে... " স্বামীদের দায়িত্ব সম্পর্কেও বলা হয়েছে, "স্বামী তার অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে।"*[২৬৯]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে এ প্রথাটি খুবই চালু ছিলো যে, লোকে সম্পদশালী আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তোয়াজ করত আর গরীব বা নিম্নশ্রেণীর লোকজনকে প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করত। এ অবস্থায় নবী (স)-এর ব্যক্তিগত আচরণ এবং নৈতিকতা তাঁকে একজন দয়ালু ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলো এবং ধনী-গরীব সবাই তাঁকে পছন্দ করতো। তাঁর আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বা প্রতিটি আলাদা আলাদা ব্যক্তির সাথে আলাদা আলাদা সম্পর্ক রচনা ও তা বজায় রাখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। তাছাড়া, সামাজিক পরিবেশে দলগতভাবে তাঁর দরবারি আচরণও উচ্চপর্যায়ের ছিলো। অন্যদের সাথে তাঁর আচার ব্যবহারে অমায়িকতা এবং দায়িত্বশীলতা প্রকাশ পেত। তাছাড়া শিশুদেরকে তিনি বিশেষ ভালোবাসতেন–

> *"তাঁর চরিত্রের আরেকটি বিশেষ দিক হলো তাঁর একেবারে নাজুক বা অজ্ঞ কোনো অনুসারীকেও তিনি গুরুত্ব প্রদান করার ব্যাপারে আধুনিক এবং বিবেচক মনোভাব পোষণ করতেন। আধুনিক শহুরে সংস্কৃতির মত বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে নানান ধরনের সম্পর্ক লালন করার দক্ষতা তাঁর ছিলো। ভদ্রতা, দয়া, ধৈর্য্য, বিনয় এবং বদান্যতা তাঁর চরিত্রকে গড়ে তুলেছিলো এবং তাঁর চারপাশের সকলের সহমর্মিতা আদায় করে নিয়েছিলো। তিনি সহজে কাউকে 'না' বলতে চাইতেন না। কোনো*

প্রার্থীকে যদি তাঁর পক্ষে সে মুহূর্তে কিছু দেয়া একেবারেই সম্ভব না হতো তবুও তিনি 'না' বলতেন না বরং চুপ থাকতেন। একদল সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে তিনি এমন কায়দায় কথা বলতেন যে, দলের সবাই ভাবতে বাধ্য হতো যে নবী (স) তাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। যখন তিনি কাউকে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখতেন তখন তিনি তাকে হাত ধরে হালকাভাবে আগ্রহের সাথে নিজের কাছে টেনে নিতেন। পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত কাউকে দেখলে তিনি কোমলভাবে সান্ত্বনার কথা বলতেন। ছোট শিশুদের প্রতি খুবই দরদী ছিলেন। কোনো একদল শিশুকে কোথাও একসাথে বা খেলারত অবস্থায় পেলে তাদের তিনি আগবাড়িয়ে সালাম দিতেন। তিনি এমনকি চরম অভাবের সময়েও তাঁর খাবার অন্য কোনো খাদ্য প্রার্থীর সাথে ভাগ করে খেয়েছেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অন্যদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজখবর নিতেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দয়া এবং উদারতা এই দুই মৌলিক গুণ দ্বারা গঠিত।"[২৭০]

ভারত সমাচার পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ নবী (স)-এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলামের নবী (স) উচ্চতর গুণে গুণান্বিত হয়ে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন করতে এসেছিলেন। তিনি অন্ধকারে নিমজ্জিত আরববাসীকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। এই উদারমনা নবী কখনো কারও বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেননি। তিনি দরিদ্র, অসহায় ও নারীদের রক্ষক ছিলেন–

"ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীকে পুনর্গঠন করতে। তিনি একজন মহান সংস্কারক এবং মহামানবের চারিত্রিক দৃঢ়তা আর নৈতিক গুণাবলিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি অমঙ্গলে নিমজ্জিত আরব সমাজকে অত্যন্ত পরিশীলিত, প্রগতিশীল এবং গুণান্বিত সমাজে পরিণত করেন। ইসলামের নবী খুবই দয়াবান ছিলেন এবং তিনি কখনই ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, তিনি কোনো প্রার্থীকে তাঁর দরজা থেকে খালি হাতে ফিরাতেন না। তিনি নারীদের মূল্যায়নে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন এবং ধনী ও দরিদ্রের মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না।"[২৭১]

মেজর ফর্লং বলেন যে, যেসব দেশ থেকে আরবে রাষ্ট্রদূত পাঠানো হয়েছিলো নবী মুহাম্মাদ (স) সেসব দেশের সাথে সম্পর্ক রচনা করেছেন। এসব বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের পক্ষে নবী (স)-এর জীবনযাত্রা, চালচলন, শাসন পরিচালনা, ইসলাম প্রচার এসব বিষয় খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিলো। সেসব রাষ্ট্রদূতদের একজন দাবি করেছেন যে, তিনি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সমতুল্য এমন আর কাউকে খুঁজে পাননি যিনি মুহাম্মাদ (স)-এর মতো করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন অথচ তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করেছেন এবং নেতৃত্বশীল অবস্থানে থাকায় স্বাভাবিক নিয়মে দেহরক্ষীর প্রয়োজন থাকলেও তাঁর বেলায় সেটা প্রয়োজন ছিলো না। তিনি কোনো দেহরক্ষী সঙ্গে রাখতেন না। তিনিই হলেন প্রকৃত বীর–

> "তাঁর একজন রাজকীয় দূত বলেন, আমি পারস্যের সম্রাট খসরুকে এবং খ্রিস্টান সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে দেখেছি কিন্তু আমি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই যিনি মুহাম্মাদের (স) সমকক্ষতায় শাসন পরিচালনা করেছেন। তিনি ছিলেন একদিকে রাষ্ট্রনায়ক অন্যদিকে সর্বোচ্চ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি। ক্ষমতাদত্ত হওয়া ছাড়াই ধর্মনেতা, এবং কোনো চৌকস বাহিনী ছাড়া, দেহরক্ষী ছাড়া, রাজপ্রাসাদ ছাড়া, রাজকোষ থেকে প্রাপ্য কোনো বেতনভাতা ছাড়াই তিনি রাজা। অতএব, জগতের কোনো মানুষ যদি এ দাবি করে যে, ঈশ্বর তাকে শাসনক্ষমতা দিয়েছেন; তবে সে দাবি করতে পারেন একমাত্র নবী মুহাম্মাদ (স) কারণ তাঁরই ছিলো আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাপনের সাহায্য ছাড়াই এত বিপুল ক্ষমতা। তাঁর মত এমন মহামানব পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই যিনি একাধারে যোদ্ধা, আইনবেত্তা, কবি এবং বিপুল প্রতিভাধর একজন মানুষ। যদিও একেবারেই লিখতে পড়তে পারতেন না, তিনিই একটি কিতাবের অধিকারী। সেটা এমন একটা কিতাব যা একইসঙ্গে আইনপুস্তক, প্রার্থনার বাণী এবং ধর্মগ্রন্থ; একের ভিতর সব। সবচে বড় কথা যে কিতাবটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির প্রায় একষষ্ঠাংশ মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে রয়েছে; যা এর বিশুদ্ধ রচনাশৈলী, বিজ্ঞতা এবং সত্যভাষণের কারণে অলৌকিকত্বে ভূষিত হয়েছে।"[২৭২]

নবী মুহাম্মাদের (স) বাণী পৃথিবীতে কতটা প্রভাব ফেলেছে আজকের বিশ্বে একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষের বড় সংখ্যাটি বিবেচনা করলেই তা বোঝা যাবে। তাঁর ধর্মপ্রচারের দ্বারা যুগপ্রাচীন ও বহুপুরাতন ধর্মবিশ্বাস তথা পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন হয়েছে। মুহাম্মাদ (স)-এর একত্ববাদ আরবের পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করেছে। এ বাণীটি আসলে পরস্পর মিলেমিশে সৎকাজ করারও বাণী। এ বিষয়ে স্যার ম্যুর বলেন–

> "এ ধরনের কৌশলী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রযুক্ত ব্যবস্থা যা মুহাম্মাদ (স) রেখে গেছেন সেটা আসলে কতটা কার্যকরী? আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, এটা অন্ধকার যুগের অনেক কুপ্রথাকে বাতিল করে দিয়েছে, যে কুপ্রথাগুলো আরব উপসাগরজুড়ে বহুদিন কালো থাবা বিস্তার করে রেখেছিলো। ইসলাম আরবে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজাবার আগেই মূর্তিপূজা সেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। তার পরিবর্তে মুহাম্মাদের (স) অনুসারীরা একজন একক এবং পরম শুদ্ধ ঈশ্বরের ধারণা গ্রহণ করল, এবং ইহজাগতিক সুশীলব্যতার পুরস্কার হিসেবে সর্বাত্মক সুখ-শান্তির রাজ্যপ্রাপ্তিকে তাদের জীবনসূত্র হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিল। ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র হিসেবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে চূড়ান্ত সমর্পণ ও নতি স্বীকারকে প্রথম শর্ত হিসেবে মেনে নেয়া হলো। তারপর থেকে আর সামাজিক ভব্যতা ও পুণ্যশীলতার কথা আলাদা করে বলতে হয়নি। ধর্মের গণ্ডির মধ্যেই সামাজিক পরিশুদ্ধির কলাকৌশল প্রযুক্ত হয়ে গেল। সামাজিক ভ্রাতৃত্বের কথা, এতিমের সুরক্ষার কথা

এবং দাসদের মানবিক বিবেচনায় গ্রহণ করার কথা ইত্যাদি সামাজিক সংস্কারের ভিত্তি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকারক মাদক নিষিদ্ধ হলো। এসবের জন্য মুহাম্মাদের (স) অনুসারীরা অবশ্যই কিছু মাত্রায় গর্ব অনুভব করতে পারে কারণ অন্য কোনো জাতির সাধুবাদ জানানোর মতো এ ধরনের ধর্ম নেই।"[২৭৩]

পণ্ডিত জ্ঞানানন্দ দেব শর্মা শাস্ত্রী যিনি ইসলামবিরোধী আর্যসমাজ কমিটি নামক সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছেন। তিনি মনে করেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও কর্মের ইতিহাস নিয়ে অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এসব মিথ্যাপ্রচারণার বেশিরভাগই মুহাম্মাদ (স)-এর সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশে হিংসাবশত করা হয়েছে এবং সেখানে মুহাম্মাদ (স)-কে একজন ধূর্ত স্বৈরাচারী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে অসমর্থিত কিছু গালগল্প এবং কুসংস্কার বহুদিন যাবত চালু রয়েছে এবং সেগুলোকে ব্যবহার করে আজকের দিনেও অনেকে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে লোকজনকে খারাপ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে এ ধরনের উদ্দেশ্যপূর্ণ কুৎসা রটনা আদৌ কারও কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড এলে একটি রাজনৈতিক মিথ্যাচার যার মূল লক্ষ্য হলো মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে ফায়দা হাসিল করা।

"আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ইসলামের সমালোচক রয়েছেন যারা আসলে ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। এ কাজের মাধ্যমে দেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানো ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই নেই। তারা অভিযোগ করে থাকেন যে, মুহাম্মাদ (স) মদীনাতে ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর তাঁর দয়া ও করুণার নীতিটি বজায় রাখতে পারেননি। সেখানে তিনি অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ সহিংসতা অবলম্বন করেছেন এবং তার ক্ষমতা, পদ আর সম্পদ জীবনব্যাপী কুক্ষিগত করতে একজন খুনী নবীতে পরিণত হয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। সেখানে তিনি তার ধৈর্য, সমঝোতা ও সহনশীলতার আদর্শের বেলায় ঘাটতি রেখেছিলেন। যাহোক, এতক্ষণ যাকিছু বলা হলো এগুলো সবই সেসব সমালোচকদের মতামত যারা আসলে পক্ষপাতদুষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং দলীয়মনোভাব বিশিষ্ট। এরা সবাই সংকীর্ণমনা এবং এদের দৃষ্টি অজ্ঞতার ঠুলিতে বাঁধা। তারা আলোর পরিবর্তে আগুন দেখে, সুন্দর স্থানে অসুন্দরকে খোঁজে আর কল্যাণের বদলে অকল্যাণ চায়। তারা ভালো গুণাবলিকে বিকৃত করে খারাপ হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে এসব কর্মকাণ্ড দ্বারা ঐসব সমালোচকদেরই দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হয়। তারা অন্ধ। তারা দেখতে পায় না যে নবী মুহাম্মাদ জীবনে একটিমাত্র তরবারি নিজের কাছে রেখেছিলেন, আর সেটা হলো তাঁর করুণা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব, এবং ক্ষমাশীলতা। এ তরবারি দিয়েই তিনি শত্রুদের জয় করতেন এবং তাদের পরিশীলিত করতেন। তাঁর তরবারি যে কোনো শক্ত ধাতুর তৈরি তরবারির চাইতেও শক্তিশালী ছিলো।"[২৭৪]

ধৈর্য

নবী মুহাম্মাদ (স) একান্ত ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন। "ধৈর্যই পুণ্যশীলতা" কথাটি তাঁর চরিত্রেই যেন সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। ইসলাম প্রসারে তিনি যে সংগ্রাম করেছেন, যে পরিমাণ অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন, যা কিছু সমস্যা তিনি অতিক্রম করেছেন সেসবের কোনো কিছুই তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের পথে বিচলিত করতে পারেনি। আর এরই নাম ধৈর্য্য। "কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না" কথাটির সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ইসলামে নবীর (স) শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম প্রচারকালীন যে পাহাড়সম ধৈর্য্য তিনি অবলম্বন করেছিলেন সেটিই হলো ধৈর্য্যের প্রকৃত শিক্ষা। ডা. এন কে সিং-এর মতে–

> *"নবী (স) যখন তায়েফে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখন তায়েফের লোকজন তাঁকে পাথর ছুঁড়ে তাড়া করতে লাগলো। তিনি মারাত্মক আহত হলেন; রক্তাক্ত অবস্থায় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি লোকগুলোকে কোনো তিরস্কার, অভিশাপ বা ঘৃণা করলেন না। তাদের জন্য তিনি শান্তভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন যাতে আল্লাহ তাদের সুপথে আসতে সাহায্য করেন এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি না দেন, কারণ তারা যা করেছে তা না বুঝে করেছে। তিনি অনুভব করলেন যে একদিন আলোর দিশা অবশ্যই মিলবে। এ লোকগুলো যদি সুপথ নাও পায় হয়তবা এদেরই কোনো উত্তরসূরী সুপথে আসবে এবং তারা সত্য গ্রহণ করবে। একারণেই তিনি এসব সম্ভাব্য মুসলিমদের অভিসম্পাত করা থেকে বিরত থেকেছেন।"*[২৭৫]

মুহাম্মাদ (স)-এর সামনে এমন অনেক সুযোগ এসেছে যখন তিনি ইচ্ছা করলে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে লোকজনকে বন্দী করতে পারতেন, কিন্তু তিনি আসলে এ ধরনের নিষ্ঠুর কাজ থেকে পবিত্র থাকতেন এবং তিনি সবসময় শান্তির পথ অবলম্বন করতেন। কীভাবে বিপুল পরাক্রমশালী সামরিক শক্তিকে সহিংসতার পরিবর্তে শান্তির কাজে লাগানো যায় এটি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ড. সিং আরও বলেন–

> *"মক্কা বিজয়ের ঘটনা ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এটা অহিংস যুদ্ধের একটি অনন্য উদাহরণ। যেখানে মক্কা থেকে অত্যাচারিত হয়ে অভিবাসী হওয়া নবী (স) দশহাজার গুণ শক্তিশালী হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসছেন। কোনো প্রতিরোধ নেই, কোনো বাধা নেই, বাস্তবিক পক্ষে কোনো রক্তক্ষয়ও নেই, কয়েকজনকে শুধু বন্দী করা হয়েছিলো মাত্র। যে ভঙ্গিতে মুহাম্মাদ (স) মক্কা বিজয় ঘটালেন সেটা মানবিকতা এবং করুণার এক বড় শিক্ষা।"*[২৭৬]

মুহাম্মাদ (স) তাঁর অনুসারীদের ভাগ্য পরিবর্তন এবং উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজে যতখানি সক্রিয়তা দেখিয়েছেন সেখানেও মানবিকতার বড় বড় উদাহরণ রয়ে গেছে।

স্কটল্যান্ডের একজন বাইবেল বিশেষজ্ঞ এবং সেখানকার ফ্রি চার্চের একজন পাদ্রি ডা. মার্কুস ডডস জোর দিয়ে বলেন যে, মুহাম্মাদ (স) ছিলেন এমন একজন নবী যার নবীসুলভ সকল মহৎ গুণাবলিই বর্তমান ছিলো। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন–

> *"তাহলে মুহাম্মাদ (স) কি কোনো অর্থেই নবী নন? নিশ্চিতভাবে তাঁর কমপক্ষে দুটি নবীসুলভ বড় বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য ধারণা দিয়েছিলেন যেটা তাঁর সময়ে তাঁর পারিপার্শ্বিকতায় কারও মধ্যেই ঘুণাক্ষরেও দেখা যায়নি। তাছাড়া, তাঁর মধ্যে নিজের এ গুণাবলি প্রকাশ করার তীব্র চেতনা পরবর্তীতে সত্যিকারের যোগ্যতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই ইসরাইলের বীরোচিত নবীদের সাথে তুলনীয় হতে পারেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তিনি বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করে গেছেন অবশেষে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিতও হয়েছেন। সম্পদ হারানো, তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সম্মানহানি, বন্ধু-বান্ধবের আস্থা ইত্যাদি সকল কিছুকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়ে তিনি এমন কষ্ট সহ্য করেছেন যে কষ্ট কেবল একজন মৃত্যুপথযাত্রীকেই সহ্য করতে হয়। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তাঁকে দেশান্তরি হতে হয়েছে কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি তাঁর উপর বাণী অবতীর্ণ হওয়ার দাবি ছাড়েননি। নারী, সম্পদ বা ক্ষমতার লোভ দেখিয়েও তাঁকে তাঁর কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি। "তারা যদি আমাকে চাঁদ-সূর্যের মালা গলায় পরিয়ে দেয় তাতেও আমি আমার কাজ বন্ধ করব না"। ঈশ্বরের একত্ব দাবি করার এ যে একনিষ্ঠতা এবং দৃঢ় বিশ্বাস তা একজন নবী ছাড়া কারও মাঝে এতটা থাকা সম্ভব নয়। তৎকালীন আরবের মূর্তিপূজকদের মধ্যে আরও অনেকেই একত্ববাদী ছিলেন কিন্তু কেউ তো মুহাম্মাদের (স) মতো এত দৃঢ়তার সাথে ঝুঁকি নিয়ে একত্ববাদী কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা বা চেষ্টা করেনি। তাহলে মুহাম্মাদের (স)-এর ক্ষেত্রে আমরা কি করে ভাবতে পারি যে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে একত্ববাদী ধর্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সচেতনভাবে সব করেছেন? যদি তা না হয় সেক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই আল্লাহর নবী; তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় নির্বাচিত বাণীবাহক ছিলেন মাত্র।"*[২৭৭]

ডা. ডডস আরও বলেন, আরবজাতি তারপরে বিশ্বের সমসাময়িক শক্তিশালী জাতিগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলো–

"মুহাম্মাদের (স) ধর্ম আরব সমাজের ক্ষতগুলোকে সারিয়ে তুলেছিলো এবং আরব জাতি সে সময়ের পরাক্রমশালী জাতিগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলো।"[২৭৮]

একজন প্রখ্যাত ভারতীয় নেতা লালা হরদয়াল ইসলামের নবীর সরলতাকে যাচাইপূর্বক মন্তব্য করেছেন এভাবে–

"আমরা যে পদ্ধতিতেই যাচাই করি না কেন এ মানুষটির চরিত্র মানবতার জন্য এক অমূল্য দালিলিক সম্পদ। আমরা তাঁর উদ্দীপক উদাহরণগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তিনি তাঁর আচরণ অভ্যাসে সংযমী ছিলেন এবং তিনি সাধারণ খাবার খেয়ে, কমদামী কাপড় পরে ও জীর্ণ কুটিরে বাস করে তৃপ্ত থাকতেন। তিনি কাউকেই ঘৃণা করতেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য জীবন বাজী রেখেছিলেন, সে কারণে অবশেষে তাঁকে মাতৃভূমি ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হয়েছিলো। মুসলমানগণ তাদের নবীর (স) দেশত্যাগের রাত্রি থেকে নিয়ে তাদের বছর গণনা করে থাকে। মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরতের রাত্রিতে পথিমধ্যে সঙ্গীয় আবু বকর (রা.)-সহ একটি গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। উগ্রমেজাজ আত্মগরিমাপূর্ণ আরব জাতির কাছে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ধৈর্য ও সহ্য করার ক্ষমতা ছিলো একটি নজিরবিহীন ঘটনা। তাঁর অসীম ধৈর্য নিঃসন্দেহে একটি মহৎগুণ ছিলো। সকলের প্রতি তাঁর অসীম দানশীলতা এবং উদারতা ছিলো আরবের মরুভূমি মাঝে অনিঃশেষ ঝরণার মতো একটি অপার্থিব হৃদয় থেকে উৎসারিত। তাঁর সঙ্গ পাওয়া অনুসারী সাহাবীদের বীরত্ব ও উদ্দীপনাময় জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে নবী (স)-এর মাহাত্ম্য বোঝা যায়। এমনকি, এত শতাব্দী পরে এসেও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা অদম্য উদ্দীপনায় তিনি অনুসৃত হয়ে চলেছেন।"[২৭৯]

তিনি আরও বলেন–

"নবী মুহাম্মাদ (স) নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, স্বহস্তে বকরির দুধ দোহন করতেন, নিজের সব কাজ নিজেই করতেন। এমনকি, তীব্র অভাবের সময়েও তিনি খাবার অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতেন। তাঁর বেশিরভাগ সময়ের খাবার ছিলো খেজুর ও পানি, এমনকি যখন তিনি আরবের শাসকে পরিণত হন তখনও তাঁর খাদ্যাভাস একই ছিলো। তিনি তাঁর সামান্য অর্থসম্পদ যা ছিলো সব দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন।"[২৮০]

কার্লাইল তার "নবী মুহাম্মাদ (স) : নবীবেশে একজন বীর" নামক বক্তৃতায় বলেছেন যে, তিনি পৌত্তলিকতাকে একত্ববাদে পরিণত করেছিলেন। এক ঈশ্বরের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। যাহোক, এ মহান বীর

নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি বরং নিজেকে তিনি তুলে ধরেছেন ঈশ্বরের বাণীবাহক হিসেবে–

> *"উত্তরের স্ক্যান্ডেনেভীয়দের মধ্যে বর্বরযুগে পৌত্তলিকতার প্রথম উদ্ভব থেকে নিয়ে শুরু করে ধর্মের বহুবিচিত্র যুগবিভাগের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে আমরা অবশেষে একেবারে ভিন্ন একটি জাতিসত্ত্বার কাছে এসে পড়েছি আর তারা হলো আরবের মুসলমান। এ এক বিরাট পরিবর্তন; আপাতঃদৃষ্টিতে প্রেক্ষপটবিহীন হঠাৎ পরিবর্তন বলেই মনে হয়। কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক কারণে নয়, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাসের জোরে অতিজাগতিক শর্তাবলির আওতায় জনগণের চিন্তাধারার পরিবর্তন। কি বিস্ময়কর! তারপরেও এই বীরপুরুষটি তাঁর অনুসারীদের নিকট ঈশ্বর পরিচয়ে পরিচিত নন বরং তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত বাণী বাহকমাত্র।"[২৮১]*

মুহাম্মাদ (স)-এর বিরোধী পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের প্রতি কার্লাইল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন সত্যিকারের মানুষ ছিলেন যিনি ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত শাসকের চাইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অধিক কাজ সাফল্যের সাথে করেছেন। কার্লাইল তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন–

> *"তাঁর মতো এমন একজন মহৎ মানুষের জন্য আমি বাজী ধরে বলতে পারি যে, তিনি যদি সত্যপন্থী না হয়ে থাকেন তবে ইহজগতে সত্য বলে আর কিছু নেই। আমার কাছে মনে হয়েছে, তাঁর মাহাত্ম্যের প্রাথমিক ভিত্তি এবং তাঁর সমগ্র সত্ত্বার মূলমন্ত্রটি হলো নিষ্ঠা বা সততা। পৃথিবীর ইতিহাসে যত বড় মহাত্মাই হোন না কেন, মিরাবিউ, নেপোলিয়ন, ব্রুনেই, ক্রমওয়েল যার কথাই বলি না কেন, কারও মধ্যেই এ গুণটি সেই পরিমাণে ছিলো না যতটা ছিলো মুহাম্মাদের (স)-এর মধ্যে। জীবনের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন এবং তাতে দৃঢ় থাকার কথা বললে তা শুধু নবী মুহাম্মাদের (স) বেলাতেই প্রযোজ্য, যাঁকে আমি বলে থাকি 'নিষ্ঠাবান মানুষ'। আমি আরও বলব যে, গভীর, বিপুল ও সত্যিকারের নিষ্ঠাই হলো যে কোনো বীরপুরুষের গোপন মূলমন্ত্র।"[২৮২]*

কার্লাইল আরও বলেছে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সত্যিকারের মানুষ–

তিনি ছিলেন এমন মানুষ যাঁকে আমরা বলে থাকি সত্যিকারের মানুষ বা সোনার মানুষ।

কার্লাইল তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) একজন অখ্যাত আরববাসী হয়েও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষকে পরিচালনা করছেন। এ মহামানব স্বর্গীয় ক্ষমতার বলে শাসন পরিচালনা করেছেন–

"একটি জাতির ইতিহাস তখনই সার্থক, চেতনা-জাগানিয়া এবং মহান হয়ে ওঠে যখন সে জাতি বিশ্বাসে সমর্পিত হয়। এই আরবজাতি, একজন মুহাম্মাদ (স) এবং সেই আরবদেশ-সবমিলিয়ে এটা কি এমন নয় যে, কোথা থেকে যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে কালো বালিময় জগতের ওপর পড়ল, আর আহ! কী চমৎকার! সেই বালিরাশি বিস্ফোরক পাউডারে পরিণত হয়ে স্বর্গসমান উচ্চতায় ঝলসে ওঠে দিল্লি থেকে নিয়ে গ্রানাডা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল! আমি বলব সেরকম কোনো মহামানব চিরকালই স্বর্গ থেকে বিদ্যুৎঝলকের মতো এসে পড়েন আর মর্ত্যবাসী মানুষেরা তার জন্য দাহ্য পদার্থের মতো অপেক্ষা করতে থাকে, তারপর স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে তারাও সকলে জ্বলে উঠে।"[২৮৪]

তৃতীয় অংশ

(আল-আমিন) বিশ্বাসী

সত্যবাদী

একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্যাংথং ফ্রেস্রিসাই (ধাম্মাকারও) নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রশংসা করে বলেন, সকল আরবের মধ্যে তিনি ছিলেন সকলের প্রতি সত্যবাদী।

> *"আমি নিশ্চিত নবী হিসেবে মুহাম্মাদ (স) নিজের প্রতি এবং তাঁর চারপাশের অন্য সকলের প্রতি সত্যবাদী ছিলেন।"*[২৮৫]

যুক্তরাজ্যের লিভারপুলস্থ ইউ কে ক্যাথেড্রাল এন্ড চেয়ার অব ফেইথস-এর ডিন (এপ্রিল ২০১২) রেভারেন্ড রূপার্ট হোরে বলেন, মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের অন্যদের সঙ্গে লেনদেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সব সময় সৎ এবং সত্যবাদী হওয়ার তাগিদ দিতেন–

> *"আমি তাকে একজন বিশ্বস্ত এবং সৎ ব্যক্তি হিসেবে জানি। ইনি এমন একজন দয়াবান ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছেন যিনি সততার পুরস্কার প্রদান করবেন। নবী মুহাম্মাদ (স) লোকজনকে সব সময় সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে তাগিদ দিতেন।"*[২৮৬]

আর ভি সি বোদলে লক্ষ্য করেছেন যে, কোনো কাজের প্রকৃতি বা কাজের পরিবেশ নবী (স)-এর চরিত্রের সদগুণ, পূণ্যশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, সততা এবং সত্যবাদিতাকে বদলে দিতে পারত না। তিনি তাঁর শৈশব থেকেই আল-আমিন (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত ছিলেন।[২৮৭]

মুসলমানদের চরিত্র থেকে এটা আন্দাজ করা যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ও অনুরূপ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। মুসলমাদের ইতিবাচক আচার-আচরণ ও নবী মুহাম্মাদের (স) চারিত্রিক গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। একজন ব্রিটিশ এমপি Right Honourable স্টিফেন টিমস-এর মতে–

> *"মুহাম্মাদের (স) অনুসারী, মুসলমানদের চরিত্রে যা কিছু প্রতিফলিত হতে আমি দেখেছি এখন আমি সে সম্পর্কেই বলব। আমি মুসলমানদের মধ্যে অনেক ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির সন্ধান পাই। এ ধরনের গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ আমাদের সমাজে আরও বেশি প্রয়োজন। আমি ভাবছি সত্যবাদিতা, দায়িত্বশীলতা, পারস্পারিক সহযোগিতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা ইত্যাদি কথা। এর সবকিছুই আমি মুসলমানদের মাঝে লক্ষ্য করেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে এগুলো আসলে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রের প্রতিফলন।"*[২৮৮]

পূর্ব লন্ডনের একটি শিখ মন্দিরের মুখপাত্র বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভাষায়–

"আমি মনে করি নবী (স) খুবই ধার্মিক, সৎ এবং নিবেদিতপ্রাণ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অন্যান্য নবীদের মতোই ছিলেন। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন যে কারণে তাঁর এত অনুসারী রয়েছে। বিশ্বস্ত না হয়ে থাকলে এরূপ হওয়া সম্ভব ছিলো না।"[২৮৯]

লন্ডনের গ্রীণফোর্ডস্থ জলরাম হিন্দু মন্দিরের বিজ্ঞ পণ্ডিত পীযুষ কুমার মেহতা বলেন–

"পৃথিবীর সকল নবীর সেরা গুণ ছিলো সততা। সততা হলো সকল গুণের আধার। আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (স) অত্যন্ত সৎ একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি জানি যে তিনি ব্যবসায়ীর পেশা অবলম্বন করেছিলেন। আজকাল ব্যবসায় পরিচালনায় অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করার প্রচলন হয়েছে।"[২৯০]

Right Honourable Lord Neil Kinnock যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির সাবেক নেতা ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর জনগণ ও অনুসারীদের শুধুই একটি ধর্মশিক্ষা দেননি তিনি যা করেছেন তার গুরুত্ব আরও বেশি। কীনক নবী মুহাম্মাদ (স)-কে নবীদের মধ্যে সর্বসেরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

"নবীরাসূলগণ যুগে যুগে মানুষকে আইন, আচার ব্যবহার এবং সৎকাজের পুরস্কারের কথা বলে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে নবী মুহাম্মাদ (স) হলেন সবচে প্রবীণ এবং সর্বসেরা নবী।"[২৯১]

লন্ডনের উইলিয়ামস এলিস স্কুলের আর ই শিক্ষক বাভিন টেইলরের মতে, নবী রাসূলদের জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা এবং সততার প্রশ্নটি আনুষাঙ্গিক এসেই পড়ে। যাহোক, এঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বসেরা–

"আপনি যখন ধর্মীয় নেতাদের কথা ভাবেন তখন অবশ্যই সততা এবং সত্যনিষ্ঠার কথাই প্রথমে চলে আসে কারণ তারা ধর্মীয় নেতা। আপনি অবশ্যই তাদের সৎ হওয়াটাই আশা করবেন। আর তাঁরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বটে তবে তাঁরা আমাদের মতো সমাজ বা পরিপার্শ্ব থেকে সততার শিক্ষাটি পান না। তাঁদের সততার শিক্ষা স্বর্গীয় উৎস থেকে আগত।"[২৯২]

লন্ডনের ক্যামডেনস্থ জোসেফ ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মেহরি নিকনাম এম বি ই বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আবশ্যিকভাবে সত্যনিষ্ঠার গুণাবলিসহ চিত্রিত করা হয়ে থাকে। তাঁর এ সত্যনিষ্ঠা বা বিশ্বস্ততার গুণটির বেশি প্রচার বা প্রকাশ হয়েছিলো তাঁর ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতা আর সততা লোকচক্ষুতে ধরা পড়ার পর। ফলে তাঁর সততা পরীক্ষিত হয়েছিলো যখন তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে সমসময়িক যুগের বড় ধরনের অর্থনৈতিক যোগসূত্র ছিলো। তাছাড়া, তাঁর যুগে লোকজনের মধ্যে অসৎ উপায়ে অন্যদের নিকট থেকে অর্থসম্পদ হাতিয়ে নেয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। মুহাম্মাদ (স) কখনও তাঁর নিকট গচ্ছিত রাখা অন্যের অর্থ তছরুপ করতেন না বরং অন্যদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের অঙ্গীকার ও সম্মান বজায় রাখতেন–

"গত সপ্তাহে আমি হাউজ অব লর্ডস এ এম সি বি আয়োজিত একটা আন্তঃধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ইসলামের নবী (স) মুহাম্মাদ আল-আমিন (বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ) নামে পরিচিত ছিলেন। লোকেরা তাঁকে ঐ নামে ডাকতো কেন? কারণ অনেকদিন যাবত তিনি আরবের প্রধান ব্যবসায়ী দলের নেতা ছিলেন এবং সে সময়ে তাঁর সাথে বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণ বড় অংকের অর্থ সরাসরি লেনদেন করতো। অন্য জাতির লোকজন কিংবা অন্য ধর্মের লোকজনও তাঁর সাথে নিশ্চিন্তে ব্যবসায়িক লেনদেন করত। সকল ক্ষেত্রেই তিনি সততার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন। যার ফলে তিনি এলাকাজুড়ে মোহাম্মদ আল-আমিন নামে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এ সুনামটি পরবর্তী জীবনেও তাঁর সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং, আমি সব সময়ই মুহাম্মাদ (স)-কে একজন সৎব্যক্তি হিসেবে জেনে এসেছি।"[২৯৩]

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটের এজাম্পশন চার্চের রেভারেন্ড থমাস ও' ব্রিয়েন বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ছিলেন সৎভাবে জীবনযাপনের একটি আদর্শ মানদণ্ড এবং তিনি ছিলেন ন্যায়-বিচারের সমার্থক। তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি কখনও কারও সাথে খলচরিত্রসুলভ কোনো কাজ করেননি।

"আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ বিশ্বস্ত ছিলেন এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরম বিশ্বাসকেই ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়ার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করেতেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতেন। তিনি কখনো শত্রুতা উস্কে দেয়ার ইচ্ছা করতেন না, তিনি সব সময় সৎভাবে ন্যায়সঙ্গত কথা বলতেন।"[২৯৪]

একজন ব্রিটিশ এমপি Right Honourable ডেভিড এ্যামেস বলেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করেছেন এবং লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এমন ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তিনি মত প্রকাশ করেন–

"ইতিহাসের পাঠ থেকে আমি জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সমতুল সৎ, শান্তিপ্রিয় এবং তিনি আমাদের একত্রে কাজ করার ওপর জোর দিয়েছেন, কোনো বিভেদে লিপ্ত হতে বলেননি। মুহাম্মাদ (স) অন্যান্য ধর্মকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন বলে পাশ্চাত্য সমাজে যে ধারণা চালু রয়েছে তা আদৌ ঠিক নয়।"[২৯৫]

ব্রিটিশ এমপি Right Honourable জেরেমি করবিন বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সততা এবং সত্যনিষ্ঠা অনেকের দ্বারা সমর্থিত যারা সকলেই বলেছেন নবী মুহাম্মাদের শিক্ষা তাঁর সময়ে প্রচলিত চিন্তধারা ও বিশ্বাসের বিপরীতে ছিলো। ইউরোপীয় অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম তখন বিপুল বিক্রমে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিলো। সমসময়িক একটি ধর্মের বিকাশের পর্যায়েই নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সৎ এবং নিষ্ঠাপূর্ণ স্বভাব তাঁকে নিজের বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকতে সাহায্য করেছিলো। Right Honourable করবিন বলেন–

"আমি মনে করি তাঁর উচ্চমাপের সত্যনিষ্ঠা ছিলো এবং তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। এক অর্থে তিনি ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে বিকাশমান খ্রিস্টধর্মের সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়েই তাঁর নিজের বিশ্বাস প্রচার করে গেছেন। যে সময়ে মুহাম্মাদ (স) বেঁচে ছিলেন সেই সময় আরব জাতি আসলে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের একই আদি উৎস থেকে একই ধারায় প্রবাহিত ছিলো। আমার মনে হয় তিনি তাঁর বিশ্বাসের পক্ষে প্রচার চালানোর ব্যাপারে সৎ ছিলেন।"[২৯৬]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সততা তাঁর শিক্ষা, আচার ব্যবহার, পারস্পারিক সহনশীলতা এবং জাতিগত ঐক্য ইত্যাদির মূলনীতি হিসেবে ছিলো। Right Honourable করবিন আরও বলেন–

"তিনি ছিলেন উচ্চ মাপের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের জীবনশৈলী এবং অন্যধর্মের লোকজনের প্রতি শ্রদ্ধবোধ সম্পর্কে যা কিছু শিক্ষা প্রদান করতেন সেটিও এ সততার প্রশ্নে মানোত্তীর্ণ।"[২৯৭]

লন্ডনস্থ ক্যামডেন ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাইক স্টিগাল বলেছেন, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার মতো এক ঐক্যবিধানকারী শক্তি যিনি আরবজাতির পাগলাঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছিলেন কিন্তু সেকাজ করতে গিয়ে তিনি কখনোই সহিংসতা প্রয়োগ করেননি। অথচ পশ্চিমা মিডিয়াতে তাঁর প্রতি সহিংসতার অভিযোগ এনে বিষয়টিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন–

"আমি মনে করি মুহাম্মাদ (স) একজন অতি ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন যিনি অত্যন্ত জটিল এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে আরবের গোত্রগুলো ক্ষমতার লোভে মরিয়া হয়ে পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলো। অন্যদিকে, নবী মুহাম্মাদ (স) চেয়েছিলে বিবদমান এ গোত্রগুলোকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীর ছায়াতলে একত্রিত করে শক্তিশালী ও শান্তিকামী এক জনগোষ্ঠিতে পরিণত করতে। তিনি এটা এমন এক সময়ে করতে চেয়েছিলেন যখন সেখানে বিভিন্ন বিবাদমান গোত্র ছিলো যারা এলাকার ওপর দখল বজায় রাখতে চাইত। মুহাম্মাদের (স) লোকজন প্রায়ই তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। এ অবস্থায় তাঁদের আত্মরক্ষার সঠিক উপায় কী হতে পারে বলে আপনার ধারণা? হ্যাঁ, তারাও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেন তবে তা কোনো সহিংস উপায়ে নয়। তাঁদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ সহিংসতার জন্য সহিংতা সৃষ্টি করার উদ্দেশে ছিলো না। এটাতে সব সময় পরিমিতিবোধ বজায় রাখা হতো। একান্ত বাধ্য না হলে তাঁরা অস্ত্রধারণ করতেন না আবার অস্ত্রবিরতির ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টি হওয়া মাত্র অস্ত্রচালনা বন্ধ করতেন। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে তা সব সময় ঠিকভাবে তুলে ধরা হয় না। আমি মনে করি, ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়াতে সব সময় এ ধরনের আচরণই করা হয়ে থাকে। ইসলামে শান্তির বাণী প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী বহুবিচিত্র জনগোষ্ঠী সে বাণী গ্রহণ

করেছে। আবার মুহাম্মাদের (স) ধর্মে ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকজন সম্পর্কেও সহনশীলতার বাণী রয়েছে। মুহাম্মাদ (স) কখনো তাঁর অনুসারীদের বলেননি যে, রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড় আর লোকজনকে ধরে ধরে মুসলমান বানাও।"[২৯৮]

স্টিগাল উল্লেখ করেন যে, নবীর (স) সাথে অন্যদের সুসম্পর্কের ভিত্তি ছিলো তাঁর বিশ্বস্ততা। তাছাড়ও, নবী মুহাম্মাদ (স) বৈরিতা এবং শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি বলেন–

"তিনি ছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের ন্যায়নিষ্ঠ এক মানুষ। জটিল এক সময়ে তাঁকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে যখন তিনি সহিংসতাপূর্ণ এক পরিস্থিতির মধ্যে শান্তির বাণী প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাণীকে সত্য প্রমাণিত করতেই তাঁকে কঠোর ন্যায়নিষ্ঠার পথ বেছে নিতে হয়েছিলো। আপনি যদি নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণিত করতে না পারেন তাহলে কে আর আপনাকে বিশ্বাস করবে?"[২৯৯]

আমেরিকার একজন শিক্ষাবিদ ও ইতিহাস গবেষক জন হেনরি হ্যারেন তাঁর 'মধ্যযুগের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বগণ' নামক বইতে জোর দিয়ে লিখেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই একজন সৎব্যক্তি ছিলেন। তিনি কারও সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করতেন না–

"নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর সব কাজে খুবই বিশ্বস্ত এবং সৎ ছিলেন। তিনি সব সময় সত্য বলতেন এবং কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেন না। "আমি অঙ্গীকার করেছি, এবং আমাকে অবশ্যই তা পালন করতে হবে"– এই ছিলো তাঁর কথা। মক্কায় তাঁর সম্পর্কে প্রথম খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো তাঁর সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততার কারণে। এ কারণেই লোকে তাঁর উপাধি দিয়েছিলো আল-আমিন যার অর্থ হলো 'সত্যবাদী'।"[৩০০]

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম মন্টোগমেরি ওয়াট বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের বিশ্বাসের প্রতি চরম মাত্রায় নির্ভরতা ও অঙ্গীকার ছিলো। এ কারণে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিলো। সততার ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকারের পাশাপাশি অন্যদের প্রতি সহমর্মিতায়ও ছিলো তাঁর দৃঢ়তা। কাউকে তিনি কাছে টানার পরে কোনো কারণে আবার তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন এমন দেখা যায়নি। এ ব্যাপারেও তিনি দৃঢ় ছিলেন। যাঁরাই তার সত্য আহ্বান মেনে নিয়েছিলেন তাদেরই তিনি সকল দোষত্রুটিসহ গ্রহণ করে নিতেন। যারা এ ধারণা করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন ভনিতাকারী (নাউযুবিল্লাহ) তাদের ধারণা সঠিক নয়। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে পাশ্চাত্যে তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।[৩০১]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সকল গবেষণায় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়ার বিবরণ অনুসারে–

"..... ইতোপূর্বে গবেষণাকৃত বিপুল পরিমাণে দলিলপত্রের বিস্তারিত বিবরণ ঘেঁটে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সৎ এবং দৃঢ়চেতা মানুষ যিনি অন্যদের শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন। এমনকি, যাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেন তাঁরাও প্রত্যেকে সৎ এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন।"[৩০২]

চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজন পাদ্রী ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক, প্রাচ্যবিদ, ডেভিড স্যামুয়েল মার্গোলিওথ উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সহমর্মিতা শুধু মানবজাতিকে ঘিরেই নয় বরং তা ছিলো ছোটবড় সকল প্রাণীর প্রতি। তিনি বিভিন্ন পশুপাখি সম্পর্কে আরবদের লালিত নিষ্ঠুর সব কুসংস্কারকে দূরীভূত করেছিলেন–

"মানবতার ধারণাকে তিনি ইতর প্রাণী পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষের কল্যাণ করাই মানবতা নয় বরং মানবতা কথাটির মধ্যে ইতর প্রাণীর কল্যাণকামিতাও সামিল রয়েছে। তিনি পশুপাখি দিয়ে খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ তাঁর সামনে নিজের উটের সাথে কঠোর আচরণ করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলতেন এবং পশুপাখির সাথে ভালো আচরণ করার উপদেশ দিতেন। ....আরবের যুগপ্রাচীন কুসংস্কার অনুসারে কিছু কিছু পশুপাখির সাথে নির্বোধের মতো নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। সেসব কুসংস্কার তিনি ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন.....। কুসংস্কার অনুসারে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সবচে ভালো উটটিকে ধরে এনে মৃতব্যক্তির কবরের পাশে বেঁধে অনাহারে রাখা হতো যতক্ষণ না উটটি ক্ষুধা পিপাসায় মারা যায়। ভেড়ার পালের ওপর কুনজর পড়েছে বলে কুনজর বন্ধ করার জন্য বেছে বেছে কয়েকটি ভেড়া ধরে বলি দেয়া হতো। বহুদিন বৃষ্টি না হলে বৃষ্টি নামানোর জন্য ষাঁড়ের লেজের সাথে জ্বলন্ত মশাল বেঁধে দেয়া হতো। প্রাণীদের প্রতি এ ধরনের নিষ্ঠুর কুসংস্কারগুলোকে তিনি নির্মূল করেছেন। তাঁর নির্দেশেই ঘোড়ার কেশর ও লেজ কেটে ফেলা, এবং গাধার নিতম্বে লোহার নামফলক গরম করে চিহ্ন বসানোর প্রথা বন্ধ হয়েছে।"[৩০৩]

একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং সরকারী চাকরিজীবী চার্লস স্টুয়ার্ট মিলস তাঁর 'ইসলাম ধর্মের ইতিহাস' নামক বইতে নবী (স) সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করে লিখেছেন–

"মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। ফলে নিরক্ষর হয়েও তিনি তাঁর ভয়ংকরতম শত্রুর সাথেও চৌকস বিতর্কে লিপ্ত হতে পারতেন আবার অন্যদিকে তাঁর সবচে কমবুদ্ধিসম্পন্ন অনুসারীকেও উচ্চমার্গীয় চিন্তাধারার শিক্ষা প্রদান করতে পারতেন। তাঁর সাধারণ বাগ্মিতাই তাঁর রাজকীয় প্রকাশভঙ্গির কারণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত, আবার তিনি তাঁর ভীতিজাগানিয়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বন্ধুত্বপূর্ণ মিষ্টতা দ্বারা জনগণের নিকট সহনীয় করে তুলেছিলেন, প্রচণ্ড আবেগকে প্রশংসা আর ভালোবাসায় মিশিয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তাঁর এক ধরনের অভিভাবক সুলভ ক্ষমতা ছিলো যার

দ্বারা তিনি শিক্ষিত লোকজনকে বশ করতে পারতেন আর অশিক্ষিতদের পরিচালনা করতে পারতেন।"[৩০৪]

স্কটল্যান্ডের লেখক স্যামুয়েল পার্সন স্কট মনে করেন ইসলাম যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার কারণ হলো নবী মুহাম্মাদের (স)-এর আকর্ষণীয় চরিত্রগুণ–

> *"ইতিহাসের পাতায় ইসলাম যেভাবে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তা খুব সম্ভবত একজনমাত্র মানুষের বীরত্ব, চরিত্রগুণ, মেধা এবং প্রতিভার কারণে। যদি একথা মেনে নিই তাহলে বলতে হয় এর বেশিরভাগ কৃতিত্ব হচ্ছে মুহাম্মাদ (স)-এর যিনি কর্মপরিকল্পনা করেছেন এবং একটি উন্নত চেতনায় যুক্ত করে নীতি প্রণয়ন করেছেন যা এর সাফল্যকে নিশ্চিত করেছে। ঘটনা যেমনই হোক না কেন, ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন, মানুষের সুখ-শান্তির উন্নয়ন, মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিপোষণ তবে জাগতিক নিরিখে মুহাম্মাদের (স) ধর্মের নীতিমালা শতভাগই সঠিক বলতে হবে। পাশাপাশি যদি ধরে নেয়া হয় যে মানুষের স্রষ্টা শেষ বিচারের দিনে সবাইকে ডেকে নিবেন আর প্রতিটি মানুষকে তার কৃত যাবতীয় কাজকর্মের হিসেব দিতে হবে অতঃপর সৎকাজের পুরস্কার আর অসৎকাজের শাস্তির বিধান হবে- সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পরজাগতিক নিরিখে মুহাম্মাদ (স)-কে ঈশ্বরে বাণীবাহক হিসেবে স্বীকার করতেই হবে।"*[৩০৫]

একজন লেখক, সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ ও এন্টি কর্ণ আইনের প্রচারক উইলিয়াম কুক টেইলর তার লেখা বই 'মুহাম্মাদের ধর্ম ও এর উপদলগুলি' বইতে নবী মুহাম্মাদের (স) প্রতি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি নবী মুহাম্মাদকে গরিবের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

> *"দরিদ্রের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এতই বেশি ছিলো যে, তিনি তাঁর ঘরের সমস্ত কিছু উজাড় করে তাদের দিয়ে দিতেন, তাদের বঞ্চিত করে কোনোকিছু নিজে ভোগ করার কথা কল্পনাও করতেন না, তিনি তাদের সাথে গল্পগুজব করতেন এবং তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা সম্পর্কে তাদের সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন। তাদের কাছে তিনি ছিলেন পরম বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী।"*[৩০৬]

ডা. গুস্তাভ ওয়েইল একজন জার্মান প্রাচ্যবিদ। তিনি 'ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের ইতিহাস' বইতে নবী (স) সম্পর্কে লিখেছেন, নবী (স) ছিলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন মানুষ। যে কোনো স্থান থেকে আগত যে কেউ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর সান্নিধ্য পেতে পারত–

> *"নবী মুহাম্মাদ (স) জনগণের কাছে ছিলেন একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর চরিত্র ছিলো বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলুষ। তাঁর আবাসস্থল, পোশাকাদি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সবকিছুতেই পরম সরলতার চিহ্ন ছিলো। তিনি এতটাই অনাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন যে, এমনকি তাঁর অনুসারীদের কেউ তাঁকে রাজকীয় বা বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে অভিবাদন করুক এটাও তিনি চাইতেন না। যে কাজ তিনি নিজে করতে পারতেন সে কাজের*

জন্য তিনি অন্য কারও অপেক্ষায় থাকতেন না। সবাই সব সময় তাঁর সান্নিধ্য পেতে পারত। তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন এবং সকলের জন্যই তাঁর অন্তরভরা দরদ ছিলো। তাঁর বদান্যতা ও উদারতা ছিলো অসীম। তিনি সব সময় সম্প্রদায়ের লোকজনের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর রাখতেন।"[৩০৭]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সৎ এবং খোলামেলা স্বভাব সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি যখন আমরা তাঁকে কোনো বিবাদ মিমাংসার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন বিচারকের বিচারবুদ্ধিতে ভূষিত ছিলেন। এ ধরনের সুবিবেচনা প্রসূত কাজকর্মের কারণেই তিনি একদল বিশ্বস্ত সহচর পেয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সিনিয়র এংলিকান চ্যাপলাইন রেভারেন্ড স্টিফেন উইলিয়ামসের মতে,

"আমি যদি ইতিহাস অনুসরণ করে মুহাম্মাদ (স)-এর বিচারিক ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে যাই তবে আমাকে বলতে হবে যে, তিনি বিবদমান পক্ষগুলোর মাঝে দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুকে একজন বিজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারতেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, মুহাম্মাদের (স) ব্যাপক সুনাম অন্যদের কাছে তাঁকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেছিলো। আপনি যদি এমন কারও কাছে কোনো বিবাদের বিষয় নিয়ে সালিশ আবেদন করেন যাঁকে সাধারণভাবে লোকে নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করে তবে আপনি সেইরকম কোনো ব্যক্তির নিকট গিয়ে সঠিকভাবে আপনার বিষয়টি উপস্থাপন করলে ন্যায়বিচার পাবেন। আর এভাবেই মুহাম্মাদ (স)-এর বিজ্ঞ বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিলো।"[৩০৮]

Right Honourable ব্রিটিশ এমপি মাইকেল মিচার বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স) অত্যন্ত সৎসুন্দর উপায়ে মানুষের নিকট কুরআনের বাণী প্রচার করতেন। নবী মুহাম্মাদের (স)-এর ওপর কুরআনের বাণী নাজিল হওয়ার সময় তাঁর যে সব শারীরিক লক্ষণ দেখা যেত তা কোনো ভনিতা নয় বরং তিনি সততা এবং সত্যনিষ্ঠাসহ সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতেন। আয়াত নাজিল হওয়ার সময় তাঁর কেমন অনুভূতি হতো সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন–

"মুহাম্মাদ (স) যখন হেরা গুহায় প্রথম সেই দৃশ্য দেখেন তখনই তিনি মানবজাতির সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগের মধ্যস্থতাকারীতে পরিণত হয়েছিলেন কুরআনের মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে কুরআনের ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী, খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক, অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং অর্থপূর্ণ। আর নবী (স) তাঁর ওপর অবতীর্ণ বাণীকে হুবহু মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর নীতিতে সৎ ছিলেন এবং আমি তাঁকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে করি।"[৩০৯]

নবী মুহাম্মাদের (স)-এর বিশ্বস্ততাপূর্ণ স্বভাবের প্রমাণ এ থেকেই পাওয়া যায় যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিশ্বাস কোটি কোটি মানুষ আজকের দিনেও মনেপ্রাণে ধারণ করে আছে। তাঁর

খোলামেলা স্বভাবই তাঁকে তাঁর স্বর্গীয় বাণী প্রচারে সাহায্য করেছে। Right Honourable মিচার আরও বলেন–

> *"আমার মতে, তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার প্রচণ্ড শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি এক শক্তিশালী স্বর্গীয় শক্তি ছিলেন। মানবপ্রজাতি এবং ঈশ্বরের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এ শক্তি এতটাই জোরালো ছিলো যে, তা ১৪০০ বছর পর্যন্ত বহাল রয়েছে। এটা অসাধারণ।"*[৩১০]

একজন ব্রিটিশ লেখক রুথ ক্রানস্টোনও প্রায় একই রকম মন্তব্য করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, নবী (স) শৈশবে এতিম হওয়ায় তাঁর চাচার কাছে লালিতপালিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন থেকেই তিনি সকলের প্রতি সৎ, দয়ালু, শান্ত ও বিশ্বস্ত ছিলেন। জীবনের বড় পরিসরে এসে তাঁর সেই ছোটবেলার সততা আরও উজ্জ্বলতা লাভ করে মক্কার লোকদের দ্বারা তাঁর আল-আমিন (বিশ্বস্ত) উপাধিপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে।[৩১১]

একজন কৃতি লেখক রুথ ওয়ারেন তাঁর লেখা 'নবী মুহাম্মাদ (স)' নামক বইতে নবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রশংসা করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, নবী (স) তাঁর নিষ্ঠা, সততা এবং পরিচ্ছন্ন বিচারবোধের কারণে মক্কার লোকদের বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সংবেদনশীল, ভদ্র, চিন্তাশীল এবং কৌশলী।[৩১২] আরব সাম্রাজ্যের পতনের পর পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যায়নি বরং ইসলাম আগের মত একই উজ্জ্বলতা নিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম হয়ে রয়েছে। ইসলামের শিক্ষাগুলো, যেমন– দৈনন্দিন প্রার্থনা এবং রোজা, বিশ্বব্যাপী ইসলামপন্থী লোকজনের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলেছে। ইসলামের মূল আদর্শ এ শিক্ষাই প্রদান করে যে, সকল মানুষ ভাই ভাই এবং আল্লাহর চোখে সকলে সমান।[৩১৩]

নবী মুহাম্মাদ (স) সৎব্যক্তি ছিলেন কি না তা যাচাই করতে হলে সে সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিতে হবে। সে সময়ে তাঁর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের লোকজন বাস করত যাদের সাথে তাঁকে মেলামেশা করতে হতো। সেসব লোকজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিলো সেটা যাচাই করলেই বোঝা যাবে নবী মুহাম্মাদ (স) কতটা দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইউরোপের জিব্রালটার অঞ্চলের বিশপ Reverend রওয়েল জিওফ্রে বলেন–

> *"আমরা মুহাম্মাদের (স) সময়কার রীতিনীতি সম্পর্কে জানি। পবিত্র কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে জানি। কারণ আমি সমালোচনামূলক ধর্মবিদ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছি। আপনি প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনা করুন। আমি বলছি যে, মুহাম্মাদ (স) সৎ ছিলেন কি-না তা যাচাই করার জন্য আপনি কি প্রেক্ষাপটের ব্যাপারটা বিবেচনা করবেন না? তখনকার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? তিনি বিভিন্ন বিষয় যেমন– খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে জানলেন কোথা থেকে? কার ছিলো সে ব্যক্তি যাদের কাছ থেকে তিনি এসব বিষয় জানতে পেরেছিলেন? আমি যতদূর জানি তাঁর সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তি নন যেমনটি*

অতীতে কিছু কিছু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি তাঁকে 'বড় প্রতারক' (নাউজুবিল্লাহ) বলত।"[৩১৪]

ওয়েস্টমিনস্টার ইন্টারফেইথ গ্রুপের পরিচালক জন ডাল ডিন এক সাক্ষাতকারে নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একজন সৎ, বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন–

"আমি সব সময় মনে করে এসেছি নবী (স) ছিলেন পরিপূর্ণ একজন সৎব্যক্তি, তাঁর সততা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তিনি অত্যন্ত সৎ, মিশুক এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন।"[৩১৫]

লন্ডনের সাউথহলে অবস্থিত শিখ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত শিবচরণ সিং গিল এক সাক্ষাতকারে নবী (স) সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন ইতিহাসে স্মরণীয় সবচে সৎব্যক্তিদের একজন এবং তাঁর সততার কারণেই খাদিজা (রা.) তাঁকে স্বামী হিসেবে কবুল করেন। তিনি একজন সৎব্যবসায়ীও ছিলেন বটে–

"সেই সময়ের ইতিহাস থেকে তাঁর সততা সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর সততার কারণেই তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সৎ হিসেবেই পেয়েছিলেন ফলে বিবাহে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। খাদিজা (রা.) নবী মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নবী (স) খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায়ের মালপত্র নিয়ে বাণিজ্য করতে চলে যেতেন এবং মালপত্র কেনাবেচাসহ সকল ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত তিনিই নিতেন। খাদিজার (রা.) ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি হিসাবপত্র, নিজের শ্রমব্যয় এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে যে সততা দেখিয়েছিলেন তাতে খাদিজা (রা.) মুগ্ধ হয়েছিলেন।"[৩১৬]

যুক্তরাজ্যের সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব, Right Honourable এমপি ডেভিড ব্লানকেট মত প্রকাশ করেন, নবী মুহাম্মাদের (স) সততা তাঁর নবুওয়াতী কাজের মর্মস্থলে গ্রথিত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের বিধি-বিধানকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন ঘটাতেই তিনি অন্যদের নিকট নিজেকে একটি মডেল বা মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন–

"সততা ও অমায়িকতাকে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের একটি বিধি হিসেবে চালু করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদের জন্য তিনি সততাকে একটি দিকচিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি তিনি তাঁর আল-আমিন উপাধিটি প্রতীকি অর্থে ব্যবহার করতেন এবং যে কেউ তাঁকে অনুসরণ করতে চাইলে তাকেও সেই প্রতীকটি অর্জন করার চেষ্টা করতে হতো। তিনি এমন একটি পথের দিশা দিয়েছিলেন যে পথে তিনি নিজেই জীবনযাপন করে এবং বিশ্বাসে ব্রতী হয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।"[৩১৭]

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্টারফেইথ ফোরামের ফাদার অ্যালেন গ্রীন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সততার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে–

"আমি যতদূর জেনেছি, নবী মুহাম্মাদ সত্যনিষ্ঠ একজন সৎব্যক্তি ছিলেন।"[৩১৮]

সহনশীলতা

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর কাজকর্ম থেকে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে তাঁর ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে অমুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর সদাচরণ ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। লন্ডনের ক্যামডেনস্থ থ্রি ফেইথস ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্টিফেন সাশোয়া লিখেছেন–

> *"যেসব মুসলমান বন্ধুদের সাথে আমার কথা হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ভিন্নধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো মৃতের কফিন তাঁর পাশ দিয়ে যেত তখন তিনি রাস্তা ছেড়ে দিতেন এবং তিনি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। তাঁর অনুসারীরা যখন তাঁকে জানাতো যে মৃতের সৎকার অনুষ্ঠানটি কোনো মুসলমানের নয় বরং একজন ইহুদীর তখন তিনি বলতেন যে, মৃত্যু সবকিছুকে সমান করে দেয় এবং আমরা সবার প্রতিই শ্রদ্ধা রাখি। এখানে তিনি যে আচরণ দেখিয়েছেন তাতে তিনি মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করেননি। ফলে, আমাদেরকে আন্তঃধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এমনকি, তিনি কিতাবীদের (আসমানী কিতাবধারী- ইহুদী, খ্রিস্টান ইত্যাদি) সম্মান করতে বলেছেন। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি 'বিশ্বাসের বৈচিত্র্য'-কে শ্রদ্ধা করতেন যেখানে ভিন্ন ধরনের লোকজনকে সহজভাবে গ্রহণ করে নেয়া হয়। আমরা ভিন্ন বিশ্বাসের লোকজনের সাথে সহ-অবস্থান করতে পারি। একজন ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজার (রা.) সঙ্গে সততা বজায় রেখেছিলেন। আমার মুসলমান বন্ধুরা বলেন যে, তিনি ন্যায়বান ছিলেন।"*[৩১৯]

সমতা

এইচ আর এইচ প্রিন্স চার্লস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ইউরোপীয় দেশগুলোতে নারীরা ভোটাধিকার পাওয়ার অনেক আগে থেকেই মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসছে। এ সত্যকে অনেক সময়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়। ইউরোপ যখন অন্ধকার যুগে ছিলো সে রকম সময়েই কুরআনে নারীদের সম্পত্তির মালিক হওয়া থেকে শুরু করে আয় উপার্জন করা বা সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া ইত্যাদি অধিকার দিয়ে রেখেছিলো। এটা বাস্তব সত্য যে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্ভাগেও নারীদের ভোটাধিকার ছিলো না। মার্গারেট থ্যাচার যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশগুলোতে নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। অতএব, মুসলিম দেশগুলো নারী বিদ্বেষী এ অভিযোগ অসত্য। কিছু কিছু উগ্র মুসলিম দেশে নারীদের প্রতি কৃত আচরণ বিচার করে ইসলামে নারীকে হেয় করা হয়েছে ভাবা ঠিক হবে না।

> *"দয়া করে মনে রাখবেন যে, ইউরোপ নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করার অনেক আগেই তুরস্ক, মিশর এবং সিরিয়া তাদের ভোটের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে রেখেছে এবং সুইজারল্যান্ডের চেয়ে আরও অনেক আগে। সেসব দেশে নারীরা অনেক আগে থেকেই তাদের কর্মক্ষেত্রে সমান বেতন এবং পূর্ণকালীন কাজের সুযোগ পেয়ে আসছে। মুসলিম নারীরা বহু আগে থেকেই সম্পত্তি মালিক হওয়ার এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ভোগ করে আসছে। এমনকি, ঘটনাক্রমে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয় সেক্ষেত্রেও তাদের উপযুক্ত অধিকার রয়েছে। দেড় হাজার বছর আগেই কুরআন তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করার অধিকার দিয়ে রেখেছে যদিও সব মুসলিম দেশেই তা সমানভাবে অনুসৃত হয় না। ব্রিটেনে তো এ অধিকার এমনকি আমার দাদীমাদের প্রজন্মের পক্ষেও কল্পনাতীত ছিলো। বেনজির ভুট্টো এবং বেগম খালেদা জিয়া তাঁদের মুসলিম সমাজের প্রথাগত ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। বেনজির ভুট্টোতো বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নারীরা মুসলিম দেশে বাস করে বলেই যে তারা বিধিবদ্ধভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা যদি অতিরক্ষণশীল কিছু মুসলিম দেশের আচরণকেই সামগ্রিক বলে ভাবি তাহলে আমরা ইসলামে নারীর অবস্থান কেমন তা বুঝতে পারব না।"*[৩২০]

চার্চ অব ইংল্যান্ড স্কুলের একজন শিক্ষকের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ভাষ্য অনুযায়ী, নবী মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই একজন জনদরদী নেতা ছিলেন যিনি অন্যদের সঙ্গে সুস্থসুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদের সাথে সমতানীতির ভিত্তিতে

সম্পর্ক রচনা করতেন। তাঁর নবীসুলভ কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিলো বৃহত্তর মানব সমাজ। সুতরাং সেখানে নারীদের অবমূল্যায়িত রাখা অবান্তর। তিনি বলেন–

> *"মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী পাঠ থেকে আর যা কিছু তথ্য আমি তাঁর সম্পর্কে জেনেছি সব মিলিয়ে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা হলো যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি জনগণকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন এবং লোকজনের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। অতএব, তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি শুধু তাঁর নিজের সঙ্গে অন্যদের সুসম্পর্ক রচনা করেন নি বরং সমতানীতির ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যেকার পারস্পারিক আন্তঃসম্পর্ককে গড়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের চোখে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবাইকে সমান করে তুলে তিনি তাদের সকলের জন্য সমতানীতির ভিত্তিতে পরস্পরকে বোঝার এবং স্বয়ং ঈশ্বরকে বোঝার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। মানবজীবনের এ মূল ব্যাপারটি অন্যদের নিকট তুলে ধরাই ছিলো তাঁর সমগ্র জীবনের উদ্দেশ্য।"*[৩২১]

যদিও তাঁর প্রচারকর্মের প্রথমদিকে সমাজের লোকজনের মধ্যে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহবাদ বিরাজ করছিলো কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (স) অবশেষে বিভিন্ন উপায়ে তাঁর জগগণের মাঝে পারস্পারিক বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত সমতানীতির বাণীসমূহ সমাজের অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিলো। ধনাঢ্য ও অভিজাতরা সমাজে আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে স্থিতবস্থার পক্ষে ছিলেন এবং নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে সমাজের কম ভাগ্যবান লোকজনের উপর শাসন চালাতে চেয়েছিলেন। সমাজের অন্যরা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুরক্ত ছিলেন কারণ মুহাম্মাদের (স) প্রচারিত বাণী তাদের সমতায় ভূষিত হওয়া এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। চার্চ অব ইংল্যান্ডের সেই শিক্ষক আরও বলেন–

> *"প্রধানত দু'টি কারণে তারা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বিশ্বাস করত। প্রথমদিকে, খুব বেশি লোক তাঁকে সমর্থন করেনি। যার ফলে ইসলামকে আর বেশিদূর এগিয়ে নেয়া তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিলো। লোকজন প্রথমে তাঁকে বিশ্বাস করেনি কারণ তিনি ধনী দরিদ্র সকলকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তাঁর বাণী প্রচার করছিলেন। বিশেষ করে সেখানকার ধনী লোকজন ব্যাপারটি ভালো চোখে দেখে নি। আবার অনেকেই তাঁকে বেশি পছন্দ করেছিলো। তাঁকে অনেকের কাছে পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো তাঁর বাণীর বিষয়বস্তু ছিলো পরিষ্কারভাবে বোধগম্য এবং তিনি খুব বেশি সমতার কথা বলতেন। এক হিসেবে তারা মুহাম্মাদের (স) সমতা নীতির কথায় নিজেরা সম্মানিত বোধ করতো। তারা এও মনে করতে যে মুহাম্মাদকে (স) শ্রদ্ধা না করার অর্থ হলো সমতার নীতিকে অস্বীকার করা। মুহাম্মাদের (স) বাণীর অশ্রদ্ধা করার অর্থ হলো সমগোত্রীয়দের অশ্রদ্ধা করা যেটা তারা করতে চাইত না। আবার তাদের পক্ষে*

মুহাম্মাদের (স) সমতার নীতিকে স্বীকার করাটাও সহজ ছিলো না কারণ সেটা এমন এক সমাজ ছিলো যেখানে দাসব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। সেখানে আরও এমন সব সামজিক স্তর বিভাজন ছিলো যেখানে উচ্চস্তরের লোকেরা নিম্নস্তরের লোকদের সাথে ভিন্নভাবে আচার আচরণ করতে পারত এবং সেরূপ আচরণ দ্বারা অর্থাগমের সুযোগ ঘটত। তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, সমতা অবলম্বন করলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের অনেক কিছু হারাতে হবে।"[৩২২]

পূর্ব লন্ডনের শ্যাডওয়েল ক্যাথলিক চার্চের ফাদার টম কিউইন বলেন–

"ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং মুসলমান সম্প্রদায়, মসজিদ এবং ধর্মসভার আলাপ-আলোচনা থেকে আমি যতটুকু জানি তাতে আমি নবীর (স) মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করি।"[৩২৩]

ওয়াশিংটন আর্ভিং ঘোষণা করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত, দরিদ্র অথবা ধনী সকলকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতেন–

"তাঁর ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বন্ধু কিংবা অপরিচিত, ধনী কিংবা গরিব, ক্ষমতাবান কিংবা দুর্বল সবার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আচরণ করতেন এবং তাঁর অমায়িকতার কারণে এবং সাধারণ লোকজনের অভাব অভিযোগের কথা মনোযোগ সহকারে শোনার কারণে তাদের বিপুল ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।"[৩২৪]

চরিত্র

"সেন্টার ফর রিসার্চ অন ন্যাশনালিজম, এথনিসিটি এন্ড মাল্টিকালচারালিজম হুইচ লিংকস রিওহ্যাম্পটন অ্যান্ড দি ইউনিভার্সিটি অব সার্জারি"-এর নির্বাহী পরিচালক এবং সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপক জন এড মনে করেন নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রে অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রের নিত্যসাধারণ ব্যাপার ছাড়াও ভিন্ন কিছু ব্যাপার ছিলো। সম্ভবত তাঁর চরিত্রের এ অনন্য সাধারণ গুণটির কারণেই মানুষ তাঁকে ব্যবহারিক জীবনের পর্যায়ে অনুসরণ করত। অধ্যাপক এড-এর মতে–

> *"যীশু খ্রিস্টের চাইতে বরং নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বেশি কাছের মানুষ এবং বেশি বাস্তব বলে মনে হয়। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলদ্দীপক ব্যাপার হলো এই যে, তিনি ছিলেন অতিসাধারণ একজন আটপৌরে চেনাজানা কাছের মানুষ অথচ আবার আল্লাহর নবী। যীশুখ্রিস্টের কোনো স্ত্রী-সন্তান ছিলো না। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নবী মুহাম্মাদ (স) আমাদের অতি কাছের একজন মানুষ যাঁর স্ত্রী-সন্তান-পরিবার ছিলো। তাঁকে কোনো সাধুসন্তের চাইতে বরং বাস্তব জাগতিক মানুষ ভাবতেই আমরা বেশি পছন্দ করি।"*[৩২৫]

ব্রিটিশ লেখক ম্যাগসাই হ্যামিলটন লিটল আমাদের জানাচ্ছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) নিজ চরিত্রের বিশ্বস্ততা ও সততা দিয়ে আমাদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। অনেক গবেষণায় দেখে গেছে যে, তিনি জগতের সৃষ্টবস্তু, মানুষ এবং পশুপাখির প্রতি সুশীল, ভদ্র ও বিনম্র ছিলেন। তাঁর এ মহৎ গুণটিই তাঁর চরিত্র বিচারের একটি মানদণ্ড হতে পারে। শিশু এবং প্রাণীদের প্রতি নবীর (স) আচরণ সবসময়ই দয়াদ্র ছিলো।[৩২৬]

একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং রক্ষণশীল পার্টির এমপি এবং চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার, লারউইকের ব্যারন ল্যামন্ট, Right Honourable লর্ড নরমান ল্যামন্ট নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সময়কার প্রেক্ষাপটকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বলেন, নারী সম্পর্কিত কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন নবী মুহাম্মাদ (স) ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের লোকজনের প্রতি খুবই সহনশীল ছিলেন–

> *"আমি মনে করি মুহাম্মাদ (স) যা কিছুই বলেছেন আর করেছেন তা সবই তাঁর সময়কার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রতি মুহাম্মাদের (স) দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের কাছে হয়ত রক্ষণশীল বা পশ্চাৎপদ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর সময়ের মানদণ্ডে বিবেচনা করলে তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়ার মত যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিলো। বাস্তবিকই নারীদের সম্পর্কে মুহাম্মাদের (স) দৃষ্টিভঙ্গি তাদের*

সেই সমাজে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে দিয়েছিলো। আবার, যুদ্ধনীতি সম্পর্কে মুহাম্মাদের (স) দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে আগ্রাসী এবং বর্বরপন্থা বলে মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে আমার কাছে মনে হয় তিনি আসলে যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাঁর কাছে ধরে আনা লোকদের দয়া, করুণা এবং সহমর্মিতায় ভূষিত করার সুযোগ তৈরি করে নিতেন। আমি মনে করি, মুহাম্মাদ (স) তাঁর সময়ের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট বিবেচনাশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।"[৩২৭]

টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশনের ফেইথ এ্যাক্ট ম্যানেজার ড্যানি রিচমন্ড বলেন, নবী মুহাম্মাদের (স) চরিত্রে পরার্থপরতা ছিলো যা শুধু তাঁর অনুসারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা সবার জন্যই সমানভাবে কাজ করত। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত শুধু তাঁর অনুসারী কিংবা তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের জন্য নয় বরং তা বিশ্বমানবের এবং বিশ্বের সকল জীবের জন্য। নবী মুহাম্মাদের (স) প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর পরার্থপরতা–

"তাঁর জীবনী থেকে আমি যতটুকু জানি, তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যদের ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতেন। সেই অন্য ব্যক্তিরা হতে পারে তাঁর পরিবারের বাইরের অথবা ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অথবা হতে পারে তাঁর এলাকার সবচে অবহেলিত মানুষটি। তাঁর জীবনের অনেক শিক্ষাই হলো সহমর্মিতা এবং অন্যদের জন্য কাজ করার শিক্ষা। আমি মনে করি এর দ্বারা তিনি নিজের মতো আরও অনেক ব্যক্তি তৈরি করে রেখে গেছেন। এ রকম ব্যক্তিদের আমাদের সমাজে আরও বেশি প্রয়োজন[৩২৮] *।"*

আর ভি সি বোদলে উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো যা সকলকে খুশি করত। তাঁর হাসি ছিলো খুবই মোহনীয় এবং তিনি করমর্দনের সময় কখনই নিজের হাত অন্যজনের হাত থেকে আগে সরিয়ে নিতেন না। বন্ধুদের সাথে তিনি ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন এবং তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সুযোগ পেলেই শিশুরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতো। তিনি পশুপাখি ভালোবাসতেন এবং অনুসারীদেরকে পশুপাখির সাথে ভালো ব্যবহার করতে শেখাতেন।[৩২৯]

পিয়েরে ডি ল্যাসি হেনরি জনস্টোন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এমনকি মুহাম্মাদের (স) মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরে আজও বিশ্বের প্রতিটি আনাচে-কানাচে তাঁর ধর্মের অনুসারীরা তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে চলেছে। এর প্রধান কারণ হলো মুহাম্মাদ (স)-এর চারিত্রিক শক্তি–

"ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (স) প্রায় ১৩০০ বছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তিনি যে ধর্মের প্রচার করে গেছেন তা আজও মানবজাতির প্রায় একষষ্ঠাংশের হৃদয়বৃত্তি ও জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বাহ্যিকভাবে দেখলে যদিও ইসলাম একটাই কিন্তু এর অন্তঃস্থলে এটা অনেক শাখা-প্রশাখা আর উপদলে বিভক্ত হয়ে

গেছে। তারপরও ইসলামের নবীর (স) ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলিম দল-উপদলগুলোর মধ্যে কোনো বিভেদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) যে বিশ্বাসের কথা প্রচার করে গেছেন সেই বিশ্বাসের বাণী সংক্ষেপের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ক্ষমতা অপরিবর্তিত রয়েছে।"[৩৩০]

'নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বগুণ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা জন আদাইর উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) তাঁর অনুসারীদেরকে জীবন চলার পথে কোনো ধরনের চরমপন্থা অবলম্বন করতে সব সময়ই নিষেধ করতেন। তিনি তাদের সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন–

"মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক চরমপন্থার সযত্ন পরিহার সত্যিই এক সমভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। এবং মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রই ছিলো এমন সুষম ও সমভাবাপন্ন। পবিত্র কুরআনে প্রকৃতপক্ষে সকল প্রাণবান সত্ত্বার পক্ষে ধর্মপালনকে সহজ করে দেয়ার মতো বাস্তব জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে।"[৩৩১]

অধ্যায়-৩

নারী স্বাধীনতা ও সমতা

নবী মুহাম্মাদ (স) আরবদের কাছে সকল মানুষের সাম্যের কথা প্রচার করেছেন। তিনি তার সর্বশেষ ভাষণে বলেছেন– মানবজাতি হলো আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। ফলে, কোনো আরবের চেয়ে কোনো অনারব শ্রেষ্ঠ নন, আবার কোনো অনারবও কোনো আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। ঠিক তেমনি কোনো ভালো কাজ ছাড়া একজন সাদা মানুষ একজন কালো মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, আবার একজন কালো মানুষও একজন সাদা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। সমস্ত মুসলিম একে অপরের ভাই।

দাসত্ব

মুহাম্মাদ (স) কেন বিশেষ কিছু রীতিকে অনুমতি দিয়েছিলেন তা বুঝতে হলে তিনি কোন্ পরিবেশে বাস করতেন সেটা অধ্যয়ন করা দরকার। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে মুহাম্মাদ (স) সকলের সমতার নীতিটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন– সেটা হোক নারীদের ক্ষেত্রে অথবা দাসদের ব্যাপারে। ব্রিটিশ এমপি Right Honourable ফ্রাঙ্ক ডবসন বলেছেন–

"কোন্ অর্থে তিনি তাদের স্বার্থ দেখেছিলেন? যেমন আমি বলি– এটি মূলত তিনি কোন্ সমাজে জন্মেছিলেন তার ওপর নির্ভর করে। এটি পরিষ্কার যে তিনি এমন একটা সমাজ পেয়েছিলেন যেখানে কিছু লোককে মানুষের চেয়ে নিচু মনে করা হতো এবং তারা ছিলেন দাস। ফলে আমি যতটুকু বুঝি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীন লোক বা দাস– সবাই আল্লাহর চোখে সমান। ঠিক তেমনি নারীরাও এবং নিশ্চিতভাবে ইসলামের আলোকেই তিনি (নারীদের ব্যাপারে) এভাবেই কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে অন্য লোকেরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক নয়। এটি আরব জাহানে নারীদের এমন অধিকার দিয়েছে যা সে সময়ে ছিলো না। সে অর্থে তিনি ছিলেন একজন প্রগতিবাদী।"[৩৩২]

ইতালী অধ্যাপক লৌরা ভ্যাকিয়া ভ্যালিয়েরী বলেছেন– একজন দাসকে মুক্ত কওে দেয়া ইসলামের চোখে এক মহান কাজ। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী দাস মুক্ত কওে দেয়া হলো কিছু কিছু গোনাহ মুক্তির উপায় এবং আল্লাহ এ কাজটাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন– যদি কেউ একটি দাসমুক্ত করে দেন তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবেন।

ভ্যালিয়েরীর ভাষায়–

"কুরআনে অনেক বারই বলা হয়েছে যে দাস মুক্ত করে দেয়া হলো বিশেষ কিছু গোনাহের শাস্তি। হাদীস অনুযায়ী খুব জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে দাস মুক্তিদান এমন একটা কাজ যা আল্লাহর কাছে খুবই গ্রহণীয়। যিনি একটা বিশ্বাসী দাস মুক্ত করবেন তিনি কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবেন।"[৩৩৩]

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহুবিবাহের কারণে এবং দাসপ্রথাকে স্বীকৃতি দেয়ার কারণে তাকে একজন নারীভোগী হিসেবে বারবার অপবাদ দেয়া হয়। যদি দাসপ্রথাকে ইসলামী মনে করা হয় তাহলে অবিচার করা হবে। কারণ এটি ইসলামের আগেও ছিলো। আরো একটা বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন যে মুহাম্মাদ (স) নারী ও দাসদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে তিনি তার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বিখ্যাত লেখক আলফ্রেড মার্টিন তাঁর "Great Religious Teachers of the East" গ্রন্থে বলেছেন– যদিও নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বহুবিবাহ ও দাস প্রথার জন্যে অপবাদ দেয়া হয়, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা

দরকার। এটি ছিলো এমন এক সময় যখন রুগ্ন সমাজ ও দাসপ্রথা থেকে নারীদের রক্ষা করার কোনো আইন ছিলো না। একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি বহুবিবাহ ও দাসপ্রথা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন।

আলফ্রেড মার্টিনের ভাষায়–

> *"মুহাম্মাদ (স) বিরুদ্ধে বহুবিবাহ ও দাস প্রথা নিয়ে অনেকবার অপবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটি ভালো হতো যদি তাঁর সমালোচকেরা একটু থেমে দেখতেন যে এ অশুভ কাজ তার আগে বহু শত বছর ধরে চলে এসেছে। সবচেয়ে বেশি তিনি যা করতে পারতেন তাহলো দাস ও নারীদের অবস্থা উন্নতি করতে পারতেন। কুরআনের বিভিন্ন সূরা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি খুব দরদের সাথে দাস-দাসীদের সাথে ব্যবহার করার কথা বলেছেন এবং তাদের মুক্তিদানকে এমন এক পুণ্যের কাজ হিসেবে বলা হয়েছে যে তাকে জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেয়া হবে। আমরাও আজ অবশ্য সমতা ঘোষণার খুবই কাছাকাছি হলেও দাসপ্রথা বিলোপ না করার জন্যে মুহাম্মাদ (স) দোষ দেয়ার সাহস করি।"*[৩৩৪]

Right Honourable এমপি ব্লানকেট মনে করেন– মুহাম্মাদ (স) তাদের পণ্যের মতো ব্যবহার করেননি যাদের বাজারে কেনা-বেচা যাবে। তিনি বলেন–

> *"আমি যতটুকু বুঝি, মুহাম্মাদ অন্য মানুষের মালিকানার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। অন্য কথায় তাদের নিজেদের অধিকার ও আত্মপরিচয় ছিলো। এমন সম্পত্তি ছিলেন না যা অন্যের মালিকানায় থাকবে।"*[৩৩৫]

এ সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক নিয়মাবলি থাকলেও এটি বলা যাবে না মুহাম্মাদ (স) দাসপ্রথাকে উৎসাহিত করেছিলেন। ফাদার আলেন গ্রীন বলেন–

> *"তিনি একটা বহু ঈশ্বরবাদী সমাজে বাস করতেন। সে সময়ে যারা শাসন করছিলেন তিনি তাদের সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ছিলেন। আমার জানা মতে তিনি দাসপ্রথাকে উৎসাহিত করেননি।"*[৩৩৬]

দাসপ্রথাকে জঘণ্যভাবে চর্চা করা দূরে থাক, তিনি যা করেছেন তা ছিলো সে সময়ের সামাজিক প্রথার একটা অংশ অথবা তার একটা বর্ধিত অংশ এবং একটা সামাজিক রীতি। লর্ড কিনক বলেছেন–

> *"আমার সব সময় একটা ধারণা ছিলো মুহাম্মাদ দাসপ্রথাকে সমর্থন করেননি। কিন্তু এটি ঠিক যে সেটা ছিলো সে সময়ের একটা শক্তিশালী সামাজিক রীতি যা প্রায় সব সমাজে ছিলো।"*[৩৩৭]

এটি খুব মজার ব্যাপার যে মহানবী মুহাম্মাদ (স) তার সাম্যের নীতি দাসদের পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এ নীতিমালার প্রমাণ পাওয়া যায় দাসদের সাথে তাঁর সদ্ব্যবহারের নমুনার

মধ্যেই। বিশেষ করে তাঁর সাহাবাদের দ্বারা দাস মুক্তির ঘটনাগুলো তার উজ্জ্বল প্রমাণ। (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) চার্চ অব ইংল্যান্ড পরিচালিত এক স্কুল শিক্ষক বলেছেন–

> *"বিলাল নামের একজন ছিলেন যার একটা সমস্যার কথা আমরা জানি, যিনি ছিলেন একজন প্রধান মুসলমান। তিনি অত্যাচারিত হওয়ার পরও তার বিশ্বাসকে তিনি ত্যাগ করেননি। আমার বিশ্বাস আবু বকর তাকে কিনে মুক্ত করে দেন। এটি দাস মুক্তির একটা উদাহরণ যেখানে একজন মুসলমান দাসকে ইসলামের দৃষ্টিতে সমানভাবে দেখা হয়েছে। এভাবেই মুহাম্মাদ মুক্তি ও সাম্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যার একটা উদাহরণ হলো দাসকে মুক্ত করে দেয়া।"*[৩৩৮]

যদিও মুহাম্মাদ (স)-এর যুগে দাসপ্রথা ছিলো, তবুও লক্ষ্যণীয় এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে যে সবার মধ্যে সাম্যতা বিধানের মাধ্যমে এ প্রথাটা আস্তে আস্তে বিলোপ হয়ে যাচ্ছিলো। মুহাম্মাদ (স) যেভাবে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা দিয়ে আরবের দাসদের সাথে আচরণ করতেন তেমন ধরনের কাজ এখন আর মুসলিম দেশগুলোতে করা হয় না। বরং অনেকেই তাদের বাসার কাজের লোকদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। নিকনাম সেহরী বলেছেন–

> *"আমি হয়ত ভুল হতে পারি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, নবী যেভাবে দাসদের দেখাশুনা করেছেন ও তাদের সাথে সমানভাবে ভালো ব্যবহার করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে আসলেই আল্লাহর চোখে সকল মানুষ সমান। আরবের অবশ্য অনেকদিন ধরে দাসপ্রথা চালু ছিলো যখন দাসদের সাথে খারাপভাবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সম্ভবত নবী (স)-ই সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছেন এটি দেখাতে যে তোমার যদি কোনো দাস থাকে তাহলে তুমি তার সাথে ভালো মানবিক ব্যবহার করবে।"*[৩৩৯]

বহুবিবাহ

মুহাম্মাদ (স) নারীদের কি অধিকার দিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করতে গেলে ৭ম হিজরীর সাংস্কৃতিক পরিবেশও বিবেচনা করতে হবে। যদিও মুসলমানদের প্রায়ই নারীদের প্রতি নেতিবাচক বা নারীদেরকে কোনো ধরনের কথা বলার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি বলে সমালোচনা করা হয় তবুও এ ব্যাপারে আসলে ইসলামের ঐতিহ্য ও নবী (স)-এর শিক্ষা কি ছিলো সেগুলো দেখা দরকার। নারীদের তাদের নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে নবী (স) কি করেছিলেন সে ব্যাপারে যখন সংসদ সদস্য Right Honourable ফ্রাংক ডবসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলোম তখন তিনি বলেন–

> *"হ্যাঁ, তবে আমি যা বুঝি তা হলো– সেটা ছিলো সেই সময়ের যে পরিবেশে তারা বাস করতেন তার বিপরীত। কারণ তাদের তখন কোনোই অধিকার ছিলো না। অথচ ইসলামে তাদের যথাযথ অধিকারই দেয়া হয়েছে। আমি যতটুকু বুঝি, যেসব সমালোচনা করা হয়েছে তা হলো নবী (স) যা বলেছেন তার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং সম্ভবত তা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে। সারা দুনিয়ায় বিশাল অঙ্কের মানুষ নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চান। এখন এটিকে যদি আপনি ধর্মীয় ব্যাখা দিয়ে চাপাতে চান আপনি সেটা করতে পারেন। আমি মনে করি না যে লোকেরা তাদের মন মতো করে যে অপব্যাখ্যা করেন তা নিছক কোন দুর্ঘটনা।"*[৩৪০]

বহুবিবাহ পশ্চিমা সমাজে অসামঞ্জস্য হলেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহুবিবাহ সে সমাজের আলোকে নারীদের প্রয়োজনীয় একত্রীকরণের একটা প্রক্রিয়া ছিলো। এ ব্যাপারে ফ্রাংক ডবসন আরো বলেন–

> *"আমাকে স্বীকার করত হবে যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি বহুবিবাহের পক্ষে নই। তবে, আমার মনে হয় এটি ছিলো একটা সমাজের ফলাফল। এটির একটা কারণ হতে পারে এই যে, এর মাধ্যমে নারীদের নিরাপত্তা, সাহায্য ও অর্থায়ন করা হয় যা না হলে তাদের দেখাশুনার কেউ থাকত না। তবে, অবশ্যই শ্রেষ্ঠ সম্পর্কের জন্যে একজন পুরুষের জন্যে একজন নারীই ভালো*[৩৪১] *।"*

আসল কথা হলো– নবী মুহাম্মাদ (স) বহুবিবাহের ভয়াবহ অনুশীলন বন্ধ করাই প্রমাণ করে যে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নীতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নারীদের যাবতীয় নির্যাতনমূলক আইন ও প্রথা থেকে বিমুক্ত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উৎসর্গীত। রাসূলুল্লাহ (স) যে বহুবিবাহের চর্চা করেছিলেন তা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে যার ফলে অমুসলিমদের কাছে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মহানবীর সমালোচকেরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যান যে বহুবিবাহ ছিলো সেই সময়ের সমাজের একটা স্বাভাবিক সামাজিক রীতি, যা বহু পুরুষে

করতেন। যে কারণে তা সে সময়ের পরিবেশেকে সামনে নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা বহুবিবাহের ব্যাপারে নতুন আলোর ছটা বিছিয়ে দিয়ে এই প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তার অপব্যবহারকে রোধ করেছে। বহুবিবাহের ব্যাপারে ইসলাম অনেক কঠিন শর্ত দিয়েছে এবং মুহাম্মাদ (স) নিজেও সেগুলো মেনে বহুবিবাহ করেছেন। এর একটা শর্ত হলো যিনি বহুবিবাহ করবেন তাকে অর্থনৈতিকভাবে এমনভাবে সচ্ছল হতে হবে যাতে তিনি সব স্ত্রীর টাকা-পয়সা যোগান দিতে পারেন। তা না পারলে তার জন্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। আর যারা মুহাম্মাদ (স)-কে একজন বহুগামী হিসাবে গাল-মন্দ করেছেন তারা কিন্তু এগুলো বা তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেননি। সে সময়ের একটা অবস্থা ছিলো এই যে, অনেক পুরুষ যুদ্ধে গিয়ে মারা গেলে তাদের বিধবা স্ত্রীদের যদি কেউ বিয়ে না করত তাহলে তাদের সাহায্য করা, নিরাপত্তা দেয়া বা দেখাশুনার কেউ থাকত না। হয়ত কোনো কোনো মুসলমান বহুবিবাহের শর্তগুলো পূরণ না করেই এ কাজ করেন; তার সাথে কুরআনের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। নিকনাম মেহরী বলেন–

> *"এ ব্যাপারে আমি দুটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করব। এর একটি বিষয় যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি তাহলো মক্কার মূর্তিপূজারীরা নতুন জন্ম নেয়া শিশু মেয়েদের জীবন্ত কবর দিতো যা মুহাম্মাদ (স) নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং এটি ইসলামের একটা ইতিবাচক দিক। আর দ্বিতীয়টি হলো একটা নেতিবাচক দিক: যে কারণে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (স)-কে প্রায়ই আক্রমণ করা হয়। আমি সব সময়ই এ অবস্থাকে এভাবে ব্যাখ্যা করি– সে সময়ে বহুবিবাহ প্রায় সব স্থানেই বিয়ের একটা সাধারণ নিয়ম ছিলো। তবে, কুরআন সেই সময়ে বহুবিবাহের যে নিয়ম সাব্যস্ত করে তা ছিলো খুবই প্রগতিশীল। প্রথমত, কুরআন বহুবিবাহের সংখ্যাকে 'যত পারো তত কর' নীতির বিরুদ্ধে মাত্র চার এ সীমিত করেছে। এটিই সে সময়ে যা হতো সে প্রেক্ষাপটে একটা অগ্রসর ভূমিকা ছিলো। দ্বিতীয়ত, এটি তখনই করার অনুমতি আছে যখন একজন স্বামী সকল স্ত্রীদের মধ্যে আর্থিক ও স্বামীর অধিকার সমানভাবে দিতে পারবেন। তা না হলে আপনাকে একটা স্ত্রী নিয়েই থাকতে হবে। আমরা জানি যে নবী (স) নিজেও খাদিজা বেঁচে থাকতে শুধু তাকে নিয়েই ছিলেন। এরপর তিনি যখন অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করেন তখন তার আরো ছয়জন বা সাত জন স্ত্রী ছিলেন। তাদের অনেকেই ছিলেন বিধবা যাদের বা যাদের ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনার কেউ ছিলেন না। ফলে, এ বিয়ে ছিলো তাদের জন্যে একটা সাপোর্ট। আর কিছু বিয়ে ছিলো সেই সময়ের কিছু রাজনৈতিক জোট বাধার কারণে। নিয়ম ছিলো এই যে, আপনি যদি কোনো গোত্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক করতে চান তাহলে তাদের কারো মেয়ে বিয়ে করতে হবে। যদিও আমরা জানি যে তাঁর অনেক স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তিনি কারো প্রতি অবিচার করেননি।"*[৩৪২]

বহুবিবাহের ব্যাপারে টাওয়ার হ্যামলেটস-এর রেভেরেন্ট থমাস ওব্রিয়েন ভাষায় এটি সেই সমাজের একটা সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছিলো যে কারণে বহুবিবাহ একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। তিনি বলেন–

> *"তাঁর সময়ে বেশকিছু যুদ্ধ হয়েছিলো এবং সেসব যুদ্ধে অনেক পুরুষ মারা যান। ফলে, পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। সেই সময়ে সামাজিকভাবে বহুবিবাহ গ্রহণযোগ্য ছিলো। এছাড়া, সামাজিকভাবে এটি প্রয়োজনীয়ও ছিলো।"*[৩৪৩]

শতাব্দীকাল ধরে রাসূলুল্লাহ (স) শত্রুরা তার বহুবিবাহ নিয়ে সমালোচনা করে এসেছেন। কিন্তু ৭ম শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে সবাই বুঝতে পারবেন যে সে সময়ে বিয়ের কোনো নিয়ম বা আইন-কানুন ছিলো না। ব্যভিচারকে সমাজের একটা গ্রহণীয় নীতি হিসেবে। তখন কে কতটা বিয়ে করবে তার কোনো বাধা ছিলো না। এ ধরনের বর্বর সমাজে রাসূলুল্লাহ (স) বিয়ের সীমানা বেঁধে দিয়েছেন চার পর্যন্ত। জার্মান অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার এটিকে একটা প্রগতির প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেন–

> *"মুহাম্মাদ (স) বহুবিবাহকে অনেক সামাজিক ব্যাধির একটা সমাধান হিসেবে দেখেছিলেন এবং এগুলো তেমন ভুল ছিলো না। কোনো কোনো বিষয় এ মহামানবকে উদ্বিগ্ন করেছিলো তা আমাদের মনে রাখতে হবে; মাটি, পরিবেশ, মরুভূমির পথ, সেখানকার শাসকবৃন্দ ও সপ্তম শতাব্দীর বন্যমানুষ। মুহাম্মাদ একজন দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির মতো কাজ করতে গিয়ে তিনি এগুলো মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যেমন গোত্রের অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ, নৈমত্তিক হত্যাকাণ্ড, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া, সকল মেয়েদের পণ্যের মতো ব্যবহার করা ও শক্তিমানদের দ্বারা দুর্বলদের গ্রাস করা। সে সময়ে দাসদের অবস্থা জন্তুদের চেয়েও খারাপ ছিলো। বহুবিবাহ ছিলো একটা গ্রহণীয় সুবিধার মতো। তাই, তিনি এ বিধান জারী করেন যে, পুরুষেরা সর্বাধিক চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে যদি তারা তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারে।"*[৩৪৪]

মুহাম্মাদের বহুবিবাহ

অধ্যাপক ভাজলেইয়ারি লক্ষ্য করেছেন– ইসলামের শত্রুরা নবী মুহাম্মাদকে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছে এবং তাঁকে দুর্বল চরিত্রের মানুষ হিসেবে গণ্য করে। এ বিরোধীদের সব সময় একচোখা নীতি অবলম্বন করতে দেখা যায়, কারণ এ দোষটা তাকেই দেয়া যায় যে, বয়সের দিক থেকে যৌনশক্তিতে ভরপুর। কিন্তু ওই সময় নবী (স) থাকতেন তার একমাত্র স্ত্রীর সাথে যিনি কিনা তার চাইতে ১৫ বছরের বড় এবং পূর্বে যার দুবার বিবাহ হয়েছিলো। মহানবী (স) দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা চিন্তা করেছিলেন যখন তার স্ত্রী খাদিজা ৬৫ বছর বয়সে মারা যান এবং তার বয়স ছিলো ৫০ বছর। তিনি দাবি করেন–

> *"ইসলামের শত্রুরা মুহাম্মাদ (স)-কে একজন কামুক এবং চরিত্রহীন ব্যক্তি হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করে, তাঁর মিশনের সঙ্গে একমত নয় তার বিবাহের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে এ রকম একটি দুর্বল চরিত্রের প্রমাণ খুঁজে বের করে। তারা এ সত্যটা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, তাঁর জীবনের সেই বছরগুলোতে যখন প্রকৃতিগতভাবে যৌন আবেগে শক্তিশালী, যদিও তিনি আরবের মতো একটি সমাজে বসবাস করতেন যেখানে বিবাহ প্রথা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রায় অবর্তমান ছিলো, যেখানে বহুবিবাহের নিয়ম ছিলো এবং যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সত্যিই অনেক সহজ ছিলো, তিনি মাত্র একজন মহিলোকে বিবাহ করেন, খাদিজা, যিনি তার চাইতে বয়সে অনেক বড় এবং এটিও সত্যি যে ২৫ বছর ধরে তিনি ছিলেন তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ স্বামী। শুধুমাত্র যখন তিনি মারা যান এবং তাঁর বয়স ৫০ তখনই তিনি আবার বিয়ে করেন এবং একাধিকবার। প্রত্যেকটি বিয়ে ছিলো সামাজিক অথবা রাজনৈতিক কারণে। কেবলমাত্র আয়েশা ছাড়া, তিনি যাদের বিয়ে করেন তাদের কেউই ছিলো না কুমারী অথবা যুবতী অথবা সুন্দরী। এটিকে কি যৌন লালসা বুঝায়?"*[৩৪৫]

শীভ চরন সিং গিল (গরড়োয়ারা, সাউহলো, মিডেলসেক্স, ইংল্যান্ড) বিশ্বাস করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বহুবিবাহগুলো ছিলো সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে; সমাজের অন্যায়-অবিচার থেকে নারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং দরিদ্রতা থেকে রক্ষা এবং গোত্রগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য।[৩৪৬]

মহানবী (স) সম্পর্কে একই মত প্রকাশ করেন আমেরিকার লেখক এলসা মার্সটোন।[৩৪৭]

পণ্ডিত প্রিয়সকুমার (মেহেতা, জালারাম হিন্দু মন্দির, গ্রিনফোর্ড, লন্ডন) যুক্তি উত্থাপন করেন, বহুবিবাহ ঐ সময়ে একটা প্রথা ছিলো এবং পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি ছিলো যা কিনা বহুবিবাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, পণ্ডিত দাবি করেন, নবী

(স) ছিলেন খুবই সুন্দর, নম্র এবং অমায়িক স্বভাবের, অনেক পিতামাতা তার সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন–

"ওই সময় পরিস্থিতি ভিন্ন ছিলো এবং আমি শুনেছিলোম নারী সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় ছিলো বেশি, সুতরাং এটি ছিলো বহুবিবাহ করার তখনকার একটা প্রথা, তিনি একাধিক স্ত্রী বিয়ে করার পিছনে অন্য আরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি তিনি ছিলেন সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সৎ। তাঁর উত্তম স্বভাবের কারণে অন্যরা তাঁকে পছন্দ করত, অন্যরা হয়ত তাঁর নম্র স্বভাবের কারণে তাদের মেয়ে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিলো এবং তিনি হয়ত তাদের আবদার গ্রহণ করেছিলেন; এমন বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।"[৩৪৮]

রিলিজিয়নের অধ্যাপক এবং কলেজ অব হলিক্রুসের সেন্টার ফর ইন্টরন্যাশনাল স্টাডিস-এর পরিচালক জোন এল, এসপোসিটোর মতে, নবী মুহাম্মাদের (স) একজন স্ত্রী ছিলেন যিনি মারা গিয়েছিলেন তাঁদের বিবাহের ২৪ বছর পর। তাঁর মৃত্যের পরে নবী (স) আরো কয়েকজন বিধবাকে (একজন ছাড়া) বিয়ে করেছিলেন, কয়েকজনকে রাজনৈতিক কারণে, অন্যদের করেছিলেন বিধবা হিসেবে আশ্রয় দেয়ার জন্য, তাঁর ভাষায়–

"তাঁর মৃত্যুর পরে অন্য বিবাহগুলো শুরু করেছিলেন, একজন ছাড়া সকলেই ছিলো বিধবা, এর মধ্যে কিছু বিয়ে আরবের নেতৃবৃন্দের ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য। কিছু বিয়ে ছিলো যুদ্ধে নিহত সাথীদের বিধবা স্ত্রীদের সাথে যাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিলো। কনের কুমারিত্ব যেখানে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা হতো সেখানে বিধবা বিয়ে ছিলো কঠিন ব্যাপার।"[৩৪৯]

নবী (স)-এর এ বিবাহ বিষয়ে অনিতা রায় যুক্তি দেখান যে, তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী খাদীজা থাকা অবস্থায় আর কোন বিয়ে করেননি। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি খাদীজা এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেন তাহলে নবী মুহাম্মাদ (স) আর কোন বিবাহ করতেন না।[৩৫০]

রায় আরো বলেন–

"নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করেছিলেন খাদীজার সাথে, তাঁর মৃত্যুর পর অন্য যে বিয়েগুলো তিনি করেছিলেন তা ছিলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্যর কারণে, সেখানে ছিলো না কোনো যৌন আকাঙ্ক্ষা। তাঁর বিবাহসমূহের হয়ে পড়েছিলো আদর্শিক এবং আত্মিক বাধ্যবাধকতা, যা ছিলো যুদ্ধের কারণে বিধবা হওয়া অসহায় নারীদের বর্বর সমাজের হাত থেকে রক্ষা এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে। রায় পরিষ্কার করে বলেন, আল্লাহর নবীকে বিয়ে করা প্রত্যেক নারীর জন্য ছিলো বড় আশ্রয়।"[৩৫১]

সেজার-ই ফারাহ্, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এ মত পোষণ করেন যে, মহানবীর (স) বহুবিবাহের কারণ ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভারসাম্য স্থাপন করা– তিনি বিবাহ করেন বিধবা নারীদের দুষ্ট সমাজ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং আরও অন্য

মহিলোাদের বিবাহ করেন গোত্র সম্প্রাদয়ের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য। মহানবী (স) তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিলেন একমাত্র বিবি খাদীজার সাথে যিনি ছিলেন তাঁর থেকে ১৫ বছরের বড় এবং আগে যার দু'বার বিয়ে হয়েছিলো। তাঁর বয়স যখন ৫০ বছর এবং স্ত্রীর বয়স ৬৫ বছর হয় খাদীজা মারা যান। এর আগে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করেননি। সে সময় বহুবিবাহ গ্রহণযোগ্য ছিলো। এটি জানা কথা যে ডেভিডের ৬ স্ত্রী এবং অনেক উপপত্নিও ছিলো (২ স্যামুয়েল ৫ : ১৩; ১ ক্রনিকলস ৩ : ১-৯, ১৪ : ৩) এবং সলোমনেরও ৭০০ স্ত্রী এবং ৩০০ উপপত্নি ছিলো (১ কিংস ১১ : ৩) এবং রেহোবোমের (সলোমনের পুত্র) ১৮ স্ত্রী এবং ৬০ জন উপপত্নি ছিলো (২ ক্রনিকলস ১১ ; ২১)। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সময় বহুবিবাহ একটা প্রথা ছিলো। অধ্যাপক ফারাহ্ লক্ষ্য করেন যে, মহানবী (স)-এর বহুবিবাহের ভিত্তি ছিলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ।[৩৫২]

অধ্যাপক ইসপোসিটো এবং ফারাহ্-এর মন্তব্য পুনরায় প্রতিধ্বনিত হয় পূর্ব লন্ডনের একটি শিব মন্দিরের মুখপাত্র থেকে।

> *মুহাম্মদের (স) শুধুমাত্র একটি বিয়ে, তিনি বিয়ে করেছিলেন খাদীজাকে। বাকি সব বিয়ে ছিলো নারীদের খারাপ সমাজ থেকে রক্ষা করার জন্য। আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তিনি যুদ্ধে নিহত সাথীদের বিধবা স্ত্রী অথবা তালাক প্রাপ্তদের বিয়ে করেন। মানুষ তাঁর বহুবিবাহের ভুল তথ্য প্রদান করে একটি খারাপ ব্যাখ্যা তৈরি করে।*[৩৫৩]

Reverend জন কাউই, ইংলিশ রিফর্মড চার্চ, আমস্টার্ডম, হ্যালেন্ড, উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদের বহুবিবাহের চর্চা প্রায় ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়। মূলত এটি ছিলো তিনি যে সমাজে বাস করতেন তাঁর সংস্কৃতি অনুযায়ী–

> *"বহুবিবাহ সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই সীমিত। আমি বুঝতে পারি নবী (স) অনেক বার বিয়ে করেছেন, এটি ছিলো সে সময়ের সাংস্কৃতিক অবস্থা, যেখানে একজন পুরুষ এটি করতে সক্ষম ছিলো, তাদের স্ত্রীদের এবং পরিবারকে সঠিকভাবে চালাতে পারত। আমি মনে করি, এটি আমাদের সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়– এটি ছিলো সঙ্কটময় পরিস্থিতি যা বাধ্য করে মহানবী (স)-কে একের অধিক বিয়ে করতে। যদিও এখনকার যুগে কিছুপক্ষ বহুবিবাহকে সঠিক প্রাতিষ্ঠানিকরূপে স্বীকার করেন না, তাঁরা মুহাম্মাদ (স) বর্তমান থাকা অবস্থায় তখনকার যে দীর্ঘদিনের সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাকে বহুবিবাহের দিকে ঠেলে দেয় সেই ব্যাপারে অনবহিত।"*[৩৫৪]

Right Honourable ডেভিট ব্লানকেট এমপির মতে, পুরুষশাসিত সমাজ হওয়া সত্ত্বেও নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন এমন একজন যিনি এসব প্রথার বাইরে গিয়ে নারীর সমমর্যাদার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন–

"সেই সময় ছিলো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাজেই সিদ্ধান্ত নিত পুরুষেরা, কিন্তু এটি তাকে নারীদের ব্যাপারে সমানভাবে দৃষ্টি দিতে বিরত রাখতে পারেনি।"[৩৫৫]

ব্লানকেট স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ (স) ওই বাজে সমাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাঁর মতো অনেককেই একের অধিক বিয়ের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে–

"আমি মনে করি, তখনকার রীতি ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে যদি মুহাম্মাদ (স) নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকেন তাহলে বহুবিবাহ ছিলো সহজ স্বাভাবিক।"[৩৫৬]

ফাদার টোনের মতানুসারে মুহাম্মাদ (স) নারীদের সমাজের উঁচু স্তরে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেন–

"আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ (স) বলেছেন যে, পরিবারে নারীদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে যা খুবই মর্যাদা সম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটিও আমার কাছে সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ (স) নারীদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ক্ষেত্রে উদার।"[৩৫৭]

ফাদার এলেন গ্রিন উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদ (স)-এর বিবাহসমূহ তাঁর বাস্তব স্বভাবের সাক্ষ্য ছিলো এবং তার উদ্দেশ্য ছিলো ঐ সময়ের দুর্বল নারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

ইতিহাসের বিশেষ সময়ে একটা সমাজে বহুবিবাহ ছিলো নারীদের রক্ষা করার গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। আমি বুঝতে পারি মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী, তিনি আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। আমি মনে করি সমাজের নিরাপত্তার জন্য তিনি ঐসব মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।[৩৫৮]

একটা মজার স্বীকারোক্তিতে ফাদার এলেন গ্রীন মেনে যে, নারী সমতার ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী জেসাসের উপদেশের চাইতে বেশি বাস্তবসম্মত।

ইসলামের যে কেন্দ্রীয় মতবাদ সেটা হলো সমতার ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি মনে করি, মুহাম্মাদ (স) নারীদের সমতার ব্যাপারে খুবই পরিষ্কার। আমি ধারণা করি, নারীদের সমতার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স) জেসাসের চাইতেও বেশি স্পষ্ট।[৩৫৯]

কারেন্ট আর্মস্ট্রং অনুভব করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন প্রেমপূর্ণ মানুষ যিনি খাদীজা (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন যে কিনা ১৫ বছরের বড় এবং পর পর দুই বার বিবাহ করেছিলো। অধিকন্তু, তিনি অল্প বয়সী স্ত্রী গ্রহণ করেননি খাদীজার জীবদ্দশায় অবশ্যই নবী মুহাম্মাদ (স) খাদীজার (রা.)-এর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অন্য স্ত্রীদের থেকে তার প্রশংসা বেশি বেশি করতেন। কারেন্ট আর্মস্ট্রং ব্যাখ্যা করেছেন যে নবী মুহাম্মাদ (স) কোনো সুবিধা আদায়ের জন্য বিয়ে করেননি। তিনি তাঁর আয়ের বেশিরভাগ অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন।

লর্ড নীল কিনক অনুযায়ী, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ যা তখনকার নারীদের প্রয়োজন ছিলো এটিই নবীজি মুহাম্মাদ (স)-এর বহুবিবাহের মূল কারণ হিসেবে বিবেচ্য। তিনি উল্লেখ করেন, কিভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বহুবিবাহ ঐ সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত যেখানে অধিকাংশ নারী পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের বাইরে ছিলো–

> *এটি ছিলো সামাজিক প্রচলন, যখন পুরুষরাই ছিলেন প্রধান অভিভাবক, প্রত্যেক সমাজে নিরাপত্তাহীনতা এবং দুশ্চিন্তার কারণে। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যেও বহুবিবাহের আনেক ঘটনা ছিলো। আমি মনে করি, তাঁর অনেক স্ত্রী ছিলো কারণ তিনি চাইতেন ঐ বয়সের লোকজন যত্ন, দায়িত্ব এবং সুরক্ষার জিম্মাদারী গ্রহণ করুক। আমি বিশ্বাস করি না যে, বহুবিবাহকে ধর্মীয় মূলনীতি হিসেবে তৈরি করেছিলেন।"*[৩৬১]

নবী মুহাম্মাদ (স) নারীদের পূর্ণ অধিকার এবং নাগরিকের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং পুরুষদের সমান মর্যাদার দাবি তৈরি করেছেন। নবীসুলভ সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার পরও অনেক মুসলমান তা মেনে নিতে পারেন না। লর্ড কিন্নক আরো বলেন–

> *"আমার অনেক মুসলিম বন্ধুরা এ ধারণা পোষণ করেন যে, মুহাম্মাদ (স) নারী এবং মেয়েদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমতার পূর্ণ স্বীকৃতি দেন এবং বাস্তবে বুঝিয়েছিলেন। কী দুঃখজনক যে, তাঁর অনেক অনুসারী এ শিক্ষা মেনে নিতে অনিচ্ছুক, কারণ আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা বার বার বলা থেকে যে তিনি মানুষকে সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে সমানভাবে বিচার করেন।"*[৩৬২]

ইস্টেফেন সাশোয়া (পরিচালক, ত্রি ফেইথস ফাউন্ডেশন-এর পরিচালক, কেমডেন) বিবৃতি দেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) খাদীজাকে বিবাহ করা ছিলো নারী এবং সমাজে তাদের মর্যাদার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি আমাদের তাঁর বিয়ে করার উদ্দেশের ব্যাপারে অর্ন্তদৃষ্টি প্রদান করে। সাশোয়া লক্ষ্য করেন–

> *প্রথমত, তিনি একজন নারীকে বিয়ে করেন যে কিনা বয়সে বড়। তাই এটি বলা যায়, তিনি এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, বয়সে বড় নারীকে বিবাহ করা যায়। তিনি বিধবাদেরও বিবাহ করেছিলেন। আমি মনে করি, অনেক সংস্কৃতিতে দেখা যায় যেখানে বিধবাদের স্বাভাবিক জীবন থাকে না এবং মুহাম্মাদ (স) খাদীজাকে বিয়ে করার মাধ্যমে দেখান যে এরপরও জীবন স্বাভাবিক থাকতে পারে। আমার উপলব্ধি হলো– খাদীজা ছিলো নারীর জন্য ইসলামের একজন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিলো একজন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার মজবুত উদাহরণ।*[৩৬৩]

কুরআন পুরুষদের একের অধিক বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু সর্বোচ্চ চারজন। এই শর্তে যে, স্বামী অবশ্যাই সকলের মধ্যে সমান ন্যায়বিচার করবেন এবং সকলের সাথে সমান ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। এছাড়া, একজন স্বামীর যদি সকলের প্রতি সমান আচরণ প্রদানের

ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে কুরআন নির্দেশ দেয় শুধু একজনকে বিয়ে করার জন্য। ইতালীয় অধ্যাপক লরা ভেসিয়া ভেলিয়ার লিখেন–

> *"কুরআন একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন এবং এমনকি চারজন মেয়েকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়। কিন্তু একইভাবে স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের প্রতি বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ ন্যায় পরায়ণতার অবিচ্ছেদ্য শর্তারোপ করে। যার মানে হচ্ছে 'ন্যায়বিচার' শুধুমাত্র বস্তুগত বিষয় নয় বরং সমান ভালবাসার ক্ষেত্রেও: "....... বিয়ে করো দুজন অথবা তিনজন অথবা চারজন এবং যদি তুমি ভয় পাও যে তুমি সঠিক আচরণ করতে পারবে না, তাহলে শুধু একটি বিয়ে কর।"*[৩৬৪]

ড. এ্যানি বিসেন্ট (১৮৪৭–১৯০৩) ব্রিটিশ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি, ভারতের জাতিয়তাবাদী নেতা এবং ১৯১৭ সালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এর প্রেসিডেন্ট। নবী মুহাম্মাদ (স) শারীরিক চাহিদার কারণে একের অধিক বিয়ে করেছিলেন– এ ধারণার সাথে তিনি একমত নন। তিনি জোরারোপ করেন যে, প্রত্যেক বিয়ের পেছনে উপযুক্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্য এভাবে প্রকাশ করেন–

> *"আপনি কি আমাকে বলতে চান যে, একজন মানুষ যে পূর্ণ যৌবনশক্তিতে ভরপুর যার বয়স মাত্র ২৪ বছর, তিনি এমন একজনকে বিয়ে করেন যিনি ছিলেন তাঁর চেয়েও বয়সে বড় এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন ২৬ বছর ধরে, ৫০ বছর বয়স যখন যৌন আগ্রহ হয়ে পড়ে মৃতপ্রায় তখন কাম এবং যৌন লালসার জন্য বিয়ে করেছিলেন কী? মানুষের জীবন এভাবে বিচার করা উচিত নয় এবং আপনি যদি ঐ নারীদের দিকে তাকান যাদের তিনি বিয়ে করেছিলেন, আপনি অবশ্যই খুঁজে পাবেন যে প্রত্যেকের দ্বারাই তাঁর লোকদের মধ্যে মিত্রতা তৈরি, অথবা তাঁর অনুসারীদের জন্য কিছু অর্জন করা অথবা মহিলাটির জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিলো।"*[৩৬৫]

চার্চ অব ইংল্যান্ড স্কুলের একজন শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বিশ্বাস করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন নারীর প্রতি সমতার নীতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে। এটি দেখা যায় তাঁর স্ত্রী খাদীজার জীবনে এবং তিনি ছিলেন এককভাবে ব্যবসায়ী। যেটা নবী মুহাম্মাদ (স) গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে মুহাম্মাদ (স) বিবেচনা করেন সৃষ্টিকর্তার নিকট নারীপুরুষ এক সমান–

> *আমি মনে করি, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত, তাঁর বেড়ে ওঠা এবং তিনি যে এতিম ছিলেন; তাঁর ছিলো অত্যন্ত দৃঢ় স্ত্রী, খাদীজা ছিলো তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, তিনি নিজের জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম ছিলেন, এসব উপাদান তাঁর শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলেছিলো– তিনি নারীদের সমান মনে করতেন এবং প্রার্থনা এবং ধর্মীয় ব্যাপারে অন্তর্ভুক্ত করতেন। আমি মনে করি, সেখান থেকেই এ ধারণা চলে আসে যে তিনি নারীর মুক্তি ঘটিয়েছিলেন।*[৩৬৬]

Right Honourable জেরেমি কর্বিন, এমপি অনুভব করেন যে, আসলে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিরূপ ধারণা ও ভুল তথ্যের কারণে মুহাম্মাদ (স)-এর বহুবিবাহকে ভুলভাবে চিত্রায়িত করা হয়। আসল সত্য হচ্ছে মুহাম্মাদ (স) অনেক স্ত্রী থাকার কারণ হচ্ছে তাঁর সময়ে যুদ্ধের কারণে অবর্ণনীয় দুঃখের মাঝে পতিত ছিলো অনেক নারী। পাশ্চাত্য সমাজের গণ্ডিতে যা অনুল্লিখিত। কোরবিন বলেন–

> *"বহুবিবাহের প্রশ্নটা একটা বড় বিতর্ক। পাশ্চাত্য সমাজ এটিকে সম্পূর্ণ বেআইনি মনে করে, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বহুবিবাহ একটা ভালো ধারণা না। মুহাম্মাদ (স)-এর কৌশল ছিলো যদি কোনো নারী তাঁর স্বামী অথবা পরিবারিক আশ্রয় হারায় তাহলে তাঁকে আশ্রয় দেয়া এবং আশ্রয় দিতে থাকা একটা দায়িত্ব। আর এজন্যই মুসলিম সমাজসহ বিভিন্ন সমাজে নারীকে সহায়তা দেয়া হয় যারা তাদের পরিবারের উপার্জন সক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলেন।"*[৩৬৭]

মাইক স্ট্রেগাল, (চেয়ারম্যান, কেমডেন ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশন) বলেন যে, মুহাম্মাদ (স) নারী ভোগবাদীতার নিন্দা করেছেন এবং একইভাবে নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে, ঐশীবাণীর ভুল ব্যাখ্যার কারণে যে সংস্কৃতি কোথাও কোথাও বর্তমান তা নারীদের অধিকার আস্বীকার করতে পারে কিন্তু এটি নারীদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। তিনি উল্লেখ করেন–

> *"ঐতিহাসিক সময় এবং সেই সময়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিয়ম কানুন বিশ্লেষণ করে আমি মনে করি, তিনি ছিলেন নারীদের জন্য মুক্তিদাতা। শালীনতার বিধানগুলোকে নারী মুক্তির উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। কারণ তাদের ভোগের বস্তু হিসেবে দেখা হয়নি বরং তাদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিলো। আমি মনে করি এখনকার কিছু ইসলামিক সংস্কৃতিতে নারীদের স্বাধীন হিসেবে দেখা হয়নি, যেখানে নারীদের সমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যা ঠিক হয়নি। ধর্মের প্রকৃতি হচ্ছে মানুষ এটির ব্যাখ্যা দাঁড় করায় এবং মানুষ এটি তৈরি করে, মানুষই ধর্মের ব্যবহার করে– এটি ইসলামের বার্তা বহন কওে না।"*[৩৬৮]

স্ট্রেগাল মুহাম্মাদ (স) বহুবিবাহের ওপর আরো কিছু আকর্ষণীয় আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদ (স) বহুবিবাহের পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং তাদের সাধারণ কল্যাণ প্রদান। এটি ছিলো তখনকার একটা আদর্শ। তিনি আরো বলেন–

> *"কখনো কখনো তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে নারীদের নিঃস্ব হওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন যাদের কোনো উপয়ান্তর ছিলো না। তাঁর অনান্য বিয়ে ছিলো ভালোবাসার সমকক্ষ। আমি বুঝতে পারি তিনি আরো বিয়ে করেছিলেন। কারণ অনেক মহিলো যাদের স্বামী মারা যান, তারা ছিলেন বিধবা এবং কোনো আশ্রয় এবং*

নিরাপত্তা ছিলো না। তাই, তিনি এটি করেছিলেন এবং তাদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয় নিশ্চিত করেছিলেন। এ ব্যাপারটি ছিলো সেই সমাজের একটি প্রথা।"[৩৬৯]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর একাধিক বিয়ের পেছনে তাৎপর্যপূর্ণ কারণসমূহ সমাজে নারীদের কল্যাণ এবং উন্নতি সাধনের ব্যাপারে তাঁর গভীর চিন্তা ও আগ্রহের কথাই ফুটিয়ে তুলে। শ্রদ্ধেয় ড. হ্যারিয়ট হ্যারিস, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ডিভিনিটির সম্মানিত ফেলো ও যাজক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক যাজক এবং শিক্ষক এবং সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের প্রভাষক লক্ষ্য করেন–

"নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিবাহসমূহের পটভূমি তাঁর সামাজিক সহানুভূতিশীলতা এবং বিশ্বস্ত উপলব্ধির ইঙ্গিত বহন করে।"[৩৭০]

হারভার্ড রেডক্লিফ ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ (এইচ আর সি এফ)-র আঞ্চলিক পরিচালক ও উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার ভার্সিটি ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশীপের স্টাফ সদস্য মিস্টার মেকো সাগাসাত্তা বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বহুবিবাহ করতে বাধ্য হওয়ার বিষয়ে উপসংহারে আসতে হলে সামাজিক কারণসমূহকে স্বীকৃতি দেয়া এবং বিবেচনা করা উচিত–

"হ্যাঁ আমি জানি যে তাঁর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, বারো না হলেও দশের চাইতে বেশি কিংবা সে রকম কিছু। আমি জানি যে, এর কিছু সামাজিক কারণ ছিলো। তাঁর কিছু মুসলিম অনুসারী মারা গিয়েছিলেন এবং বিধবা স্ত্রী রেখে গিয়েছিলেন। বিবাহ ছিলো তাদের জন্য একটা পরিচর্যা। সেই ব্যাপারটা বেশ কয়েকবার ঘটেছিলো।"[৩৭১]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর একের অধিক বিয়ের উদ্দেশ্য তখনকার সামাজিক অবস্থার সাথে গভীরভাবে জড়িত। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট কারণসমূহকে তাঁর বহুবিবাহ করার মূল প্রেরণা হিসেবে দেখতে হবে। স্ত্রীদের মধ্যে অনেকে ছিলো যাদের জন্য বিবাহের মাধ্যমে শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তা জরুরি ছিলো। উত্তর লন্ডনের এসটি থমাস চার্চের Reverend স্টিফেন কোলস-র বক্তব্য অনুসারে,

"আমি ধারণা করি, এর বেশ কয়েকটা কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে, তিনি কয়েকজনকে বিয়ে করেছিলেন কারণ তাঁরা বিধবা হয়েছিলেন। কাজেই এটি ছিলো তাদের রক্ষা করার জন্য এবং আমি এও জানি যে আপনি যদি একটি গোত্রীয় সমাজে বাস করেন, খুব সম্ভবনা যে গোত্রে গোত্রে বিবাদের কারণে পুরুষরা মারা যাবে। সে কারণে পুরুষের তুলনায় মহিলো বেশি হবে। কাজেই দুটি ব্যাপার ঘটতে পারে, একটা হচ্ছে মহিলোদের সামাজিক বলয়ে রাখতে হবে, সুতরাং তাদের বিয়ে দিতে হবে, অন্যথায় তাদের দেখাশোনা করার জন্য কেউ থাকবে না। অন্যদিকে, সমাজকে গঠন করার জন্য ছেলে মেয়ে জন্ম হতে হবে। জৈবিকভাবে, একজন মানুষ অনেক ছেলেমেয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারে যেখানে অন্য গোত্রের সাথে বিবাদ

লেগে থাকে, এজন্য বেশি লোকের দরকার। কারণ, তাদেরও হত্যা করা হচ্ছে, কাজেই এসব কিছুরই একটা বাস্তব ভিত্তি আছে।"[৩৭২]

মুহাম্মাদ (স) জীবনের যে দিকটি প্রায়শ ভুল বুঝা হয় তাহলো তাঁর বহু বিবাহ। তাঁর বহুবিবাহের পেছনে কারণ এবং প্রেরণা কি ছিলো সে আলোচনা প্রায় উপেক্ষিত হয় অথবা খুবই ভাসাভাসাভাবে ব্যবহৃত হয়। বিয়ে হলো একজন নারীর প্রতি ভালোবাসা ও আবেগকে পূর্ণতা দেয়ার একটি ব্যবস্থা, কিন্তু বহুবিবাহ কি ফলাফল বয়ে আনতে পারে তা উদ্‌ঘাটন করা একটি আগ্রহের ব্যাপার হতে পারে। কেমব্রিণ ইউনিভার্সিটি ক্যাথলিক চ্যাপলেন্সির ফাদার এলবার্ণ ম্যাকয় বলেন–

> *"আমি দেখতে পারছি কিছু সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিবাহ কিভাবে সামাজিক প্রয়োজন হতে পারে। আমি মনে করি, এটি ভালো কিছু পাওয়ার জন্য একটা পর্যায় এবং আমি আরো মনে করি একক বিয়ে মানুষের দাম্পত্যের সততার দিক থেকে একটি শ্রদ্ধার ব্যাপার এবং নারী বৈষম্যের ক্ষেত্রে কম সহায়ক।"*[৩৭৩]

বিখ্যাত লেখক এনিমেরি শিমেল ইঙ্গিত করেন, "প্রাক ইসলাম যুগে সমাজে বিয়ে এবং তালাকের কোনো সীমা ছিলো না। সে কারণে চারটি বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা আরব সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। উপরন্তু, নবী মুহাম্মাদের (স) বেশকিছু বিয়ে ছিলো তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর বিয়ে করেননি যখন তাঁর বয়স ছিলো ৫০ এবং এর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সময় পার হয়ে যায়।"[৩৭৪]

সাম্য

আনিতা রায় মনে করেন, সাম্যের ভিত্তি নবী মুহাম্মাদের প্রচারণায় ছিলো খুবই সুস্পষ্ট, বোধগম্য ও উজ্জ্বল। তিনি তাঁর প্রণীত নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলায় প্রতিভাত করেছেন যে, অনগ্রসর, অসহায়, দরিদ্র বা ধনাঢ্য এবং যে কোনো শ্রেণী, বর্ণ ও লিঙ্গের মানুষ ঈশ্বরের নিকট সমান, কাজেই কোনো বৈষম্যের সুযোগ তার ধর্মে নেই।[৩৭৫]

ড. লেইটনারের পর্যবেক্ষণ হলো, ইসলাম সকল মানুষের মাঝে সাম্য ও সমতার শিক্ষা প্রচার করে। ইসলামের শিক্ষা হলো, ধনী-দরিদ্র ও কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য হতে পারে না। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো স্থানে বসতে পারে বা ইমাম হিসেবে নামায পরিচালনা করতে পারে। তিনি বলেন,

> *"মসজিদ হলো সকল প্রার্থনাকারীর মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার অনুপম দৃষ্টান্ত। সেখানে নেই কোনো বিশেষ আসন বা সিংহাসন। ইমাম বা যে কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি নামায পরিচালনা করতে পারেন। মুসলিম প্রার্থনাকারীদের বিশাল দলের বিভিন্ন ভঙ্গিতে নতি ও আত্মসমর্পণের সুশৃঙ্খল ও পিনপতন নীরবতার দৃশ্যের চেয়ে সুন্দর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আর কি হতে পারে।"*[৩৭৬]

ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি উচুঁ মাত্রার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নবী মুহাম্মাদের যুগে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছেন যে, কিভাবে অন্য ধর্মের মানুষের উপাসনালয়কে সু-রক্ষা ও সম্মান দিতে হয়। সে ধারা তাঁর পরবর্তীতে খলীফাগণের যুগেও অব্যাহত ছিলো। ড. এন কে সিং-র ভাষায়–

> *"ইসলামের পরমতসহিষ্ণুতার নীতি সর্বদা যে কোনো উপাসনালয়কে অপবিত্র ও অসম্মান করা বা জোরপূর্বক ইসলামী উপসনালয় হিসেবে ব্যবহার করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। যদিও নবী নিজে মক্কা বা ভেতরের মূর্তিগুলোকে সরিয়ে দিয়েছেন। তার কারণ ছিলো কাবা মূলত ইব্রাহীম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো মসজিদ হিসেবে। নবী কাবাকে মূর্তিমুক্ত করে একত্ববাদের স্থানকে তার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এটিই একমাত্র ঘটনা যেখানে কোনো উপাসনালয় নবী বা খলীফাদের যুগে মূর্তিমুক্ত হয়েছিলো।"*[৩৭৭]

প্রফেসর ভ্যলিয়র (Valier)-র মতে, ইসলাম জোরালোভাবে প্রচার করে যে, মানুষ একমাত্র ঈশ্বরের দাস এবং অন্য কারো দাসত্ব হতে মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীন। জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলাম সাম্যের নীতি বাস্তবায়ন করেছে। ইতোপূর্বে মানুষ নানামুখী সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিলো। মুসলিমদের মাঝে মর্যাদা ও পার্থক্য নির্মিত হতো শুধুমাত্র খোদাভীতি, নৈতিকতা ও পুণ্যময় কাজের ভিত্তিতে। তিনি আরো বলেন–

> *"মানুষ কেবল ঈশ্বরের দাস। অন্য যে কোনো মানুষের সাথে তার সম্পর্ক হলো একজন স্বাধীন মানুষের প্রতি অন্য স্বাধীন মানুষের কর্তব্যের ভিত্তিতে। ইসলামের পূর্বে মানুষ যখন নানা সামাজিক অবিচারের নির্মম শিকার হয়েছিলো, তখন ইসলাম সকল মানুষের মাঝে সাম্য ও সমতার ঘোষণা দান করেছিলো। কোনো মুসলিম অন্য মুসলিম হতে মর্যাদাবান হতে পারবে না জন্মগত কোনো অনুষঙ্গ বা এমন কোনো কারণে যা তার নিজস্ব এখতিয়ারাধীন নয় শুধু খোদাভীতি, উন্নত কর্মকাণ্ড ও তার বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষ বিশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে।"*[৩৭৮]

কারেন আর্মস্ট্রং (Karen Armstrong) দাবি করেন, নারীর উত্তরাধিকার বা আইনগত সাক্ষ্যদানের বিষয় আরবে ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইসলামই প্রথম এ বিষয়গুলোকে প্রচলিত করেছে। ইউরোপে নারীর অধিকারের বিষয় অনেক অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই নারীর প্রতি উৎপীড়নের অভিযোগের ব্যাপারে ইসলামের প্রতি অঙ্গুলি উচুঁ করার পূর্বে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।[৩৭৯]

রুথ ক্র্যান্টন (Ruth Cranston) বর্ণনা করেন, "চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবী মুহাম্মাদ নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক বেশি উদার। অপরপক্ষে, ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় নারীরা অধিকার পেয়েছে মাত্র সেদিন।"[৩৮০]

সপ্তম শতাব্দীতে আরবে নারীদের অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। লেখিকা আনিতা রায় নবী মুহাম্মাদের প্রতি তার উদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি নারীদের অসহায়ত্ব হতে মুক্তি দিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচনা করেছেন। যেসব নারী সমাজে ছিলো মূল্যহীন, তাদের করুণ দশা হতে তিনি তাদের মুক্তি দিয়েছেন।[৪৮১]

রায় আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন নবী মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য এটি নির্দেশিকা ও গাইড। মোহাম্মদ কর্তৃক প্রণীত ইসলামী নীতিমালা অনবদ্য মানবতার জন্য।[৩৮২]

ভারতীয় জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদ পণ্ডিত গোপাল কৃষ্ণ মনে করেন, নবী মোহাম্মদ মানবতার কল্যাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন বিশেষ যোগ্যতা, শক্তি ও নৈতিকতা নিয়ে। তিনি নারীর ত্রাণকর্তা। তিনি ধনী-দরিদ্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে আচরণ করেছেন। মুহাম্মাদের মহিমায় তিনি বলেন–

> *"ঈশ্বর তাকে জগতের সংস্কারের জন্য প্রেরণ করেছেন। মহান সংস্কারক ও মহামানবের সকল নৈতিক গুণ ও শক্তিশালী চরিত্র তার মাঝে নিহিত রয়েছে। তিনি ছিলেন নারী মুক্তির অগ্রদূত এবং সাম্যের প্রতীক।"*[৪৮৩]

Reverend Rupert Hoare (এপ্রিল ২০১২) প্রাক্তন ডীন, লিভারপুল ইউকে ক্যাথেড্রাল (প্রধান গির্জা) ও চেয়ারম্যান কাউন্সিল অব ফেইথ্স লিভারপুলের অভিমত হলো, নবী মুহাম্মাদের (স) সম-সাময়িক সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তার বহুবিবাহকে অনুমোদন করেছিলো। তদুপরি, এটি স্বীকৃত সত্য যে, সে সময়ের বিভিন্ন আরব গোত্রের প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় তাদের বহু অধিকার প্রদান করেছিলেন। Reverend আরো বলেন,

> *"তাঁর সমকালে নারীর অবস্থান পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহে ছিলো খুবই নাজুক পর্যায়ে। তিনি তাঁর সমকালীন বিভিন্ন গোত্রের তুলনায় নারীদের সমাজে ও ধর্মে বহু উচুঁ স্থান দান করেছিলেন। আমি মনে করি, তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে চমৎকার ব্যবহার করতেন। নারীরা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় তাঁর সময়ে অনেক বেশি অধিকার ভোগ করেছিলো।"*[৩৮৪]

মুহাম্মদ (সা) অন্যকে মহিলাদের প্রতি সম্মান জানাতে এবং তাদেরকে পবিত্র মানুষ হিসাবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশনের ফেইথ এ্যাক্ট ম্যানেজার ড্যানি রিচমন্ড বলেছেন,

> *"আমি জানি যে মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা নবীর জীবনের একটি অংশ ছিল এবং উল্লেখযোগ্য যে, মহিলারা পুরুষের সমান অর্ধেক ছিল, আপনি জানেন যে, মহিলাদের অধিকারের প্রতি তাঁর ওয়াদা করেছেন।"*[৩৮৫]

Sir John Glubb ব্যাখ্যা করেছেন, ইসলামের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে পুরুষদের চেয়ে নারীর আলাদা ভূমিকা রয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় যে, মহিলারা পুরুষের চেয়ে শারীরিকভাবে

দুর্বল; তবে মুসলিম সংস্কৃতিতে মহিলাদের স্থান সম্পর্কে সাধারণ পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি তীব্রভাবে বাঁকানো হয়।"[৩৮৬]

মানুষের মধ্যে সংহতি ইসলামী বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত এবং এটি কখনও কখনও মুসলমানদের মধ্যে একচেটিয়াভাবে হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। যতদূর কুরআন সম্পর্কিত, এটির বার্তা আরব জনসংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে, এইভাবে এটি বিশ্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে, মুহাম্মদ (সা) কেবল আরবদের জন্য নয়, বরং বিশ্বের জন্য একজন রাসূল ছিলেন এবং এটিই চূড়ান্ত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের সান্নিধ্যে রয়েছে। এটি ইসলামের কেন ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যদের দ্বারা এত তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার একটি কারণ ছিল। অবশ্যই, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা ও সময়কাল ছিলো যখন এ গতিবেগ সাময়িকভাবে স্তমিত হয়েছিলো। তবে তার সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। ড. এন কে সিং উল্লেখ করেন–

> *"ইসলাম ধর্ম ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ইসলামের মূলভিত্তি। ইসলামের ঐশী গ্রন্থ কুরআন বিশেষ কোনো সংস্কৃতির লোক বা বিশেষ কোনো যুগের লোককে সম্বোধন করেনি বরং সম্বোধন করেছে সকল গোষ্ঠীর মানুষকে এবং প্রত্যেক যুগের মানুষকে। সুতরাং, ইসলামের নৈতিক অবয়ব হলো বৈশ্বিক, ইসলামের সাম্যভিত্তিক অনুভূতির ফলে খুই দ্রুত ইসলাম সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে এবং অন্য ধর্মের অনুসারীরা তা গ্রহণ করেছে।"*[৩৮৭]

নবী মুহাম্মাদ (স) নারীর জন্য যে ভূমিকা ও অবস্থান নির্ণয় করেছেন তা ছিলো পুরুষের পরিপূরক, নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ছিলো উদার, তিনি এর মাধ্যমে সকল লিঙ্গের মাঝে বিরাজিত বৈষম্যের ধারণাকে মূল্যোৎপাটন করেছিলেন। পূর্ব লন্ডনের এক খ্রিস্টান যাজকের মতে,

> *"মুহাম্মাদের (স) শিক্ষা সে সময় ছিলো নারীর জন্য মুক্তির পথ। তিনি শিখিয়েছেন সকলের অবস্থান স্রষ্টার সম্মুখে সমান, যদিও দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন।"*[৩৮৮]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বহুবিবাহের ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে প্রথমে তদানিন্তন সময়ের সামাজিক রীতিনীতে মূল্যায়ন করতে হবে। খ্রিস্টান ধর্মেও বহুবিবাহ ও বিবাহহীন সহবাসের বহু ঘটনা ও চর্চা ছিলো। খ্রিস্টান ধর্মের বইপুস্তকের পাঠ সে কথা সহজে তুলে ধরে। নবী মুহাম্মাদের ঘটনায় খ্রিস্টানদের ধারণা হলো তার বহুবিবাহ ছিলো নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষার স্বার্থেই। তাদের বহুবিবাহ করা না হলে তারা পথহারা ও অসহায় হয়ে যেত।

নারীর ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদের ভূমিকা কখনো কখনো মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মহামান্য স্টীফেন ইউলিয়ামের বক্তব্য হলো–

> *"আমি মনে করি, আধুনিক নারীবাদীরা উপলব্ধি করতে বাধ্য হবে যে, তিনিই নারীর স্বকীয়তা অধিকার রক্ষায় প্রথম আইন প্রণেতা, অনুরূপ অনাহূত সন্তানের যত্নে তিনি ছিলো অগ্রগামী।"*[৩৮৯]

শিব চরণ সিং অনুভব করেন যে, দাস প্রথার বিরুদ্ধে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যুদ্ধ ছিলো মানবতার জন্য মহান শিক্ষা, তিনি যত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তার সবাই ছিলো আত্মরক্ষার খাতিরে। তিনি বলেন–

> *"দাস প্রথার ছিলো দীর্ঘ ইতিহাস, তিনি এ প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আমি ইসলামের স্কলার নই, শুধু প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারী। এর ভিত্তিতে আমি বলছি, তিনি যখন মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আসেন তাকে অনেক যুদ্ধে জড়াতে হয়েছে। এমনকি মদীনায়ও তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ যুদ্ধসমূহ ছিলো মুক্তির।"*[৩৯০]

দাসদের জীবনোন্নয়নে নবী মুহাম্মাদ যে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো প্রগতিশীল চিন্তাপ্রসূত এবং তাঁর সাধ্যানুযায়ী সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগের পরিচায়ক। লন্ডন ইউলিয়াম ইলিজ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক মি. ভাভিন (Bhavin Tailor) বলেন,

> *"দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া অবশ্যই উচিৎ। এটি সমাজকে করে আধিপত্যবাদী। সমাজের একজন অন্যজনকে অবদমন করতে সচেষ্ট হয়। সমাজ হয়ে যায় স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাপূর্ণ। দাসমুক্তি দাস সমাজকে দিতে পারে স্বাধীনতা। আর দাসপ্রথা সমাজকে করে তুলে অসমতা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অসামঞ্জস্যপ্রবণ সমাজে প্রত্যেকেই চাইবে এ বাধার প্রাচীরকে উপড়ে ফেলতে।"*[৩৯১]

ব্রিটিশ এমপি এমিস দাস-প্রথা সংক্রান্ত মহানবীর অবস্থান সম্পর্কে এ মর্মে মন্তব্য করেন–

> *"তিনি দাস-প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। মুহাম্মাদ সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি ব্যক্তির ওপর আধিপত্য সৃষ্টি করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে চাপ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষকে অত্যাচার করা অন্যায়। কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর ওপর রয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।"*[৩৯২]

প্রফেসর ভ্যলিয়র (Valier) বলেন– ইসলাম কোনো বৈষম্য স্বীকৃত নয়। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র বা শ্রেণী ইসলামে বৈষম্যের শিকার হতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের সাথে সমান আচরণ করা হবে। ইসলামের শিক্ষা শুধু তত্ত্বে

সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা বাস্তবে চর্চাও করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর আল-খাত্তাবের ঘটনা খুবই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর বক্তব্য হলো–

> *"ইসলাম কখনো বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। তা গোষ্ঠীগত হোক কিংবা বর্ণগত হোক। সাদা-কালো, বাস্তুহীন ও বাস্তুসম্পন্ন, রাজা-প্রজা সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী। এটি শুধু চিন্তা ও থিওরিতে বন্দী থাকেনি, বাস্তবেও ছিলো এর প্রতিফলন। বাস্তব তথ্য হলো, তাঁবুতে, প্রাসাদে, মসজিদে বা মার্কেটে সকলে ছিলো মিলেমিশে। সেখানে ছিলো না কারো কোনো বিশেষ আসন। ছিলো না অন্যের প্রতি কোনোরূপ দম্ভের প্রকাশ। দাস শ্রেণীর প্রতি ছিলো না কোনো অপমানজনক আচরণ। খলিফা ওমর তার বেদুইনকে জানিয়েছিলেন উভয়ের পালা হবে সমান। কারণ, ইসলামে সকল মানুষ সমান।"*[৩৯৩]

মেজর জেনারেল ফরলঙ্গ (Forlang) মনে করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) সকলের সমান সুযোগ নীতি চালু করেছিলেন। যার মাধ্যমে দাসদের মর্যাদাকে অনেক উঁচুতে স্থাপন করেছিলেন। তিনি সমাজের সকলকে দাসদের স্বাধীন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মহিলা দাসীরা যদি মা হয়ে যান তাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতে এবং তাদের সন্তানদের ঘরের অন্যদের মতো সকল সুবিধা প্রদানের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। ফরলঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলেন–

> *"মুহাম্মাদ (স) ব্যাপকভাবে দাস শ্রেণীর মর্যাদাকে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো। তিনি মনে করতেন, তাদের স্বাধীন করার মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য এবং অন্যের জন্য অনেক বেশি উপকার দিতে পারবে। দাসীরা যদি মা হন তারা যেন পরিবারের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং তাদের সন্তানরা যেন বৈধ অধিকার অর্জন করে সে ব্যাপারে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। ফলে, কোন যুবতী মা হত্যার বা আত্মহত্যার শিকার হবে না যেমনটা হয়েছিলো খ্রিস্টান ভূমিতে। নিশ্চয় দাসপ্রথা তখনই উচ্ছেদ করা যায় না। তবে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সে পথে যতটুকু সম্ভব তিনি তা করেছিলেন।"*[৩৯৪]

মহিলাদের অধিকার প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল আরো যোগ করেন–

> *"মুহাম্মাদ(স) জোরালোভাবে সাব্যস্ত করেছেন যে, চার জন্য সাক্ষী ছাড়া মহিলাকে ব্যভিচারের দায়ে দোষারোপ করা যাবে না। কেউ মহিলার সম্পদকে স্পর্শ করতে পারবে না। সে বিধবা, দাসী বা স্ত্রী যে-ই হোক তার স্বপ্রণোদিত মতামত ছাড়া। যে ব্যক্তি এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করবে আল্লাহ তার পাকস্থলিতে আগুনে ভরে দিবেন। মহিলার আইনগত উত্তরসূরী ও তার অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ কেউ ভোগ করতে পারবে না, এমনকি তার স্বামীও না।"*[৩৯৫]

সাম্য ছিলো মুহম্মদের (স) মূলীনীতি যার জন্য তিনি অব্যাহত সংগ্রাম করেছেন। স্টিফেন শাশুয়া (Stephen Shashoua) দাবি করেন–

"আমি অনুভব করি যে, তাঁর মধ্যে সমতার ধারণাটি ছিলো প্রবলভাবে বিদ্যমান, সকলে সমান। নারী ও পুরুষের মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। তবে ইসলামের অনুসারীরা এ নীতিকে কতটুকু এগিয়ে নিয়েছে তা ভিন্ন ব্যাপার।"[৩৯৬]

দাসদের সাথে সমতার আচারণ ছিলো একটি মৌলিক উপাদান। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো, সুসংহত সমাজের জন্য মানুষকে তার সামাজিক অবস্থানের কারণে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। নর্থ লন্ডনের চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে এভাবে তার মূল্যায়ন (অনুরোধ করেছিলেন) পেশ করেন।

"ঠিক আছে আমি অনুমান করি এটি একটি কোবেসিভ সমাজের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র, কারণ এটি বলছে যে, জীবনের সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে লোকদের সাথে আলাদা আচরণ করা উচিত নয়।"[৩৯৭]

মুহাম্মাদ (সা) অন্যের শ্রদ্ধার প্রতি যে, গুরুত্ব দিয়েছিলেন, মাইক স্টিগান বলেন মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে আমার জ্ঞান থেকে বলছি, তিনি কখনো দাসপ্রথাকে সমর্থন করতে পারেন না। যে প্রথা মানুষকে মানবিক মর্যাদা দেয় না সে প্রথা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

"মুহাম্মাদ সম্পর্কে আমি যা বুঝতে পারি তা থেকে আমি ভাবতে পারি না যে, দাসত্বের পক্ষে হবে। কারণ তিনি মানুষের শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করার বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। আমি মুহাম্মাদ এমন একটি সিস্টেমকে অনুমোদন করতে দেখতে পাচ্ছি না, যা মানুষকে সম্মান দেয় না।"[৩৯৮]

মুহাম্মাদ (স) সত্যিকার অর্থে ছিলেন গণমানুষের। তিনি তার সর্বোচ্চ যত্ন ও ভালোবাসা মানুষের জন্য বিলিয়েছেন। তিনি কখনো কাউকে উচ্চস্বরে ধমক দেননি। তাঁর অনুসারী সকলের প্রতি বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র। লেইনপুল (Lane-Poole) বলেন–

"তিনি অসুস্থকে দেখতে যেতেন। মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনে যেতেন। একজন গোলামের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন। নিজের কাপড়-চোপড় নিজে পরিষ্কার করতেন। ছাগলের দুধ তিনি দোহন করতেন। নিজের খাবার নিজে পরিবেশন করতেন। অন্যের হাত থেকে তিনি নিজে প্রথমে হাতকে ছাড়িয়ে আনতেন না। অন্যের দিক হতে চেহারা ফেরাতেন না তার ফেরানোর আগে।"[৩৯৯]

একটি অভিযোগ গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ বহুল প্রচারিত, তা হলো তিনি তার ধর্মকে তরবারি ও শক্তির আশ্রয়ে প্রচার করেছেন। তবে বাস্তবতা হলো এ অভিযোগ মুহাম্মাদের জীবনী সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। গান্ধীর মতে–

"আমি জানতে চাই যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরকে সন্দেহাতীতভাবে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়েছেন.........আমি পরিপূর্ণ নিশ্চিত যে তিনি এটি করেছেন তরবারির

মাধ্যমে নয়, সে সময়ের মানুষের জীবন পরিক্রমায় ইসলাম যে স্থান দখল করেছে তা জোর করে আদায় হয়নি। সুস্পষ্ট সাধারণ সমীকরণে এর কারণ ছিলো, নবীর নিজস্ব নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মোদ্যোম, নিজের অঙ্গীকারের প্রতি বিবেকদর্শী সম্মান, নিজের বন্ধু ও অনুসারী মহলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, তার অকুতোভয়তা এবং তার অকাট্য বিশ্বাস; এসব গুণাবলিই তাকে সাহায্য করেছে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে, তরবারি নয়।"[৪০০]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ক্ষমতা আরোহণ তাকে কোনো বস্তুগত প্রাচুয্যের পথে নিয়ে যায়নি। তিনি কাউকে তার পর্বতময় ক্ষমতা দিয়ে দমিয়ে রাখেননি। তার চিন্তাজগৎ ছিলো মানুষের কল্যাণ অন্বেষায় বিভোর। তিনি মিতব্যয়ী জীবনযাপন করেছিলেন। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট মি. বার্টাম টমাস মনে করেন–

"ধর্মীয় উদ্দীপনাময় খাঁটি ও উঁচু চিন্তা হতে বিচ্ছুরিত ছিলো তার নৈতিক শিক্ষাগুলো। তিনি নির্যাতিত ধর্মপ্রচারক ও মদিনায় দেশান্তরিত পর্যায় হতে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন, এটি ছিলো তার জীবনের শেষ পর্যায়ের কিছু বছরের প্রাপ্তি। এ প্রাপ্তিকে তিনি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত কল্যাণ সাধনে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর যাদুময় সুকর্মের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো তিনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন, এ ঋণ বাবদ তার কিছু মালপত্র ইহুদীর নিকট বন্ধক ছিলো। তন্মধ্যে ছিলো তার একমাত্র যুদ্ধে ব্যবহার্য পোশাক। এ ঋণ দিয়ে তিনি তিন বেলার মতো খাবার যোগাড় করেছিলেন।"[৪০১]

তিনি প্রায় সময় কঠোর পরিশ্রমূলক কাজ করেছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর জীবনোন্নয়নে তিনি ব্যাপক প্রয়াস চালিছেনে। রুথ ক্রানস্টন (Ruth Cranston) বলেন– "নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রায় কাজ নিজ হাতে করছেন, আগুন ধরানো, ঝাড়ু দেয়া, ছাগলের দুধ দোহানোসহ যাবতীয় কাজ তিনি নিজেই করতেন।"[৪০২]

মুহাম্মাদ (স) ছিলেন তাঁর সংস্কারধর্মী স্বভাবের জন্য পরিচিত। তিনি সমাজের অন্যায়ভাবে অবহেলিত মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস কখনো মানুষের একমাত্র পরিচিত হতে পারে না। বরং সকলের সমান মর্যাদা ছিলো তাঁর বার্তার মূল উপাদান। ব্রিটিশ এমপি ফ্রাঙ্ক ডবসন মুহাম্মাদ (স)-এর এ মহত্বের প্রশংসা করে বলেন।[৪০৩]

"আমি কুরআন শিক্ষা সম্পর্কে যতটুকু জানি এবং যে শিক্ষা নবী প্রচার করেছেন তা শুধু সমান সুযোগের (Equal Opportunities) পক্ষে না বরং তিনি ছিলেন সাম্যের পক্ষে। কোন মানুষ প্রভুর দৃষ্টিতে মহান হতে পারে না মানব বিন্যস্ত পদ বা সম্পদের কারণে, এটিই হলো তাঁর মহান শিক্ষা।"

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর গণতান্ত্রিক উদ্দীপনা ফাদার টমের বক্তব্যে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি তাঁর খোলামেলা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

> *"তিনি ছিলেন এ অর্থে গণতন্ত্রমনা যে, তাঁর সব বিষয় তাঁর অনুসারীদের সাথে বিনিময় করতেন।"*[৪০৪]

জন ডাল (DAL) ডীন দাবি করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগ্রহ নারীর সমান অধিকারের ব্যাপারে কোনোভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি মন্তব্য করেন–

> *"আমার অনুভূতি হলো তিনি ছিলেন নারীর অধিকারের ব্যাপারে খুবই সোচ্চার। তিনি চাইতেন সকল মানুষের সাথে যেন সমান আচরণ করা হয়। তিনি সকলকে সমানভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন।"*[৪০৫]

সাম্যের মূলনীতি মহানবী (স)-এর হাদীসসমূহ বহুলভাবে আবৃত্তি পেয়েছে এবং ইসলামের মহাগ্রন্থে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। ইসলামের বহু উপাসনা এ সাম্যের নীতিকে পরিচর্চা করে, ভ্রাতৃত্বকে সু-সংগঠিত করে, মুসলমানদের কার্যক্রম থেকে সাম্যের এ মূল্যবোধ পরিস্ফুটিত হয়। তবে অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে যেখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য থাকে, কিন্তু তা বৈষম্যের উদ্দেশে নয়, আর নবী মুহাম্মাদ (স)-এর যুগের পূর্বাপর সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে তখন নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তিনি নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক অবস্থান থেকে উপরে আনার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তবে কোনো কোনো মুসলিম সমাজে ভুল ব্যাখ্যা বা লোকজ ধ্যান-ধারণার প্রভাবের কারণে নারীরা অবহেলোর স্বীকার হচ্ছে। টেক্সটের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদার নীতি বা রক্ষণশীলতার প্রভাব নিশ্চয় রয়েছে, নারীদের স্বাধীনতা ও চলাচলে, তবে এ কারণে মুহাম্মাদ (স) ইতিবাচক শিক্ষার ফলাফল নারীর অধিকার ও সাম্যের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক তা নিয়ে সন্দিহান হওয়ার অবকাশ নেই। নিকনম মেহরী (Niknam Mehri)'র যুক্তি হলো,

"মুসলমানরা যেভাবে সারিবদ্ধ ভাবে নামাজ পড়ে, যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সমানে দাঁড়াবে অন্যরা সকলে পেছনে দাঁড়াবে তা কিন্তু নয়। সকলে সমান, প্রত্যেক মুসলিম অন্যের সাথে পাশাপাশি দাঁড়াবে। শুধু ইমাম জামাতে সামনে দাঁড়াবেন। কারণ তিনি জামাত পরিচালনা করছেন, নতুবা সকলে সমানভাবে প্রভুর সামনে দাঁড়ায়।"[৪০৬]

এইচ জি ওয়েলস (H. G. Wells) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মহানবীর (স) বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে চয়ন করেছেন। নবী (স) পৃথিবীতে মানুষের জীবনের গুরুত্ব এ বক্তব্যে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। স্ত্রীরা স্বামীর মতো সমান অধিকার ভোগ করবে। দাস-দাসীরা পবিারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবে। তিনি মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। প্রত্যেকে আল্লাহর সম্মুখে সমান। তিনি ঘোষণা করেছেন তোমাদের জীবন ও সম্পদ পবিত্র, পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত তা একে অন্যের কাছে

অলঙ্ঘনীয়। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের উত্তরাধিকার সু-নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ তার উত্তরসূরীকে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই।

> *হে লোক সকল, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীর পাওনা রয়েছে, তোমাদের দাস-দাসীকে যে খাবার দাও যা তোমরা খাও এবং তাদের যে পোশাক দাও যা তোমরা পরিধান কর, তারা যদি কোনো ভুল করে এবং তোমরা তা ক্ষমা করতে অক্ষম হও তাদের তোমরা স্থানান্তরিত কর, কারণ তারা আল্লাহর বান্দা, তারা যেন শাস্তির স্বীকার না হয়। হে লোক সকল, তোমরা আমার কথাগুলো শুন ও হৃদয়ঙ্গম করো। জেনে রেখো, প্রত্যেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। তোমরা সকলে সমান।*[৪০৭]

ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজের অধ্যাপক রিউবেন লেভী (Reuben Levy) তাঁর গ্রন্থ “The Social Structure of Islam” এ দাসদের প্রতি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ন্যায়সঙ্গত আচরণ শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি দাবি করেন, মুসলিম সমাজে কিছুটা দাসত্বপ্রথা রয়েছে, দাসত্বপ্রথা ইসলামের পূর্বে আরবে বিদ্যমান ছিলো। নবী মহম্মদ (স) ছিলেন এ সামাজিক উপাদানের সম্পূর্ণ বিপক্ষে, তার রাষ্ট্রনীতিতে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সকল মানুষ সমান। সমাজকে এ প্রথা হতে মুক্ত করার জন্য তিনি সবকিছু করেছেন।[৪০৮]

নারীমুক্তি

পাশ্চাত্য সমাজের ধারণা হলো, কুরআনের শিক্ষা নারীর সাথে নিম্নমানের আচরণের জন্য দায়ী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন নারীদের ত্রানকর্তা। আর্মস্ট্রং বলেন, পাশ্চাত্যের সমালোচকরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য কুরআনকে দায়ী ভাবেন। তাদের এ ধারণা অনৈতিক ও বিভ্রান্তি প্রসূত। মূলত নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন নারীর মুক্তিদাতা।

> *"পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা প্রায় কুরআনকে দায়ী করেন নারীর প্রতি নিম্ন আচণের জন্য, তাদের এ প্রচারনা দুর্বৃত্তাধম ও অন্যায়। প্রকৃত সত্য হলো, নারীর মুক্তি ছিলো নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অন্তরের অত্যন্ত প্রিয় সাধ।"*[৪০৯]

ইসলামের পূর্বে নারীর প্রতি অত্যন্ত গর্হিত আচরণ করা হত। সে তুলনায় নবী মুহাম্মাদ (স) নারীর মর্যাদা ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বৈপ্লাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কারেন আর্মস্ট্রং স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, নবী মুহাম্মাদ (স) পূর্বে কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটি চাপা দেয়া হতো, সমাজে তাদের কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিলো না। তাদের প্রতি আচরণ করা হতো নিকৃষ্ট পর্যায়ে, এমন পরিস্থিতিতে নবী মুহাম্মাদ (স) যা কিছু করেছিলেন তা ছিলো অসাধারণ।" [৪১০]

স্কটিমা ইতিহাসবেত্তা ও প্রাচ্যবিদ স্যার হ্যমিল্টন এ আর গিব দাবি করেন, অতীতের ইসলামী সমাজগুলোতে দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁর ভাষ্য মতে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার রয়েছে নারীর সাম্য প্রতিষ্ঠার সফল রেকর্ড এবং ইসলামের এখনও রয়েছে বিভিন্ন বিধ্যমান গোষ্ঠী ও ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো শক্তি।"[৪১১]

দাসত্ব পদ্ধতি ইসলামের আগমনের পূর্বেই আরবে বর্তমান ছিলো, তারপরও দাসদের মুক্তিদানকে নবী মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর নিকট একটি পুণ্যময় কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন, মেজর জেনারেল ফরলঙ্গ নবী মুহাম্মাদের (স) প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করেছেন। তাঁর অতি সাদাসিধে জীবনযাপনের জন্য, তিনি তাঁর যৌবনে খাদীজাকে শুধুমাত্র বিয়ে করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর নবী মুহাম্মাদ (স)'র বয়স যখন ৫০ তখন তিনি অন্যান্য মহিলাক বিয়ে করেছিলেন, যার মূল লক্ষ ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ন্ত্রণ করা। মেজর জেনারেল বলেন–

> *"তিনি প্রায় বিশ বছর যাবৎ খাদীজার সাথে খাঁটি ভালোবাসায় আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি অন্য বিবাহ করেছেন। যাদের বিবাহ করেছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলো বিধবা ও নির্যাতিতা, তাদের রক্ষার অন্য কোনো উপায় ছিলো না বিবাহ ছাড়া, তারা ছিলেন যন্ত্রণাক্লিষ্ট একটি সমাজে উপেক্ষিত। কাজেই তদানিন্তন সমাজ ব্যবস্থার পর্যালোচনা ছাড়া এ মহান সামরিক নবীকে কোনোভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না।"*[৪১২]

লর্ড কিনক (Kinnock) নবী মুহাম্মাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বিষয়ে বলেন, তিনি সহমর্মিতা ও সংহতিমূলক শাসনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, একপক্ষীয় শাসনকে নয়।

> *"আমি যতটুকু জানি, তিনি মতবিনিময়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বলিষ্ঠ বক্তা ছিলেন। বর্তমানের মতো প্রায়। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পক্ষে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ ছিলো নিশ্চয় অসাধারন। মুহাম্মাদের মতো মানবতার শিক্ষকগণ যুগে যুগে স্বৈরচারীর মতো চর্চার পরিবর্তে গণতন্ত্র চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।"*[৪১৩]

নর্থ লন্ডনে অবস্থিত চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজন শিক্ষক নাম না প্রকাশের অনুরোধে বলেন যে, নবী মুহাম্মাদের সমতার পরিবেশ লালনের প্রচণ্ড নিষ্ঠাই তার মহত্ব ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে অব্যক্ত বহু অধ্যায় বলে চলে।

> *"গণমানুষকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি আবার চলে আসে। সে সময় এলিট শ্রেণীই সমাজপতি হতো। তাদের ছিলো প্রচণ্ড ক্ষমতা । তিনি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। তিনি সাম্যের ধারণা ছড়ালেন। সকলের শাসন করার অধিকারের কথা বললেন।"*[৪১৪]

সাদাসিধে জীবনাচার ছিলো নবী মুহাম্মাদের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের অন্যতম চাবি। তিনি সমাজের অপরাপর অংশ হতে নিজেকে আলাদা করে দেখেননি। ড. স্যামুয়েল জনসন বলেন–

> *"তাঁর বিশুদ্ধ বলিষ্ঠ চরিত্র ও তার মানবিকতাবোধ, তার দাবি আমি তোমাদের মতো একজন, তার দূরত্ব বজায় চলাকে অগ্রাহ্য করা এবং পরিপূর্ণ গণতন্ত্রমনা ও বৈশ্বিক চিন্তা , তাঁর ঐশ্বরিক রাজত্বের ভেতর দিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে গণসম্পৃক্ততার দিকে। তাঁর নৈতিক ভিত্তির দৃঢ়তা তাঁকে মডার্ণ বিশ্বে খুবই প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।"*[৪১৫]

মার্কিন লেখক পিয়ার ক্যারেবিটস (Pierre Crabites)'র মতে, "নবী মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে নারীর অধিকার আদায়ে দীর্ঘ কষ্টসাধ্য সংগ্রাম করেছেন। ইসলাম নারীর প্রতি যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে সেগুলোর দিকে সামান্য চোখ বুলালেও এটি সহজে প্রমাণিত হয় যে, এক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ ছিলেন অগ্রনায়ক। এ লেখক আরো মন্তব্য করেন যে, ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে সমান অধিকার দান করেছে।"[৪১৬]

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব হলো ইসলাম ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সামনে সকলে সমান ইসলামের এ মনোভাব সম্পর্কে ভারতের প্রসিদ্ধ কবি সারোজিনি নাইডু (Sarojini Naidu) বলেন–

> *"এটি প্রথম ধর্ম যেটি গণতন্ত্র প্রচার করেছে এবং চর্চা করেছে। যখন প্রার্থনার জন্য পাঁচবার মসজিদে আজান দেয়া হয় তখন ধনী-দরিদ্র, রাজা ও প্রজাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যেতে হয়। পাঁচবার ইসলামের গণতান্ত্রিক চর্চা দৃশ্যমান হয়ে উঠে। সকলে মিলে বলে উঠে আল্লাহ মহান। আমি বার বার ইসলামের অদৃশ্য ঐক্য দেখে হতবাক হই যে ঐক্য মানুষকে সুহৃদ ভাইয়ে রূপান্তর করে।"*[৪১৭]

মুহাম্মাদ ছিলেন ঐক্যমত ও মতবিনিময় ভিত্তিক শাসনের প্রবক্তা। নির্বাহী আদেশ কেন্দ্রিক শাসনের বিপক্ষে। বহুল প্রচলিত একটি ধারণা হলো, মুহাম্মাদ এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনের পক্ষে ছিলেন। তিনি স্বৈরাচারিতার লক্ষণসমূহ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদের জীবনী পাঠ ভিন্ন কথাই বলে। লন্ডন ওয়েসলি চ্যাপলের ধর্মগুরু জ্যানিফার পটার (Jennifer Potter) উল্লেখ করেন,

> *"আমি মনে করি, মুহাম্মাদ একটি অগণতান্ত্রিক সমাজে গণতান্ত্রিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা যখন আসে আমি মনে করি না যে, মুহাম্মাদ স্বৈরাচারের ভূমিকা পালন করেছেন বা ছোট্ট ঘরোয়া গ্রুপ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৃহত্তম জনমতকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন বিশেষ বিষয়ে। যেমন মদীনায় হিজরত করার বিষয়ে তিনি হুট করে বলেননি যে, আমরা মদীনায় যাচ্ছি। বরং তিনি মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"*[৪১৮]

সামাজিক রীতিনীতি ও কৃষ্টি সংস্কৃতির রয়েছে নারীদের অধিকার বঞ্চিত করা ও কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব। মুসলিম বিশ্বের অনেক অংশে নারীর সাম্যের যে অধিকার নেই তার সাথে মহানবীর শিক্ষার কোনো যোগসূত্র নেই। অনেকে বরং মনে করেন মহানবী তার যুগের চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক প্রগতিশীল ছিলেন এবং আধুনিকায়নকে প্রভাবিত করেছেন। তিনি যেমন সাধারণত ধারণা করা হয় নারীর প্রতি অবদমনকারী ছিলেন না। জ্যানিফার পটারের বলেন– আমি জানি মুহাম্মাদের স্ত্রী খাদীজা ছিলেন প্রভাবশালী নারী। তার প্রভাবশালী হওয়ার ক্ষেত্রে নবীর অনুমোদন ছিলো।

> *ব্রিটেনসহ বিভিন্ন অমুসলিম সমাজে যে ধারণা প্রচলিত আছে যে মুহাম্মাদ নারী বিদ্বেষী ছিলেন। তার কারণ হলো মূলত কিছু কিছু অঞ্চলে যেখানে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেসব অঞ্চলের লোকজ রীতিনীতি নবীর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করেছে। আমি বিশ্বাস করি, যে স্থান ও সময়ে নবী বাস করেছিলেন তিনি বরং পুরুষের চেয়ে নারীকে মুক্তি দিয়েছিলেন।*[৪১৯]

ইসলামী বিবাহের আক্দ বা চুক্তি ইসলাম যে নারী পুরুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আরেকটি দৃষ্টান্ত। যে কোনো দেশের দেয়া নারীর অধিকারের চেয়ে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার অনেক বেশি ব্যাপক। আর ভি সি বডলি (R V C Bodley)-এর মতে,

> *"বিবাহের চুক্তিতে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের মোহর নারীর মোহর এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সময় সে মোহর দিয়ে কি করা হবে। এসব নিয়মনীতিতে নারী সমাজের স্বার্থকে অনেক বেশি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে পুরুষের স্বার্থের চেয়েও। সে যুগের পাশ্চাত্যের দেশগুলোর তুলনায় মহিলাদের অনেক সুযোগ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত তথ্য হলো বর্তমানে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম তার স্ত্রীর সম্পদের ওপর দাবি করেন ইউরোপীয় বিভিন্ন সমাজের তুলনায়। তের শ' বছর আগেই ইসলাম নারীকে করেছে স্বাধীন ও মুক্ত। নিজের ইচ্ছায় স্বামীর কর্তৃত্ব ছাড়াও সে নিজের সম্পদ ভোগ করতে পারে।"*[৪২০]

ইসলাম সকলের জন্য সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চত করার কারণে ইসলাম গণমানুষের কাছে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। অন্যান্য ধর্ম ও সৈন্য বাহিনীর আচরণ যেখানে ছিলো দমনমূলক সেখানে ইসলাম অপরূপ আচরণ ছিলো বেশ আকর্ষণীয়। ভারতীয় লেখক এম এন রায় লিখেছেন–

"ইসলামের জমকালো বিজয়োল্লাসের কারণ সামরিক শৌর্য বিক্রমের পরিবর্তে সাম্য, মাধুর্য ও মুক্তির বার্তাই ছিলো মূল নিয়ামক। এ সত্য তথ্যের ব্যাপারে আরো একজন ইতিহাসবিদ সাক্ষ্য দিলেন। প্রায় প্রত্যেক ঘটনার ক্ষেত্রে যেখানে আরবরা খ্রিস্টান ভূমি দখল করেছে সেখানকার জনগণ তাদের কে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করেছে। ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে। সিরিয়ার অধিবাসীরা মুহাম্মাদের অনুসারীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলো, মিসরের কিবতীরা তাদের স্থান দিয়েছিলো। এসব জাতি কনস্টানোপলের সরকারের নির্যাতনে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। তারাই মুসলমানদের স্থান করে দিয়েছিলো। শাসক শ্রেণীর প্রতারণা ও বৈষমমূলক আচরণে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার ফলে স্পেন ও সাউথ ফ্রান্স সহজে মুসলমানদের শিকারে পরিণত হয়। Finlay, "History of the Byzantine Empire."[৪২১]

লেখক মালাইজ রুথভেন (Malaise Ruthven) বলেন– নারী ও পুরুষের মাঝে সমতা বিধানে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। এ তথ্য আমরা কুরআনের সে আয়াত থেকে কুড়িয়ে নিতে পারি যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সাবধান করা হয়েছে এবং উন্নত আচরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। নারী ও পুরুষ আল্লাহর চোখে সমান। নবীর পূর্বে নারীদের প্রতি অত্যন্ত নিম্ন আচরণ করা হত। মহানবী সে পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করেছেন। অনেক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাকে অনঢ় করেছেন। অনেক প্রাচ্যবিদ এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যদিও পর্দা প্রথার ব্যাপারে বর্তমানে বিতর্ক রয়েছে।[৪২২]

মদীনায় ঐক্যমত্য ছিলো মহানবী মুহাম্মাদের কর্মতৎপরতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ প্রাক্তন কনজারভেটিভ এমপি ও চ্যান্সেলর অব এক্স চেকার লর্ড নরম্যান ল্যামন্ট বলেন–

"মদীনার সমাজকে গণতান্ত্রিক ও ঐক্যমতের সমাজ হিসেবে অবহিত করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।"[৪২৩]

ল্যামন্ট নারীর অবস্থার উন্নয়নে মহানবীর অবদানের বিষয় স্বীকার করে বলেন–

"আমি মনে করি, নারীর অবস্থান উন্নয়নের প্রবক্তা ছিলেন নবী মুহাম্মাদ।"[৪২৪]

মহানবী সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নারীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করে এবং তাদের সম্মানিত সৃষ্টি হিসেবে সম্মান করে। টনি ব্লেয়ার ফাউন্ডেশনের ফেইথ অ্যাক্ট ম্যানাজার জুনি রিচমন্ড বলেন–

"নারীকে সম্মান করা ছিলো নবীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান। তিনি বলেছেন নারী হলো পুরুষের সমান একটি অংশ। এ উক্তি প্রমাণ করে নারীর প্রতি তার জোরালো অঙ্গীকারের কথা।"[৪২৫]

মহানবী সামাজিক ন্যায়বিচার ও মূল্যবোধের ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছেন। পারস্পরিক সহযোগিতা সব সময় সমাজের সদস্যদের মাঝে উন্নত সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। কুরআনের কিছু আয়াত এ মূলনীতির কথা উচ্চ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত করে, বিশেষত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতমকে উপভোগ করতে শেখায়। জনি রিচমন্ড বলেন–

"আমি মনে করি, নবী মুহাম্মাদের মূলশিক্ষা হলো অন্যের প্রতি দায়িত্বশীলতার অনুভূতি। আমার বিশ্বাস এটি হয় গণতান্ত্রিক বোধের প্রাণ। কারণ আর যাই হোক আমরা এমন সমাজে বাস করি যেখানে আমরা একে অন্যের প্রতি দায়িত্ববান। তেমনিভাবে সমাজের প্রতিও দায়বদ্ধ, আমরা সকলে মিলে যে সমাজ বিনির্মাণ করি।" [৪২৬]

লর্ড হেডলির পর্যবেক্ষণ হলো, কোনো সত্যিকার মুসলিম তার স্ত্রীকে খুশি করার ব্যাপারে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে ত্রুটি করে না। এ চিন্তা নিয়ে তিনি একটি কবিতা লিখেছেন এবং মনে করেন অন্যরা হয়ত তার চিন্তা শেয়ার করতে পছন্দ করবেন। তিনি বলেন–

"প্রকৃত মুসলমান নারী সমাজকে পবিত্র মনে করেন। তাদের আনন্দিত ও সুখী করতে তারা যে কোনো কষ্ট স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। কিছু বছর আগে আমি কিছু লাইন রচনা করেছিলাম নারীদের গুণগান করে। আমি নিশ্চিত, অধিকাংশ মুসলমান এ অনুভূতিতে সম্মান জানাবেন তারা নিজেদের মা ও স্ত্রীর কথা স্মরণ করে।"

A Good Woman

Sweet offering of our maker's care
To crwon my life thou didst appear
And give my joy untold:
A ray devine
Of sweet sunshine
Turned all life's dross to gold.
To fill an aching void thou gav'st
A treasured promise – an thou mad'st
My soul to dance with joy. [৪২৭]

একজন ভালো নারী আমাদের স্রষ্টার যত্নের মিষ্টিরূপ, আমার জীবনের মুকুট যদিও তা দৃশ্যমান নয়, অনুক্ত আনন্দের সম্ভার, মিষ্টি সূর্যোদয়ের স্বর্গীয় আলোক জ্যোতি, জীবনের সব দরজাকে পরিণত করে সোনায়, ব্যথাতুর রিক্ততাকে ভরে তুলে প্রতিশ্রুতির ভাণ্ডারে। আর আমার অন্তর নেচে ওঠে আনন্দে।[৪২৭]

অধ্যায়-৪

ইসলাম প্রভাব-প্রতিপত্তি

ইসলাম অর্থ শান্তি

ইসলামী (গবেষণা) জগতে বিপুল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, ভারতীয় লেখক ড. এন কে সিংহ স্বীয় গ্রন্থ "ইসলাম : এ রিলিজিয়ন অফ পিস (ইসলাম : একটি শান্তির ধর্ম)'র ভূমিকায় লেখেন, ইসলাম সহিংসতার ধর্ম নয় (এমনকি শাব্দিকভাবেও) ইসলাম (শব্দটি) সংঘাতের সাথে (দূরতম) কোনো সম্পৃক্ততাও রাখে না। বরং তা সংঘাতের বিপরীত। ইসলাম বলতে প্রথমত, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকে বুঝায়। দ্বিতীয়ত, এর অর্থ হলো- শান্তি সংস্থাপন করা। মুসলিমরা পারস্পরিক অভিবাদনে বলেন 'সালাম' যার অর্থ 'শান্তি'।

ড. সিংহ (বিশদ ব্যাখ্যায়) আরও বলেন–

> *"আমি এ গবেষণায় ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতির সাহায্যে এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি যে, ইসলাম কোনো সহিংসতার ধর্ম নয়। সহিংসতা এ ধর্মের কোনো অংশ উপাদানও নয়। ইসলাম শব্দ সহিংসতার বিপরীত। ইসলাম একদিকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ বুঝায়, অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠাও বুঝায়। শান্তির আরবী শব্দ 'সালাম'। মুসলমানরা যখন পরস্পরে পরস্পরকে অভিবাদন করেন, তারা শান্তি কামনা করে বলেন, 'সালাম আলাইকুম' (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। এভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া মুসলিমদের একটি ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। মুসলিম সেই যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে এবং শান্তি সংস্থাপক। তাই, ইসলাম অর্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর মুসলিম অর্থ কর্মে ও আচরণে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। একজন প্রকৃত মুসলিম জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর আনুগত্যে ও পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠায়।"* [৪২৮]

ইসলাম প্রভাব-শক্তি

কারেণ আর্মস্টং আরও বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দি ছিলো এমন একটি কাল যখন পাশ্চাত্যে ইসলাম-ভাবনা ও উপস্থাপনা বিরক্তিকর ও ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণা হতে বের হয়ে আসতে শুরু করে এবং ধর্ম বিশ্বাসটির (ইসলামের) বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে নিজেকে নিবেদিত করে।

স্যার আর্কিবাল্ড ওয়াটকিন হেমিলটন, যিনি ছিলেন একজন ব্যারনেট অর্থাৎ ব্রিটিশ বংশ-সম্প্রদায়ের সভ্য, এবং রাজকীয় প্রতিরক্ষা দলের লেফটেন্যান্টও। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, যদিও তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছিলো একজন খ্রিস্টান হিসেবে, (কিন্তু) ইসলামের সৌরভ সর্বদা তাকে মাতোয়ারা করে তুলত। তিনি চার্চের অন্ধ দীক্ষায় বিশ্বাস করতেন না। স্যার হেমিলটন বলেছেন, ইসলামের একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তার সরলতা। একজন আজন্ম খ্রিস্টান হিসেবে তিনি দেখতে পান যেন চার্চের যুক্তি-বিরুদ্ধ প্রবণতাকে তার অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রাধান্য পাওয়া যুক্তিনুরাগী মানসের সাথে সামাঞ্জস্য করা সুকঠিন। ইসলামকে ভ্রম-জ্ঞাতার ভ্রম বর্ণনার সর্বাধিক শিকার ধর্ম বলে দাবি করে তিনি বলেন, ইসলাম আপন বিস্তৃত ভুবনে ও প্রয়োগক্ষেত্রে চিরন্তন। স্যার হেমিলটনের মতে–

> *"ইসলামের মতো কোনো ধর্মই অজ্ঞ ও পক্ষপাত দুষ্টদের অপবাদের এতটা শিকার হয়নি; এখনও যদি মানুষ জানত এটা দুর্বলের পক্ষে সবলের ধর্ম! দরিদ্রের পক্ষে ধনীর ধর্ম!! মানবগোষ্ঠী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত, তারা যাদের আল্লাহ বদান্যতা হেতু বিত্ত-বৈভব দান করেছেন। দ্বিতীয়ত, তারা যাদের খোরপোষ রোজগারে খাটতে হয় এবং শেষত বেকারত্বের বিশাল বাহিনী বা ঐ সব লোক যারা নিজেদের কোনো অপরাধ ছাড়াই ব্যর্থ পর্যবসিত।"*[৪৩০]

তিনি ইসলামকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে দৈনন্দিন জীবনের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করেন। তিনি বলেন–

> *"আমি বলতে চাই, ইসলাম যেখানে মানুষকে দৈনন্দিন কর্মমুখী জীবনে পরিচালনা করে সেখানে আজকের তথাকথিত খ্রিস্টান ধর্ম তত্ত্বে প্রত্যক্ষভাবে এবং চর্চায় পরোক্ষভাবে তার অনুসারীদের এটা শিক্ষা দেয় যে, রবিবারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং সপ্তাহের পরবর্তী দিনগুলোর জন্য তার সৃষ্টির ওপর লুন্টন করা।"*[৪৩১]

যুদ্ধের বিষয়টি বিশেষত ইসলামী বিশ্বাসের আলোকে একটি ভয়ংকর বিতর্কিত বিষয়। ইসলামের ইতিহাসে সংগঠিত যুদ্ধগুলো প্রায়শই হতো মুসলমান ও অন্যদের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে এবং এগুলো কদাচিৎই আক্রমণাত্মক ছিলো। ইসলামে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা ছিলো মূলত জুলুম অত্যাচার-অবিচার থেকে মুক্তির জন্য শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম গুরুত্বারোপ করে যে, মানুষ হিসেবে আমরা স্বভাবতই যুদ্ধ-বিগ্রহ বিরোধী আর কুরআন শরীফে এ সত্যের পক্ষে অনেক আয়াত রয়েছে। ড. এন কে সিং-এর ভাষায়–

"ইসলামের রক্ষণাত্মক যুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়। যাতে করে শান্তি এবং ধর্মীয় উপসনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হয়। সত্যের জন্য যুদ্ধ করা সর্বোত্তম কাজ এবং ইসলামে এটি ফরজ। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম একটি যুদ্ধবিরোধী শান্তির ধর্ম। শান্তি ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য। নবী (স) বলেন, "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র"।[৪৩২] (জাল হাদিস : হাদিসের নামে জালিয়াতি, লেখক- ড. আ. জাহাঙ্গীর)

ড. লিথনার দাবি করেন, ক্রিস্টানরা ইসলামের বিভিন্ন নিয়মকানুন নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছে কিন্তু তারা মুসলমানদের এ স্বীকৃতি দেয়নি বলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তার মতে,

"আমাদের দেখে মনে হয় না যে আমরা এটা স্বীকৃতি দেই যে নিয়মকানুন সাধারণ দিকনির্দেশনার জন্য জন্ম দেয়া হয়েছে এবং এ আইনগুলো স্রষ্টার কাছ থেকে নয় বরং আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকে এসেছে। সর্বোপরি, আমাদের অনুদান, ধর্ম, বাঁধা ধরা, বিমূর্ত নিয়মকানুন যা আমাদের ব্যক্তি, পরিবারিক, সামাজিক, নাটকীয় রূপকাত্মক এবং কাল্পনিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে আমরা পূর্বের বিশ্বাস এবং গঠন আমাদের জীবনে মানিয়ে নিয়েছি। পাশ্চাত্যে কোনো ধ্বংসবাদী বা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস মুহাম্মাদ (স)-এর তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। কারণ ইসলামে একজন ব্যক্তিকে কখনও অসন্তুষ্টির শিক্ষা পায় না যা আমাদের সভ্যতার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ফলাফল।"[৪৩৩]

একজন ফরাসী বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড মন্টেট বলেন যে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে এমন একটি বিশ্বাস যা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসও কর্মের জন্য সবচেয়ে সেরা পথপ্রদর্শক। এর ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী যার ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। তিনি বলেন-

"ইসলাম বৃহত্তর ক্ষেত্রে ও যৌক্তিক, তার মূল থেকে এবং ঐতিহাসিকভাবেও। ইসলাম ধর্মে কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষাকে মৌল শিক্ষা হিসেবে ধরা হয় এবং ঈশ্বরের একত্ববাদের যে মতবাদ ইসলামে ঘোষিত হয়েছে তা বিশাল, রাজকীয় নিখুঁত এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। এটি একটি নিখুঁত মতবাদ অসংখ্য জটিল মতবাদের মধ্যে। যা খুব সহজেই বুঝা যায় এবং এর প্রচণ্ড ক্ষমতা মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করে।"[৪৩৪]

চীনের চারা হংগ উ ইসলাম দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ তৈরি করেন এবং তার জনবাহিনীতে অনেক মুসলিম জেনারেলদের চাকরি দেন।[৪৩৫]

প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক এম এন রায় ইসলাম সংস্কৃতির ওপর তার লেখা– "ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা"-তে উল্লেখ করেন যে, ইসলামের দ্রুত জেগে ওঠা আর ছড়িয়ে পড়া ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। মানব ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা একটি অসাধারণ রাজনৈতিক অধ্যায়।

> *"ইসলামের হঠাৎ করে জেগে ওঠা এবং নাটকীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়া মানব ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। পক্ষপাতহীনভাবে ইতিহাসের এ অধ্যায় বর্তমান কপালপোড়া ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ের শিক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে খুবই বিশাল এবং এর প্রতি বুদ্ধিভিত্তিক আগ্রহ অবশ্যই জ্ঞানবর্ধক। কিন্তু বর্তমান ভারতে, বিশেষ করে হিন্দুরা ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং এর অবদানের ব্যাপারে যে চিন্তা-ধারণা রাখে তা রাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।"*[৪৩৬]

রায় আরও বলেন যে, ইসলাম আর সামরিকতন্ত্রের মধ্যে কোনো যোগসাজস নেই। ইসলাম অর্থ শান্তি, যা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

> *"এটা ইতিহাসে ভুলভাবে পড়ানো হয় যে, ইসলাম মানেই সামরিকতা। মুহাম্মাদ (স) নবী ছিলেন, কোনো পারস্য যুদ্ধা ছিলেন না, বরং ছিলেন আরব বণিক। যে জিনিসটার নামে তার অনুসারীদের তিনি দীক্ষা দিয়েছেন তা বর্তমান এ দাবির বিপরীত। ইসলামের প্রধান অর্থ শান্তি অথবা শান্তি তৈরি করা, স্রষ্টার একত্ববাদকে সম্মান জানিয়ে তাঁর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মূর্তির ভ্রান্ত ঐশ্বরিক ধারণাকে অস্বীকার করা যা ঈশ্বরের এককত্বের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং আরব গোত্রগুলোর ঐক্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে শান্তি এসছিলো দ্রুত, যা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ আর মহান।"* [৪৩৭]

রায় আরও বলেন, ইসলাম হলো পৃথিবীতে মানুষের অগ্রগতির প্রয়োজনীয় উপাদান। তার ভাষ্যমতে,

> *"ইসলাম ছিলো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানুষের অগ্রগতির সরঞ্জাম। তার উত্থান হয়েছিলো নতুন সামাজিক সম্পর্কের আদর্শ হিসেবে যা তৎকালীন সময়ে মানুষের মনে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলো।"*[৪৩৮]

প্রতিদিন প্রাত্যহিক কাজে মুসলিম ও অমুসলিমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করছে সেখানে খুব কম সময়েই দেখা যায় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক খারাপ। 'ইসলাম মানে শান্তি' গ্রন্থের লেখক অমিত পাল বলেছেন, যে সমাজে তিনি বড় হয়েছেন তা ছিলো মুসলিম ও হিন্দুদের সমন্বয়ে গঠিত। তিনি কখনও মুসলিমদের আক্রমণাত্মক হতে দেখেননি। তিনি বলেন,

> *"আমি আমার শৈশবের বেশির ভাগ সময়ই ভারতে কাটিয়েছি। যেখানে অগণিত হিন্দু-মুসলিম এক সাথে কাজ করেছে। মুসলিম সম্পর্কে আমার ধারণা সহজাতভাবে*

সহিংস ছিলো যা তাদের সম্পর্কে আমার সারাজীবনের পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে যায়। আমার অনেক মুসলিম প্রতিবেশী, বন্ধু এবং সতীর্থ ছিলো এবং তাদের উপর সহিংস ধারণাটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো উপহাস করেই।"[৪৩৯]

অমিত পাল বলেছেন, কুরআনের ওপর গভীর ধ্যান একজন ব্যক্তিকে এ সিদ্ধান্তের প্রতি পরিচালিত করে যে, এটি সহিংস নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সহিংসতা নয়। আসলে, এটি এক সুভাস প্রকাশ করে। মূলত গ্রন্থখানা শান্তিপূর্ণ। এটি এমন একটি বই যা একজনের সাথে আরেকজনের সমন্বিতভাবে বেঁচে থাকতে উৎসাহ দেয়। পাল বলেন, ভারতের বর্ষীয়ান নেতা মহাত্মা গান্ধী কুরআন পড়ে এ উপসংহার টেনেছেন যে কুরআনে ইসলামে কোনো সহিংসতা নেই, এতে আছে শুধু শান্তি।

"অসহিংসতার প্রতীক গান্ধী বলেন, আমার কুরআন পাঠ আমাকে এ জ্ঞান দিয়েছে যে, ইসলামের ভিত্তি সহিংতা নয় বরং নির্ভেজাল শান্তি এটি শান্তিকে সহিংসতার ওপর প্রাধান্য দেয়। মূল শব্দটিই হলো 'ইসলাম যার অর্থ হলো শান্তি'।"[৪৪০]

শান্তির ধর্ম ইসলামে শান্তির অঙ্গীকার ধরে রাখতে, মুসিলমদের প্রয়োজন একজন অপরাপরের সাথে শান্তি বিনিময় করা। অমিত পাল বলেন–

"মুসলমানদের মানসম্পন্ন অভিবাদন হলো সালাম আলেকুম, বা 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"[৪৪১]

রিভারেন্ড সম্মানি ইডউইন আর স্টিফেনসন, মেথস্টি এপিস্কোপাল-এর একজন মন্ত্রী মনে করেন শান্তির ধর্ম ইসলাম পৃথিবীতে মানুষের জন্য খারাপ পথ থেকে আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করে। তার মতে,

"মুহাম্মদের ইসলামের বার্তা হলো, ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, অন্ধকার হতে আলোর পথ প্রদর্শক এবং শয়তান হতে ঈশ্বরের দিকে।"[৪৪২]

মেজর জেনারেল চার্ল্স জর্জ গর্ডন, সিবি মিনি চায়নিজ গর্ডন হিসেবেও পরিচিতি। গর্ডন পাশা ও গর্ডন খার্তুম। একজন ব্রিটিশ আর্মি অফিসার ও প্রশাসক তিনি ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন মুহাম্মাদ (স) প্রচারণা দেখে। একজন রিপোর্টারের ধর্মটি বিপন্ন হয়েছে কথার প্রতিউত্তরে তিনি বলেন–

"এটা নয় যে, আমি মুসলমানদের ভালো অবস্থায় পেয়েছি। অনেক খ্রিস্টানদের মতো, তারা বিশ্বাস করে না কোনো বিপদে, আমরা সবাই কম বেশি পৌত্তলিক, আমি মুসলমানদের পছন্দ করি। যে তার ঈশ্বরের কাজে লজ্জিত নয়। তার জীবন নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ। অবশ্যই সে তার স্ত্রীদের প্রতি ভালো আস্থাভাজন। কিন্তু সে কোনোভাবেই তার ওপর কূটকৌশল প্রয়োগ করে না। আমাদের খ্রিস্টান লোকেরা কি এ কথা বলতে পারবে?"[৪৪৩]

জর্জ বানার্ড শ একজন আইরিশ নাট্যকার এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, ইসলামের প্রভাব এত ভারি যে, এটি ইউরোপের বেশিরভাগ লোকের বিশ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তার মতে,

> *"পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে যদি কোনো ধর্মের ইংল্যান্ড অথবা ইউরোপ শাসন করার সম্ভাবনা থাকে তা হলো ইসলাম।"*[৪৪৪]

এডওয়ার্ড গিবন এবং সিমন অয়াকলে দেখিয়েছেন, ইসলাম ধর্ম যেটা নবী মুহাম্মাদ (স) প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার প্রভাব মক্কা মদিনায় এখনও একইভাবে আছে অনেক শত বছর পর এ

> *"ধর্মের প্রচারণা নয় বরং এ ধর্মের স্থায়ীত্বই আমাদের বিস্মিত করে। মক্কা এবং মদিনায় তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার পরিপূর্ণ ছাপ দেখতে পাওয়া যায় বারো শতাব্দীর আবর্তের পর তৎকালীন ভারতীয় আফ্রিকান ও তুর্কী ধর্মান্তরিত কুরআন অনুসারীদের মাঝে। মুহাম্মাদের অনুসারীরা ধর্মের মূল উদ্দেশের ওপর নিজেদের চিন্তা-চেতনা এবং কল্পনাকে প্রাধান্য দেয়ার তীব্র বাসনাকে সুসংহতভাবে প্রতিরুদ্ধ করে। আমি এক উপাস্যের (আল্লাহ) ওপর বিশ্বাস করি এবং মুহাম্মাদ (স) সেই উপাস্যের প্রেরিত দূরত। এটাই ইসলামের সরল কিন্তু অপরিবর্তনীয় স্বীকারোক্তি। কোনো প্রতিমা বা প্রতিমূর্তির মাধ্যমে সেই উপাস্যের মহাজ্ঞান সত্তাকে কখনো ক্ষুদ্র করা হয়নি। আর না অতিক্রম করে নবীদের (আ.) প্রতি শ্রদ্ধা মানবীয় গুণাবলির সীমানা...। এমনি করে তাঁর জীবন্ত কার্যকারণ ধর্মের ও যুক্তির সীমা মধ্যে সংযত।"*[৪৪৫]

স্যার থমাস ওয়াকার আরলন্ড একজন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ এবং ইসলাম বিদ্যা বিশারদ বলেছেন, ইসলাম প্রসার হওয়ার ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে সেদিন যেদিন থেকে নবীজী (স) অনেক অমুসলিমদের আকর্ষিত করেছিলেন। আরনল্ড লক্ষ করেন—

> *"এভাবে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এটা প্রচারমুখী তাত্ত্বিকভাবে এবং ব্যবহারিক দিক থেকেও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনই তার উদাহরণ স্বয়ং নবীজী (স) মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের দীর্ঘতালিকা শীর্ষস্থানে আছেন। এবং এরাই তাদের বিশ্বাস নিয়ে অজস্র বিশ্বাসহীনদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন।"* [৪৪৬]

একজন ব্রিটিশ আর্মি অফিসার লেখক এবং সাংবাদিক আর ভি সি বদলে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ইসলাম যেকোন ধর্মের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যা কিনা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ভয়ের কারণ। তিনি ইসলামের সাথে বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করেন এবং ধারাবাহিক আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য।

> *"মুহাম্মাদের মনে কি ধারণা হয়েছিলো ঐ দশ বছর যখন থেকে তার নিকট প্রথম দৈববাণী আসে যা ছিলো খুবই বিরক্তিকর? কেননা, তাঁর মতবাদ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের থেকে দ্রুত পৌঁছায় মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা থেকে ঈসা ও মুসা (আ)-*

এর শিক্ষার পার্থক্য কী ছিলো? সত্যিকারের সত্যিকারের মুসলিমদের অনুপাত সত্যিকারের ধার্মিক ইহুদি ও খ্রিস্টান থেকে বেশি কেন?"[৪৪৭]

বলবীর সিং একজন ভারতীয় সাংবাদিক লক্ষ্য করেন যে, ইসলাম জোরপূর্বক প্রচার করা হয়নি এবং যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বর্তমান বিশ্বের হালচাল সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে অজ্ঞ।

"তারা বোকা যারা বিশ্বাস করে ইসলাম জোরপূর্বক প্রচার করা হয়েছে। যারা ইসলামের দিক নির্দেশনা সম্পর্কেও জানে না পৃথিবী সম্পর্কেও জানে না।"[৪৪৮]

হারভার্ড জর্জ ওয়েলস, একজন ইংরেজ লেখক ঘোষণা করে ইসলাম ধর্ম একজন আরেক জনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ও নিষ্ঠার সাথে চুক্তি করতে উৎসাহ দেয় সুস্থ সামাজিক ভারসাম্যের জন্য মানব আচরণের এদিকটির ওপর গুরুত্বারোপ অপরিহার্য এবং এটি তখনই প্রয়োজন যখন মানুষ দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজ নির্মূল করতে নিবেদিত থাকে।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলিয়ট-এর মতে, "খ্রিস্টধর্মের চেয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীরা আফ্রিকার অনেক নেসাগ্রস্ত উপজাতিসমূহের জন্য ব্যাপকতর উত্তম বস্তু।"[৪৪৯]

সুইডিস বিদ্যান ড. টর আন্দ্রে যিনি ইসলামের বিশুদ্ধ ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি দাবি করেন যে একবার ইসলাম অনুসরণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে সে ইসলামের তাৎপর্য নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে। তার মতে–

"ইসলাম একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তি এর সত্যিকার অর্থ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাবে যখন এটি বড় আসরে প্রয়োগ করা হবে।"[৪৫০]

ইসলাম পৃথিবীতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি ইহজগতে মানবজীবনের লক্ষ্যের একটি ব্যপকতর ও ব্যাপক বোধসম্পন্ন ব্যাখ্যা দেয় এবং এমন একটি আচরণ বিদিত করে যা তার অনুসারীদের জন্য এক পুণ্যময় জীবনের পথকে সহজ করে যা তার অনুসারীদের পরকালীন যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং তা থেকে মুক্তি লাভে সহায়তা করে। সহজ কথায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর আদেশ নির্দেশ মান্য করা। মুসলিম সেই যে ইসলাম অনুশীলন করে যথা ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে অত্মসমর্পণ করে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসরমান ধর্ম।[৪৫১]

বার্নার্ড লুইস ছিলেন একজন ব্রিটিশ আমেরিকান ঐতিহাসিক, প্রাচ্যবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তিনি স্বীয় গ্রন্থ "দি ক্রাইসিস অব ইসলাম : হলি ওয়ার এন্ড আনহলি টেরর" এ ইসলামের প্রভাবকে সবচেয়ে সভ্য বলে উল্লেখ করেন।"[৪৫২]

বার্নার্ড লুইস বলতে থাকেন, রাজনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রসহ ভালো-মন্দের সংগ্রামে ইসলামের আচরণবিধি ব্যতিক্রম। মুহাম্মাদ (স) মাত্র একজন শিক্ষক ও নবী ছিলেন না বরং একজন শিক্ষক, প্রশাসক ও সৈনিক ছিলেন।"[৪৫৩]

একটি সাধারণ উপলব্ধি আছে মুহাম্মাদ খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। যদিও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এমন সুবিধা তার আয়ত্তের বাইরে ছিলো বলে দেখতে পাবে। ড. এনজাস নিকল্সন বলেন–

"মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে বাইবেলের কোনো আরবী সংস্করণ ছিলো না যা থেকে তিনি খ্রিস্টান ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন... এজন্য অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করে যে চার্চের ব্যর্থতার ফলেই ইসলাম আপন অস্তিত্ব লাভ করে।"[৪৫৪]

উইলিয়াম মন্টগোমেরি ওয়াট বলেন, যদিও তিনি মুসলিম নন, তবুও তিনি বিশ্বাস করেন যে কুরআন হচ্ছে সেই স্বর্গীয় সত্য যেখান থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণীরা শিখতে পারেন এবং আগামী দিনগুলোতে এটি হবে প্রধান ধর্ম।

"সাধারণ অর্থে আমি মুসলিম নই, যদিও আমি আশা করি আমি এক ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত একজন মুসলিম হই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ কুরআনে অনুবিদ্ধ আছে ইসলামী দৃষ্টির অন্যান্য অভিব্যক্তি আর তা হচ্ছে স্বর্গীয় সত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার যা থেকে আমি এবং অন্যান্য প্রাচ্য বিদ্যাবিদদের শিক্ষার অনেক কিছুই আছে এবং ইসলাম নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতের জন্য একটি ধর্মের কাঠামো প্রদান করার জন্য এক প্রতিযোগী শক্তি।"[৪৫৫]

মেজর লিওনার্দো পর্যবেক্ষণ করেন যে, ইসলাম প্রকৃত শক্তিমত্তা এবং নৈতিকতার সাথে প্রবর্তিত হয়েছে যেটি প্রত্যেকবার-ই প্রমাণিত হয়েছে।

"কোনো মিথ্যা বা অবাস্তব প্রেরণা ছাড়া আরবদের পৃথিবীতে শুরু হয়েছিলো, কিন্তু চরম সচেতনতা এবং ব্যগ্রতার প্রেরণার মাধ্যমে ইসলাম পার্থিবভাবে এবং আত্মিকভাবে এর স্থায়িত্ব প্রমাণ করেছে। এর যার বর্তমান ফল তার নিজের পক্ষেই কথা বলে।"[৪৫৬]

ডাফরিন এবং আভা-এর প্রথম মার্কোরেস ফ্রেডরিক হেমিল্টন ছিলেন একজন ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী এবং ভিক্টোরিয়াল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, ইউরোপের উচিৎ বিজ্ঞান কলা এবং সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের অবদানের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যা অন্ধকার মধ্যযুগ থেকে ইউরোপীয়দের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলো।

"অন্ধকার মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের মুক্ত হওয়ার জন্য ইউরোপ মুসলিম বিজ্ঞান, মুসলিম কলা এবং মুসলিম সাহিত্যের প্রতি অনেক ঋণী।"[৪৫৭]

এম থিওডর লথ্রবা স্টাডার্ড, যিনি একজন আমেরিকান ইতিহাসবেত্তা, সাংবাদিক, জাতিগত নৃবিজ্ঞানী, ইউজেনেসিস্ট, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং এন্টিইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেট তিনি চিন্তা করেন যে, ইসলামের উত্থাপন ইতিহাসের একটি অন্যতম অংশ। তিনি অবাক হয়েছিলেন যে, ইসলাম একটি সাধারণ জায়গা ও মানুষ থেকে বের হয়ে এক শতাব্দী সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

"ইসলামের উত্থান সম্ভবত মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। এমন একটি জায়গা এবং এমন সব মানুষ থেকে এটির উৎপত্তি হয়েছে যারা আগে

অবহেলিত ছিলো। ইসলাম এক শতাব্দীর মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে অনেক বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। অনেক দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে ভূপাতিত করে। জাতির আত্মাকে নতুন করে সাজিয়ে এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী তৈরি করে যা হলো ইসলামের পৃথিবী।"[৪৫৮]

ইসলামের উত্থানটা বিস্ময়কর ছিলো। অন্যান্য অনেক ধর্ম যেমন খ্রিস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং অগ্নি উপাসনামূলক ধর্ম অনেকে ধীরে ধীরে, অনেক লম্বা সময় এবং যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিস্তার করেছিলো। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রের এ জিনিসটা হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে ইসলামের বিজয় ছিলো একটি বিস্ময়কর বিষয় এবং কোনো সমস্যা ছাড়াই পাইরিনিস থেকে হিমালয় মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে মধ্য আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত। স্টডার্ড আরও বলেন–

"একটি মরুভূমির যাযাবর জাতি যারা ছাড়া ছাড়াভাবে বসবাস করত যাদের আগে কোনোটি মানবিক কাহিনী ছিলো না তাদের থেকে উৎপন্ন হয়ে ইসলাম এগিয়ে গেছে সামনের দিকে অনেক ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে ভারী প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। তারপরেও ইসলাম জয়জয়কার করেছিলো অলৌকিক সাচ্ছন্দের মাধ্যমে এবং দুইটি প্রজন্ম দেখেছিলো বিজয়ী হয়ে জন্ম নেয়া অগ্নিসদৃশ্য অর্ধচন্দ্র পাইরিনিস থেকে হিমালয়, মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত।"[৪৫৯]

ভ্যাটিকান সিটি রোজার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, যেটি ইসলামে ৫টি স্তম্ভের একটি। ঈদ উপলক্ষে দেয়া একটি বক্তব্য ভ্যাটিকানরা ধর্মটির শিক্ষার প্রশংসা করেন–

"আমরাও আপনাদের সাথে আনন্দ করি এই বিশেষ সময়ে যেটি আপনাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য গভীর করার সুযোগ দেয়। এবং অন্যান্য ধর্মীয় পদ্ধতির মাধ্যমে, যার মূল্য আমাদের কাছেও সমান।"[৪৬০]

স্যার উইলিয়াম মূর, যিনি একজন স্কটিশ প্রাচ্যবিদ এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসক, একজন ভিন্ন মতাদর্শী ইতিহাসবেত্তা হওয়া সত্ত্বেও নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্ত তুলে ধরেন তার 'লাইফ অব মুহাম্মাদ' বইটিতে। তার ভাষায়–

"কোনো প্রশ্ন নেই যে, বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, সুবিচার ও মানবতাকে প্রধান করে ওঠা বিভক্তির মাধ্যমে, ইসলাম মূর্তিপূজা এবং বসন্তকালে নিমজ্জিত উচ্চতর জাতিতে উন্নিত হয় যেমন মধ্য আফ্রিকায় বাস্তবভাবেই এটি ঐ মানুষগুলো নৈতিকতার উন্নতির ঘটায়।"[৪৬১]

ঈশ্বরের নৈকট্যে থাকা ইসলামের সৌন্দর্য্য যা মানুষের মধ্যে শান্তি নিয়ে আসে। এম এম বাবুনা মনে করেন, খ্রিস্টধর্ম ব্যবসার মতো। বাবুনার মতে–

"খ্রিস্টধর্ম ব্যবসাদারি। এটি বলে, ঈশ্বরের অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ মাংস পেতে হবে এবং তারপরে তিনি ক্ষমা করে দেন। ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন এটি বলে, ঈশ্বরের

দয়ার কোনো পরিমাপ নেই। এটি অবাছাইকৃত, অসীম এবং বিস্তৃত যতটুকু বিস্তৃত পৃথিবী।" [৪৬২]

ফসি জন কব হিরশো, একজন ইংলিশ ইতিহাসের অধ্যাপক, মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ হয়ে তিনি ইসলামের অবদান স্বীকার করেন। বিশেষ করে ইউরোপের অন্ধকার যুগে।

> *"তাদের এটি দেখে মনে হয়েছিলো যে মুসলিমরা একটি সংস্কৃতির মালিক যেটা তাদের নিজের সংস্কৃতির থেকে অনেক ভালো। ইউরোপের অন্ধকার যুগ দূরীভূত হয়েছিলো কেবল মুসলিম সভ্যতার আলোক সহবত দ্বারা।"* [৪৬৩]

ডানকান গ্রীনলেস, একজন লেখক, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদ বলেন যে, ইসলামের শিক্ষা এটিই তাৎপর্যপূর্ণ করে যে একটি নিখুঁত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

> *"এ ধর্মের আদর্শ এবং প্রশংসা সহনশীলতা যেটি মেনে নেয় ঈশ্বর পৃথিবীর সকল প্রকৃত ধর্মকেই অনুপ্রেরণা দেন। এটি হবে সব সময়ই মানুষের জন্য একটি চমৎকার ঐতিহ্য। এটির ওপরে একটি নিখুঁত ধর্ম গড়ে উঠতে পারে।"* [৪৬৪]

ড. এ বার্থারণে-এর মতে, যিনি একজন ফরাসি পণ্ডিত, মুসলিমদের জ্ঞানার্জন করা উচিৎ এমনকি সেটির জন্য যদি অনেক দূর ভ্রমণ করতে হয়। জ্ঞানার্জনের প্রতি নবীজী মুহাম্মাদ (স)-এর উৎসাহ হচ্ছে তাদের প্রতি একটি উত্তর যারা অভিযোগ করে ইসলাম উন্নতি এবং সভ্যতারকে সংবরণ করে। নবীজি (স)-এর শিক্ষার ওপর একটি গবেষণা সেই ফল উন্মোচিত করে যে তিনি পৃথিবীকে পরীক্ষা করেন এবং চিন্তাশীল হতে গুরুত্বারোপ করেছেন । যদিও মুহাম্মাদ (স)-এর অনেক কুৎসাকারী যারা জোর দিয়ে বলে যে তিনি একটি প্রত্যাবর্তী প্রভাব রাখে অনেক মুসলিমরা তার শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছে।

> *"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয়; চীনে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর। আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী, মহান সংস্কারক মুহাম্মাদ (স)-এর এ সুগভীর কথাগুলো যারা কুরআনের মর্মবাণীতে মুসলমানদের বুদ্ধিভিত্তিক পতন খুঁজতে আত্মনিয়োগ করে তাদের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব। তারা পড়ুক এবং সেই গ্রন্থটির গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করুক। তাহলে তারা দেখতে পাবে যে নবীজি চিরদিনই সৃষ্টি রহস্য ও বিস্ময়ের প্রতি তার অমুসলিমদের মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর অনেক বিষয়ই তাদের একথা বলতে বাধ্য করবে যে এ গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও মাতাদর্শ কখনও পশ্চাদপদতা নয় বরং এটি পুরো মান সম্প্রদায়ের একটি নৈতিক এবং বুদ্ধিভিত্তিক শক্তি। অপরদিকে, যারা এর আদেশ উপদেশ অনুসরণ করছে তার এমন সভ্যতার নির্মাতা যা আজকের দিন পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে। আমরা যেটি এ আলোচনায় আলোকপাত করলাম।"* [৪৬৫]

চালর্স আর ওয়াটসন উল্লেখ করেন, "অন্যদের তুলনায় মুসলিমরা অনেক বেশি ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে।

এটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা যায় যে, পৃথিবীর কোনো জাতিই ধর্মপরায়ণতার এতটা গভীর পরিচয় দেখাতে পারেনি যতটা মুসলিমরা পেরেছে। (তাদের) সারাটা জীবন ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন।" [৪৬৬]

বহুবিবাহ সম্পর্কে একজন ব্রিটিশ প্রসিদ্ধ লেখক ল্যানসেলট লাওটন বলেছেন, এটা শুধুমাত্র পূর্বে (মুসলমান) সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং পশ্চিমারা তাদের চেয়ে এক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলো এবং পশ্চিমারা তাদের বিশ্বাস প্রচারে আরও বেশি বল প্রয়োগ করতো।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মুসলমানদের বিশ্বাস অন্যদের তুলনায় অনেক আগেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলো।

রিভারেন্ড বজওয়ার্থ স্মিথ মনে করতেন, ইসলাম একটি অধ্যাত্মিক ধর্ম এবং সেখানে মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই।

"মোহামেডানিসম মূলত একটি অধ্যাত্মিক ধর্ম। তিনি এমনভাবে এ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যাতে নেই কোনো ধর্মযাজক নেই কোনো উৎসর্গ। অন্য কথায় মানুষ এবং তার স্রষ্টার মাঝে কখনো আনুষ্ঠানিক উৎসর্গকারী যাজকশ্রেণীকে আসতে দেয়া হয়নি; সাথে সাথে নিষিদ্ধ হয় যে কোনো জীবন্ত সত্ত্বার প্রতিমূর্তি করা হোক সেটা প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় বা প্রশংসনীয় বা শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রাপ্য বা আপাত উপাস্য কোনো সত্ত্বা। মোহামেডানিজম, আমাদের চেয়েও বেশি পৌত্তলিকতা বিরোধী।" [৪৬৮]

স্মিথ আরোও বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে আগের ধর্মগুলোর পূর্ণ প্রবর্তন–

"আমি একথা স্বীকার করি যে, মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্ম আদত নতুন কিছু ছিলো না। তিনি কখনো এটি বলেন নি। তিনি এটাকে পুরাতন ধর্মেরই পুনরুজ্জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন।" [৪৬৯]

স্মিথ আরও বলেন, অন্য ধর্মগুলোর তুলনায় ইসলামেই একমাত্র সমাজের জন্য স্থায়ী সমাধান দেয়া আছে।

"ঐতিহাসিক দার্শনিকদের একজন মন্তব্য করেছেন, মানবসভ্যতার ওপর চিরন্তন প্রভাব সৃষ্টিকারী বিপ্লবগুলোর কোনোটিই আরবদের ধর্মের মতো মানুষের দূরদর্শিতাকে এতটা প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে ইতিহাসের বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নিতে হবে। যদি এ ধরনের কোনো বিজ্ঞান থেকে থাকে।" [৪৭০]

উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ একজন কানাডিয়ান ধর্মতত্ত্ব অধ্যাপক দাবি করেন, সামাজিক দিক **হচ্ছে ইসলামের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা ইসলামকে খ্রিস্টান** ধর্ম থেকে আলাদা

করে। বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ঠিক থাকার প্রমাণ হচ্ছে এর কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য যা সমাজের শ্রেণী নির্বিশেষে মানুষের মাঝে বিস্তৃত।"[৪৭১]

পশ্চিমাদের আধ্যাত্মিক চর্চাহীনতার অনুশীলন সমাজে মহামারী জীবনে ইসলামের বাস্তবায়ন করা গেলে এর প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। কোনো প্রকার সাংস্কৃতিক চাপ অথবা ধর্মীয় বিধানের মতো আইনী প্রভাব রাখে না। মুসলিম এবং তাদের সমাজ সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট সত্য হলো সেখানে দিনের বেশিরভাগ সময়ই ধর্মের জন্য ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ রকমের আধ্যাত্মিকতা যদি পশ্চিমাদের চেতনায় প্রবেশ করানো যায়, তবে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের আধ্যাত্মিক শূন্যতা আছে তা হয়তো বা পূরণ করা যেতে পারে। এ জে টয়েনবী একজন ব্রিটিশ সাহিত্যিক বলেন–

> *"যদি অত্র অঞ্চলের (ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্য আফ্রিকা) আদিনিবাসীরা আধ্যাত্মিক সত্তাকে ফিরিয়ে আনতে পারা যায় তারা নিজেদের আত্মার সন্ধান পায় তাহলে সেটা অবশ্যই হবে ইসলামিক চেতনা দ্বারা যেটা মলিন সত্তাকে দেয় পূর্ণজীবন। এ চেতনার প্রকাশ অনেক ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশা করা যায় এবং এটার অন্যতম উদাহরণ মদ্যপান থেকে মুক্তি। এটা অবশ্যই ধর্মীয় চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এমন কিছু জিনিস এ চেতনা অর্জন করেছিলো যা অন্য কোনো আইন অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য এখন ভবিষ্যতের পুরাভূমিতে এসে আমরা বলতে পারি ইসলাম বর্তমান বহুজাতিক পাশ্চাত্য সমাজকেও প্রভাবিত করতে পারে যার বিস্তার সারাবিশ্ব জুড়ে এবং যা আলিঙ্গন করেছে সমগ্র মানব জাতিকে।"*[৪৭২]

নেপোলিয়ন বোনাপার্টে একজন ফরাসি সামরিক এবং রাজনৈতিক নেতা, যিনি ফরাসি বিপ্লবের পরের পর্যায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন। নেপোলিয়ন উল্লেখ করেন, মুহাম্মাদ (স) এবং পূর্ববর্তী নবীদের বার্তা প্রচার শুধুমাত্র পৃথিবীর কোনো একটা অংশে সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছানোই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। বোনাপার্টে উল্লেখ করেন,

> *"মুসা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন তার জাতির নিকট, জেসাস খ্রিস্ট রোমান বিশ্বের নিকট এবং মুহাম্মাদ প্রাচীন মহাদেশ তথা আরবদের নিকট।"*[৪৭৩]

কেউ যদি এটা বিচার বিবেচনা করে যে কিভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরে পরস্পরের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়েছিলো, তাহলে এটা তার কাছে উদ্ভূত মনে হবে যে কেন পশ্চিমারা (এতদসত্ত্বেও) ইসলামের প্রতি সহজে ঝুঁকতে পারল না। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র, খ্রিস্টান যাজকীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জুলুম, খ্রিস্টান জগতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙন এটাকে খুব বিস্ময়কর করে তুলে যে কিভাবে পশ্চিমারা তাদের নিজেদের শতাব্দী ধরে চলতে থাকা অধঃপতনের প্রতি এমন অন্ধ হলো, আর উল্টো ইসলামী বিশ্বাসকে কলঙ্কিত করল। পশ্চিমাদের অজ্ঞতার সমুদ্র বড়ই লক্ষণীয়। ইউরোপের পদদলিত অবস্থা ছিলো একটি

অব্যাহত ব্যাপার, পরবর্তী কোনো একটি যুগেও ন্যূনতম উত্তরণের নিদর্শন দেখাতে পারেনি। ইউরোপের এ জড়তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে মেজর লিওনার্ড বলেন–

> *"এটা সুস্পষ্ট নয় যে ইসলামের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইউরোপ তার নিজের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগসমূহের দিকে নজর দিতে পেরেছে, যে যুগগুলো ছিলো ভয়ঙ্কর বুদ্ধিভিত্তিক বিস্মৃতির যুগ যা শুরু হয়েছিলো পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপের বর্বরদের জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে 'ক্লাসিকাল লার্নিং' (সনাতনী শিক্ষা)-এর পতনের মাধ্যমে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে রেনেসাঁস পর্যন্ত এ বুদ্ধিভিত্তিক বিস্মৃতি অব্যাহত থাকে। এটাও স্পষ্ট নয় যে ইউরোপ বিচ্ছিন্ন ও উপদ্রুত খ্রিস্টান সমাজের সাথে তার সমন্বয় হারিয়েছিলো। এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, যখন রেনেসাঁস পূর্ণ উদ্যমে ছিলো বা তার মিশনের প্রায় অর্ধেকই সম্পন্ন করে ফেলেছিলো তখন পর্যন্তও তা হয়নি।"[৪৭৪]*

অধ্যাপক আরলড যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয় বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য এটি সার্বজনীন ধর্ম। উপাস্য মাত্র একজনই, অন্য কেউ নয় এবং সকলের জন্য একমাত্র ধর্ম ইসলাম। এটা কোনো তত্ত্ব নয়। বাস্তব জীবনের জন্য প্রযোজ্য। হযরত মুহাম্মাদ (স) অন্য রাষ্ট্রের গভর্নদের কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠান। উদাহরণস্বরূপ, তিনি লিখেছিলেন– রোম সম্রাট (হারকিউলিস), পারস্য রাজা, মিসরের গভর্নর ইত্যাদির কাছে। অধ্যাপক আর্নল্ড উল্লেখ করেন–

> *"কিন্তু ইসলামের বাণী শুধুমাত্র আরবদের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীরই তা জানা উচিত ছিলো। যেহেতু ঈশ্বর একজনই তাই সব মানুষেরই এক ধর্মের দিকে আহূত হওয়ার কথা। এটাই ছিলো চিরন্তন দাবি যা সব মানুষ এবং জাতিকে আন্দোলিত করেছিলো এবং এটাই হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সময়ের সকল ক্ষমতাধর ব্যক্তির কাছে পাঠানো পত্রাবলীর মূল কথা। ঐ বছরে হিরাক্লিয়াস, পারস্য, আবিসিনিয়ার বাদশা, ইয়ামেন ও মিসরের গভর্নরের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠানো পত্রের নমুনা ছিলো নিম্নরূপ–*
>
> *"সদয় করুণাময় আল্লাহর নামে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল কায়সারের নিকট শান্তি বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর যারাই সরল পথ অনুসরণ করেছে। অতঃপর আমি বলছি, আমি অবশ্যই আপনাকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানাই। ইসলাম গ্রহণ করুন (তাহলে) আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করবেন, ইসলাম গ্রহণের এ সুযোগ থেকে আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার জনগণের পাপের দায়ও আপনার ওপর বর্তাবে। হে 'আহলে কিতাব' সম্প্রদায় তোমরা এমন কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আর তাহলো যে আমরা আল্লাহ ছাড়া আমরা*

কারও উপাসনা করব না, এবং তার সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করব না। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা পরস্পরে পরস্পরকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ করব না। অতঃপর যদি তোমরা এ কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে তোমরা বল)- তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলিম।"[৪৭৫]

প্রফেসর আরনল্ড আরও যুক্ত করে–

ইসলামের চিরন্তনতা ও সব মানুষের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ এ সত্যে নিহিত যে এটা ছিলো একটা স্বর্গীয় ধর্ম যা সব যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য নিরুপিত হয়েছিলো পরবর্তীতে এ ধর্মই পুনরায় মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে মানবজাতির নিকট প্রকাশ পায়। এ নবীর সীলমোহর ও অন্য সব জাতির নিকট আগত নবীদের সীলের অনুরূপ।"[৪৭৬]

প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও হার্ডভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যানেমারী স্কিমেল দৃঢ়ভাবে বলেন, "হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত নবীদের সর্বশেষ নবী।"[৪৭৭]

ইউরোপের খ্রিস্টানরা নিজেদের ওপর কেবল আফসোস করবে, কেবল তাদেরই অপকর্মের জন্য এবং এ কথার স্বীকৃতি দিয়ে যে ইসলাম নিজেকে একটি কল্যাণময় ও উন্নত সভ্যতা হিসেবে বিদিত করেছে। এ দু'টি ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যকার লুক্কায়িত শত্রুতা ও সংশয় বহুলাংশেই নিরসনই হতে পারে যদি খ্রিস্টানরা মুসলিম বিশ্বের প্রতি একটি কৈফিয়তের মানসিকতা লালন করে এবং যদি তারা মুসলিম বিশ্বের সাথে তাদের আচরণে ও ইসলামের উপস্থাপনায় কৃত ভুলগুলো অনুধাবন করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ মুসলিমদের মনে খ্রিস্টানদের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। অনেক মুসলিম আজও কিন্তু ইসলামের ওপর খ্রিস্টানদের কালিমা লেপন করাকে ভুলতে পারেনি। এ বিষয়ে মেজর লিওনার্ড মন্তব্য করেন–

"ইউরোপ তথা খ্রিস্ট জগৎকে তাদের ভুলের স্বীকৃতি ও অনুশোচনা করতে দিন। তারা তাদের অজ্ঞ জনগোষ্ঠীর ও বিশ্ববাসীর সামনে সজোরে ঘোষণা করুক, যে ইসলামের প্রতি তাদের ঋণ ও অকৃতজ্ঞতা কে তারা আর অবজ্ঞার চোখে দেখবে না। প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার আত্মার পক্ষে ভালো এবং কেবল এ রকম একটি স্বীকারোক্তিই পারে সেই কলঙ্ক দূর করতে যা দীর্ঘদিন যাবত তার সমুজ্জ্বল নামকে কলঙ্কিত করে রেখেছিলো। খ্রিস্টান সমাজকে বুঝতে দাও যে সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে কোনো ভুলের ব্যাপারে সচেতন না হওয়া। একটি ভুলের স্বীকৃতি এ কথাই বুঝায় যে, আমরা আজ অতীতের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী। কেবলমাত্র উদারতার মাধ্যমেই সে (খ্রিস্টান সমাজ) এ দায় মোচন করতে পারে। এজন্য তাকে অবশ্যই একথা জানতে হবে যে ধর্মীয় উৎসসমূহ ও জাতীয় অহমিকায় বিদ্যমান অবিচার কখনো চিরন্তন হতে পারে না।"[৪৭৮]

ড. গোস্তাব ই, ভন গারেনভাম নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান ইতিহাসবিদ এবং আরব বিশারদ লেখেন যে, 'মুহাম্মাদীয় অনুষ্ঠান' ইসলাম ধর্ম শেষ ধর্ম এ বিশ্বের এটা একটি স্বাধীন ধর্ম এবং এ ধর্ম খ্রিস্টীয় ধর্ম ও ইহুদী ধর্মের সাথে যদিও মিল রয়েছে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস খুব স্বল্প এবং সহজ।

মালাইস রুথভেন বলেন, "একমাত্র ইসলাম ধর্মই আধুনিক এবং বর্তমান আধুনিক যুগে বিদ্যমান এবং অন্য কোনো ধর্ম এভাবে সফলতা এবং প্রভাব প্রকাশ করতে পারেনি। ইসলাম ধর্মে কিছু নির্দিষ্টি চিন্তাধারা আইন-কানুন এবং নীতিমালা রয়েছে এবং তা তার অনুসারীরা মেনে চলে এবং স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ রাখে।"[৪৭৯]

রোথবেন আরও বলেন, "ইসলাম ধর্মের নীতিমালার বিরুদ্ধে না গেলে ইসলাম অন্য সাংস্কৃতিক নিয়ম নীতিকে সহজে গ্রহণ করে। যেমন পশ্চিম এশিয়ানরা ইব্রাহীম (আ.)-এর একত্ববাদী অনুসারীরা ইসলাম ধর্ম, ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৮০]

ড. লেইটনার সর্বসম্মুখে তুলে ধরেন, "মহাম্মাদিজম বলতে তিনি মহানবী (স)-এর অনুসারীদের বুঝান, কিন্তু তিনি যদি একে ইসলাম ধর্ম বলে উল্লেখ করেন তাহলে এ অল্প সময়ে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতো না।

> *"যে মহান ধর্ম নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করছি আমি 'মুহাম্মাদিজম' এ শব্দটা ব্যবহার করেছি মুসলমানদের বিশ্বাসের একটা অংশ বুঝানোর জন্য।*
>
> *আমি যদি 'ইসলাম' শব্দটা ব্যবহার করতাম যার অর্থ স্রষ্টার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা। তাহলে এর জন্য ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা প্রয়োজন পড়ত।"*[৪৮১]

ড. লেইটনার, মহানবী (স)-এ সংগ্রামকে সম্মান দান করেন। ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্টীয় ধর্মের ওপর জ্ঞান আহরণের পর তিনি বলেন, 'ইসলাম ধর্মে' কোনো নিছক অনুকরণ নেই। বরং এটি একটি গভীর অনুপ্রেরণা। তার মতে–

> *"আমি যতদূর খ্রিস্টান আর ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে জানি তার সাথে নবী মুহাম্মাদ (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন তার কোনো মিল নেই। মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত ব্যবস্থা ইহুদী খ্রিস্টানদের প্রচারিত ব্যবস্থার কেবল অনুসরণই ছিলো না। যদি ঈশ্বরের থেকে কোনো ওহী এসে থাকে, তবে এটিও ওহী দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলো। আমি বিনয়ের সাথে সাহস করে বলতে চাই, যদি আত্মোৎসর্গ করা, নিয়তের বিশুদ্ধতা, নিজের লক্ষ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস, ভালো মন্দের চমৎকার পার্থক্যকরণ, এবং মন্দকে ধ্বংস, ভালো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ আর পদ্ধতি গ্রহণ; এগুলো সবই ঈশ্বর প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার বাহ্যিক এবং প্রকাশ্য নিদর্শন। মুহাম্মাদ (স)-এর মিশন ছিলো ওহী দ্বারা পরিচালিত।"*[৪৮২]

ডা. লেইটনার মতামত দান করেন যে, খ্রিস্টানরা খুবই নক্কারজনকভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সমালোচনা করে যা তাঁর সম্মানের খেলাফ। যেই বলুক আর যাই বলুক হেরা গুহার সেই আহ্বান মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ করেছে। ডা. লেইটনার বর্ণনা করেন–

"খ্রিস্টানরা মোহামেডানিজমের প্রতিষ্ঠাকারীকে যথাযোগ্য সম্মান দান করে না। তাকে খ্রিস্টান ধর্মের নতুন গ্রুপ মনে করা হত। দান্তে তার ইনফারনো বই এ মহানবী (স)-কে ধর্মবিরোধী বলে উল্লেখ করে বলেন– তিনি অন্য অর্থে তিনি খ্রিস্টান ধর্মের ভিন্ন মতবাদ গ্রহণ করেছেন। অনেক লেখক মতামত আরোপ করেন, ইসলাম ধর্ম তাওরাত থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে এটা কোনোভাবেই মনে হয় না যে, ইসলাম ইহুদী ধর্ম থেকে নেয়া হয়েছে। অথবা প্রকৃত খ্রিস্টান ধর্ম (সেন্ট পলের পূর্বে) থেকে নেয়া হয়েছে। এগুলো কেবল তাদের অনুমান বাস্তব ইসলাম আধুনিক ইউরোপীয় খ্রিস্টান ধর্ম থেকে আলাদা। পাহাড়ে দেয়া বক্তব্য বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[৪৮৩]

এইচ এ আর গিভ একজন স্কটিশ ইতিহাসবিদ ও পারস্যবিদ্যাকারী তুলে ধরেন, "খুব অল্পসময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের ক্রমাগত বিজয় এ জিনিসটা তুলে ধরে যে, ইসলাম কতটুকু শক্ত এবং কতটুকু প্রভাবশালী ধর্ম।"[৪৮৪]

ভুলভাবে উত্থাপিত একটি ধর্ম

ওয়েস্টমিনিস্টার ইন্টারফেইথ গ্রুপের পরিচালক জন ডাল ডিন বলেন যে, ইসলাম এবং মহানবী (স)-কে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয় না এবং সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশে এ ধর্মকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন–

> *"আমার মনে হয় যে, নবী (স)-কে কিছু মানুষ যেভাবে দেখে তিনি তারচেয়ে আরও বেশি সম্মান পাওয়ার যোগ্য। সম্ভবত কিছু মানুষ ইসলাম ধর্মকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং তারা এটাকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করে। যখন আমরা কোনো গোষ্ঠী নিয়ে কথা বলি, তার মানেই আমরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি, মৌলিকভাবেই আমরা একটি গোষ্ঠী নিয়ে কথা বলছি। আমার মনে হয় ইসলাম এবং তার শিক্ষার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা উচিত।"*[৪৮৫]

Rt. Hon, ফ্রাঙ্ক ডেবসন এমপি বলেছেন, ইসলাম ধর্ম একটি বৈশ্বিক ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মেও অন্যান্য ধর্মের মতে অনেক দলে বিভক্ত এবং বিভিন্ন মতামতে বিভক্ত এবং তার কারণে অনেক মানুষ প্রাণও হারায়।

> *"এটা একটি বিশ্বব্যাপী ধর্ম। যেহেতু বড় কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মতো এখানে কোনো সাংগঠনিক কাঠামো নেই তাই এত বিশাল সংখ্যক মুসলিমকে সঠিকভাবে উদ্দীপনা এবং পরিচালনা করার অবকাশ নেই। এখানে একটা বড় আকারের মতবৈষম্য রয়েছে। তাই আমি মনে করি সর্বদা এটাই লক্ষ্য করা ফলপ্রসু যে বেশিরভাগ খ্রিস্টান তাদের নিজ ধর্মের মানুষ দ্বারা হত্যার শিকার হয়েছে, বেশিরভাগ মুসলিমও তাদের মানুষ দ্বারা নিহত হয়েছে এবং এটাই প্রকাশ করে যে, ধর্মীয় মতপার্থক্য খুবই বিপজ্জনক। যদিও আমি মনে করি ধর্মীয় মতপার্থক্য সর্বদাই বিরাজমান থাকবে। কেননা, কিছু মানুষ নিজ স্বার্থের কারণে ধর্মকে ব্যবহার করছে।"*[৪৮৬]

ইসলাম ধর্ম অবশ্যই শান্তির প্রতীক কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণা প্রচুর, সিং-এর মতে–

> *"ইসলামের প্রধান পরিচয় শান্তি, কিন্তু ধর্মকে ভুলভাবে প্রকাশ করা হয় প্রধান দুটি কারণে– (১) সঠিকরূপে প্রকাশের অভাব। যেমন- ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা না করা, না বুঝা এবং আলোচনা না করা। (২) শান্তিকামিতার ব্যাপারে অপরিপূর্ণতা এবং একতরফা চিন্তা-ভাবনা।"*[৪৮৭]

কার্ল হেনরিচ বেকার একজন জার্মান ইসলামী পণ্ডিত, তিনি চিহ্নিত করেছেন, খ্রিস্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে মধ্যে শত্রুতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রুসেড, তুরস্ক যুদ্ধ এবং ইউরোপের ব্যাপ্তিতে–

> *"ক্রোসেডে, তুরস্কের যুদ্ধ এবং ইউরোপের ব্যাপ্তি খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্মে শত্রুতা বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি প্রাচ্যে যাজকদের প্ররোচণায় ধীরে ধীরে তা গভীর থেকে আর বেশি গভীর হয়েছে। খ্রিস্টানরা বলে, মহানবী (স)-এর অনুসারী শাসকগণ খ্রিস্টান ধর্মকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেন এবং এ মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করছে খ্রিস্টানরা নিজেরাই।"* [৪৮৮]

ইন্ডিয়ান কবি এম এন রায় কেন কিভাবে ইন্ডিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার কারণ দর্শন করেছেন কখনো।

> *"অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মুসলিমদের ভারত বিজয়ের কারণ বাস্তবসম্মত। গোড়া হিন্দুরা তাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের ছোট চোখে দেখত এবং এ বিজয়ের মাধ্যমে এ প্রবণতা দূর হতে শুরু হয়েছে। পূর্ব থেকে বদ্ধমূল কু-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দুরা ভারতবিজয়ী মুসলিমদের গঠনমূলক কাজে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিজয়ীদের বিরুদ্ধে পরাজিতদের যে ঘৃণা থাকে তা এ জিনিসের মাধ্যমে দূরীভূত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পারস্পরিক সংযমের ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করবে না যতক্ষণ না তারা ভারত সমাজে প্রাচীন সভ্যতা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে মুসলিমদের অবদান স্বীকার না করবে। পাশাপাশি ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা আসতে পারে কেবলমাত্র মুসলিমদের ভারতে সফলভাবে আবির্ভাবের সঠিক ধারণা পাওয়ার পর। এবং বর্তমান সমস্যাগুলোর গভীর কারণ নির্ধারণ ও সমাধানও কেবল এ উপায়ে আসতে পারে।"* [৪৮৯]

অধ্যাপক ক্যালটনার অভিমত প্রকাশ করেন, "এটি একটি বিশাল ভুল হবে, যে এটা মনে করা মুসলিম অমুসলিমদের কেবলমাত্র ঘৃণার চোখে দেখেছে এবং তাদের শত্রু মনে করেছে, বরঞ্চ প্রকৃত কথা হচ্ছে ইসলামে এ ধরনের কোনো মতবাদ নেই। উল্টো ইসলাম এ ধারণার বিপরীত শিক্ষা দেয়।"[৪৯০]

এইচ আর এইচ চার্লস বর্ণনা করেন যে, পশ্চিমারা ইসলামকে যেভাবে দেখে সেটা কেবলমাত্র ভুলই নয় সেই সাথে ইসলামী সোনালী যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং মুসলিমরা মানবজাতির কল্যাণে বুদ্ধিভিত্তিক যে ভূমিকা রেখেছে এবং যার কাছ থেকে পশ্চিমা সভ্যতা খুব বেশি উপকৃত হয়েছে সে ব্যাপারেও না জানা তাদের বড় ভুল। সেই সাথে আমাদের ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলো এ অজ্ঞতার জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী। মুসলমানদের চিন্তাধারা এবং ইসলামী বিশ্বাস পশ্চিমাদের জন্য হুমকিস্বরূপ যার কারণে রেনেসাঁস এবং উন্নতিতে ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায়, যা পাশ্চাত্য অবজ্ঞা করে। আর তা হলো ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ সভ্যতা আন্দালুসিয়া; মুসলিম স্পেনের যে ভূমিকা তা বর্তমান পশ্চিমারা খুবই কম স্মরণ করে। তাদের

মতে–

"ইসলামের ব্যাপারে পশ্চিমাদের যে পরিমাণ ভুল ধারণা আছে তার চেয়ে বেশি অজ্ঞতা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ওপর ইসলামের অবদানে ব্যাপারে। মৌলিক এ ব্যর্থতা আমরা আমাদের এ ইতিহাস থেকে লাভ করেছি। মধ্যযুগীয় ইসলামী বিশ্বে আমরা মধ্য এশিয়া থেকে আটলান্টা পর্যন্ত অনেক জ্ঞানী এবং জ্ঞান আহরণকারী পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমারা ইসলামকে শক্ত বিদঘুটে সংস্কৃতি, সমাজ ও বিশ্বাসের ভিন্ন কাঠামো হিসেবে দেখে, তাই আমরা ভুলে যাই অথবা জানিই না আমাদের ইতিহাসের সাথে ইসলামের সম্পর্ক উদাহরণস্বরূপ, আমরা স্পেন এ ৮০০-১৫০০ শতাব্দী পর্যন্ত এ ৮০০ বছরে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্ব স্পষ্ট করে দেখি। অন্ধকার যুগ এবং রেনেসাঁন্স সূচনার ইতিহ্যবাহী শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণে মুসলিম স্পেনে অনেক আগ থেকে স্বীকৃত। প্রাচীন গ্রীক, বিজ্ঞানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে ইসলামী স্পেনের ভূমিকা গোদামঘরের চেয়ে বেশি ছিলো। যা পরবর্তীতে আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্ব আহারণ করে। স্পেনের মুসলিমরা কেবলমাত্র গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার বিজ্ঞানকে সংগ্রহ আর রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলো। তারা নিজে অবদান রেখেছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, বীজগণিত (এটা আরব শব্দ থেকে প্রাপ্ত), আইন, ইতিহাস, ওষুধ, ঔষধসংক্রান্ত বিজ্ঞান, আলোক বিদ্যা, কৃষি, স্থাপত্য, ধর্মতত্ত্ব, গান ইত্যাদি। ইবনে-সিনা এবং রেইজ-এর মতো ফারাবী এবং আবু যোহর চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে ভূমিকা রেখেছেন তা থেকে পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা শতাব্দীব্যাপী সুবিধা ভোগ করে।"[৪৯১]

ইসলামের শিক্ষা

আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ড. লাইটনার ইসলামের শিক্ষাবলি ব্যাখ্যা করেন। ইসলাম ধর্মে বলা হয় যে, বিত্তশালীদের অভিভাবক হিসেবে উচিত দুস্থদের যত্ন নেয়া। ধনী গরিব বলে কোনো অপ্রীতিকর পার্থক্য নেই। ভৃত্যদের ব্যাপারে একটি উত্তম শিক্ষা হলো যে তারা শুধুমাত্র গৃহস্থালির অংশই নয়, বরঞ্চ তাদের এমনকি সরকারি কার্জকলাপেও অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ড. লাইটনার বলেন–

> *সামাজিক ক্রমবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে, অর্থশালী কে দরিদ্রের রক্ষাকারী বিবেচনা করা হয়, আর ধনীব্যক্তির টেবিলেই গরিব স্থান করে নেয়। মুহাম্মাদ (স)-এর সমাজের কোথাও কোন আপত্তিকর ব্যবধান নেই ধনী আর গরিবের মধ্যে, এমনকি একজন মুহাম্মাদীয় ভৃত্য কেবল পরিবারের সদস্যই নয়, একজন ইংরেজ হতদরিদ্রের চেয়ে তার অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে সরকারের উচ্চপর্যায়ে পৌঁছানোর।"* [৪৯২]

১৮৯৩ সালের ১৭ এপ্রিল মাননীয় বিশপ অব লন্ডন 'টাইমস' পত্রিকায় মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীদের প্রশংসা করেন। একটি ভূখণ্ড জয়ের পর মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ব্যবহার তুলনা করেন তিনি। তাঁর মতে, মুসলমানদের কার্জকলাপে অত্র এলাকায় ইতোমধ্যে বিরাজমান নাশকতার কোন বৃদ্ধি হয়নি যেমনটি ঘটেছে খ্রিস্টানদের দখলকৃত এলাকায়। বিশপ লিখেছেন–

> *"মুহাম্মাদীয় অনুসারীরা কখনোই খ্রিস্টানদের মতো নাশকতা বৃদ্ধি করত না তাদের জয়কৃত ভূমিতে। খ্রিস্টানদের অভিগমন প্রায় সবখানেই উন্মত্ততার প্রবর্তন করত, যা আগে অজানা ছিলো।"* [৪৯৩]

ব্রিটিশ লেখক জন হিক বলেন, "যদিও ইসলামের সূচনা হয়েছিলো প্রতিকূলতা নিয়ে, কিন্তু সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায্য আচরণ, সত্যবাদিতা, ওয়াদা রক্ষা করা, দুস্থদের দান করা, অসহায়, বিধবা, অনাথ ও ভৃত্যের প্রতি সহানভূতিশীল হওয়া এসব ব্যাপারে এ ধর্মের শিক্ষাবলি ছিলো অত্যন্ত বাস্তবিক।"[৪৯৪]

নিত্যদিনে ইসলামের শিক্ষাবলির মধ্যে শুধুমাত্র দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়াই নয়, একেশ্বরবাদ মেনে চলা ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা এ ধর্মের অত্যন্ত জরুরি এবং মৌলিক একটি অংশ। শুরু থেকেই ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক দিকগুলো খ্রিস্টান ধর্ম থেকে সুরক্ষিত ছিলো। ইসলাম ধর্মের শক্তি ছিলো তার স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা ও ইবাদতের মধ্যে। এইচ জি ওয়েলস লক্ষ্য করেন–

"নিত্যদিনের জীবনে দয়া ও সুবিবেচনার জন্য সনির্বন্ধ হওয়া ইসলামের বহু সদগুণের মধ্যে একটি, কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো অদম্য একেশ্বরবাদ, কোন ইহুদীয় স্বতন্ত্রতাবিহীন, যা কুরআন বজায় রেখেছে। ধর্মতত্ত্বীয় যে ব্যাখ্যাসমূহ খ্রিস্টানদের হতবুদ্ধি ও বিভক্ত করে রেখেছে এবং ঈসা (আ.)-এর আত্মাকে কলুষিত করেছে, প্রথম থেকেই ইসলাম এসবের ঊর্ধ্বে ছিলো। ইসলামের তৃতীয় শক্তি হলো প্রার্থনা ও ইবাদতের নির্ভুল নির্দেশনা এবং মক্কার সীমিত ও প্রথাগত গুরুত্ব সম্পর্কে বিবৃতি। ইসলাম ছিলো দয়া, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ; এটা ছিলো সাধারণ ও বোধগম্য একটি ধর্ম; ছিলো মরুভূমির মতো সাহসী অনুভূতিশীল একটি প্রবৃত্তি; আর এ ধর্মের আবেদন সোজা চলে যেত সাধারণ জনগণের সহজাত প্রবৃত্তিতে।"[৪৯৫]

সহনশীলতার প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, ইসলামে এবং মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রে এটা পরিষ্কারভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে। কুরআনে এ নীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এ নীতিকে সমর্থনকারী ইসলামের অসংখ্য রীতিমালাই যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ যে বাধ্যবাধকতা কখনোই ইসলামে অনুমোদিত ছিলো না। ড. এন কে সিংহ-এর মতে–

"ইসলামের সহনশীলতার দর্শনশাস্ত্র এসেছে কুরআন ও মহানবীর অনুশীলন থেকে। কুরআনে বলা হয়েছে "ধর্ম শুধুমাত্রই আল্লাহর জন্য" : ইয়া কুনুদ্দিনু লিল্লাহ। ইসলামের সহিষ্ণুতার ভিত্তি কুরআনের শিক্ষার মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা আছে। সহিষ্ণুতার অর্থ হলো– "ধর্মীয় ব্যাপারে মুক্ত ধারার চিন্তা ও অনুশীলনকে স্বীকৃতি দেয়া"। সহিষ্ণুতা হলো একটি আইন, শাসনের নয় বরং স্নেহের, সহিংসতার নয় বরং শান্তির আইন।"[৪৯৬]

অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার উনবিংশ শতাব্দীর ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে কন্সট্যানটিনোপল থেকে ফিরে এসে অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি লিখেছিলেন যে কীভাবে ইসলাম মানুষকে অভিশপ্ত মদ্যপান এবং অনৈতিক জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন যে,

"ইসলাম প্রতিকার করেছে দুটি ক্যান্সারের যা আধুনিক সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে : মত্ততা ও অসচ্চরিত্রতা, কোন মুহাম্মাদীয় নারী প্রকাশ্যে অনৈতিক জীবনযাপন করেননি। অপ্রিয় হলেও সত্য যে এর জন্য আমাদের অবিবেচক রীতিনীতিই দায়ী, যা নিউ টেস্টামেন্টের শিক্ষার আধারে গঠিত বলে ভুল ধারণা করা হয়, যদিও এ অনুসারে খ্রিস্টান ধর্ম যাজকদের একজন স্ত্রীর নির্দেশ করে, কিন্তু পল-এর উদাহরণ এ কোন স্ত্রীই নেই।"[৪৯৭]

ইংরেজ-স্কটিশ ইতিহাসবিদ, ইসলামের ইতিহাসের পণ্ডিত ও 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ'-এর অধ্যাপক মাইকেল কুক ইসলামকে খ্রিস্টান, ইহুদীয় বা অন্য ধর্মের সাথে তুলনা করে লেখেন যে, তিনি ইসলাম ধর্মের চমৎকারিতায় অভিভূত। তিনি বলেন,

মানবজাতির জন্য মুহাম্মাদ (স)-এর অবদান ছিলো অপরিমেয়। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম পৃথিবীকে দেখিয়েছে মানবজাতি ও ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্ক যা নিখাঁদ।"[৪৯৮]

বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ জওহরলাল নেহরু দাবি করেন, "ইসলাম ধর্ম প্রতিবেশী দেশগুলোতে গৃহীত হয়েছে শুধুমাত্র এর সরলতা, সততা আর সমতার জন্য।"[৪৯৯]

ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষা হলো একেশ্বরবাদ; অন্য ধর্মে অনুরূপ মূলমন্ত্র থাকলেও ইসলামের মতো এত শক্তিশালী ও প্রতিনিয়তভাবে নেই। জেমস এ স্প্রুনলের মতে–

> *"ইসলাম ঈশ্বরীয় ঐক্য শেখায়। অন্য ধর্মও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু মুহাম্মাদের অনুসারীদের সহজ স্বীকারোক্তির মতো এত সজোরে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়।"*[৫০০]

একজন ভাষাবিজ্ঞানী, ইয়র্ক এংলিকান ধর্মশাস্ত্রবিদ রিভারেন্ড ক্যানন আইজাক টেইলর ইংল্যান্ডের চার্চ কংগ্রেসে দেয়া বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষাবলীর প্রশংসা করে বলেন–

> *"যখন একটি নিগ্রো জাতি মুহাম্মাদীয় ধর্ম গ্রহণ করে, তখন পৌত্তলিকতা, শয়তান উপাসনা, বস্তুকাম, নরমাংস ভক্ষণপ্রথা, মানুষের বলি, শিশুহত্যা, জাদুবিদ্যা সব অদৃশ্য হয়ে যায়। আদিবাসীরা বস্ত্রাবৃত হতে শুরু করে। নোংরামির স্থান নেয় পরিচ্ছন্নতা, তারা অর্জন করে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আত্মসম্মান। আতিথেয়তা হয়ে যায় ধর্মীয় একটি কর্তব্য, মত্ততা হয়ে ওঠে দুর্লভ, জুয়াখেলা হয় নিষিদ্ধ, অশালীন নৃত্য ও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ হয়, নারীর সতীত্বকে মহৎগুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আলস্যের বদলে আসে অধ্যবসায়, নিয়মহীনতার জায়গায় আসে আইনকানুন, শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি বিরাজ করে, জ্ঞাতি বৈরী, প্রাণী ও ভৃত্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ হয়। মানবতা, দয়াশীলতা, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়। বহুবিবাহ ও দাসত্ব নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এ সবের খারাপ দিকগুলো সংযত করা হয়। সবকিছুর উর্ধ্বে ইসলাম হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সরঞ্জাম অসদাচরণ থেকে বিরত থাকার। ইসলাম বিশ্বজনীন, ইহুদিধর্মের মতো কেবল একটি জাতিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং গোটা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। ইসলাম দুর্নীতি ও কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।"*[৫০১]

ইসলাম নৈতিক আচার-আচরণ বা ভালো কার্যকলাপ কোনটাতেই বাধা নয়। যেহেতু ইসলামে ভালো কাজের জন্য অনেক উদ্দীপক রয়েছে, সুনীতির ওপর জোর দেয়ার দরুন এ ধর্মের সাফল্য অন্যান্য ধর্মের চেয়ে সহজতর ছিলো। অধ্যাপক ভ্যাগলিয়েরি ব্যাখ্যা করেন–

> *"ইসলাম নৈতিক পরিপূর্ণতার পথে কোন বাধা ছিলো না, যেহেতু স্বয়ং ইসলামেই একটি দক্ষ শক্তি ছিলো ভালো কাজ করার প্রতি, এ ধর্ম মানুষকে শিক্ষা ও ঈশ্বরাধীন করতে সাফল্য পেয়েছিলো অন্য ধর্মের অনেক আগেই। ইসলাম সফল হয়েছিলো কারণ অন্য একেশ্বরবাদী ধর্ম যেগুলোর নবীদের মুহাম্মাদ (স) তাঁর নিজের শিক্ষাগুরু হিসেবে মনে করেন, সেসব ধর্মের চেয়ে ইসলাম তার সদস্যদেও নৈতিক দায়িত্বের*

জন্য কম চিন্তিত ছিলো না, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অন্য ধর্মাপেক্ষা অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলো, কারণ ইসলাম মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে তাদের উৎসাহিত করত তাদের সাধ্যনুর্গত আদর্শ অর্জন করতে। ইহুদিধর্ম ও খ্রিস্টধর্মে যে গুণাবলী মানবজীবনের সর্বোচ্চ অন্তিম অন্ত হিসেবে তুলে ধরে, সেই একই আদর্শ ইসলামেও নির্দেশ করা হয়। এর আওতায় পড়ে সকল জীবের প্রতি করুণা, প্রতীতি, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, সামাজিক যোগাযোগের উপযুক্ততা, দুর্ভাগ্যকে মেনে নেয়াসহ আরও অনেক আদর্শলিপি ইত্যাদি।"[৫০২]

মেজর জেনারেল ফোরলং বিশ্বাস করেন, ইউরোপে ইসলামের বিস্তৃতি শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে, যেন অন্ধকারে আলো।

"পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপে ইসলামের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমান শাসকেরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিমত্তা উন্নত করতে। 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' এর লেখকের মতে- "তারাই শিক্ষার সেই দ্বীপ জ্বেলেছিলেন যা ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকার পাতাগুলো প্রজ্বলিত করেছিলো, আরবদের ছাড়া যা হয়ত কখনই সভ্যতা ও প্রগতির কেন্দ্রস্থল হতে পারত না। তারা স্পেন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত শিক্ষার আসন তৈরি করেন। সেখান থেকে আবির্ভাব হয় শিক্ষাগুরু ও পণ্ডিতদের যারা হয়ে ওঠেন ইউরোপের সাংস্কৃতিক রক্ষক, যখন খ্রিস্টানরা ছিলো জ্ঞানহীন দুঃখী ও হতাশাপূর্ণ, যারা শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রাণ স্থবিরতা দিয়ে ভূখণ্ডকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে ব্যস্ত ছিলো।"[৫০৩]

নৃসংসতা এড়ানোর লক্ষে কোন জায়গা থেকে দূরে চলে যাওয়ার ধারণা মুহাম্মাদ (স) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটা মুসলিমদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। অমিত পাল বলেন -

"অহিংস প্রতিবাদ হিসেবে অভিবাসনের ধারণা ইসলামের মূলমন্ত্র এবং এটাকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয় যেহেতু মুসলিমজাতি বিশ্বাস করে যে এর মাধ্যমে তারা মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর অনুসারীদের পদানুসরণ করছে।"[৫০৪]

ইসলামের শিক্ষাবলী মুসলমানদের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ছাড়া আর কোন পথ রাখে না। জে. প্যাটুট বার্মস, তুলনামূলক ধর্ম বিশেষজ্ঞ, ঘোষণা দেন যে ইসলামে এমন কিছুই নেই যা অসহিংসতা নিবারণ করে।

ইসলামের মূল ঘোষণা হলো একেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ। এটাই হলো এ ধর্মের কেন্দ্রাংশ। এডওয়ার্ড আর্নল্ড এ কথারই প্রতিধ্বনি করেন-

"ইসলামের আত্মা নিবিষ্ট রয়েছে তার ঈশ্বরীয় ঐক্যে, এর কেন্দ্রস্থল হলো ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ।"[৫০৬]

সাধু টি ভাসওয়ানি ইউরোপে ইসলামের অবদানের ওপর আলোকপাত করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে খ্রিস্টান পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ ছিলেন ইসলামের শিক্ষা নিয়ে। ইসলাম ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোতে আলো দেখিয়েছে এবং অবদান রেখেছে অগণিত বিভাগে যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, রসায়ন, ইতিহাস, দর্শন, সূক্ষ্মকলা, ইত্যাদি। তার ভাষ্যমতে–

> *"ইসলাম স্থাপন করেছে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় যা ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করে। এদের মধ্যে একজন সময়ের পরিক্রমায় হয়ে ওঠেন রোমের পোপ। যে সময়ে ইউরোপ ছিলো অন্ধকারে, স্পেনীয় মুসলমান পণ্ডিতরা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মশাল জ্বেলেছিলেন। তারা চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিহাস, দর্শন ও সূক্ষ্মকলা পড়াতেন। ভারতের চিন্তা-চেতনায় ইসলামের অসংখ্য অবদান রয়েছে এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। ভারতের অন্যতম জাতীয়করণ শক্তি হলো ইসলাম। ইসলাম ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য, জ্যামিতি ও দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কল্পনাশক্তিপূর্ণ স্থাপত্য হলো তাজ মহলো।"[৫০৭]*

পূর্বদেশীয় বিদ্যার অধ্যাপক জুলিয়াস জার্মানাস, একজন হাংগেরীয় লেখক ও ইহুদি বংশোদ্ভূত ইসলামবিদ, হাংগেরীয় সংসদসদস্য এবং অসংখ্য আরব্য বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের সদস্য, পর্যবেক্ষণ করেন যে ইসলামে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই এবং এটি একটি স্বাধীন ধর্ম যা সবার জন্য উন্মুক্ত।

> *"মহানবী মুহাম্মাদ (স) খুব দ্রুতই পুরোহিতসম্প্রদায়ের মোহাবসান ঘটান। ইসলামে খোদা ও বান্দার মধ্যে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিলো না। শুরু থেকেই ইসলাম ছিলো একটি গণতান্ত্রিক ধর্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যখানে কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলো না। কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় উদঘাটনটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো যা মুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেত, কোন গির্জা পরিচালকদের সম্মেলনের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই। এক্ষেত্রে খ্রিস্টানধর্মের মতো ইসলামের কোন সংস্কারসাধনের প্রয়োজন ছিলো না, আদতে ইসলামে যে গণতান্ত্রিক মর্ম বিচরণ করে আসছে, তা খ্রিস্টানধর্মে শুরু হয় কেবলমাত্র দেশাত্মবোধ ও পুনর্গঠনের পর।"[৫০৮]*

ইসলাম যে সূচকীয়ভাবে বিবেচনাযোগ্য সংখ্যায় নতুন অনুসারি আকৃষ্ট করছে তা পরিসংখ্যানেই প্রতিফলিত হয়। হোক তারা এ বিশ্বাসের নতুন সদস্য অথবা কোনো দেশে আগন্তু নতুন মুসলমান যারা মুসলিমজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে, এটা বলা যায় যে ইসলামে অনুসারির সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে।

৬৭তম যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রসচিব, যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের স্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ও ফার্স্ট লেডি। তিনি দাবি করেন, ইসলাম হলো আমেরিকার সর্বাপেক্ষা দ্রুততম ক্রমবর্ধমান ধর্ম এবং এটা দেশের মানুষের জন্য যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে। তিনি বলেন–

"ইসলাম হলো আমেরিকার সর্বাপেক্ষা দ্রুততম ক্রমবর্ধমান ধর্ম এবং এটা আমাদের অনেক মানুষের জন্য একটি পথপ্রদর্শক ও স্থায়িত্বের স্তম্ভস্বরূপ।"[৫০৯]

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে এবং খোদা ও বান্দার মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী না রাখতে। যেখানেই অনুসারীরা রয়েছে যেখানেই উপাসনালয়। ড. লাইটনার লক্ষ্য করেন–

"প্রত্যেক মুহাম্মাদীয় অনুসারী হলো তার নিজের গির্জা, সবারই সহধর্মীর সাথে সাধারণ বিশ্বাসে ধর্মীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। তারা যাজকদের ভৃত্য নয়, তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি ছাড়াই, এবং তাদের উপাসনালয় সেখানেই তারা প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়ে যেখানে থাকে।"[৫১০]

এম এন রায় বলেন–

"মুহাম্মাদীয় ধর্ম দৃঢ়ভাবে একেশ্বরীয় ছিলো এবং একেশ্বরী ধর্ম হিসেবে ছিলো অদমনীয়, যার বিশিষ্ট গুণাবলির দরুন এটা সর্বোচ্চস্তরের ধর্ম হিসেবে গণ্য হয়।"[৫১১]

লেখিকা কেরেনা মার্চেন্ট মুসলিম পরিবারের সম্পর্কের প্রশংসা করেন–

"পরিবার হলো ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর। মুসলিমরা মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবারকে উদাহরণ হিসেবে দেখেন, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) ও কন্যা ফাতিমা (রা.)। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, মানুষ জন্ম নেয় মুসলমান হিসেবে কিন্তু তার পরিবার নির্ধারণ করে সে সত্যিকারের মুসলিম কি না।"[৫১২]

আমরা নিত্যদিনে যা করি, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম পথপ্রদর্শন করে। কেরেনা বলেন–

"ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্র চালনা করে থাকে; উপাসনা ও পরিবার। ইসলামের প্রভাব রয়েছে জীবনের সবকিছুতে; এমনকি খাওয়া, পানাহার, ধোয়ামোছাতেও।"[৫১৩]

তিনি আরো বলেন–

"মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষাবলি তাঁর নিজের নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের ছিলো, কারণ তা সরাসরি খোদার কাছে থেকে এসেছিলো। এ শিক্ষাজীবনের সব দিক অন্তর্ভুক্ত করে : একজন মানুষের তার খোদার সাথে সম্পর্ক, তার অন্যদের সাথে সম্পর্ক, তার পারিবারিক ও দৈনন্দিন জীবন।"[৫১৪]

ই. এলেক্সান্ডার পাওয়েল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন যুদ্ধ সংবাদদাতা ও লেখক তার নিজের বই "মুসলিম এশিয়াতে ক্ষমতার সংগ্রাম" বইটিতে লেখেন যে মুসলিমরা অনেক খ্রিস্টান দেশের চেয়ে বেশি সহ্যশক্তি প্রদর্শন করেছে। তিনি বলেন–

"বিজয়ের যুদ্ধে মুসলমানেরা যে মাত্রার পরধর্মসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে তা অনেক খ্রিস্টান জাতিকে লজ্জিত করেছে।"[৫১৫]

লেখিকা ম্যাগসি হ্যামিল্টন লিটল তার বই "ইসলাম সমন্ধে কথা : লোককাহিনী, প্রকৃত ঘটনা ও বিতর্ক" এ ব্যাখ্যা করেন, "ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে কাজকে বোঝা হিসেবে না চিন্তা করে নিত্যদিনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে ধরে নিতে। তিনি বলেন যে মুসলমানেরা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টার শেষে যা অর্জন করে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় এবং তাদের কখনই নিজের কাজের পদবিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। আল্লাহর চোখে একজন দিনমজুরের কাজ একজন চাকরিজীবীর কাজের মতোই সমান প্রসংশনীয়।"[৫১৬]

তিনি আরো বলেন, "ইসলাম বাণিজ্যিক আইনও নির্ধারণ করে থাকে। মুসলিমদের উচিৎ সরকারি নিয়মকানুনসহ কুরআনের নির্দেশাবলি মেনে চলা। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে সব পেশাকে সম্মান করা উচিত যতক্ষণ কুরআনের নিয়মাদি বহাল থাকে। কুরআনে নৈতিক (হালাল) ও অনৈতিক (হারাম) কাজের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।"[৫১৭]

> *"খোদার সমর্পণে, মদ্যপান বর্জনে, সতীত্বে, সত্যবাদিতায় ও অনুসারিদের ভ্রাতৃত্বে মুসলমানেরা এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দাড় করিয়েছে যা আমাদের সবার মেনে চলা উচিৎ। ইসলাম খ্রিস্টান ভূখণ্ডের ৩টি অভিশাপকে নির্মূল করেছে : মত্ততা, জুয়াখেলা ও পতিতাবৃত্তি। সভ্যতায় ইসলামের অবদান খ্রিস্টধর্মের চেয়ে অনেক বেশি।"*[৫১৮]

ইসলামের অবদান

এইচ আর এইস প্রিন্স চালর্স আলোকপাত করেন যে, বিংশ শতাব্দীতে কার্যকর এবং সকল সহিষ্ণুতার মূল্য এবং পারস্পরিক শুদ্ধাবোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র্য। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিত ভুল বোঝাবুঝি এবং সন্দেহ সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্যবসা বাণিজ্যসহ সর্বদিকে এবং তা সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্যই এর বেশিরভাগ বহুবিধ পন্থা অবলম্বকারী দেশ দ্বারা স্বীকৃত এবং আগ্রহের সহিত গৃহীত। তার কথায়–

> *"সহনশীলনতা এবং বিনিময়ের প্রয়োজন যদি আন্তর্জাতিকভাবে সত্য হয়, তাহলে ব্রিটেন তা নিজস্ব বাহিনী দ্বারা প্রয়োগ করে। ব্রিটেন একটি বহুজাতিক এবং বহু বিচিত্র সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সমাজ। আমি ইতোমধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্রিটেনজুড়ে বিস্তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছি, দূরবর্তী ও বড় শহরগুলোর উত্তর উঞ্চলের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কথাও যুক্ত করেছি। প্রায় সব জনসাধারণ ব্রিটেনের সম্পদস্বরূপ, শিল্পজাত সরকারী কর্মকাণ্ড, পেশা এবং বেসরকারি খাতে তাদের অবদান অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। আমরা তাদেরকে পাই একজন শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞজ্ঞানী হিসেবে। তাদের অবদান দেশকে করেছে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং জাতিগতভাবে মুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, অবশ্যই সহিষ্ণুতা এবং বোঝাবুঝির দুটি দিক রয়েছে।"*[৫১৭]

প্রিন্স আরো যোগ করেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা তার পূর্ব সূরী মুসলিমদের নিগুঢ় বুদ্ধিজাত যুক্তিকে তারা উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছে। বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়াশয় রাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয় চিন্তার উপর মুসলিমদের যে প্রভাব তা নির্ভুল। এক্ষেত্রে যতটুকু বলা যায় যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাবাসীর পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধাবোধের সাথে জীবনযাপনের ধারণার প্রতিফলন .... স্পেনের মুসলিমদের মধ্যে এবং তা গত শতক পর্যন্ত ইউরোপে হয়নি। আমরা প্রকৃতভাবে বলতে পারি পশ্চিমা রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি যাই তারা গ্রহণ করেছে তা মধ্যযুগীয় মুসলিমদের নিকট থেকে গৃহীত প্রিন্সের মতে–

> *"আধুনিক ইউরোপ যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত তার মূলক এক্ষেত্রে স্পেনের মুসলিম থেকে। কূটনীতি, মুক্তবাণিজ্য, খোলা সীমানা নৃবিজ্ঞানী, শিষ্টাচার, গঠন, কৌশল, চিকিৎসা, হাসপাতাল, এসব কিছু এসেছে স্পেনের বিখ্যাত শহর থেকে।.. অসাধারণ সহনশীলনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলো মধ্যযুগীয় ইসলামে যা ইহুদী খ্রিস্টানদেরকে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধর্মীয় বিশ্বাস চর্চার সুযোগ দিয়ে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছিলো যা পাশ্চাত্য বহু শতাব্দী পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে নি। এটা*

অত্যাধিক আশ্চর্যজনক যে ইসলাম এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি অংশ ছিলো। প্রথমে স্পেনে, পরবর্তীতে বলকান অঞ্চলে এবং এত ব্যাপকভাবে আধুনিক সভ্যতার অবদান রেখেছে যা আমরা সবাই ভুলভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা হিসেবেই বিবেচনা করে থাকি। ইসলাম আমাদের অতীত এবং বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ইউরোপের সৃষ্টিতে ইসলাম সাহায্য করেছে। এটা আমাদের উত্তরাধিকারের একটি অংশ। কোনো বিছিন্ন বস্তু নয়।"[৫২০]

প্রিন্স আরো বলেন, জ্ঞানের অন্বেষণ মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ধরা হত এবং নবীজি (স)-এর অনেক কথায় জ্ঞান এবং এর অন্বেষণকে মুসলিমদের জন্য সর্ব আদর্শ বলা হয়েছে। মুসলিমরা কিভাবে এ নীতি বাস্তবায়িত করেছে তা ইতিহাস নিজেই সাক্ষী দিবে। বিশেষ করে আন্দালুসিয়ান মুসলিম স্পেন তন্মধ্যে উদ্ভাসিত এক উদাহরণ। ইউরোপীয়দের খেয়াল রাখা উচিত, মুসলিম সভ্যতা তাদের বহু আগে উন্নতির পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে।

"ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণকে গভীরভাবে লালন এবং সংরক্ষণ করে। জ্ঞানীর দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে বেশি পবিত্র (!)। কর্ডোভা ছিলো দশম শতাব্দীর ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত নগরী, রাজা আলফেডের সময় যখন তিনি এ দেশে রন্ধনশিল্পে বিরাট ভুল করে যাচ্ছিলেন সে সময়টাই আমরা স্পেনে উঁচুদরের লাইব্রেরির কথা জানতে পারি। বলা হয়ে থাকে মুসলিম শাসকের লাইব্রেরিতে যে ৪০০,০০০ খণ্ড পুস্তক ছিলো তা বাকি। ইউরোপে যত বই ছিলো তার চেয়ে বেশি মুসলিম জাহান চীনের কাছ থেকে কাগজ বানানোর কৌশল অ-মুসলিম ইউরোপের প্রায় চারশত বছর আগে রপ্ত করে বলেই এটা সম্ভব হয়।"[৫২১]

এইচ জি-আর্মস্ট্রং বলেন, ইসলাম আরবদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং যুগ না পুরাতেই নজীবী মুহাম্মাদ (স) সমগ্র আরব ভূখণ্ডকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিন।

"ইসলাম আরবদের ঐক্যবদ্ধ করে, শুদ্ধ করে এবং তাদের সবাইকে এক ব্যক্তির সাথে যুক্ত করে। তিনি তাদের অন্তর বিশ্বাস দ্বারা পূর্ণ করেন। তার ক্ষমতা দ্রুতই বৃদ্ধি পায়। দশ বছরের মাঝেই তিনি সমগ্র আরবরে নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যান।"[৫২২]

রিভারেন্ড স্টিফেন দেখেন যে ইসলাম আরবে বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানোর পর সকল অমানবিক কাজ দূর করে এবং সকল মানুষকে সঠিক পথের দিকে পরিচালনা করে।

"যখন ইসলামের বিজয়ের সীমানা আরব পেরিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন অনেক বর্বর জাতি যাদের ইসলাম নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়, শিষ্টাচারে নিজের কল্যাণই অংশগ্রহণ করাতে লাগল। তুর্কী, ভারতীয় নিগ্রো এবং মুরেরা নিজেদের প্রতিমা বর্জনে, নিজেদের পাপাচারমূলক আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথা পরিত্যাগ করে এক উপাস্যের উপাসনার দিক এবং সুন্দর সুশীল সুশৃঙ্খল জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। তাদের চেয়েও উন্নত ফারসিদের বিশ্বাস ও হয় পরিশোধিত। তিনি শিক্ষা

দেন ভালো এবং মন্দ ভিন্ন দুটি সত্তারস্বরূপ নয় বরং ন্যায় ও অন্যায় একই মহাজ্ঞানী শাসনকর্তার অধীনে এবং বিশ্বজগতের সবকিছুই তাঁর নির্দেশ মতো চলে। তৎকালীন বর্বর জাতিদের জন্য বিশেষ করে যারা অনেকটাই মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ের আরবদের মতো বা দুঃসময়ের আফ্রিকার মতো যাদের কোনো সভ্যতা বা ধর্ম ছিলো না। তাদের জন্য ইসলাম এক আশীর্বাদস্বরূপ যা তাদের অধিকার থেকে নিয়ে যায় আলোর এবং শয়তানের বলয় ভেঙ্গে নিয়ে আসে আল্লাহ তা'লার অধীনে।"[৫২৩]

আলফ্রেড মার্টিন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের অবধানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

"আজ আমরা আমাদের বাড়ি ঘরের দেয়াল আর মেঝেকে সেসব কাপড় দ্বারা সজ্জিত করি যা মোহামেজনরা তাদের বুনতে শিখিয়েছেন। আমরা আমাদের ইদ্রিয়কে সুগন্ধি দ্বারা আমোদিত করি যা তারা আমাদের বানাতে শিখিয়েছেন। আমরা আমাদের সন্তানদের সেই এলজেবরা আর উচ্চতর প্রণিত শিক্ষা দেই যা তারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের শিখিয়েছেন।"[৫২৪]

আলফ্রেড মার্টিন আরো বলেন, ইসলামের শিক্ষা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। তার ভাষায়−

"মুহাম্মাদ (স) তাঁর নৈতিক এবং সংবিধানে নেশাজাতীয় পানীয় থেকে দূরে থাকা এবং মানবাধিকার ওপর গুরুত্ব করেছেন। মাদকতা ক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহের সর্বাধিক শঙ্কিত পাপ এবং ঐশী আইনের বিরোধী বলে নিষেধ করা হয়। মুহাম্মাদ (স)-এর খ্রিস্টান ধর্মের বিরোধিতা, কিছু খ্রিস্টান ধর্মের নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন বিরুদ্ধতার ব্যর্থতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জেনারেল লিউ ওয়ালেস বিশ বছর কনস্টান্টিনোপলে থাকার পর ঘোষণা করেছেন যে খ্রিস্টান মদ্যপদ্যদের প্রতিদিনই শহরের রাস্তায় দেখা যেত কিন্তু মুহাসেবান মদ্যপদের কখনোই দেখিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এলিয়াটের হিসেব মতে, মুহামিডানিজম আফ্রিকার বিভিন্ন গোত্রের অভ্যাসজাত মদ্যপদের জন্য খ্রিস্টান ধর্মের চেয়ে ঢেড় ভালো।"[৫২৫]

অধ্যাপক আরনল্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, এমন অনেক প্রমাণ আছে যে ইসলামের প্রচার শুধু পুরুষ দ্বারা নয় এবং নারীরাও বিভিন্ন স্তরের এ উত্তম কাজে জড়িত ছিলো। তিনি কিছু উদাহরণ দিয়েছেন কিভাবে মুসলিম নারীরা এ বিশ্বাস প্রচারে অংশগ্রহণ করে গেছেন।

"এটা খুবই মজার বিষয় যে ইসলামের প্রচার শুধুমাত্র পুরুষদের কাজ ছিলো না বরং মুসলিম নারীরাও এ পবিত্র কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। বহুসংখ্যক মঙ্গোল রাজকুমারদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে ছিলো তাদের এবং একই ঘটনা ঘটেছে অনেক তুর্কি পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রে যারা মুহামেডান দেশগুলোতে আক্রমণ চালিয়েছিলো। সানুসিয়াহ ধর্মপ্রচারক যারা টুবু, যা নেক শাদ-এর উত্তর অঞ্চলে কাজ করতে আসে তারা মেয়েদের স্কুল খুলত এবং নারীদের এসব গোত্রের ওপর যে

বিশাল প্রভাব ছিলো তার সুবিধা নিত, যাতে তারা ইসলামকে জয় করতে পারে। জার্মান পূর্ব আফ্রিকায়, আদিবাসী পৌত্তলিকেরা যারা তাদের বাড়িঘর ছয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য ত্যাগ করে রেলওয়ে বা বাগানে কাজ করতে আসব ওরা মুহামেডান নারী দ্বারা ধর্মান্তরিত হত যাদের সাবে তারা সাময়িক ঐক্যেক চুক্তি করে।"[৫২৬]

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা কার্যকরণকে জ্ঞানের উৎস বা ন্যায্যতা ভিত্তি হিসেবে পছন্দ করে। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো কিছু বাস্তব যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রফেসর এডওয়ার্ড মোন্টেট ব্যাখ্যা করেন–

"ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মূলত যুক্তিবাদী যদি এ শব্দটার সর্বাধিক উদার সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয় ব্যুৎপত্তিগত বা ঐতিহাসিকভাবে। যুক্তিবাদিতার সংজ্ঞা যদি হয় এমন এক জীবনপদ্ধতি যা যুক্তি সন্ধানী ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তবে তা ইসলামকে সে বুঝায়। এতা সত্য যে মুহাম্মাদ (স) ছিলেন একজন উদ্যমী ব্যক্তি এবং বুক ধারণ করতে বিশ্বাসের উত্তাপ এবং প্রত্যয়ের আগুন এ গুণাবলীই তিনি নিজের শিষ্যের মাঝে ছড়িয়ে দেন যা কি না তাঁর সংস্কারক ঐশীবাণীর রূপ দেয়। (!!)। বিশ্বাসীদের কাছে মুহামেডাম ধর্মবিশ্বাস স্রষ্টার একত্ব এবং তাঁর নবীর জীবনের লক্ষ্যের সমষ্টি আর আমাদের কাছে। যারা আমরা ধীরস্থিরভাবে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসকে যা বলে স্রষ্টা এবং ভবিষ্যতের জীবনে বিশ্বাসের কথা। এ দুষ্ট মতবাদ সর্বনিম্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি উক্তি যা যুক্তির ছয় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। আমাদের সমগ্র কুরআনের ধর্মীয় শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে।"[৫২৭]

ইসলামের মূল শিক্ষাগুলোর মাঝে দুটি হলো সরলতা এবং ধীর স্থিরতা যা এটি ধর্মের প্রচারে শক্তিশালী চালিকা হিসেবে কাজ করে। প্রফেসর মোনটেট আরও বলেন–

"নবীজি (স)-এর শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও, কুরআন সর্বদাই একটি মৌলিক প্রারম্ভিক বিন্দু এবং ঈশ্বরের একত্ববাদ রক্ষা করেছে। সেখানে সর্বদাই রাজকীয়তা, মর্যাদার চিরন্তন পবিত্রতা এবং ছয় প্রত্যয়ের সুরে ধ্বনি হয়েছে। যেটা ইসলামের সীমানার বাইরে পাওয়া কঠিন। ধর্মটির মৌলিক মতবাদের প্রতি এ আনুগত্য তার মূলনীতির উপাদান, সরলতা যার মধ্যেই পুরো ধর্মটা মগ্ন। এর প্রচারকের জলন্ত প্রত্যয় এগুলোই হলো মুহামেডান ধর্মের প্রচারের সফলতার কিছু কারণ। একটা ধর্ম বিশ্বাস এত সুনির্দিষ্ট। সকল ধরনের গুরুগম্ভীর ধর্মীয় জটিলতা থেকে বিমুক্ত এবং ফলশ্রুতিতে সাধারণের কাছে সহজে বোধগম্য। আশা করা যায় ধারণ করবে এবং এটা সত্যিই ধারণ করছে এমন এক ক্ষমতা যা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে জয় করে চলেছে।"[৫২৮]

সাধু ভাষাবলি নিশ্চিত করে বলেন, ইসলাম বিশ্বের বিশাল অংশে ব্যাপক সাংস্কৃতিক সংস্কার নিয়ে আসে এবং মানবাজাতিকে কুরআনের নির্দেশনা তদনুযায়ী সঠিক পথে পরিচলনা করে।

> *"ইসলাম এশিয়া এবং ইউরোপে ভীষণভাবে নীতিনিষ্ঠা প্রবর্তন করেন যা কিনা নৃত্য এবং তাস খেলাকেও বর্জন করে। কুরআন বলে, যে মুসলিম যে সঠিক পথের সন্ধান করে। ইসলাম আর-রহমান, দয়াময় আল্লাহর মহান বার্তা নিয়ে বের হয়েছে এবং আফ্রিকা, চায়না, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, পারস্য, ভারতে সভ্যতা এক সংস্কৃতির মশালধারীতে পরিণত হয়। বাগদাদের খিলাফতের সময় ইসলামের অর্জনের ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিমই গর্বিত এক প্রত্যেক সিন্ধি ও কারণ বাগদাদের মসনদে সিন্ধিরা বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ করে থাকত। ইউরোপ ইসলামের অর্জন সম্পর্কে সিন্ধুপাতের মুসলিম এবং হিন্দুরা খুবই কম জানে। তারপরও একটা দ্রুত তুলির আঁচড় ও দেখিয়ে দেবে ইসলাম মধ্যযুগীয় ইউরোপের জন্য কতটুকু অবদান রেখেছেন।"*[৫২৯]

ব্রিটিশ সাংবাদিক লেন্সেলট লউটন দ্য স্কিয়ার এ মন্তব্য করেন, ইসলাম শুধু আঞ্চলিকভাবেই প্রযোজ্য ছিলো না বরং তা ছিলো সার্বজনীন। লউটন বলেন–

> *"মুহামেডান ধর্ম, একটা ধর্ম হিসেবে, বলতেই হবে যে আফ্রিকার জন্য আফ্রিকার জন্য খ্রিস্টান ধর্মের চেয়ে বেশি প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, আমি এবং এটাই বলব যে সামগ্রিকভাবে এ ধর্ম পুরো পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য..."*[৫৩০]

লেখক রুথ ক্রেসটন খেয়াল করেন যে, মুহাম্মাদ (স) বলেন একটাই কেবল ধর্ম-ইসলাম। কিন্তু সেটা আসলে কি বুঝায় এবং তিনি সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করেন? ইসলাম মানে এক উপাস্যের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করা আত্মসমর্পণ করা এবং ধর্মীয়ভাবে নিজেকে সোপর্দ করা। সকল বিশ্বাসের সকল মানুষ যরা এক উপাস্যের ইচ্ছার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে এবং যারা সৎপন্থা খুঁজে বেড়ায় এবং তারা সত্যিকার অর্থেই ইসলামের সন্তান যে অর্থে ইসলামের নবী একথা বলেছেন।"[৫৩১]

তিনি আরো মনে করেন, "মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস খুবই সরল। প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক। এ ঘোষণা এক নব গুরুত্ব ধারণা করে যখন আমরা এটাকে যে সময়ের প্রতিমা পূজা ও এবং বহু দেবতার সাথে সম্পর্কটা বুঝি। দান দাক্ষিণ্য এক পুণ্যের কাজ। মহান উপাস্যের সাথে এক জনের সম্পর্কের পর দ্বিতীয় গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার সাথে তার চারপাশের মানুষের সম্পর্ক। দান দাক্ষিণ্য অপরিচিত, গরিব, অনাথ এবং দাসদের জন্য ব্যয় করতে হবে এটাই নবী (স) নির্দেশ।"[৫৩২]

এম কে গান্ধী বলেন, ইসলাম ধর্ম সর্বত্রই সম্মান কুড়িয়েছে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে অন্ধকার যুগে মশালের কাজ করেছে। এটা কোনো কপট ধর্ম নয়। এর সম্মানজনক পর্যালোচনা সকল মানুষকে হিন্দুরাসহ পছন্দ করতে বাধ্য করবে যেমন এটা ছিলো।

"ইসলামের উজ্জল দিনগুলোতে এটা অসহনশীল ছিলো না। এটা বিশ্বের প্রশংসা করতে নির্দেশ দেয়। যখন পশ্চিমারা অন্ধকার বুদ হয়েছিলো। প্রাচ্যের গগণে এক উজ্জল নক্ষত্রের উদয় হয় এবং সেটা বেদনাবিধূর বিশ্বাসে আলো এবং প্রশান্তির ছোঁয়া দেয়। ইসলাম কোনো বানোয়াট ধর্ম নয়। হিন্দুদের একে শ্রদ্ধার সাথে গবেষণা করতে দিন দেখবেন তারা আমার মত একে ভালোবাসবে।"[৫৩৩]

একটা বিষয় যেটা আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি যে প্রচলিত ধ্যাণধারণা রয়েছে নবীজি (স)-কে ঘিরে। একটি বিষয়ে যা প্রায়শই অবজ্ঞা করা হয় তা হলো হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা যা অনেকের কাছেই মনে হয় পরিত্যাগযোগ্য এবং এটা সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপীয় সাহিত্য দ্বারা যা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রের কালিমা লেপন করেছে। এটা খুবই বিদ্রুপাত্মক মনে হয়। যখন আমরাই আবার শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদানকে স্বীকার করি। বস্তুত এটাই যুক্তি সঙ্গত যে, পাশ্চাত্যের বুদ্ধিভিত্তিক জাগরণের বহুলাংশই কোনো না কোনোভাবে মুসলিমদের বুদ্ধিভিত্তিক অবদান দ্বারা প্রভাবিত। এ ব্যাপারে মিচেনার বলেন–

"বহু পশ্চিমা জনগণ যারা তাদের ইতিহাসের গ্রন্থ হতে মুসলিমদের বর্বর ধর্মহীন জাতি হিসেবে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত তাদের এটা অনুধাবন করতে খুব কষ্ট হয় কিভাবে মুসলিম পণ্ডিতেরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিতশাস্ত্র, ভূগোল এবং দর্শনের ক্ষেত্রসমূহে প্রভাবিত করেছে। তারা ইউরোপে ভালোবাসা কাব্য, শৌর্য্য, যুদ্ধবিদ্যা এবং সরকার ব্যবস্থার নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে আসে। একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন হবে সে ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-চেতনা মুসলিম পণ্ডিত দ্বারা গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়। যারা ইতিহাস লিখনের বিষয়টাকে পূর্ণতা দান করেন এবং ইউরোপে বহু গ্রীক শিক্ষা নিয়ে আসেন।"[৫৩৪]

আরবেরা মুসলিম হওয়ার পর আর মত্যৃ এবং ধ্বংসাত্মক চালাতে সংকল্পবদ্ধ ছিলো না। রোম, গ্রীস এবং পারস্যেদের মতো দেশ তাদের নতুন বিশ্বাস প্রচারে হয়েছিলো অভিভূত। ৬৫০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম ছিলো। মুসলিম জাহান মসজিদ, সুন্দর নগরী এবং বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের মাধ্যমে খ্রিস্টান পাশ্চাত্যকে চরমভাবে তাদের পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছিল।

"আবার তাদের সময়ে কিভাবে তাদের নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা জানত। তারা কোনো পিপাসু বর্বর জাতি ছিলো না। যারা কেবল রাহাজানি এবং ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি ঝুঁকে থাকে ছিলেন না। বরং তারা ছিলো সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন একজাতি, যারা শিখতে আগ্রহী এবং পূর্ববর্তী সভ্যতার সাংস্কৃতিক দানের সুবিবেচক। বিজয়ী এবং বিজিতদের মধ্যে পরস্পারিক যুক্ত বিবাহ এবং এক সাধারণ বিশ্বাসের প্রচার তাদের মধ্যে অতি দ্রুত এক মিলন ঘটায়। এ মিলনের ফল থেকে জেগে উঠে এক নতুন সভ্যতা। যারযেনিক সভ্যতা, যাতে গ্রীক রোমান এবং পারস্যের প্রাচীন সংস্কৃতি

আরবের প্রাণশক্তি দ্বারা পুনর্জীবন পায় এবং আরব মেধা ও ইসলামী চেতনা দ্বারা। তার প্রথম তিন শতাব্দীতে ইসলামের জাতই ছিলো বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য ও প্রগতিশীল অংশ। চোখ ধাঁধানো নগরী মহতী মসজিদ এবং স্থিতধী বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রাচীন বিশ্বের জ্ঞানসমূহ সংরক্ষিত এবং মূল্যায়িত-দ্বারা খচিত মুসলিম প্রাচ্যে খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের সামনে এক চরম তুলনা তুলে ধরে-যারা কিনা অন্ধকার যুগের গভীর রাত্রিতে ডুবে যায়।"[৫৩৫]

জন ডেভেনপর্ট বলেন, খ্রিস্টানরা বাইবেলের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর চেয়ে মুসলিমরা কুরআনের প্রতি আরো বেশি সম্মান দেখায়। কুরআন– যাতে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে রয়েছে দুটি অংশ বিশ্বাস (ঈমান) এবং অভ্যাস (দ্বীন) তিনি খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলামের সাথে তুলনা করে বর্ণনা করেন এভাবে–

"এমনই হচ্ছে কুরআন যাকে মোহামেডানরা এতটাই শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছে, যে শ্রদ্ধা খ্রিস্টানরা তাদের পবিত্র পুঁথিসমূহকে কদাচিৎ প্রদর্শন করে। এর মধ্যে তারা খুঁজে পায় ধর্মীয় সকল নীতি, বৈষয়িক আইন ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা। তারা যে বিশ্বাস প্রচার করে যেটা কুরআন থেকে পেয়েছে তারা সেটা কয়েকটা মুখ্য বিষয় নিয়ে গঠিত। তাদের ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত বিশ্বাস (ঈমান) এবং অভ্যাস (দ্বীন)। বিশ্বাসে রয়েছে স্রষ্টার উপর বিশ্বাস তার ফেরেশতা, কুরআনের আয়াত, তাঁর নবীগন পুনরুত্থানে এবং শেষ বিচারের দিন এবং তার পরম চরম ক্ষমতার উপর বিশ্বাস। অভ্যাসে রয়েছে নামাজ। এর মাঝে রয়েছে নামাযে আসে পবিত্রতা, যাকাত দান, রোযা এবং মক্কার উদ্দেশে হজ্ব। খ্রিস্টান ধর্ম এক ইসলাম ধর্মের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে হলে, আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে পূর্ববর্তী ধর্ম যেখানে তার প্রচারকের কথা আঁকড়ে রেখেছে একটা মতবাদ হিসেবে। যার ফলে ধর্ম এবং নৈতিকতা একে অপর থেকে বহুদূরে যেখানে পরবর্তী ক্ষেত্রে মতসর্বস্ব নয় বরং তার অভ্যাসজনিত দিক নৈতিক, সামাজিক, আইনি এবং রাজনৈতিক ধারণা এবং বিশ্বাসীদের আস্থাকে প্রকাশিত করেছে। এ কারণে মোহামেডান অন্তরে দেশপ্রেম। আইনিবিষয় ঐতিহ্য, সংবিধান, অধিকার, এসব কিছুই এক শব্দের মধ্যে ধারণকৃত ইসলাম।"[৫৩৬]

ধর্মীয় বিপজ্জনক অবস্থা যাতে খ্রিস্টানরা নিপতিত ছিলো সেসব ব্যাপার ইসলামের আবির্ভাব অনেকটাই পরিচ্ছন্ন করে দেয়। ইসলাম তার অনুসারীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের একটি সুশৃঙ্খল নিয়মনীতি প্রদান করে। এটা যুক্তিযুক্ত যে, সামাজিক ব্যাধি ও দুর্নীতি দূরীকরণে ইতিহাসে মুসলিম সমাজে সমাজ প্রথার বিদ্যমান সামাজিক স্থিতি অন্যান্য সমাজ প্রথার তুলনায় অনেক বেশি সচেষ্ট। ইংলিশ ঔপন্যাসিক এইচ জি ওয়েলস বলেন–

"ইসলাম শুরুর থেকেই ধর্মীয় অপব্যাখ্যা বিকৃতির বিরুদ্ধে ছিলো একটি সুস্পষ্ট দলিল। যে অপব্যাখ্যার বা মনগড়া নতুন ব্যাখ্যা খ্রিস্টান ধর্মকে হতবুদ্ধি ও বিভক্ত

করেছিলো। এবং ইহুদী ধর্মের চেতনাকে করেছিলো হত্যা। এবং ইসলামের শক্তির তৃতীয় উৎস ছিলো তার প্রার্থনার সুবিবেচনাপূর্ণ পদ্ধতি, এবং মক্কার সীমাবদ্ধ প্রথাগত গুরুত্বের ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা...ইসলাম একটি নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক শোষণমুক্ত সমাজের জন্ম দেয় যা পৃথিবীর ইতিপূর্বেকার যেকোন সমাজের চেয়ে অধিকতর ভালো।"[৫৩৭]

জুলিয়াস জার্মেনাস বলেন, একটি বিষয় যা প্রায়শই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় তাহলো যে কি করে ইউরোপীয় দুনিয়া এতো ব্যাপকভাবে মুসলিম সভ্যতার বুদ্ধিভিত্তিক উত্তরাধিকারের মালিক হলো! রাজনীতি ও ধর্মীয় নিয়ম প্রণালীর মৌলনীতির ব্যাপারে খ্রিস্টান সমাজ বহুলাংশেই মুসলিমদের নিকট ঋণী। পাশ্চাত্যের অনেক বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতা মুসলিমদের অর্জনের সাথে যুক্ত যে মুসলিমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ছিলো বড়ই চমৎকার। এটা অনস্বীকার্য যে এ প্রভাব মুসলিম বিশ্বেও সৃষ্টি হয়েছিলো। জারমেনাসের মতে–

"আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ইসলাম, তার কার্যকারিতা এবং ব্যাপক ক্ষমতার কার্যক্রম ইউরোপক তার তন্দ্রা থেকে একটি স্ব-জাগরণ দিয়েছে এবং একে একটি অবিচল আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করেছে। সুতরাং, যখন ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম একে অপরের বিরোধী হিসেবে উপস্থিত হলো, খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এবং এমন কি তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ও গর্বিত হয়েছিলো। একটি সময় ছিলো যখন ইউরোপ শিক্ষার আহোরণের একমাত্র মাধ্যম ছিলো আরবী ভাষা এবং ইউরোপের পণ্ডিতেরা তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য স্পেনের স্কুল ও পাঠ্যসারে জড় হতো। ইসলামিক দেশগুলোতে চারু ও কারুশিল্প উন্নীত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছিলো, শহরের জীবন উন্নয়নের এমন এক উচ্চতায় পৌছে যখন পরিশ্রমী আরবদের চেতনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। ষোল শতকের দিকে উৎপাদন দক্ষতা হঠাৎ পাল্টাতে শুরু করে যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো অতি সুপরিচিত, কিন্তু অনুমান আরোপ করার পূর্বে তাদের উল্লেখ করার উচিত ছিলো যে কখনও ইসলাম একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে পারত না।"[৫৩৮]

জওহরলাল নেহেরু বিশ্বাস করতেন না, "আরবরা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিলো। তিনি বরং মুসলিমদের সত্যানুরাগী হিসেবেই পেয়েছিলেন। তারা ভারতের মানুষের সাথে খুবই বন্ধু প্রতীম ছিলো। তিনি লক্ষ্য করেন যে, আরবরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক বেশি ধৈর্যশীল।"[৫৩৯]

মানব সভ্যতায় জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়নে অন্যান্য জাতি বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের অনুরূপ কাজের জন্য দোষারোপ করা হয় যা অসত্য। ইতিহাসে দেখা যায় এসব উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার নিজের লোকদের জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য মুসলিমরা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বা শিল্পকলা যাই হোক না কেন মুসলিমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষ হিসেবে প্রমাণ করেছে। এবং সমৃদ্ধ

চিন্তাজগৎ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। ইসলামের সোনালী যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে স্পেন ও মিশরের মুসলিমরা উচু মার্গের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। নেপোলিয়নের মতে–

> *"তিনি কুরআনের উপর লেখেন; আল্লাহ ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই। পারসীয় স্কিটীয় মঙ্গোল, তাঁতার, তুর্কিরা নিজেদের সাধারণত বিজ্ঞান ও শিল্পকলার শত্রু বলে প্রমাণ দিয়েছে যে কলঙ্ক আরবদের আক্রান্ত করতে পারেনি। মুহাম্মাদ (স)-এর উপরও তা আপতিত হয়নি।"*
>
> *"এজাতীয় কলা-কৌশল ও কার্যক্ষেত্রকে মুসলিমরা অনেক মূল্য দেয় যাকে তারা বিরক্ত হিসেবে বিবেচনা করে। আল মনসুর, হারুনুর রশিদ এবং আল মামুন বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা করেন। তারা সাহিত্য, রসায়ন শাস্ত্র ও গণিত ভক্ত অনুরাগী ছিলেন। তারা পণ্ডিতদের সাথে বসবাস করতেন। তারা গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারদের 'ইলিয়েড', 'ওডেসি' ও 'ইউক্লিড' ইত্যাদি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা চিকিৎসা যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞানের প্রসারে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আহমদ Tables of Ptolemy সংশোধন করেন। আব্বাস ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিদ। কস্টা, আলিকিউড, ছাবিত এবং আহমদ সানা থেকে কুফা পর্যন্ত পৃথিবীর একটি রেখা পরিমাপক নির্ণয় করেন।*
>
> *রসায়ন, পাতনযন্ত্র, সূর্যঘড়ি, ঘড়ি এবং সংখ্যাসূচক চিহ্নগুলোর আরবদের আবিষ্কারেরই ফল। তাদের চেয়ে মার্জিত নৈতিক শিক্ষার গল্প আর কিছু নেই, তাদের কাব্য ছিলো ব্যগ্রতায় পরিপূর্ণ। মুহাম্মাদ (স) সবক্ষেত্রেই প্রশংসিত হয়েছিলেন পণ্ডিতদের দ্বারা এবং দূরকল্পী জীবনের প্রতি একনিষ্ঠ মানুষদের দ্বারা এবং মার্জিত চিঠির দ্বারা।"*
>
> *কায়রোর লাইব্রেরিতে জ্যোতির্বিদ্যার ওপরে ৬,০০০ খণ্ডের এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর রচিত প্রায় এক লাখের মতো পুস্তক ছিলো, কর্ডোভার লাইব্রেরিতে ৩,০০,০০০ খণ্ডের বই ছিলো। বিজ্ঞান ও শিল্প খলীফাদের অধীনে ৫০০ বছর রাজত্ব করেছিলো এবং অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছিলো যা নিরর্থক হয়ে যায় মঙ্গোলদের আক্রমণের দ্বারা।"[৫৪০]*

ইসলামের সম্মিলিত সম্ভাবনা এবং অন্যদের একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ইতিহাসজুড়ে অনেকের দ্বারাই প্রশংসিত হয়েছে, যাদের মধ্যে নেপোলিয়ন উল্লেখ্যযোগ্য। নেপোলিয়ন বলেছিলেন–

> *"আমি আশা করি, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সব রাষ্ট্রের সমগ্র জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারব এবং একটি অভিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারব কুরআনের মূলনীতি অনুসারে, শুধুমাত্র তা-ই সত্য এবং একমাত্র এটিই (কুরআন) পারে মানবজাতিকে সুখী করতে।"[৫৪১]*

পাশ্চাত্যে মনে হয় ইসলামকে ও মুসলিমদের ব্যাপারে অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক অসাধুতা ও ভ্রান্ত মনোভাব পোষণকারী দল গড়ে উঠেছে। ব্যাপারটি বিদ্রুপাত্মক যখন আমরা বিবেচনায় আনি কিভাবে মুসলিমরা সভ্যতার, উন্নতির, প্রগতির এবং অর্জনের শিখরে আরোহণ করেছিলো এমন সময়ে যখন ইউরোপ নিজে অজ্ঞানতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসাড়তায় ডুকে ছিলো। এ বাস্তবতার সত্যতা দুরূহ হতে শুরু করেছে। বিশেষভাবে কিভাবে ইউরোপ মুসলমানদের চমকপ্রদ কৃতিত্ব থেকে উপকৃত হয়েছিলো। এটি প্রায়শই অহংবশত ধারণা করে নেয়া হয় যে, পশ্চিমা সভ্যতা তখন সম্পূর্ণ নিজ যোগ্যতায় দাঁড়িয়েছিলো, অন্য কারো কীর্তি ধার করে নয়। কিন্তু আসল বাস্তবতা হলো, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক যে কাঠামো ইসলামিক সমাজ বুনে দিয়েছিলো, সেটি অবশ্যই ইউরোপদের অসহায় অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তন করার একটি উপাদান ছিলো। এমনকি কেউ কেউ এ বিষয়ে বিতর্কও করবে যে, উচ্চশিক্ষার পন্থাটাই মুসলিমদের থেকে ইউরোপীয়ানদের অনেক ভিন্ন ছিলো। মেজর আর্থার গ্লিন লিওনার্ড বলেন−

> *"কিন্তু সকল জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বদলে ইউরোপের ইসলামের প্রতি মানসিকতা হওয়া উচিত ছিলো চির কৃতজ্ঞতার, কিন্তু হয়েছে অকৃতজ্ঞ ও বিস্মৃতিপূর্ণ। আজ পর্যন্ত কখনও ইউরোপ সৎ ও আন্তরিকভাবে ইসলামিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তারা যে মহান ও চিরস্থায়ীভাবে ধ্বণী তা স্বীকার করেনি। সে তা স্বীকার করেছে শুধুমাত্র উৎসাহহীন ও ভাসা ভাসাভাবে। যখন কিনা, অন্ধকার যুগে ইউরোপের জনগণ সামন্ততন্ত্র ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিলো। আরবদের অধিক মুসলিম সভ্যতা সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক জাঁকজমকের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছিলো যা কিনা ইউরোপীয়ান সমাজের মিটিমিটি সদস্যদের চূড়ান্ত অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছিলো। আমরা যারা নিজেদের বর্তমানে সভ্যতার ও সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিখর অর্জন করেছি বলে মনে করি তারা কি এটা ভেবে দেখি না, যদি আরবদের উন্নত সংস্কৃতি, সভ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও সামাজিক জাঁকজমক না থাকত। এবং তাদের মতো নিরাপদ একটি স্কুল সিস্টেম না থাকত, তাহলে হয়ত ইউরোপ আজ অবধি অজ্ঞানতার আঁধারে ডুবে থাকত? আমরা কি ভুলে গেছি যে, মুহাম্মাদীয় শিক্ষা এটাই ছিলো যে, একজন মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে তাই যা তার সর্বজনীন প্রয়োজনীয়, অন্য কোনো বিশেষ ধার্মিক মতবাদ থেকে যা আমরা উপভোগ করে থাকি মুসলমানদের এ ধরনের অজ্ঞসম্প্রদায়িক মনোভাব ইউরোপীয়ানদের তৎকালীন অসহনশীল মনোভাবের সাথে লক্ষ্যণীয় বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করে? আমরা কি ভুলে গেছি যে, খিলাফতের আবির্ভাব হয়েছিলো প্রচীন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অধঃপতিত সময়কালে, যখন ইউরোপের অধিকাংশ অংশ বর্বরতার কালো মেঘে ঢাকা ছিলো? আরবদের অসাধারণ বীরত্ব যা একেশ্বরবাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অত্যুচ্চ ও বিশুদ্ধ অবস্থায় ছিলো, তা কি আমাদের অনুপ্রাণিত করে না?"* [৫৪২]

বার্নার্ড লুইস তার বই ইসলামের সংকট, পবিত্র যুদ্ধ এবং অপবিত্র আতঙ্ক, তে লিখেছিলেন, "নবী মুহাম্মাদ (স) শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন যিনি রাষ্ট্র ও তার জনগণকে শাসন করেছিলেন ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করেছিলেন, কর সংগ্রহ করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে পরিচালনা, করিয়েছিলেন এবং দেশে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন।"[৫৪৩]

ফিলিপ কে হিট্টি তার বই-এ আরবদের ইতিহাসের আরব সংস্কৃতির মহিমা স্বীকার করে লিখেন,

> *"মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের একটি অন্যতম উজ্জ্বলতম অধ্যায় রচনা করেছিলো মুসলিম স্পেন। অষ্টম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝের সময়টাতে, আমরা যেটা আগেই জেনেছি, অরবী ভাষাভাষী লোকেরাই ছিলো সমগ্র দুনিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশালের বাহক। উপরন্তু, তারা ছিলো এমন একটি মাধ্যম যা দ্বারা প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শন পুনরুদ্ধার সম্পূর্ণ ও হস্তান্তর এমনবাবে করা হয়েছিলো যা পশ্চিমা ইউরোপের রেনেসাঁকে সম্ভাবপর করে। এসব কিছুতে আরব স্পেনের একটি বিশাল অবদান ছিলো।"[৫৪৪]*

প্রফেসর ভ্যগলিয়েরি তার বিখ্যাত কাজ ইসলামের ব্যাখ্যাতে পরিষ্কার করে বলেছেন, স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে ইসলামে কোনো মাধ্যমে নেই। সাজানো মাধ্যমগুলো যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ক্ষমতা আছে অন্যদের ইচ্ছার বা কাজের ওপর, তারাও তাদের স্থান থেকে কক্ষচ্যুত হয়েছে। তাঁর কথায়–

> *"আত্মার মুক্তি হয়েছে কুসংস্কার থেকে মানুষের অভিলাষ মুক্ত হয়েছে সেসব বন্ধন থেকে যা তাদের অন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর বা অন্য তথাকথিত গোপন শক্তির নিকট আবদ্ধ করে রাখত। ধর্মযাজকরা, রহস্যের মিথ্যা অভিবাবকের, পরিত্রাণের দালালেরা এ ধরনের সব লোক যারা স্রষ্টাও মানুষের মধ্যে মাধ্যম হওয়ার ভান করত এবং পরিণামে বিশ্বাস ও করত যে তাদের ক্ষমতা আছে যে, তারা অন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নিজেদের পাদবেদীতে এনে নিক্ষেপ করে।"[৫৪৫]*

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ভীষণ গুরুত্ববাহী ইসলামের ইতিহাসগুলো খুব অল্প সংখ্যকই ইউরোপীয়ান পরিমণ্ডলে তোষণ ও প্রশংসা পেয়েছে হোক তা চিকিৎসাখাতের কাঠামোগত উন্নতি বা সাহিত্যের আলোকচ্ছটা, এঠা মনে রাখবেন তাদের প্রভাবশালী কাজ এবং প্রচেষ্টা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর বেশি উল্লেখের যোগ্য নয়। যে অপ্রতিরোধ্য প্রবল ইউরোপীয়ান তা বিশ্বাস করতে কষ্ঠ হয়, সাথে সাথে এ অস্বীকৃত সত্যটি ও যে, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানবুদ্ধিবৃত্তিক পরিধির বিশাল ক্ষতি সাধিত হয়েছিলো যখন মুসলিম লাইব্রেরিগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো অসহিষ্ণু লোকদের অযৌক্তিক হিংসা ও দ্বেষের দ্বারা। ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোগস্থলকে অবজ্ঞা করা হবে যদি মুসলিম বিশ্বের প্রতি ইউরোপীয়ানদের

দেনা অবজ্ঞা করা হয় এবং যদি খ্রিস্টান ইউরোপীয়ানরা মুসলিম বিশ্বে যে অন্যায় করেছিলো তাঁর নিন্দনীয়তা স্বীকার না করে। মেজর লিওনার্ড যোগ্য করেন–

"এটা কি সম্ভব যে ইউরোপ আরবের বিজ্ঞানীদের ও দার্শনিকদের থেকে যে অসাধারণ সেবা পেয়েছিলো তা থেকে বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং অবজ্ঞা করার মতো অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করব? অন্যদের পাশাপাশি আসাম (আসমা?), আবু উছমান, আলবার্নিন আলবাইসার, আবু আলী ইবনে সিনা (আভিসিনা), অসাধারণ চিকিৎসক ও অসাধরণ দার্শনিক কর্ডোভার ইবনে রুশদী (আভেরোস) যিনি এরিস্টটলের প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন, ইবনে বাজ্জা এদের নামও কি মৃত চিঠি? তাদের এসব মহান কাজ ও অসাধারণ মান মর্যাদা যা দ্বারা পেছনে ফেলে রেখে গেছেন নিজেদের বইগুলোতে, তা কি আমরা অকৃতজ্ঞভাবে বিস্মৃতির কারাগারে অর্পণ করব শুধুমাত্র ইউরোপের বিদ্বেষের ফলে? দৃষ্টিসম্পর্কীয় গ্রন্থাবলি লেখক আলহাজেন, যিনি বাতাসের ওজন বুঝতে পেরেছিলেন, দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে গ্রীক তত্ত্বের ভুল ধারণা সংশোধন করেছিলেন, রেটিনার ফাংশন নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর এসব কাজ কি কোনো/ ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না? আমরা কি গাজ্জালীর মতো মহান দার্শনিককে কোনো সম্মান প্রদর্শন করব না, যিনি নিজেকে নিজের প্রাণোচ্ছল অভিমত থেকে বিরত রাখার স্বীয় প্রচেষ্টার ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন, আমি নিজেকে বলে থাকি, আমার লক্ষ্য হচ্ছে শুধুমাত্র কোনো কিছুর সত্যতা জানা, সুতরাং এটা নিরূপণ করা আমার জন্য অপরিহার্য যে, জ্ঞান আসলে কী? এটা হতেই পারে না যে আমরা ইতোমধ্যে মুসলিম বিশ্বের অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের থেকে বেদজর হয়ে গেছি, বিশেভাবে আব্বাসীয়দের সময় কালের প্রাথমিক যুগ থেকে? এটা হতে পারে না, খ্রিস্টান গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার মাধ্যমে উঁসকে দেয়া অনিয়ন্ত্রিত ধ্ব সযজ্ঞে হাজার হাজার বইপত্র ধ্বংসের মাধ্যমে আরবদের সাহিত্যের সার্বোপরি সারাবিশ্বের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিলো, তা আমরা ভুলে গেছি? এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না যে খ্রিস্টান ইউরোপ শতাব্দীর পর শতাব্দী আরবদের প্রতি স্বীয় দায়ভার লোকানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, কিন্তু এ ধরনের বিশুদ্ধ ব্যাপারগুলোর ব্যাপারে মিথ্যাচারের অত্যন্ত নিশ্চিত দায়তারই।" [৫৪৬]

জন উইলিয়াম ড্রেপার ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে ইসলাম এশিয়া ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো।

"তিনি নিজ জাতিকে দিবাস্বপ্ন থেকে তুলে এনেছিলেন, তিনি তাদেরকে উল্কাপিন্ডের উপরসনা ও নিকৃষ্ট মূর্তিপূজা থেকে ফিরিয়ে এনে একেশ্বর বাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যা আর্য ও ক্যাথোলিকদের অনর্থক বিবাদকে বাতাসে মিলিয়ে দিয়েছিলো এবং খ্রিষ্টবাদের অর্ধেকের বেশি অংশকে অনড়ভাবে মচকে দিয়েছিলো যেটি এখন পর্যন্ত তাঁর দখলের উত্তম অর্ধেক, যেহেতু এটি আমাদের বিশ্বাসের জন্মভূমি পবিত্র ভূমি কে ও এবং আফ্রিকাকে অন্নভুক্ত করেছিলো যা তাঁর আদি ল্যাঠিন আদলে ভাগ নয়

গিয়েছিলো। ঐ মহাদেশ এবং এশিয়ার বৃহৎ অংশ, হাজার বছরের বেশি সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এখনো স্থায়ীভাবে আরব শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত আছে পরম প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে। এমনকি হয়ত অলৌকিকভাবেই ইউরোপ নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে।"[৫৪৭]

ইসলামের প্রসার যা সীমান্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো তা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসেই অভূতপূর্ব কীর্তি। এত সহজে এত বিরাট প্রসার হয়েছিলো বলপ্রয়োগ ও জোরজবরদস্তির দ্বারা এ ধরনের নানা ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে। যদিও যারা ইসলামের ইতিহাসের সাথে পরিচিত তারা এ ধরনের ধারণা প্রায়ই উড়িয়ে দেন। ইসলামের ইতিহাস ঘটলে দেখা যায় যে মুসলিমরা নিজেদের স্বাধীন এলাকায় খোলামেলাভাবেই নানাধর্মে বিশ্বাসী সমাজকে গ্রহণ করত যদি তারা কিছু শর্ত মেনে নেয়। ইসলামে নেকীর জন্য নিজের অনুসারীদের অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বলাটাই স্বাভাবিক ছিলো। মুসলমানদের সাথে অন্য ধর্মের সদস্যদের যুদ্ধের ঘটনা এমন বাস্তবতা যা অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু গভীরভাবে ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশেষ ঐতিহাসিক সন্ধিস্থলে মুসলিমরা অসামরিকদের স্বাধীনতা দিয়েছিলো। আমেরিকান লেখক জেমস আলবার্ট মিশেনারের মতে–

"ইসলামের মতো এত দ্রুত অন্য কোনো ধর্মের প্রসার ইতহাসে নেই, পাশচাত্য স্থূলভাবে বিশ্বাস করেছিলো এটি তরবারির জোরে সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানের কোনো বিশেষজ্ঞই এ মতো গ্রহণ করেননি এবং কুরআন স্পষ্টভাবেই বিবেকের স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছে এই প্রমাণ এতোই শক্ত যে ইসলাম কতিপয় ধর্মের লোকদেরও স্বাগত জানিয়েছে যতদূর পর্যন্ত তারা তাদের মতো আচরন করেছে ও অতিরিক্ত কর দিয়েছে। মুহাম্মাদ (স) সর্বদা শিক্ষা দিয়েছেন যে মুসলিমদের আহলে কিতাবদেরও (ইহুদি ও খ্রিস্টান) সহযোগিতা করা উচিৎ। সত্য যে প্রায়াই মুসলিমদের সাথে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের যুদ্ধ হচ্ছে মাঝে মাঝে পুরনো ধর্মগুলো জোর করেই যুদ্ধ বাধায় এবং কুরআন ঐসব যুদ্ধের আদিম সহিংসতা দমন করে কিন্তু এটি অপ্রতিরোধ্য সাক্ষ্য দেয় যে, আহলে কিতাবদের সাথে প্রায়ই শালীন আচরণ করা। পবিত্র স্থান এবং উপাসনার স্বাধীনতা পায় যে রকম তারা চায়।"[৫৪৮]

ইসলামের জনপ্রিয়তা

মাইকেল কুক উল্লেখ করেন মুহাম্মাদ (স)-এর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর ইসলাম আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের অত্যধিক প্রভাবের সামাজিক সুবিধাগুলোর কারণে জয়কৃত অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিলো এবং এভাবেই আরবের বাইরে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিলো।[৫৪৯]

একইভাবে প্রসিদ্ধ লেখক নায়লর ওলাস্টন মন্তব্য করেন, ইসলাম পৃথিবীতে লক্ষণীয় একটি ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেছে এবং অসংখ্য মানুষের মন ও মস্তিস্কের গভীরতম স্থানে জায়গা দখল করে নিয়েছে।

"যেমন ইসলামের ইতিহাস, ক্লান্তিজনক ভক্তির সাথে মনোরম অনুষ্ঠানসমূহ এবং তার কঠোর প্রচেষ্টার এটি বিশ্বের ইতিহাসে একটি অসাধারণ অধ্যায়ের নমুনা...... হ্যাঁ এটা ও সত্য। একটি ধর্মবিশ্বাস যা পৃথিবীর মানুষের বৃহৎ একটি অংশের মনের গভীর জায়গা করে নিয়েছে।"[৫৫০]

আর এম সাভবী টরন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ব্রিটিশ অধ্যাপক উল্লেখ করেন, "মুহাম্মাদ (স)-এর মৃত্যুর পর ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। জয়কৃত অঞ্চলের মানুষের তার সামাজিক অবস্থায় উন্নতির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"[৫৫১]

অধ্যাপক লাওরা ভেইসিয়া ভালো্যাইরি। একজন ইটালীয়ান প্রাচ্যভাষীর এবং আরবী এবং ইসলামিক একজন সিনিয়র লেখক, তিনি তার বই "An Interpretation of Islam" লেখেন– অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলো যা অসং[খ্য] মানুষকে চমক দিয়েছে–

"ইসলাম যে গতি মত্তার সাথে স্বীয় বিজয়াভিযান সুসম্পন্ন করেছে এবং মাত্র কতিপয় উদ্যমী ব্যক্তির ধর্ম কে, অজস্র লোকের ধর্মে রূপান্তরিত করেছে তার মর্ম উপলব্ধি করা সুকঠিন। এটি আজও মানব মনের এক অজানা বিস্ময় কি ছিলো সেই গোপন শক্তি যা এক সময়ের অসভ্য উগ্র লোক গুলিকে তাদের চেয়ে সভ্যতা, সম্পদ, অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ শক্তিতে বহুদূর অগ্রসর জাতি গুলির ওপর বিজয় লাভে সক্ষম করেছিলো। এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, কি করে এ লোকগুলো এই বিশাল ভূখণ্ড অধিকৃত করেছিলো? কী করে এতগুলো বিজিত অঞ্চলকেই বা সুসংগঠিত করল যা শত শত বছরের যুদ্ধেও সম্ভবপর হয়নি। অপরদের ক্ষমতাচ্যুত করতে কী করে নিজেদের অনুসারীদের আপন আদর্শের প্রতি এতো অনুরক্ত ও উদীপ্ত করল? কী করে তারা সংরক্ষিত রাখে এক স্পন্দন জাগানিয়া জীবনীশক্তি যা অপরাপর ধর্মগুলো জানত না। এমনকি, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তিরোধানের দশ দশটি শতাব্দী

অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা তা জানতে পারেনি। কী করে তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের সংস্কৃতি ও সময় থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী তার অপরাপর অনুসারীদের মনে সেই চেতনার প্রবেশ ঘটায়।"[৫৫২]

ক্রিস্টফার ডাওসন (Christo Pher Dawson) অন্ধকার যুগে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব সনাক্ত করেন। তিনি দাবি করেন যে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগর অঞ্চল খ্রিস্টান ইউরোপের সমর্থন হারিয়ে ইসলামী বিশ্বের সহায়তায় অনেক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ লাভ করে। স্প্যানিশ পণ্ডিতেরা মুসালিম দার্শনিক দের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করছিলেন যাদের মাও আল-কিন্দি, আল-ফারাজী, আল-বাওয়ানি, আবুসীনা, ইবনে জারীর, আল গাজ্জালী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন।[৫৫৩]

জন কান্টানার বলেন "Islam: what the non-muslims should know" নামক আরব বইয়ে লিখেছিলেন, "মুহাম্মাদ (স)-এর মৃত্যুর পরপরই ইসলাম পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে।"[৫৫৪]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দীরা গান্ধী অল্প সময়ের মধ্য পৃথিবীর একটি বিশাল অংশে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য নবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রশংসিত করেন।

"নবী মুহাম্মাদ (স) তার বাণী মরুভূমিতে প্রচার করেছেন এবং অর্ধ শতাব্দীর মধ্য এটি তিনটি মহাদেশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।" (২৩ ডিসেম্বর ১৯৭২)[৫৫৫]

রেভরেন্ড বজওয়ার্থ স্মিথ বলেন, ইসলামের বিধি-বিধান সর্বোৎকৃষ্ট নীতি দ্বারা বেষ্টিত এবং এটি বিশ্বের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে ঐতিহাসিক ইতিহাসসমৃদ্ধ।

"একটি ধর্মের সত্যাসত্য কি এজন্য লোপ পেড়ে পারে যে এটি নিজেকে ভিন্ন লেবাছে/ আঙ্গিকে প্রকাশ করে? নিজেকে সংমিশ্রণ ঘটায় তার সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলির এবং তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া? ইয়াহুদী রাব্বিদের লেখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমগ্র ধর্মোপদেক্ষেপ পাহাড় ও যদি আমরা প্রতিষ্ঠা তাতে কি আসে যায়? যেমন আমরা প্রশ্নাতীতভাবে তার কিছু অংশগ্রহণ করি। যীশু খ্রিস্ট নিজেই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে আমি ধ্বংস করতে আসিনি বরং পূর্ণতা দিতে এসেছি।" কিন্তু এটি নিতান্ত বিস্ময়কর যে, ইহুদীবাদের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের প্রকাশ্য ঘোষিত সম্পর্ক, এ দু'ধর্মের সম্পর্কের ভিত্তি ইসলামকে খ্রিস্টান এপলোজিস্টদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমি স্বাধীনভাবে একথা ঘোষণা করতে পারি যে, মুহাম্মাদের ধর্ম মৌলিকত্ব হারাচ্ছে এটির মৌলিকত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ব্যাপক পরিপূর্ণতা লাভ করছে। এটি পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বাধিক ইতিহাসসমৃদ্ধ ধর্ম।"[৫৫৬]

মাইকেল হার্ট মুহাম্মাদ (স)-কে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করেন। কারণ ইসলাম দ্রুত গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এমনকি কী নবীর মৃত্যুর পরও। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরব সেনাবাহিনী আটলান্টিক মহাসাগর অঞ্চলের উত্তর আফ্রিকা জয় করে। তারপর জিব্রাল্টার পার করে এবং স্পেন সাম্রাজ্য পরাভূত করে।[৫৫৭]

রুথ ক্রানস্টন (Ruth Cranston) কিছু ধর্ম অধ্যয়নের পর বিভ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু ইসলাম শিক্ষার সরলতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।[৫৫৮]

ডা. জার্মানস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, ইসলামের শক্তিশালী ধর্ম কারণ ইউরোপীয়দের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে খুব ভালো কাজ করেছে। ইসলাম খ্রিস্টান সমাজ এবং রাজনৈতিক নীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। এভাবেই ইউরোপের বিভিন্ন অংশে আরবী ভাষা এবং সংস্কৃতি গৃহীত হয়েছে। তাঁর ভাষায় ড. জেমাপউস বলেন–

> *"আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ইসলাম, তার কার্যকারিতা এবং ব্যাপক ক্ষমতার কার্যক্রম ইউরোপকে তার তন্দ্রা থেকে একটি স্ব-জাগরণ দিয়েছে এবং একে একটি অবিচল আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করেছে। সুতরাং, যখন ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম একে অপরের বিরোধী হিসেবে উপস্থিত হলো, খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এবং এমনকি তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ও গর্বিত হয়েছিলো। একটি সময় ছিলো যখন ইউরোপ শিক্ষার আরোহণের একমাত্র মাধ্যম ছিলো আরবী ভাষা এবং ইউরোপের পণ্ডিতেরা তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য স্পেনের স্কুল ও পাঠশালায় জড় হতো। ইসলামিক দেশগুলোতে চারু ও কারুশিল্প উন্নীত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছিলো, শহরের জীবন উন্নয়নের এমন এক উচ্চতায় পৌছে যখন পরিশ্রমী আরবদের চেতনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। ষোল শতকের দিকে উৎপাদন দক্ষতা হঠাৎ পাল্টাতে শুরু করে যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো অতি সুপরিচিত, কিন্তু অনুমান আরোপ করার পূর্বে তাদের উল্লেখ করার উচিত ছিলো যে কখনও ইসলাম একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে পারতে না। এর চেয়ে বেশি অদ্ভুত আর কিছু নেই। ইসলাম নিয়ে এসেছিলো সরঞ্জামসহ অসাধারণ সম্মুখে তাদের সেনাবাহিনী, কৌশল ও শৃঙ্খলার জন্য ছড়িয়ে গিয়েছিলো যখনকার বিশ্বের সকল সেনা কল্যাণকে। এটি তৈরি ও সংরক্ষিত করেছিলো একটি শিক্ষা এবং উন্নত বিজ্ঞান যা থেকে সকল ইউরোপীয় দেশগুলো শিখেছিলো। এটা বড়ই বিস্ময়কর যে, কি করে এ লোকগুলো এত বিশাল ভূখণ্ডে অধিকৃত করে? কি করে এত গুলি বিজিত অঞ্চলকেই বা সুসংগঠিত করল যা শতশত বছরের যুদ্ধে ও সম্ভবপর হয়নি? অপরদের স্থানচ্যুত করতে, কি করে নিজের অনুসারীদের আপন আদর্শের প্রতি, এত অনুরক্ত ও উদ্দীপ্ত করল? কি করে তারা সংরক্ষিত রাখে এক জাগানিয়া জীবনীশক্তি যা*

আপরাপর ধর্মগুলো এত ছিলো না এমন কি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তিরোধানের দশ দশটি শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা তা জানতে পারেনি। কি করে তারা প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের সংস্কৃতি ও সময় থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী তার অপরাপর অনুসারীদের মনে সেই চেতনার প্রবেশ ঘটায়। কিন্তু এটি নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইয়াহুদীবাদের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের প্রকাশ্য ঘোষিত সম্পর্কে ধর্মের বিকৃত সম্পর্কের ভিত্তি ইসলামকে খ্রিস্টান এ পলজিস্ট, (কিকিরতদাতা) দের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেনি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমি সাধারণভাবে একথা ঘোষণা করতে পারি, মুহাম্মাদের ধর্মে মৌলিকতা হারাচ্ছে। এটি তাঁর মৌলিকতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বৃহৎ পরিপূর্ণতা লাভ করছে। এটি পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বাধিক ইতিহাসসমৃদ্ধ মহান ধর্ম।"[৫৫৯]

ইসলামে সাম্য

ইংরেজ ধর্মযাজক আইজেক টেইলর কেননের মতে, ইসলাম অবসান ঘটিয়েছে দাসপ্রথার এবং কাজ করেছে বন্ধুত্ব এবং মানবতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের আত্মস্থকরণে–

> *"ইহা (ইসলাম) পশুত্বকে মানবতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে। এটি দাসকে দিয়েছে আশা, মানবতাকে দিয়েছে ভ্রাতৃত্ব এবং চিহ্নিত করেছে মানবপ্রকৃতির মৌলিক বিষয়ের।"*[৫৬০]

ইসলামে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই এবং এটি বর্ণ, জাতীয়তাবাদ এবং শক্তির ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে মহান ভাবে এবং পরস্পর পরস্পরের ভাই হিসেবে বিবেচনা করে। এস এইচ লিডার বলেন–

> *"নন বাইবেলীয় ধর্মের অনুসারীদের সামনে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য মতবাদগুলো কিভাবে আবেদন তৈরি করতে পারে যখন একজন মুসলিম তাকে বলে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং এর সাথে সাথে আমাদের সমান ও ভাই হিসেবে পরিগণিত হও। ইসলাম কোনো বর্ণ বৈষম্য মানে না।"*[৫৬১]

এলমা মার্স্টন এ বিষয়ে একমত যেস্ট ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই সমান।[৫৬২]

ভারতের নাইটেঙ্গেল খ্যাত ভরতীয় স্বাধীনতাকামী এবং কবি সরোজীনি নাইডু বিশ্বাস করতেন, অন্য যেকোন ধর্মের চেয়ে ইসলামে প্রথম সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটি ধনী গরীবে বৈষম্য বিমোচনে চর্চা করে যারা মসজিদে পাশাপাশি প্রার্থনা করে তিনি এ ধর্মের উদারনীতি দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন।

> *"ইসলাম হলো স্বতন্ত্র প্রচার এবং চর্চাকারী প্রথম ধর্ম যখন মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে এবং মুসল্লিরা সমবেত হয় আর রাজা-প্রজা সবাই একত্রে সিজদাবনত হয়ে বলে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই মহান এবং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে দিনে পাঁচবার গণতন্ত্রের চর্চা!!!! আমি অবাক হয়েছি ইসলামের অদৃশ্য একতা দেখে যা একজন মানুষকে সুস্পষ্টভাবে একজন ভাই-এ পরিণত করে। যখন আপনি লন্ডন শহরে একজন মিশরি, আলপৌরীররা ভারতীয় এবং টার্কিশের সাথে মিলিত হবেন তখন তাদের মধ্যে জন্মস্থানের পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবেন না।"*[৫৬৩]

কুরআন পাঠ করে তিনি ইসলামী মতাদর্শের প্রশংসা করেছেন। এবং প্রাত্যহিক জীবনের জন্য একে খুবই উপকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন–

"ইসলামের একটি অন্যতম এবং অনন্য সাধারণ ধারণা হলো সুবিচারের ধারণা, কারণ আমি যখন কুরআন পড়েছি তখন আমি খুঁজে পেয়েছি সেই সব গতিময় নীতিমালাকে যা মোটেও অস্পষ্ট নয় বরং তা পুরো বিশ্বের জন্য প্রাত্যহিক জীবনের মৌলিক নৈতিকতা স্বরূপ।"[৫৬৪]

ইসলাম হলো একটি মহান মূল্যবোধের ধর্ম। জাতি বৈষম্যের সমাপ্তিকরণ তার অনেক বড় মাপের কাজ। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আরনল্ড জুসেফ টয়েন্বী Toynbee ইসলামের গুণাবলীকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে–

"মুসলিমদের মধ্যে জাতি চেতনার বিলুপ্তি ইসলামের একটি অনবদ্য অর্জন এবং আজকের পৃথিবীতে এর জন্য ইসলামিক মূল্যবোধের প্রচারণা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৫৬৫]

টয়েনবী (Toynbee) আরো বলেন, ইসলামের মাধ্যমে বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় যেহেতু ইসলাম সেই ধর্ম যা জাতীয়বাদের ঊর্ধ্বে এবং তিনি সমগ্র মানবজাতির ঐক্য আশা করেছেন।

"তিনি বলেন, সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে ইসলামে কেননা এটাই একমাত্র ধর্ম যা জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করতে পারে। আমি মনে করি, কুরআনের অনুসারী মধ্যে জাতীয়তাবাদ বিরাট বিপর্যয় সহকারে মাটিতে পড়বে। আমি সেদিনের আশা করি, যেদিন সমগ্র মানবতা শৃঙ্খল ভেঙ্গে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে একত্রি হবে"!!!!!! (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।[৫৬৬]

লেখক এবং দার্শনিক ওলন্দাজ পুরাতত্ত্ববিদ, আর এল সেলেমা উল্লেখ করেছেন ইসলামের বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব প্রবণ প্রকৃতি, জাতি বর্ণ গোত্র এবং ধর্মের পার্থক্য করে না পৃথিবীর বুকে ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা সকলকে ভাই হিসেবে গ্রহণের নীতির শিক্ষা দেয়।[৫৬৭]

ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রাচ্যের দেশগুলোর অন্য এক নতুন ধারণা যা সমগ্র মানবজাতির একতার শিক্ষা দেয়। ডা: লরেন্দ ই ব্রাউন যিনি কিনা আমেরিকান বিমানবাহিনীর সাবেক চক্ষু বিশেষজ্ঞ, তিনি মনে করেন একি ধরনের ভ্রাতৃত্বের চেতনা সিরিয়া এবং ইরানের খ্রিস্টানদের মধ্যে নেই। তিনি বলেন,

"ইসলামিক ভ্রাতৃত্বকে তারা প্রকৃত অর্থে নতুন ধারণা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো যা কিনা প্রাচ্যের দেশসমূহের জন্য ছিলো এক নতুন বিষয় এটা অনিশ্চিত যে মুসলিম সিরিয়ান এবং ইরানীদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের অনুধাবন হয়েছিলো তা সিরিয়ান খ্রিস্টানরা ইরানী খ্রিস্টানদের প্রতি অনুভব করেছিলো কিনা।"[৫৬৮]

এস এইচ লিডারের মতে, ইসলামে সবাই সমান এবং বর্ণ ও গোত্রের ঊর্ধ্বে এবং তা আমাদের

একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মের দ্বারা বিচারের শিক্ষা দেয়।

> *"এই কালো লোকটিকে সরিয়ে দাও। তার সাথে আমার কোনো কথা নেই। একথাই বলেছিলেন খ্রিস্টান আর্চ বিশপ যাইরাস যখন আরব বিজয়ীরা তাদের সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তিটিকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন মিশরের রাজকর্মী আত্মসমর্পণের শর্তসমূহ ঠিক করতে যার নেতৃত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে সক্ষমতম উবায়দা যেন আর্চ বিশপ তাতে দ্বিধান্বিত হন এবং তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো মুসলিম সেনাপতি আমরের প্রতিনিধি হিসেবে এ অর্থে যে, মুসলিমদের মধ্যে সাদা এবং কালো মানুষ সমান মর্যাদার আধিকারী যাদের বিবেচনা করা হয়। চরিত্রের ভিত্তিতে বর্ণের ভিত্তিতে নয়।"*[৫৬৯]

লেখক লিডারের মতো হাজার মানুষ রয়েছেন যারা ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান। তাদের ইচ্ছাটা দুনিয়াবী ছিলো না বরং পরকালীন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো প্রাচ্যের অন্যান্য মিশনারীদের মতো এখানে বৈষ্যমের কোনো স্থান নেই। লিডার আরও বলেন–

> *"আসলে দলে আমার মতো হাজার মানুষ রয়েছে। আমি এবং তারা হাজারও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করা ও তার অনুসারণ করার জন্য বেঁচে আছি। আমরা সম্পাদনের জন্য মোটেও চিন্তা করি না। ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমাদের খুদা এবং বস্ত্র আছে। এ পৃথিবী আমাদের জন্য কিছুই নয়, পরকালীন সবকিছু এ ধরনের শ্রেণী, বৈষ্যমের অবশ্যই প্রাচ্যে মিশনারীদের কর্যক্রমে সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বা প্রতিটি রাজকীয় পরিদর্শকের বিবরণ উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, নন বাইবেলীয় ধর্মের অনুসারীদের মুসলমান ব্যতীত কিভাবে আবেদন তৈরি করতে পারে যখন একজন মুসলিম তাকে বলে বিশ্বাস স্খলন কর এবং এর সাথে আমাদের সমান ও ভাই হিসেবে পরিগণিত হও। ইসলাম কোনো বর্ণ-বৈষম্য মানে না।"*[৫৭০]

স্যার হ্যামিল্টন আলেকজান্ডার রসকিন গিব অনুভব করেছিলেন ইসলাম তার সেবাকে ক্ষমতার চেয়েও বেশি প্রসারিত করেছে। ইসলাম প্রাচ্য এবং ইউরোপের কাছাকাছি অবস্থান করেছিলো এবং মানুষকে একত্রিত করার জন্য সাম্য সম্পর্কীয় তার অসাধারণ শিক্ষা সফলতা লাভে সহায়তা করেছিলো। এছাড়াও, ইসলাম জাতিগত বিভেদ এবং ঐতিহ্য উপাদান সম্পর্কে অনেক বেশি কাজ করছে। তিনি মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমাজগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি ইসলামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে, কেননা সাম্যের বিষয়ে সমাজসমূহ একমত করত ইসলাম অপ্রতিদন্দ্বী প্রাচ্যের মুসলিম সমাজগুলো তখনও সমাজকে একত্রিত করতে অধিকতর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো।[৫৭১]

ইসলাম কোনোভাবেই আরবদের একান্ত নিজস্ব কিছু নয় বরং এটি বৈষ্যিকভাবে পরিমাপ করা

যায় যখন আমরা আরব এবং অনারবদের পরিসংখ্যাগত তথ্য তুলে ধরি। সম্ভবত একে ইসলামের গুণ হিসেবে বলা যায়, তা গুরুত্বই দিয়েছিলো জাতিগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের ওপর যা প্রথম দিকে মুসলমানরা সহজেই মেনে নিয়েছিলো। জেমস মিছনার এ বিষয়ে বলেন–

> *"যদিও পৃথিবীর মোট মুসলিমের এক সমান্যও অংশই আরব (৭%) এবং এক চতুর্থাংশের কম (২০%) লোক তাদের মাতৃভাষা হিসেবে আরবিক ব্যবহার করে ... অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম তার অন্তর্ভুক্ত গোত্র বর্ণ এবং জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রচার অনেক বেশি করে সম্ভবত মুহাম্মাদের (স) গায়ের বর্ণ ছিলো ঈসার (আ.) মতোই রোদে পোড়া সাদা কিন্তু তার অনুসারীদের মধ্যে সকল বর্ণের লোকই আছেন : আফ্রিকার কালো মানুষ চীনের পিঙ্গল মানুষ মালয়ের বাদামী মানুষ, তুরস্কের সাদা মানুষ..... ইসলাম কোনো যাজক তত্ত্বের অনুমতি দেয় না কেননা মুহাম্মাদ (স)-কে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে খুব তিক্তভাবে যুদ্ধে করতে হয়েছিলো এবং তার ধর্ম চিত্রকলাকেও নিরুৎসাহিত করে মসজিদসমূহকে শুধুমাত্র জ্যামিতিক নকশা দিয়ে সাজানো হয়।*[৫৭২]

এমনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন একজন অন্যতম ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ, নারী অধিকারকর্মী, লেখক, বক্তা এবং ভারত ও আয়ারল্যান্ডর স্বায়ত্তশাসনের সর্মথক। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, ইসলাম নারীদের শোষণ করে এবং তাদের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয় এমন মিথ্যা ছিলো ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিহাস সাক্ষী দেয় ইসলাম কিভাবে নারীদের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্থানকে অনেক উপরে নিয়ে গিয়েছিলো যা পাশ্চাত্যে অনেক দিন পরে হয়েছে। অন্যতম ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ বাসান্ত বলেছেন–

> *"আমরা প্রায়ই চিন্তা করি খ্রিস্টানতত্ত্বের চেয়ে ইসলামে নারীরা অনেক মুক্ত একগামিতার প্রচারকারী বিশ্বাসের চেয়ে ইসলামে নারীরা অনেক বেশি সুরক্ষিত আল কুরআনে নারীদের জন্য আইন অনেক বেশি উপযুক্ত এবং উদার। ইংল্যান্ডের খ্রিস্টানরা গত বিশ বছর আগে নারীদের অধিকারকে সনাক্ত করতে পারলেও ইসলাম তা সবসময় করে আসছে।*[৫৭৩]

ডা. এবং মেডিকেল সাংবাদিক ভিক্টর রবিনসনের মতে, একটি জনপ্রিয় ভুল ধারণা হলো যে, ইসলাম সভ্যতার লালন করে না এবং প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এটি মিথ্যে; কেননা মুসলিমদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য ইউরোপিয়ান রাজ্যের তুলনায় তারা উন্নতি করেছিলো।

> *"ইউরোপ সূর্যাস্তের সময় অন্ধকারে ঢেকে যেত কিন্তু কর্ডোবা রাস্তার বাতিতে আলোকিত থাকত ইউরোপ পতঙ্গে ভরে থাকত আর কর্ডোবা তার আন্ডারগার্মেন্ট প্রতিদিন পরিবর্তন করত ইউরোপ কাদায় ডুবেছিলো, কর্ডোবার রাস্তা ছিলো সুনির্মিত*

ইউরোপের ছাদে ছিলো দুয়ার কালি আল কর্ডোভার দেয়াল সজ্জা ছিলো অসাধারণ ইউরোপের বিদ্যালয়ের নাম সাক্ষর করতে পারত কর্ডোবার বাচ্চারা স্কুলে যেত। ইউরোপের সাধুরা ব্যাপ্টিসমাল সার্ভিস পড়তে পারত না অর কর্ডোভার শিক্ষকরা তৈরি করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার সমতুল্য গ্রন্থাগার।[৫৭৪]

অমিতপাল আলোকপতি বলেন, মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর এ উক্তি দ্বারা মানবতার সাম্য এবং গোত্রীয় জাতিভেদের প্রত্যাখানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদীসে আছে–

"সকল মানুষ চিরুনীর কাটার মতোই সমান একজন ইরানীর চেয়ে একজন আরব একজন কালোর চেয়ে একজন সাদা, একজন নারীর চেয়ে একজন পুরুষ কোনো অংশেই অধিক মর্যদাবান নন। শুধুমাত্র খোদাভীরু ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।"[৫৭৫]

প্রফেসর টি এরল ভাম্বানী তার 'দ্যা স্পিরিট অ্যান্ড স্ট্রাগল অব ইসলাম'র মুখবন্ধে লিখেছেন, ইসলাম সম্পর্কে কারো কোনো ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। ইসলাম ইতোমধ্যেই পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম গোলার্ধ জয় করেছে। অনেক বিশ্বনেতাই এটি স্বীকার করেছেন যে, ফরাসী বিল্পবের অনেক আগেই সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেছিলো এবং দিয়েছিলো মুক্তি এবং সমান সুযোগ–

"এখনই সময় সেই ইসলামিক আদর্শ সম্পর্কে সাধারণ ভুল ধারণার অবসান ঘটানোর যা এককালে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে পরিবর্তনকারী শক্তি হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। গুইজট এবং ড্রেপার স্বীকার করেন, ইসলাম ইউরোপকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলো এবং মধ্যযুগের ইউরোপের ওপর ইসলাম উন্নততর প্রভাব ফেলতে পারেনি কি? ফরাসী বিপ্লবের অনেক আগেই ইসলাম এসব জাতিকে দিয়েছিলো স্বাধীনতা, সাম্য, এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা।"[৫৭৬]

ইসলামের একেশ্বরবাদ

এডওয়ার্ড গিবন একজন ইংরেজি ঐতিহাসিক এবং পার্লামেন্টের সদস্য মন্তব্য করেন, ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহর ধারণা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেনি, দেবদেবীর পূজক দ্বারা এবং আল্লাহ নবীর অনুসারী মানুষের উচ্চতর আদর্শে পৌঁছেছে সে দশা অবস্থা–

> *"আমি বিশ্বাস করি একজন আল্লাহকে এবং আল্লাহর ধর্মদূত মুহাম্মাদকে ইহাই ইসলামের সহজ ও অপরিবর্তনীয় কাজ দেব-দেবীর ছবি/পদ কখনোই বুদ্ধিগতভাবে নিম্নপদের কোনো প্রতিমা দ্বারা খাটো করা হয়নি, দৃশ্যমান আদর্শ দ্বারা করা হয়েছে, মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মান কখনো মানুষের গুণের পরিমাণে অতিক্রম করেনি এবং তার বসবাসের উপদেশ সংযত শিক্ষা, নিয়ম-কানুন এবং ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।"* [৫৭৭]

মহানবী মুহাম্মাদ (স) যতটা বিপ্লবী ছিলেন না তার চেয়ে বেশি ধর্মতথ্য শিক্ষায় ছিলেন দায়িত্ববান, তিনি পরিচয় করিয়ে দেন একেশ্বরবাদ নবীদের New Testament ও Old Testament দ্বারা একেশ্বরবাদের ধারণাকে পরিশুদ্ধ করতে সমন্বিত প্রয়াস পান। এ ব্যাপারে নেপোলিয়ান বোনাপার্টে বলেন–

> *"আরবি ছিলো পৌত্তলিক বা প্রতিমার উপাসক, যীশুর পর ষষ্ঠ শতাব্দিতে মুহাম্মাদ আব্রাহাম, মুসা, ঈসার প্রভুর অর্চনা করা পরিচয় করিয়ে দেন, আরবিয়ানরা এবং অন্যকিছু সম্প্রদায় প্রেতাততা, পুত্র ও পিতার প্রমাণ তুলে প্রাচ্যের শান্তি বিনষ্ট করেছিলো, মুহাম্মাদ ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তার কোনো পিতা-পুত্র নেই এবং তর্কবাদের ধারণা প্রতিমা পুজার জন্ম দেয়।"* [৫৭৮]

ইসলামে ইবাদাতের সরলতা

একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত সেনটার ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারনেশনাল স্টাডিজ, আমেরিকার পরিচালক ডাক্তার শিরিন হান্টার ইসলামের প্রশংসা করে বলেন যে, ইহার সৌন্দর্য হলো যে, সে সেই পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে ধর্মের প্রথা পদ্ধতি সম্পাদন করতে পারবে, যা প্রভু সৃষ্টি করেছেন–

"ইসলামের একটি মহৎগুণ হলো, উপাসনায় হাতের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি এবং ইহার অনুষ্ঠানগুলো যে কোনো জায়গা থেকে সম্পাদন করা যায় চাই তা ঈশ্বরের পৃথিবীর উপর বা জান্নাতের নিচে যেখানেই হোক না কেন।"[৫৭৯]

মেজর আর্থার গ্লিন লিওনার্জে দুটি নীতির জন্য ইসলামের অতিরিক্ত প্রশংসা করেন। একটি হলো ঈশ্বরের ধারণা এবং ইসলামের অবিসংবাদিত নির্ভরযোগ্যতা। যাকে তিনি বড় সম্পদ বলে নিবিষ্টভাবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর মতে–

"দুটি প্রধান কাঠামো হলো যা সবসময় বিশেষভাবে আমাকে আশ্চর্য করে, একটি হলো ঈশ্বরের ধারণা অন্যটি হলো ইহার অবিসংবাদিত আন্তরিকতা যা মানব আচরণের অসাধারণ সম্পদ ও বিশেষত তাদের ধর্মীয় দিক। আন্তরিকতা হলো প্রায় ঐশ্বরিক এবং ভালোবাসার মতো যা বহু পাপকে ঢেকে ফেলে।"[৫৮০]

প্রফেসর বাজালেইরি এটি পরিষ্কার করেন যে, ইসলাম ধর্ম সরল এবং প্রধানত এ কারণে এটি পৃথিবীর সবদিকে প্রচারিত হয়েছে। এভাবে বিস্তারের কারণের ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে এশিয়া এবং আফ্রিকায়। পণ্ডিত অধ্যাপক দাবি করেন–

"ইসলাম একটি বিস্ময়কর, সহজ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধর্ম। প্রাথমিক দিকের বিজয়ের যেসব লোক তাদের ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে গভীর সঙ্কট ও সংশয়ে ছিলেন তাদের মাঝে ইসলাম এতো দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করার আরেকটি কারণ ছিলো। আর সেটা ছিলো এশিয়া ও আফ্রিকার আজকের অসভ্য মানুষগুলোর মাঝে ইসলামের বিকিরণ।"[৫৮১]

বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং গ্রন্থকার জর্জ সার্তন প্রিন্সটনে একটি সেম্পোজিয়ামে বর্ণনা করেছেন, কত দ্রুতভাবে উন্নতি করেছে আরবিয়ান ঐতিহ্য এবং বিজ্ঞান। তিনি তুলনা করেছেন, গ্রিকদের উন্নতির সাথে। তার মতে, কিছু বিষয় যার কারণে এত দ্রুত সম্প্রচার দেয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ধর্মের সরলতা ও সহজভাবে অন্যদের তা গ্রহণের সুযোগ।[৫৮২]

লর্ড হেডলি ঘোষণা করেন, ইসলাম একটি মহান অকপট ধর্ম যা ঈসা ও মুসা (আ.)-এর শিক্ষার সাথে কোনো সংঘর্ষ বাধায় না। হেডলি ঘোষণা করেন–

"ইসলাম ব্যাপক সরল একটি ধর্ম। এটি মানুষের মনকে শান্ত করে এবং মুসা ও ঈসা (আ)-এর শিক্ষার বিরোধিতা করে না।"[৫৮৩]

ইংল্যান্ডের 'ন্যাশনাল মিশনারী' এর সাধারণ সম্পাদক থিউডর আর ডব্লিউ ল্যান্ড অনুরোপ মন্তব্য করেন। তিনি এবাদতের সরলতার জন্য ইসলামের প্রশংসা করেন। তার মতে, ইসলামের এ সরলতা অনেকেরই মন জয় করেছিলো। তার মতে–

"ইসলামের সরলতা ছিলো এবং একটি সর্বদাই তার সৌন্দর্য্যের অংশ হয়ে আছে। সেই সরলতা বাস্তব নয় বরং নিঃসন্দেহে অবশ্যম্ভাবী। আজও মুসলিম শূন্যরা যাদের জয় করেছে এবং যাদেরকে তাদের ধর্মে স্বাগত জানাচ্ছে সেসব লোকের নিকট ইসলাম এক যথেষ্ট সরল ধর্ম। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করবো। একদা এটি স্বীকৃত ছিলো যে মুসলিমদের ধর্মাচারণ সহজেই অনুকরণীয়। এটি সনাতন লোকদের কুসংস্কারচ্ছন্ন ভয় ও সাম্প্রদায়িক শত্রুতাকে বিদূরিত করে।"

অধ্যায়-৫

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও তার শিক্ষাসমূহ

আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইল ফেরেশতা মারফত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ মানবজীবনের যাবতীয় বিধিবিধান সম্বলিত চূড়ান্ত দিকনির্দেশক পবিত্র গ্রন্থ। এটি ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ১১৪ (একশত চৌদ্দটি) সূরা বা অধ্যায় এবং ছয় সহস্রাধিক পঙ্ক্তি বা আয়াত নিয়ে গঠিত। কিছু সূরা মক্কায় অবতীর্ণ এবং অবশিষ্টগুলো মদীনায় অবতীর্ণ। কুরআন নবী (স)-এর নিকট প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে দীর্ঘ তেইশ বছরে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়। অবতরণকালে নবী (স) নিজের প্রতি নাযিলকৃত আয়াতগুলো মুখস্থ ও আয়ত্ত করতেন এবং লোকদের সম্মুখে তা উপস্থাপন ও পাঠ করে শোনাতেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণী ও দিকনির্দেশনা সম্বলিত সুরক্ষিত চয়নিকা; লিপিবিদ্ধ সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ।

কুরআন চিরন্তন

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক এবং কুরআন মানবজাতির দিকনির্দেশক গ্রন্থ। ড. এন কে সিং (Dr. NK Singh)-এ মর্মে ব্যাখ্যা করেন যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নিজেকে *'রাব্বুল আলামীন'* বলে ঘোষণা দিয়েছেন অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। মহান আল্লাহ একথা বলেননি যে, তিনি *'রাব্বুল-মুসলিমীন'* তথা কেবল মুসলমানদের প্রতিপালক।[৫৮৪]

কুরআনের ভাষ্যমতে– নবী মুহাম্মাদ (স) এসেছেন গোটা মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ। ড. সিং তাঁর বক্তব্যে যোগ করেন যে, কুরআনে উল্লেখ আছে– "*ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল-লিল আলামীন* অর্থাৎ আমি আপনাকে জগৎবাসীর জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।" সুতরাং রাসূল এসেছেন গোটা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ।[৫৮৫]

পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য এক অনুপম দিকনির্দেশিকা। অধ্যাপক ভ্যাগলাইরি (Professor Vaglieri) জোর দিয়ে বলেন যে, কুরআন মহান ঈশ্বরের বাণী, যা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি মানবজাতির জন্য করুণা (রহমত) স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। মুহাম্মদ (স) এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, আল্লাহর এ বাণী আরব ভূ-খণ্ডের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। নবী-যুগেই বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দূতদের প্রতি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিভিন্ন জনপদের রাজা বাদশাহদের প্রতি পাঠানো পত্রাবলি তার দৃঢ় প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন–

> *"কুরআনের যে অধ্যায়ে ইসলামের চিরন্তনতার কথা এমর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নবীর নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর সব মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ, তা বিশ্ববাসীর প্রতি এক বিশ্বজনীন প্রত্যক্ষ আবেদন বটে। এতে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে নবীজি সত্যিই চূড়ান্ত নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, তাঁর মিশন আরব সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। তাই তিনি যা কিছু (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পেয়েছেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরা দরকার। তাঁর এ বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রমাণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে পৃথিবীর লাল, কালো, সাদা অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল অবারিত ও সার্বজনীন। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তিনি প্রায়শ নিজেকে লাল ও কালো সকলের প্রতি প্রেরিত পুরুষ বলে সম্বোধন করতেন। তাছাড়া, ভবিষ্যতে আরব সীমানার বাইরের অনেক দেশ বিজিত হবে বলে নিশ্চিতরূপে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যাহোক, আরবের সীমানা ছাড়িয়ে বিশাল বিজয়ে তাঁর মিশনের সাফল্য আরও চমকপ্রদভাবে ফুটে ওঠেছে। অবশেষে নিজের জীবদ্দশাতেই*

তিনি নতুন নতুন দেশ ও মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।”[৫৮৬]

জোয়ান ওলফগ্যাং ভন গ্যাটে (Johann Wolfgang Von Goethe) একজন বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি, শিল্পী ও রাজনীতিবিদ। তিনি এভাবে দাবি করেছেন, ইসলামের শিক্ষাসমূহ কিছুতেই বিফল ও ব্যর্থ হওয়ার নয়। তাঁর মতে–

“ইসলামের শিক্ষাসমূহ কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে পারে না। পার্থিব সকল পথ-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি চর্চা করেও আমরা ইসলামের সাধনার বাইরে থাকতে পারি না। আর বাস্তব সত্য তাই, মন-মস্তিষ্ক কখনো কুরআন প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যেতে পারে না।”[৫৮৭]

বিখ্যাত জার্মান লেখক ড. হার্বার্ট উডনি উইটব্রিট (Dr. Herbart Udny Weitbrecht) বলেন– *“ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম ছিল ইসলাম। ইসলাম তাঁদের মধ্যে বৈষম্য বা বিভক্তিরেখা আদৌ সমর্থন করে না।”* ড. স্ট্যানটন (Dr. Santon) বলেছেন–

“আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত সত্য ধর্মের ধারণার আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (স) ইসলাম শব্দটি চয়ন করেছিলেন এবং জ্ঞানী মানুষের কাছে তা গৃহীত হয়েছিল। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের মর্মকথা হচ্ছে সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি মানুষের আত্মসমর্পণ। সকল ত্যাগ ও অর্জন তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। ইসলাম তো সেই ধর্ম যাতে বিশ্বাস ছিল হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ নবী-রাসূলগণের। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানেরা তাঁর মৃত্যুর সময় অকপটে এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁরা মুসলমান। ইব্রাহীমের মিল্লাতে বিশ্বাস করা মানেই আল্লাহর কাছে মুসলিম হিসাবে গৃহীত ও গণ্য হওয়া। তৎকালীন খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত আইন ইসলামের গ্রহণযোগ্যতার দাবি করেছিল। বিধানশাস্ত্রের নিজস্ব প্রয়োজনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এমনকি ইসলাম গ্রহণের দাবি যীশুখ্রিস্টের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। কুরআন নাযিলের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসী ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা ছিল মুসলমান। তখন কুরআনে আস্থাবান ছিল একমাত্র সেবিয়ানরা। ইসলাম সকল নবীর বিশ্বাসকে ধারণ করেছিল।”[৫৮৮]

আল-কুরআনের শিক্ষা

ভারতীয় কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব অমিতাভ বচ্চন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন। টুইটার পরিবারের কতিপয় সদস্যের উপদেশ অনুযায়ী ভারতের এই বিশিষ্ট অভিনেতা নিজের মনের শান্তি ও জীবনের প্রকৃত মর্ম ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন।[৫৮৯]

অমিতাভ বচ্চনের ভাষায়–

> *"জনৈক টুইটার সদস্য আমাকে বলেছেন শান্তি ও নির্জনতা এবং জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য কুরআন পাঠ করতে। আমি তা করেছিও বটে।"*

কুরআনের একটি বাণীর প্রতি তিনি (অমিতাভ বচ্চন) বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে এটাকে মানবজাতির প্রতি একটি সুন্দর শিক্ষণীয় বিষয় (উপদেশ) বলে মনে করেছেন। জনাব বচ্চন বলেন–

> *"তিনি (আল্লাহ) কারো ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায়"।*[৫৯০]

আল্লাহর সেই বাণীটি হচ্ছে–

> *"মানুষের ভাগ্যে যা আছে আল্লাহ তার পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায়।"* (সূরা ১৩, আয়াত-১১)।

তিনি কুরআনের আরেকটি আয়াত উদ্ধৃত করেন–

> *"দাম্ভিকতার সাথে জমিনের ওপর পা ফেলো না; কারণ তুমি না পারবে জমিন বিদীর্ণ করতে, না পারবে পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছতে।"*

কুরআনের প্রতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন অমিতাভ বচ্চন এবং ক্ষমা চেয়েছেন এর বানানে ভুল করার দরুন। কারণ, কোনো একটি পুস্তকে এরকম (ভুল) বানান দেখে তিনি তা শিখেছিলেন।[৫৯১]

অধ্যাপক ভ্যাগলিয়ের দাবি করেন– "ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলাম ধর্মের সহজ-সরল রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করে। নতুন বিধি-বিধান অনেক শ্রেয় প্রমাণিত হয়। ধনসম্পদ বিত্তহীনদের হাতে এসে যায়। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"

> *দু'দুটো সভ্যতা ও ধর্মের ধ্বংসের উপর একটি আকর্ষণীয় জীবনের নতুন প্রবাহ এ জীবনক্লান্ত লোকজনের রগরেশা ও অস্থিমজ্জায় প্রবাহিতো হতে থাকে। এক বিস্মিত*

পৃথিবীর বুকে তারা অবলীলায় অনুপম ভঙ্গিতে নিজেদের অভিনব আত্মপ্রকাশ ঘটাল। একটি নতুন ধর্ম, সহজ যার রীতিনীতি ও সারল্য যার প্রকৃতি; হৃদয় ও মস্তিষ্কে যার প্রভা ও দীপ্তি রেখাপাত করে। কেননা, এর সম্পর্ক হৃদয় ও আত্মার সঙ্গে, ফলে এটি গ্রথিত হয় মানবের মন ও মননের গভীরে ও গহীনে। এটি (উপহার দেয়) এমন এক অভিনব রাষ্ট্রনীতি ও অনুপম সরকারব্যবস্থা যা নীতি ও নৈতিকতা, আদর্শ ও ভাবাদর্শ এবং গুণে ও মানে প্রচলিত সকল ধর্মের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তাছাড়া, এই সুন্দর পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধনীক শ্রেণির হাতে যে স্বর্ণ-সম্পদ এতদিন কুক্ষিগত ও লোকায়িত ছিল তার হাত বদল হয়ে দরিদ্র শ্রেণির হাতে ক্রমশ চলে যেতে শুরু করলো। সৎ, গণতন্ত্রী ও আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের শাসনের ফলে শিক্ষিত, সক্ষম বুদ্ধিজীবীগণ বেশ তেজস্বী ও সাহসী হয়ে ওঠেন। কালক্রমে ধীরে ধীরে তাঁরা সরকারি বড় বড় পদে সমাসীন হন। সূচিত হয় অগ্রগতি ও প্রাচুর্যের এক নতুন যুগের যা এশিয়া মহাদেশে বিগত শতাব্দীগুলোতে ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। বিজিত মানুষের জান-প্রাণ, তাদের নাগরিক অধিকার, সম্মান ও সম্পত্তি সুরক্ষার ব্যবস্থাও গৃহীত হলো। যেগুলোর অধিকাংশের ভোক্তা হয়ে ওঠে মুসলমানরা।"[৫৯২]

ভারতীয় লেখক দীপক চোপড়া কুরআনের কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পান। তার ভাষায়– কুরআন কেবল মহাদুর্যোগে ত্রাণ ও পরিত্রাণ তথা আত্মরক্ষা (অর্থাৎ, পরকালে মুক্তি ও মহাপ্রলয়ের ঘটনাবর্ণনা) বিষয়ক শিক্ষা ও আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না বরং নিত্যদিনের গাইডলাইন ও দিকনির্দেশনা যথাবিধি নির্দেশ করে থাকে।

তিনি বলেন– সকল ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ অনুসারীদের স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিয়ে আসা, তার সঙ্গে অন্বয় সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে কুরআন তার লক্ষ্য অর্জনে তথা স্বীয় ভূমিকা পালনে অনুপম ও দৃষ্টান্তহীন। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ যথা: বিশ্বাস (কালিমা), দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায) আদায়করণ, রমজান মাসে মাসব্যাপী সাওম (রোযা) পালন, যাকাত (ধনিক শ্রেণির উদ্বৃত্ত সম্পদের শরীয়ত-নির্ধারিত হিসসা) প্রদান এবং হজ্জব্রত পালন– এ বিষয়গুলো তার অনুসারীদের দায়-দায়িত্বের কথাই চিত্রিত করে।"[৫৯৩]

চোপড়া আরো বলেন– "কুরআনে যীশুখ্রিস্টের সময়ের অন্যান্য গ্রন্থের মতো অনেক কথা বলা আছে। প্রলয় ও বিপর্যয়ের বর্ণনা আছে। আত্মরক্ষার বর্ণনা আছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যা নেই অথচ কুরআনে উল্লেখ আছে– সে কথাটি হচ্ছে, কুরআনে মানবজাতির প্রাত্যহিক জীবন চলার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে যা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহে অনুপস্থিত।"[৫৯৪]

২০১১ সালের ১৩ জুন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন– তিনি কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। বিশেষ করে কুরআন অধ্যয়ন করছেন যথারীতি। কারণ তিনি অনুভব করেছেন কুরআনের একটি ভিন্ন জ্যোতির্ময় প্রভাব রয়েছে।' তাঁর (ব্লেয়ারের) মতে–

"আমি প্রতিদিন বাইবেল অধ্যয়ন করি। আমি প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করি কিছুটা হলেও পৃথিবীতে কী ঘটছে তা বুঝার জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় কুরআন মূলত একটি অফুরন্ত উপদেশগ্রন্থ।"[৫৯৫]

ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এ যুগে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান আহরণের তাড়না ও প্রেরণা থেকেই টনি ব্লেয়ার কুরআন পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কুরআন পাঠের মধ্য দিয়েই তিনি বিশ্বাসের পাঠশালায় প্রথম পদার্পণ করেন। ইসলাম ধর্মকে অনুধাবন ব্লেয়ারের জন্য একটি নির্দেশনামূলক মূলনীতি হিসেবে কাজ করেছে। পেশাগত জীবনে মধ্যপ্রাচ্যের দূত হিসেবে ব্রিটিনের এ সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মনোজগতে কুরআন অধ্যয়ন বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূলনীতির আদলে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। বেশ কয়েকবার ব্লেয়ার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস এবং এর ধর্মগ্রন্থের উচ্চপ্রশংসা করেছেন। বছর কয়েক পূর্বে তিনি কুরআনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি দেখেছেন, কুরআন মাজীদে যুক্তিসিদ্ধ পন্থায় ঐক্য ও সামাজিক সহাবস্থানের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।"[৫৯৬]

লিঙ্গবৈষম্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কুরআন একটি প্রগতিশীল ও যে কোনো যুগের উপযোগী এক চমৎকার অবকাঠামো (মানবজাতিকে) চিত্রায়িত করে দেখিয়ে। তিনি আরো বলেন– এটা (কুরআন) সর্বব্যাপক; সর্ববিষয় অন্তর্ভুক্তকারী। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ সমর্থক ও কুসংস্কার বিদূরণকারী। এটি বাস্তবধর্মী, জীবনধর্মী এবং এর অবদান ও আবেদন যুগ ও সময়ের সঙ্গে একান্ত সঙ্গতিপূর্ণ। ব্লেয়ার বলেন–

এটি কোনো নির্ধারিত জাতিগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত গ্রন্থ নয়। ফলে যে কেউ যে কোনো সময় কুরআনের পাঠ গ্রহণ করতে পারে। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশংসা করে আর কুসংস্কাকে ঘৃণা করে। এটা বাস্তবসম্মত গ্রন্থ। বিয়ে, নারী এমনকি রাষ্ট্রীয় শাসন কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী সৃষ্টিকারী।[৫৯৭.]

কারেন আর্মস্ট্রং যুক্তি দিয়েছিলেন যে, কুরআন অন্যকে ব্যয় করে প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পদ উৎপাদন করতে উৎসাহ দেয় না। পরিবর্তে, এটি অন্যদের আনুষঙ্গিকভাবে বিতরণ করতে আমাদের কাছে পৌঁছে যায়।"[৫৯৮]

লন্ডনের হাইগেটের ব্রিটানিয়া হিন্দু মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পন্ডিত Thillai K Ranganathan বিশ্বাস করেন যে ইংরেজি অনুবাদে কুরআনের সঠিক অর্থ নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি হাইলাইট করেছেন যে, কুরআন কখনও অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকে সমর্থন করে না। কুরআন হলো আল্লাহ (God) কর্তৃক প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং এটি কোথাও বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম, হত্যাকান্ড ইত্যাদি উৎসাহ দেয় না এবং অবিশ্বাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। তিনি বর্ণনা করেন:

"এটা কুরআন মাজীদের অপব্যাখ্যা এবং এটা মানুষকে ভুলপথে পরিচালিত করবে। চোখের বদলে চোখ উৎপাটনের স্বীকৃতি দিয়ে কুরআনের যে ইংরেজি ব্যাখ্যা এটা

মেনে নেয়া যায় না। কুরআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যদি তোমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো তাহলে কুরআনের বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক। যদি অবিশ্বাস করো এ বিষয়ে জোর প্রয়োগ সঠিক নয়। কুরআন অধ্যয়নে আমি এটা উপলব্ধি করেছি। কুরআন তার ক্ষতিকর অপকর্মের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড, রাহাজানির বিরুদ্ধে, কুরআনে পরিষ্কার বলা আছে– হত্যাকাণ্ডের কোন স্বীকৃতি বা গ্রহণযোগ্যতা ইসলামে নেই।"[৫৯৯]

রুথ ক্রেনস্টন তাঁর জাগতিক বিশ্বাস (World Faith) গ্রন্থে বলেছেন– 'কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে এই, নবীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা মুসলমানদের উচিৎ নয়। উচিৎ হলো সবার প্রতি সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করা। হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুসা (আ.)-সহ সকল নবীদের নামের পূর্বে 'হযরত' উপাধি ব্যবহার করা মুসলমানদের উচিৎ। হযরত মুহাম্মাদ (স) এ শিক্ষা দিয়েছেন নবীদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে সেসব মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যেন তাঁরা (নবীরা) তাঁদের মিশনে (লক্ষ উদ্দেশ্য) সফল হতে পারেন।[৬০০]

মুসলমানরা এখন ইসলামের সঠিক পথের অনুসারী নয়। কুরআনে শিক্ষা নির্ভুল প্রমাণিত ও শাশ্বত। তা সত্ত্বেও কিছু লোক এটার ভুল ব্যাখ্যা করছে যা দুর্ভাগ্যজনক। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিৎ কুরআনের বর্ণিত উপদেশ অনুযায়ী চলা। পূর্ব লন্ডনের শিখা মন্দিরের প্রতিনিধির মতে–

"বর্তমান ধর্মটি মানবসৃষ্ট, প্রকৃত ধর্ম নয়। কুরআনের শিক্ষাই পরিপূর্ণ শিক্ষা কিন্তু কিছু লোক এটাকে তাদের মনের মতো রূপ দিয়েছে যা মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা চিরকালীন। কখনো পরিবর্তনযোগ্য নয়। যদি তোমরা প্রকৃত মুসলিম হও ও কুরআন অনুসরণ কর তাহলে মনে রেখো আল্লাহ প্রেরিত পাক কালাম কুরআন মাজীদের একটি শব্দও বদলানো যাবে না। যদি তোমরা জীবনের সুন্দর পথের সন্ধান করতে চাও তাহলে কুরআনই তোমাদের জীবনাদর্শ ও মূলনীতি।[৬০১]

বর্তমান বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কুরআনের আদর্শ উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে কুরআন যে শর্তাবলি আরোপ করে তা সৎ ব্যবসার স্বপক্ষে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে অত্যন্ত কার্যকর। ম্যাগসি হেমিল্টন লিটন বলেছেন– "প্রাত্যহিক জীবনের অনেক বিষয়ের সঠিক বিচার বা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কুরআন অনেক তথ্য যুগিয়ে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত লোকজনকে সাবধান থাকতে হবে যে তারা যেন কখনো বদরাগের আশ্রয় না নেয়। কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং তাদের অধীনস্ত কর্মচারী, ক্রেতা ও গ্রাহকবৃন্দের সাথে সুন্দর শোভন আচরণ করে।"[৬০২]

শ্রদ্ধেয় বসওয়ার্থ স্মিথ তার লেখা 'মুহাম্মাদ এবং ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন– "মানবজাতির ওপর ইসলামের একটি বিপ্লবী প্রস্তাব বিদ্যমান। এজন্য এর গুরুত্ব অনুধাবনে দৈহিক ত্যাগের চেয়ে

একে অনুধাবন করে এর সঠিক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হওয়া উচিৎ। ইসলামের শিক্ষাকে সঠিকভাবে গ্রহণ করা দৈহিক উৎসর্গের চেয়েও গুরুত্ববহ। যে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুসলমারা শিক্ষায় ব্রত হওয়ার ফলে অত্যন্ত উচ্চ মেধাসম্পন্ন বহুপণ্ডিত বেরিয়ে এসেছেন। এগুলো মানবতার ওপর কল্যাণমূলক প্রভাব বিস্তার করেছে।"

> *"কুরআনের শুরুতেই শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে কলমের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যার ফলে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কুরআনে শিক্ষাগ্রহণকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে– 'লেখক-পণ্ডিতের কলমের কালো কালি শহীদের লাল রক্তের চেয়েও উত্তম। কুরআনের শিক্ষাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এজন্য যে এতে জ্ঞান চর্চার বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং অনেক মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করে অগণিত লেখক বেরিয়ে এসেছেন।' কুরআন চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মুসলিম চিন্তাবিদগণ এগুলো সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কুরআন ও ইসলামী সংস্কৃতির আলোয় সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়েছে।"[৬০৩]*

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বহুবিধ অর্জনের কাছে ইউরোপবাসীরা আজও ঋণী হয়ে আছে। এর স্বপক্ষে একটি শক্ত যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে এভাবে যে, মুসলমানরা যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় গভীরভাবে ডুব না দিত তবে ইউরোপিয়ানরা আজ এতো সমৃদ্ধ সভ্যতায় উপনীত হতে পারত না। বরার্ট স্টিফেন ব্রিফল্ট নামে জনৈক সার্জন ও সমাজ বিশ্লেষক নৃবিজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিকের মতে–

> *"যদিও ইউরোপের উন্নতির কোনো দিকেই ইসলামী সংস্কৃতির উল্লেখ নেই। আধুনিক ইউরোপ, তথা আধুনিক বিশ্বের উত্থানে যে মূল চালিকা শক্তি তা গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয় নি। স্বীকার করা হয় নি প্রকৃতি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের প্রতি আরবদের সাংস্কৃতিক অবদান ও উদ্যমকে। আরবের জ্যোতির্বিদ্যা কোপার্নিকাস বা নিউটনের গবেষণার প্রতিবন্ধক নয় বরং সহায়ক ছিল বলেই কোপার্নিকাস ও নিউটন স্বীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। আরবদের প্রতি বিজ্ঞানের ঋণ শুধু বিস্ময়কর উদ্ভাবন কিংবা বিপ্লবী তথ্য প্রদানের জন্যে নয়। বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আরব সংস্কৃতির কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী।"[৬০৪]*

ব্রিফল্ট আরো পরিষ্কার করে বলেন, আসল রেনেসাঁ সংঘটিত হয় আরব শাসনামলে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে নয়। তাঁর ভাষায়–

> *"প্রকৃত রেনেসাঁর সূচনা আরব সভ্যতা ও মূল সংস্কৃতির পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ঘটে, পঞ্চদশ শতকে নয়। ইউরোপের পুনর্জন্মের দোলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে স্পেন এবং ইতালি। বর্বরতার অতল গভীরে ডুবতে ডুবতে ইউরোপ এক সময় অজ্ঞতার গভীরতম প্রদেশে তলিয়ে যায়। ঠিক ঐ সময়ে সারাসানিক বিশ্ব অর্থাৎ বাগদাদ,*

কায়রো, কর্ডোবা এবং তলেদো অঞ্চলগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তখন শুরু হয় নতুন জীবনের উত্তাপ ও উজ্জীবনা এবং সেই সাথে সূচিত হয় জীবনের নতুন বিবর্তনের ধারা। ঐ সময় থেকেই তারা বুঝে শোনে নতুন জীবনের বিকাশ অনুভব করতে থাকে।[৬০৫]

মানবতার ওপর কুরআনের সুউচ্চ প্রভাব নির্ণয় করা যেতে পারে কুরআন প্রসূত চিন্তা-ভাবনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ থেকে। প্রাচীনকালের আদিম মানুষের কাছে সভ্যতা আসার পর এটা বিভিন্ন উপমহাদেশে একটা সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। মারগোলিয়থের মতে–

"এটা স্বীকৃত যে, জগতের মহাধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কুরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যদিও এ জাতীয় সাহিত্যে বিবেচনায় যুগান্তকারী গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটা একটা সর্বকনিষ্ঠ। অন্যের উপর বিস্ময়কর প্রভাব ছাড়া কুরআনের কোথাও কোন পরাজয় নেই। এটা পৃথিবীতে মানবীয় চিন্তা-চেতনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে এবং সৃষ্টি করেছে অনেক আলোকিত চরিত্র। এটা আরব উপদ্বীপের বহুধাবিভক্ত মরুবাসীকে বীরপুরুষে রূপান্তর করেছে এবং বিশালতা অর্জনের পথে অনেক অগ্রসর করেছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্থাগুলো আজ বৃহত্তর শক্তিগুলোর একটি হওয়ায় ইউরোপ ও প্রাচ্য অঞ্চলগুলো হিসেবের তালিকায় এসেছে।"[৬০৬]

অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করে বলা যায় যে, বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি। ইসলামকে বাদ দিলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও পাশবিকতার আশঙ্কা বেড়ে যায়। স্যার ফিলিপ গিবস নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলেন–

"মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্ম ইসলামকে যথার্থই সমর্পণের ধর্ম বলা হয়ে থাকে। কারণ, অন্য কোনো ধর্ম-বিশ্বাস সভ্যতা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এতো উল্লেখযোগ্য অর্জন দেখাতে পারেনি। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে ইসলাম মানবাত্মাকে এতটা উন্নতির পথে পরিচালিত করেছে অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাস তা পারেনি।" ৬শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবজাতির লক্ষ-কোটি জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ পরিচয়ের ভিড়ে ইসলাম একটি কল্যাণকামী ধর্ম। ইসলামের নৈতিক উৎকর্ষের মহান আদর্শ বাদ দিলে ঘৃণ্য বর্বরতা ও মূর্তিপূজা সমগ্র পৃথিবী শাসন করত। অথচ আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও মহব্বতের চর্চাই মানুষকে আলোকিত করে যা ইসলামের অনবদ্য অবদান।[৬০৭]

কুরআনের শিক্ষাসমূহকে ব্যক্তিগত জীবনে ও বাহিক্যকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ প্রথম ব্যারোনেট স্যার রিচার্ড আবমান গ্রেগরি তার 'রিলিজিওন ইন সাইন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেইশন' গ্রন্থে সমগ্র মানবজাতি জন্য একটি অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।"

যদিও বলা হয়ে থাকে ইসলামের এই বিশাল সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে তরবারীর মাধ্যমে। এ যুক্তি ধোপে টিকবে না। কারণ, কুরআনে শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। জেমস মিসেসনার বলেন–

> *"অন্য কোনো ধর্ম ইসলামের মতো এত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়নি। পশ্চিমা বিশ্ব মনে করে এটা সম্ভব হয়েছে তরবারীর দ্বারা। কিন্তু কোনো আধুনিক পণ্ডিত এটা স্বীকার করেন না। কুরআন বিবেকের স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক উচ্চ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।"*[৬০৯]

কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. এম. স্যাভরি জানিয়েছেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাপনায় যে বিধিবিধান অনুসৃত হয় তা প্রণীত হয়েছে কুরআনের শিক্ষার আলোকে, যা নাযিল হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর। কুরআনের কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বিধি-বিধান ও শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

> *"তো মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি ছিল কুরআন বা আল্লাহর বাণী যা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। কুরআনের প্রায় ছয়শটি আয়াতে মানবজীবনের জন্য উপযুক্ত বৈধ আইনি পরামর্শের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতের সংখ্যা আশিটি। এগুলো বাদে বাকি আয়াতগুলোতে ধর্মীয় দায়িত্ব, রাজনীতি, সাওম, সালাত, হজ্ব, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিধি-বিধানের সিংহভাগই নীতিবিদ্যার মূলনীতির আলোকে প্রণীত। উদাহরণ স্বরূপ, কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজে যারা গরীব ও দুর্বল তাদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া আমাদের উচিত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হওয়া আমাদের উচিত এবং বিচারিক প্রশাসনের হওয়া উচিত ন্যায়-পরায়ণ। নারীর মর্যাদাকে উঁচে তুলে ধরার কথা ও কুরআনে রয়েছে।"*[৬১০]

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কুরআনের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। ২০০৭ সালের রমযান মাসে তিনি কতিপয় মুসলিম অতিথিকে দাওয়াত করে তাঁর বক্তব্যে বলেছেন তিনি কিভাবে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সভা শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে। ক্লিনটন তাঁর বক্তব্যে কুরআন থেকে আয়াত উদ্ধৃত করেন এবং এ পবিত্র গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন–

> *"এটা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী যে, ইমাম সাহেব কুরআনের যে আয়াতটি পড়লেন তাতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা জাতি ও গোত্র সৃষ্টি করেছেন যেনো আমরা একে অন্যকে চিনতে পারি। একে অন্যকে ঘৃণা করার জন্য নয়। হিব্রু তোরাহ-এ একটি চমৎকার অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো নবাগত বা আগন্তুককে এড়িয়ে চলা যাবে না। কারণ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করা মহান স্রষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। খ্রিস্টান বাইবেলে বলা আছে যে, মানুষ তার প্রতিবেশীকে*

ঠিক সেরকম ভালোবাসবে যেরকম তারা নিজেদের ভালোবাসে। কিন্তু এটা বিস্ময়কর যে, আল্লাহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন যেনো তারা একে অপরকে উত্তমরূপে চিনতে পারে।এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, জগৎবাসী ইসলাম ধর্ম চর্চার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর প্রতি চারজনে একজন ইসলাম চর্চা করছে। আমাদের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষার্থী অনেক বেশি জানতে পারছে। আমার মনে পড়ছে আমার মেয়ের স্কুলের কোর্সে ইসলামের ইতিহাস বিষয়টি ছিল। এতে সে কুরআনে বর্ণিত অনেক কিছু শিখেছে। রাতে বাড়ি ফিরে তার মা-বাবাকে (বিল ক্লিনটন ও বেগম ক্লিনটনকে) এ বিষয়ে অনেক কিছু শিখিয়েছে। পরে আমাদের এ বিষয়ে প্রশ্নও করেছে। সুতরাং আমি আপনাদের আবারও বলতে চাই, আগামী দিনগুলোতে আপনারা কুরআনের শিক্ষায় নিজেকে আরও শিক্ষিত করুন, একে উত্তমরূপে অনুধাবনে আরো আন্তরিক হোন। এবং সচেষ্ট হোন এটা চর্চায়, ব্রতী হতে এটাকে আঁকড়ে ধরতে। আন্তরিক হোন এতে যা বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে তা বিশ্বাস করতে, এর মূলনীতিসমূহ মেনে চলতে এবং এতে যে সামগ্রিক মানবতার উল্লেখ রয়েছে তা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে। কুরআন আমাদের আরো শিক্ষা দেয় যে, আমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য যেটুকু করার ইচ্ছা পোষণ করি অন্যদের জন্য এর চেয়ে বেশি করতে হবে এবং নিজেদের জন্য যা পরিত্যাগ করি অন্যের জন্যও তা পরিত্যাগ করতে বলব। সর্বোপরি সবাই মিলে শান্তিতে বসবাসের একটি প্রতিশ্রুতি থাকতেই হবে।” [৬১১]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ৬ষ্ঠ ভলিউমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনে (বিভিন্ন প্রসঙ্গে) অনেকগুলো অধ্যায় রয়েছে। কুরআনে এমনসব উজ্জ্বল বিধিবিধান, নীতিমালা এবং নীতিগত দিকনির্দেশনা উল্লিখিত হয়েছে যা সচরাচর অপর কোনো আইন বা বিধানগ্রন্থে নেই। কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় মহত্ত্বে, কল্যাণ, স্রষ্টার অকুণ্ঠ আনুগত্য, যেমনিভাবে তা পাওয়া যায় প্রকৃতি বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অপরাপর নবীগণের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহে যা নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিট্যানিকার ভাষ্য অনুযায়ী:

> *“কুরআনের অধ্যায়সমূহ সবিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও একান্ত বহুমাতৃক। এর বহু অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিক শিক্ষার প্রতিফলিত ভবিষ্যৎ রূপরেখা। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে কল্যাণকর্মের মাহাত্ম্য, ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠতা, যেমনিভাবে তা পাওয়া যায় প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উপদেশে, বিশেষ করে (তা পাওয়া যায়) মুহাম্মাদের শিক্ষায়। আল্লাহ এক ও একক; তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁকে মহিমান্বিত স্বত্তারূপে পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের ভাষ্যমতে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা, প্রতিমাপূজা এমনকি স্রষ্টার পুত্র হিসেবে যীশুখ্রিস্টের পূজাও সম্পূর্ণভাবে নিন্দিতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।”* [৬১২]

চেম্বারস সাইক্লোপিডিয়ার ৬ষ্ঠ ভলিউমে ইসলাম ধর্ম ও পবিত্র কুরআন শরীফের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। উল্লেখ করা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর যে কোন বিধি-বিধানের তুলনায় কুরআনে প্রণীত বিধানই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল। কুরআনের বদৌলতে মানবসমাজ থেকে অন্ধকার দূরীভুত হয়েছে; এবং সমাজের প্রতিটি স্তর ও পরত আলোকিত হয়েছে।[৬১৩]

কুরআনের উচ্চমার্গীয় সাহিত্যো কোনো মানুষের দ্বারা পুনঃরচনা সম্ভব নয় এবং এটাই কুরআন মাজিদের স্বর্গীয় অনবদ্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ। নবুয়তের পবিত্রতা বজায় রেখে হযরত মুহাম্মাদের (স) পক্ষেও কুরআনের মহান বাণীসম্বলিত কোনো কিতাব রচনা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। বিশ্বনবীর (স) জীবনীকার হ্যারি গ্যালড ডরমেন-এর মতে–

> *"কুরআন হচ্ছে আল্লাহর অনবদ্য বাণী, যা মহান ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল মারফত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিল হয়। তাই এই কুরআন বর্ণে বর্ণে সত্য। কুরআন নিজেই একটি চিরন্তন অলৌকিক গ্রন্থ। এটি আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদের (স) মুজেযা (বিস্ময়)। এটি নিজের অলৌকিকত্ব সদা প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত করে চলেছে। কুরআনের শৈল্পিক ভঙ্গিমার মধ্যেই রয়েছে তার স্বকীয়তা এবং এমনই বিস্ময়, যাদুময়তা ও অলৌকিকত্ব যার ক্ষুদ্রতম অংশেরও মোকাবেলা করা কোনো মানব-দানব কারও পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নির্ভুল, নিখুঁত, অনবদ্য ও সবচে' উচ্চমার্গীয়। এর শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অবিশ্বাস্যরূপে সঠিক ও তথ্যভিত্তিক। হযরত মুহাম্মাদ (স) চাইলেই এত তত্ত্বসমৃদ্ধ কিতাব প্রণয়ন করতে পারতেন না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় এটা সম্ভব হয়েছে।"*[৬১৪]

কুরআনের ছন্দময় লালিত্য ও কমনীয়তা কুরআনের একটি চমৎকার অনুষঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যও বটে। এর শৈল্পিক ব্যঞ্জনা, সাহিত্যিক বাতাবরণ ও বর্ণনাশৈলির অভাবনীয় চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে এর শ্রোতামাত্রই এটা কোনো মাতাল বা যাদুকরের কাজ বলার সম্ভাবনাটুকুও সার্থকভাবে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জর্জ সেইল বলেন–

> *"একথা সর্বজনবিদিত যে, কুরআনের শৈলী ও ব্যঞ্জনা সাধারণত সুন্দর ও সাবলীল। কুরাইশ গোত্রের আঞ্চলিক ভাষাই কুরআনের ভাষা। গোটা আরব জাতির মধ্যে কুরাইশ গোত্রটি সর্বাপেক্ষা মহৎ, ভদ্র ও অভিজাত হিসেবে বিদিত। কুরআনে একটি চমৎকার সাবলীল ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক স্থানে, বিশেষ করে যেখানে স্রষ্টার বহুমাতৃক গুণ ও উচ্চকিত প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব স্থানের ভাষা ও ভঙ্গিমা খুবই উচ্চ মার্গের ও বেশ গুরুগম্ভীর। তিনি (হযরত মুহাম্মাদ (স) এতোটাই সফলভা ও বিস্ময়করভাবে তাঁর শ্রোতৃবর্গের মন জয় করতে সক্ষম হন যে, তাদের অনেকেই ভেবে নিয়েছিল যে, এটা কোনো মন্ত্র কিংবা যাদুরই ফল।"*[৬১৫]

কার্লাইল বলেন, কুরআনের মর্যাদা ও স্তর অনেক উঁচু ও উচ্চমার্গীয়। তার ভাষ্যমতে–

> *"আমার কাছে মনে হয় যে, বর্বর আরব সমাজের কুরআন থেকে নেয়া সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিষয় ও দিকটি হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রয়োগ ও প্রদর্শন। একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মূল্যায়ন করেই গ্রন্থটির গুণাগুণ বিচার করতে*

হয়। মোদ্দা কথা হল এই যে, এটি এমন এক গ্রন্থ যা এককভাবে বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্যের আধার।"[৬১৬]

কুরআন সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআন ও সহিংসতার ন্যায় স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের একটি কথা বিবেচনায় আনতেই হবে। আর তা হচ্ছে, নীতিগতভাবে কুরআনের অবস্থান সহিংসতার বিপক্ষে। এটি তার অনুসারীদের যেকোনো প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান (কুরআন থেকে) খোঁজে বের করার জোর তাকিদ সর্বদা প্রদান করে। যে সকল প্রেক্ষাপটে কুরআন নাযিল ও প্রচার হয়েছিল তা মনে রেখে আমাদের একটি কথা চিন্তা করতে হবে যে, যে কোনো প্রেক্ষাপটে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। তবে, সহিংসতারোধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ কেবল বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয় বৈ কিছু না। যাহোক, আল-কুরআন তার সামগ্রিক আবেদন ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি বিবেচনায় সন্ত্রাস ও সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলে। এবিষয়ে ড. এন কে সিং বলেনে–

"ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান কোথায়? তবে কি ইসলাম এক অহিংস ধর্ম? সততা ও উদারতার সাথে বলতে গেলে তো এভাবেই বলতে হয়- হ্যাঁ এবং নয় (অর্থাৎ, এটি অহিংস এবং অহিংসও নয়)। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না, তবে একই সময় এর পথও রুদ্ধ করে দেয় না। জীবনে অনেক স্ববিরোধী বিষয় থাকে। জীবনের প্রতি বাস্তববাদী হলে এগুলোকে ধর্মীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কুরআন শুধুমাত্র স্থূল অর্থে ধর্মতত্ত্ব বা অধিবিদ্যাগত বিশ্বাস, মতবাদ ও বিষয়গুলোই সমর্থন করে না তা নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকেও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে থাকে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সকল ধর্মগ্রন্থেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে কমবেশি অমিল ও গরমিল রয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন শরীফ ব্যতিক্রম নয়। মূলত ধর্মগ্রন্থগুলোতে আদর্শিক উপদেশমূলক ও প্রসঙ্গভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্বলিত জবাবও পাওয়া যায়। সেই মান ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলতে হয় যে, কুরআন সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে, তবে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় তার পক্ষেও।"[৬১৭]

কোনো সংঘাত ও সংঘর্ষ নিরসনের ক্ষেত্রে মারমুখী হওয়া ও মারণাস্ত্রকে উপায় ও অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হয়, ধর্মগ্রন্থে এ সমর্থনের পেছনে একগুচ্ছ কারণ রয়েছে। যে কোনো ধর্ম-বিশ্বাস যেমন- হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম এমনকি ইসলাম ধর্মেও এটা আছে। আমাদের এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো স্থূল বা অনুভূতিহীন হয়ে না ওঠে। অবশ্য যারা অন্যায়ভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তারা একান্ত ব্যক্তিগত ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সেগুলো করছে। এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগপূর্বক তাদের আগ্রাসন রোধ করতে হবে। তরবারীর মাধ্যমে ধর্ম ও ধর্মীয় আদর্শ প্রচারিত হয়েছে মর্মে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না। ড. এন কে সিং বলেন–

"প্রসঙ্গত যে সমাজে কোনো ধর্মের উদ্ভব ঘটে সে সমাজের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। অন্য কথায়, যুদ্ধের

প্রসঙ্গে আমাদের ভেবে দেখা চাই যে, অতীতে যখন কোনো সমাজে ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল তখন সে সমাজের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট কেমন ছিল। সাধারণত আর্থ-সামাজিক, আদর্শিক ও মতবাদগত সংঘাতের কারণে যুদ্ধের সূচনা ঘটে। এদিক থেকে হিন্দুত্ববাদে যুদ্ধবাজি ও সন্ত্রাস নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, প্রভু কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন নিকটজনের রক্তপাতের বিনিময়ে হলেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। মূলত, প্রতিপক্ষ ছিল তার চাচাতো ভাইয়েরা। বস্তুত, যুদ্ধেরও বিশেষ কিছু পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট থাকে। কখনও কখনও সঙ্গত কারণে যুদ্ধ বাধে। বিশেষ করে শোষক ও আগ্রাসী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধানোর কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। ইসলাম ধর্মের জিহাদকেও এ আলোকে দেখতে হবে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে জেহাদের কোনো আবশ্যকতা নেই। তবে হ্যাঁ, জিহাদ হচ্ছে নির্যাতন, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে একটি গৃহীত কর্মসূচি। কুরআন যুদ্ধকে সমর্থন করে, সন্ত্রাসবাদকে নয়। যদি সমাজের দুর্বল শ্রেণির লোকেরা জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের উদ্ধার করার বিকল্প কোনো পন্থা না থাকে, তখন জিহাদ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে–

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের মুক্তির জন্যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করছ না? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জুলমবাজ অধিবাসীদের জনপদ থেকে অন্যত্র আমাদের বের করে নিন। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে একজন বন্ধুভাবাপন্ন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং আমাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।" (সূরা নিসা, আয়াত-৭৫)।

কাজেই, এভাবেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কুরআন বিশ্বাসীদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে (যুদ্ধ ও আত্মরক্ষামূলক আক্রমণ করতে), যারা দুর্বল নর-নারী ও শিশু-কিশোরদের উপর অমানবিক জুলুম ও নির্যাতন করে। ৬১৮

লেখক অমিতপাল বলেন, ইসলাম বিশ্বাসীদের প্রতিশোধ গ্রহণের সময় সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে, যেন সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা ও অনুগ্রহ করতে ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, যদি তোমরা কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো তবে (আনুপাতিক হার) ঠিক ততটুকুই হবে, একটুও বাড়াবাড়ি করবে না। তবে সহনশীলদের জন্যে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। পাল বলেন–

"কুরআনের ভাষ্যমতে প্রতিশোধের তুলনায় ধৈর্যধারণই উত্তম। তোমার প্রতি যা করা হবে, চাইলে কেবল ততটুকুই তুমি করতে পারবে, এর চেয়ে বাড়িয়ে নয়। ধৈর্যসহকারে কোনো কষ্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা অনেক বড়ো পুণ্যের কাজ, আর সহনশীলদের পক্ষে এটাই উত্তম।" ৬১৯

বেমানান অনুবাদ ও তার ফল

কুরআনের মর্ম ও অনুবাদের বিকৃতির ব্যাপারে নিম্নোক্ত উক্তি করলেন Right Honourable সাংসদ শ্রদ্ধেয় ফ্রাঙ্ক ডবসন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কুরআনের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম পেতে হলে এর অনুবাদ ও ভাষান্তরের কাজ করাতে হবে বিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা, যেমনিভাবে কিং জেইমস কর্তৃক বাইবেল ভাষান্তরিত হয়েছিল ইংরেজিতে। তিনি বলেন–

> *"আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বাইবেলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো অধ্যয়ন করে থাকি। আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, গ্রন্থটি তার অনুবাদে অনেকটা স্বকীয়তা ও অনবদ্যতা হারাতে চলেছে। এর ভাব ও প্রভাব আগের মতো আর অক্ষুণ্ন থাকে নি। চলতি বছর কিং জেমস কর্তৃক অনূদিত বাইবেলের ৪০০ (চারশ') তম বর্ষ পালিত হচ্ছে। এর অনেকটা কাব্যিক। আমি মনে করি, ইংরেজি জগতে জেমসের ইংরেজি বাইবেলের গুণ ও মান লোকজনের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মানসগঠনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অনুরূপভাবে, এটিই ভূমিকা পালন করেছে বিশ্বের ইংরেজি ভাষাভাষী অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীরও মানসগঠনে। কারণ, এর ইংরেজি তো সেই রকম মানেরই (ইঙ্গিত)। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, কুরআনের মূল ও আদি কপির তুলনায় অনূদিত কপিগুলোতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বাদ পড়ে যাচ্ছে কিনা। কেননা, খ্রিস্টান বাইবেলের আধুনিক অনুবাদগুলো দেখলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো বিশেষ পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই লিখিত।"*[৬২০]

আল-কুরআনের প্রভাব

আর্থার জন আরবেরি (Arthur John Arberry) একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত পাশ্চাত্যবিদ। তিনি ছিলেন আরবি ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শী ইসলামিয়াতের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি পবিত্র কুরআন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তার অনূদিত ভাষ্যের নাম *The Koran Interpreted* (দা কুরআন ইন্টারপ্রিটেড)। একজন অমুসলিম হিসেবে আর্থার কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত তার এ অনুবাদ এযাবৎ কৃত পবিত্র কুরআনের সেরা অনুবাদগুলোর অন্যতম। তার ভাষ্য নিম্নরূপ–

> *"কুরআনের আলঙ্কারিক উচ্চ মার্গের ভাষা ও মর্মের কাছে আমার প্রয়াস যত দুর্বল ও ক্ষুদ্রই প্রমাণিত হোক, আমার এ অনুবাদ কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজে অগ্রগতিসাধন ও গ্রহণযোগ্য মানের কিছু উপহারদান। আমি দীর্ঘ দিন যাবৎ রকমারি ছন্দ, কাব্য ও সাহিত্যে পাঠ ও অধ্যয়ন করে আসছি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, শব্দের গাঁথুনি, ছন্দের অনুপম লয় ও তাল, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা এবং গভীর মর্মপূর্ণ বাণী ছাড়াও মানবজাতির নিকট সবচে' বিস্ময়কর সাহিত্যে চয়নিকা হচ্ছে পবিত্র কুরআন। এপবিত্র গ্রন্থে বিশ্বাসী পিকথল (Pickthall) যেমনিভাবে কুরআনের অভিনব শব্দসঙ্গতি ও ঐকতানের বর্ণনা দিয়েছেন যা মানুষের হৃদয়কে অনায়াসে ছুঁয়ে যায়, মানুষকে অশ্রু ঝরাতে বাধ্য করে, সেরকম ভাব ও মর্ম এযাবৎ অনূদিত কুরআনের তরজমাগুলোতে অবলীলায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পূর্বেকার অনুবাদকবৃন্দ তা মনের অলক্ষে হয়ত এরকম বিস্ময়কর উপস্থাপন ও চিত্রায়ণ উপেক্ষা করে এসেছেন। তবে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তারা যা লিখেছেন তা, বিস্ময়কর অলঙ্কারমণ্ডিত মূল ও আদি কপির সঙ্গে মেলালে রীতিমত নিরস ও নিষ্প্রাণই মনে হয়।"*[৬২১]

আর্বারি আরও লেখেন–

আমি যখনই কুরআন পঠিত হতে শুনি, আমার কাছে মনে হয় আমি যেন মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করছি, যেন সদাধ্বনিত বাদ্যযন্ত্রের সুরেলা আওয়াজ, আমার হৃদয়তন্ত্রীর মর্মর কলতান।[৬২২]

উইলিয়াম ড্রাপার (William Draper) বলেন যে, পবিত্র কুরআন মানবজাতির ওপর বিস্ময়করভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এটি জীবনসমস্যার সমাধানকল্পে আইন প্রণয়নের দিক-নির্দেশনা যথারীতি প্রদান করে চলেছে। তিনি বলেন–

> *"এই বিস্ময়কর কুরআনই মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারণে ভূমিকা পালন করে আসছে, এবং এখনও পর্যন্ত এটি আমাদের বিপুল সংখ্যক মানবগোষ্ঠীর জীবনবিধানরূপে কাজ করে চলেছে।"*[৬২৩]

ড্রাপার আরও বলতে চান যে, আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও কাজের ক্ষেত্রে কুরআনের ভূমিকা বিশাল। আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনের দিকনির্দেশনা একান্ত নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জীবনধর্মী। এটি এক অসমান্য সহায়ক নিয়মক শক্তি। ড্রপারের দৃষ্টিতে–

> *"একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, কুরআনের যেকোনো নিরপেক্ষ পাঠক অবশ্যই অবাক হবেন যে, নিতান্ত ক্ষুদ্র এই সৃষ্টিকর্মটি যুগযুগান্তরে স্বীয় উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক চমৎকার ভূমিকা পালন করে চলেছে। যদিও ধর্মের ভাব ও তত্ত্ব এক এবং প্রয়োগ ও ব্যবহার ভিন্ন। তবে একথা মেনে নিতেই হবে যে, অসংখ্য নৈতিক দিক-নির্দেশনা এবং উপদেশ ও অনুশাসনে পবিত্র কুরআন ভরপুর। এর গ্রন্থনা ও রচনাশৈলী এমনভাবে বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো ছিটানো যে, কোনো একটি পৃষ্ঠা ওল্টালেই তাতে বেরিয়ে পড়ে নীতিবাক্য ও গভীর মর্মভেদী বিস্ময়কর স্বর্গীয় বাণী, যা কোনো বোধসম্পন্ন মানব শ্রেণি অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। এই ছড়ানো বাণীগুলো থেকে নির্গত হয় মূলপাঠ, আদর্শবাণী এবং এমনসব বিধিবিধান যা ভাব ও মর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সাধারণ লোকজনের জীবন-সমস্যার সমাধানের একান্ত উপযোগী। নামায ও প্রার্থনা, অনুগ্রহ ও মার্জনা, যাকাত, ইনসাফ, সাওম, হজ্জ, চরিত্র, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়াদি, আচরণবিধি, ঋণ, সাক্ষ্য, বিবাহ-শাদি, সন্তান-সন্ততি, মদ্যপান প্রভৃতিসহ যাবতীয় বিষয়ের সুষ্ঠু ও সঠিক সমাধান নিয়েই এ বিস্ময়কর কুরআন গ্রথিত।"*[৬২৪]

ড্রাপার আরও বলতে চান যে, কুরআন অধ্যয়ন করে অনেক রথী ও মহারথীগণ কুরআনে উল্লিখিত শিক্ষা ও বাণী দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি লেখেন–

> *"মুহাম্মদের অনুসারী মহীরুহতুল্য পণ্ডিৎবর্গ 'আল্লাহ একক স্বত্ত্বা' মতবাদের প্রবক্তা। এ মতবাদের সমর্থক হয়ে পৃথিবীর বাকিসব বস্তুকে তারা তুচ্ছ ও নগণ্য বিবেচনা করেন। এরূপ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বিরুদ্ধবাদী জাতি-উপজাতির মধ্যকার সমস্যাগুলোর সমাধান তারা অনায়াসে পেশ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাদের অশিক্ষিত লোকজনকে তারা এর দ্বারা অভাবনীয় পন্থায় প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন।"*[৬২৫]

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন ও সায়মন ওকলি পবিত্র কুরআনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা এর আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের অকুণ্ঠ সমর্থক। তাদের দৃষ্টিতে, এটি পৃথিবীর বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনায় অসামান্য ভূমিকা রাখছে।

> *"অতলান্ত মহাসাগর থেকে নিয়ে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর মৌলিক জীবনবিধান হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত। কেবল ধর্মতত্ত্ব হিসেবে নয় বরং মানুষের দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইনেরও যথাবিধি সমাধান বাতলে দেয়*

এ কুরআন। এর আইনসম্বলিত বাণী বলে দেয় মানুষের সম্পদের ভাগ ও বণ্টনবিধি, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আগ্রহ।"[৬২৬]

আরবি সাহিত্যে কুরআনের মাধ্যমে বিপুলভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এর অন্ত্যমিল ও ছন্দ যথেষ্ট সুমধুর। এইচ এ আর গিব বলেন– আরবি ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কুরআনের প্রভাব ও অবদান অসামান্য। পবিত্র কুরআনের ভাব, ভাষা, লয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিল আরবি ভাষার অন্যান্য সব সাহিত্যেকর্মে আগাগোড়া পরিব্যাপ্ত।[৬২৭]

আর্থার নেইলর ওয়ালাস্টন উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজ জীবনের বাঁকে বাঁকে পবিত্র কুরআন বিস্তরভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এটি একটি অদ্বিতীয় সাহিত্যেকর্ম। এর কোনো তুলনা নেই।

> *"তাছাড়া, যেহেতু ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভাবে কুরআন ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কাজেই একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। আর সর্বজন গৃহীত মত হচ্ছে এই যে, মানব রচিত কলম দ্বারাও সবচে' বেশি শিক্ষাদান করা হয় এই কুরআন।"*[৬২৮]

পবিত্র কুরআনের রচনাশৈলীর ভাব ও প্রভাব এবং অর্থ ও মর্মের আবেদন একটি অন্যতম লক্ষ্যণীয় বিষয়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে কেনো কুরআনকে সম্মোহন ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়। এজন্যে কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। জন ওল্‌ফগ্যাংভন (১৭৪৯-১৮৩২) একজন জার্মান লেখক, কবি, চিত্রশিল্পী, জীববিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী এবং স্থানীয় রাজনীতিজ্ঞ। তিনি বলেন–

> *"আমি যখনই কুরআন পড়ি, তখন অনুভব করি কী যেন আমার আত্মাকে প্রকম্পিত করে তুলছে। তৎক্ষণাৎ কুরআনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ, বিস্ময়, বিমুগ্ধতা ও শ্রদ্ধা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ভাষা ও বিষয়, অর্থ ও মর্মের মিল ও সমন্বয় কী যে অপূর্ব, কী যে উচ্চমার্গের তা আসলেই বর্ণনাতীত! কাজেই এই পবিত্র গ্রন্থটি মানবেতিহাসের সত্যিকার কালজয়ী গ্রন্থ। এটি যুগ যুগ ধরে বিরাজ করে যাবে অকাট্য ও অনবদ্য ধর্মগ্রন্থের মান ও মর্যাদার আধার হিসাবে।"*[৬২৯]

ড. এফ স্টেনগাস মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি আরবি-ইংরেজি ও ইংরেজি-আরবি অভিধানের প্রণেতা। তিনি বলেন, কুরআনের আত্মা-কাঁপানো ও স্মৃতি-জাগানিয়া ভাব ও প্রকৃতি অসংখ্য পণ্ডিত ও ভাষ্যকার ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রশংসিত ও স্বীকৃত। পৃথিবীবাসী মানুষের হৃদয়-মনে বিস্ময়কর ভাব ও প্রভাব বিস্তার করার কুরআনের যে যাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে, তা স্থান ও কালের উর্ধ্বে। এটি সর্বকালের সেরা সাহিত্যেকর্মের অভিধায় অভিষিক্ত হবার একান্ত উপযুক্ত।[৬৩০]

> *"এটি সে সময়কার এতই শক্তিশালী একটি বিসস্ময়কর্ম, বাহ্যত বিসদৃশ ও পরস্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন- যা পাঠকের মাঝে বিচিত্র আবেগের সঞ্চার ঘটায়;*

তাদেরও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে, যারা দূরের পাঠক, কাল ও সময়ের দিক থেকে দূরের। এটি সেরকম একটি কাজ যা নিমিষেই প্রতিকূল পরিস্থিতি কেবল জয়ই করেনি বরং এই প্রতিকূল অনুভূতিকে মুগ্ধতা ও প্রশংসার আদলে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিস্ময়কর কর্ম তো একেই বলা যায়। অবশ্য তা উচ্চ মহলের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে, মানবজাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এসত্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য।"[৬৩১]

কুরআনের 'আছর' ও প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণ করতে হবে যে, এটি তার প্রাথমিক যাত্রায় ৭ম শতকের তখনকার আরবদের মন দখল করতে কিভাবে সক্ষম হয়েছিল, যাদের অধিকাংশ লোকই ইসলামের প্রতি ছিল অনীহ ও বিদ্বিষ্ট। একথা অনিস্বীকার্য যে, শ্রোতার ওপর কুরআনের প্রভাব ছিল অসামান্য। এর আওয়াজ কর্ণকুহরে প্রবেশের সাথে সাথে লোকজনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচকে রূপান্তরিত হয়ে যেত। ফলে, শত্রু ও ঘৃণাকারীরা এর বিশ্বস্ত পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হতো। এ ব্যাপারে ডক্টর স্টেইনগাসের আরেকটি মন্তব্য নিম্নরূপ–

"এখানে পবিত্র কুরআনের কৃতিত্বকে কেবল একটি অনুপম সাহিত্যোকর্ম কিংবা আলঙ্কারিক অবদানরূপে দেখে নিলেই চলবে না, বরং বিবেচনা করতে হবে তার সেই প্রভাব ও যাদুময়তাকে যা দ্বারা সে মুহাম্মাদের (স) সমসাময়িকদের আন্তরাত্মা জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। (আমরা অনেক সময় কবি-সাহিত্যিকদের অলঙ্কারপূর্ণ সাহিত্যোকর্ম অধ্যয়ন করি; কাব্য, উপন্যাস, উপাখ্যান, ঘটনা ও মহাকাব্য অধ্যয়ন করে থাকি, যা সাধারণত সমাজের চিত্র তুলে ধরে কিংবা আমাদের হৃদয়ের খোরাক যুগিয়ে থাকে। কিন্তু এ গ্রন্থটি কেবল সেরকম কোনো গ্রন্থনা নয় যা কেবল সমাজের চিত্রকে তুলে ধরবে কিংবা কিছু নাটকীয় চরিত্রের এদিক সেদিক আলোচনা করে ইতি টানবে। এটি বরং মানবজীবনের বর্তমানও ভবিষ্যৎ চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি দিয়ে থাকে অনন্য উপদেশমালার সঙ্গে অসামান্য ও অমূল্য দিক-নির্দেশনা।) এটি একটি নির্জীব বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ বৈরিভাবাপন্ন জাতির আত্মার সঙ্গে এমন জোরালো ও প্রত্যয়জনকভাবে কথা বললো, যার ফলে তারা এক সুসংগঠিত জাতি-সত্ত্বায় পরিণত হলো এবং রূপান্তরিত হলো একটি সপ্রাণ দূরদর্শী জনগোষ্ঠীতে। এ মরু আরবদের এমন এক পন্থায় বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মাতে কেবল কুরআনই ছিল সক্ষম ও উপযুক্ত অন্যথায় আজও পর্যন্ত কেউ তাদের শাসন করতে সক্ষম হতো না। অতএব, এর ভাষিক সাবলীলতা ছিল নিখুঁত ও অনবদ্য, ফলে একটি বর্বর জাতিকে চূড়ান্ত সভ্য জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এরই মাধ্যমে দীর্ঘ কলঙ্কময় ইতিহাসের গায়ে একটি নতুন চাঁদোয়া এক দেয়া হলো।"[৬৩২]

সাবেক ব্রিটিশ পপ শিল্পী জনাব ক্যাট স্টেভেন (বর্তমান নাম ইউসুফ ইসলাম)-এর মতে, কুরআনের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে জনকল্যাণমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহদান। তিনি বলেন–

"(কুরআনের) প্রতিটি বিষয়ই অর্থপূর্ণ। এখানেই কুরআনের সৌন্দর্য। এটি আপনাকে যৌক্তিক ও প্রতিক্রিয়াশীল হতে বলে। আমি যতবারই কুরআন পড়ি, প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো বিষয় নুতনভাবে আবিষ্কার করি। আমি লক্ষ্য করি এটি আলোচনা করে সালাত, বদান্যতা ও দান-অবদানের কথা। আমি তখনও মুসলমান ছিলাম না, তবে আমি ভেবে নিতে বাধ্য হলাম যে, এ কুরআনই কেবল আমার প্রশ্নের সমাধান দিতে পারে, আর আল্লাহই এটি আমার কাছে পাঠিয়েছেন (অবতীর্ণ করেছেন)।"[৬৩৩]

অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করলে কুরআনের অনন্যতার প্রতি দৃঢ়প্রত্যয় ও বিশ্বাস জন্মায়। এ প্রত্যয় ও বিশ্বাস থেকে ১৯৪৩ সনে আমেরিকান বংশোদ্ভূত জার্মান খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নেয়া সাফিউদ্দিন ডার্ক ওয়াল্টার মসগি বলেন–

"আমি প্রতিটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেছি। তবে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআনে আমি যা পেয়েছি অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে তা পাইনি। আর তা হচ্ছে উৎকর্ষ ও ত্রুটিহীনতা। এ ত্রুটিহীনতা ও উৎকর্ষ পবিত্র কুরআনেই বিদ্যমান। এর ত্রুটিহীনতা ও অনবদ্যতার ক্ষেত্রে আমার পরিষ্কার মন্তব্য ও বক্তব্য হচ্ছে এই– একটি দিয়াশলাইয়ের সঙ্গে সূর্যের তুলনা যেমন, কুরআনের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের তুলনা তেমন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যে কেউ সত্যনিষ্ঠ মন নিয়ে আল্লাহর কালাম পাঠ করবে, সে মুসলিম হয়ে যাবে।"[৬৩৪]

২০০৬ সালে রয়টার্স-এর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক দফতরে দেয়া এক বক্তৃতায় সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার পবিত্র কুরআনকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি দাবি করেন, "কুরআন একটি জীবনধর্মী গ্রন্থ এবং এটি কালোত্তীর্ণ। কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক ও যৌক্তিক বিষয়াদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও সম্পৃক্ত। এ কারণে এটাকে কেবল উপদেশ সম্বলিত নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ বলা যায় না। সময় ও যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কারণে যুগযুগ ধরে কুরআন তার অনুসারীদের মনের ওপর অসামান্য দখল ও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একটি কথা ভুলভাবে প্রচার করা হয় যে, প্রাচীন ইব্রাহীমী বিশ্বাস ও মতাদর্শের সঙ্গে ইসলাম ও কুরআনের কোনো সম্পর্ক ও সঙ্গতি নেই। তাছাড়া, কুরআনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করার যৌক্তিক ঝোঁক ও কারণ আছে।"[৬৩৫]

ইসলামের বিস্তার ও প্রচার-প্রসারের বিশদ বিবরণ দিতে হলে ইসলামকে একটি প্রগতিশীল সভ্যতা হিসেবে স্বীকার করতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ এক অসাধরণ অধ্যায়। টনি ব্লেয়ার বলেন–

"এর (কুরআনের) শাসনাধীন ইসলামের বিস্তার ও প্রাধান্য খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের অতীত ভূমির ওপর বেশ চমৎকারভাবেই চলছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এটি বিশাল সাম্রাজ্যে রূপ নিয়েছিল। বিশ্বকে দেখিয়ে (উপহার) দিয়েছিল নতুন নতুন আবিষ্কার,

শিল্প, সাহিত্যে ও সংস্কৃতি। মধ্য যুগের সূচনাকালে ধৈর্য ও সহনশীলতার যে মাপকাঠি ছিল, তা খ্রিস্টান অধিকৃত রাজ্যের তুলনায় মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে কয়েকগুণ বেশি বিদ্যমান ছিল।" [৬৩৬]

২০১১ ইংরেজির ১২ জুন প্রকাশিত অভজার্বার ম্যাগাজিনের সঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে টনি ব্লেয়ার এও বলেছেন যে, নিজের বিশ্বাসকে আরও শাণিত করার জন্যে তিনি প্রতিদিনই কুরআন পাঠ করেন। তার মত নিম্নরূপ–

> *"আমার বিশ্বাস মতে, বিশ্বায়নের এ যুগে ধর্মজ্ঞানী হওয়া অত্যন্ত দরকার। আমি প্রতিদিন কুরআন পড়ি। বিশ্বে কী ঘটছে তার কিছুটা অনুধাবন করার জন্যে। তবে মূলত এটি (কুরআন) এজন্য পড়ি যে, এটি উপদেশমালায় ভরপুর।"* [৬৩৭]

জনাব ব্লেয়ার ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, কুরআন একটি সংস্কারধর্মী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। আর মুহাম্মাদ (স) ছিলেন *একজন অসামান্য সংস্কারকধর্মী সত্তা।* [৬৩৮]

জন নাইশ একজন খ্রিস্টান যাজক। তিনি চিনতে পেরেছিলেন কুরআনের সেই মৌলিকত্ব ও চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি যা মানুষকে সহজেই উৎসর্গীকৃত ও ভক্ত-অনুরক্ত করে ফেলে। চমৎকার অপূর্ব পদ্ধতিতে অর্থপূর্ণ শব্দ ও হৃদয়স্পর্শী বছন্দময় বাণীসম্বলিত সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ এ গ্রন্থটি যে বিস্ময়কর শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে, তা শব্দের গাঁথুনি দ্বারা বর্ণনা করা আদৌ সম্ভব নয়। তিনি পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে বলেন–

> *"কুরআন তার আদিম পোশাকে আকর্ষণীয় রূপ লহরী ও যাদুময়তা নিয়ে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ব শৈলিতে গ্রথিত, অল্প কথায় সারগর্ভ বাক্যমালা, প্রায়শ ছন্দোবদ্ধ, ভাবব্যঞ্জক মোহনীয় ক্ষমতা ও বিস্ফোরণধর্মী তেজ ও বলসম্বলিত (এই কুরআন), যা শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করে বুঝানো সুদূর পরাহত।"* [৬৩৯]

'পপুলার' বিশ্বকোষের দাবি মতে, পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষাটি আদি ও আসল এবং এর কাব্যিক সৌন্দর্য অসামান্য। যদি কেউ যত্নসহকারে তা অধ্যয়ন করে এবং গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, তবে অবশ্যই সে সৎভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। পপুলার বিশ্বকোষের ভাষ্য নিম্নরূপ–

> *"কুরআনের ভাষাকে সবচেয়ে আদি ও আসল আরবিরূপে গণ্য করা হয়। এটি এমন যাদুকরী শৈলী ও কাব্যিক সৌন্দর্য নিয়ে গ্রথিত যে এখনও পর্যন্ত অনুপমেয় রয়ে গেছে। (অর্থাৎ আজও পর্যন্ত এর মোকাবেলা করতে কেউ সক্ষম হয়নি)। এর নৈতিক বিধিমালা ও অনুশাসনগুলো অনবদ্য ও আসল। যদি কেউ তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলে, সে পুণ্যময় জীবন নির্বাহ করতে পারবে।"* [৬৪০]

পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের এক বিলিয়নের চাইতে বেশি লোক কুরআনকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। এর প্রভাব ও কার্যকারণ

বুঝতে হলে ইসলাম কিভাবে সভ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তা আমাদের চিন্তা ও বিবেচনায় আনতে হবে। খুব সম্ভব আদিতে নিজ অনুসারী লোকজনের উপর ছিল এর সংস্কারধর্মী প্রভাব ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা। মারগোলাউথ বলেন–

> *"সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের বড়ো বড়ো ধর্মগ্রন্থগুলোর মাঝে কুরআন দখল করে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যদিও এ মানের কালজয়ী সাহিত্যে গ্রন্থগুলোর মাঝে বয়সের দিক থেকে এটি 'নবীনতম' ও সর্বশেষ, তবে এর অপূর্ণ ও বিস্ময়কর প্রভাবে বিপুলসংখ্যক লোক প্রভাবান্বিত হয়েছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক লোকই এ কুরআনের মন্ত্রে আকৃষ্ট ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন। এটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার চিন্তা-চেতনার প্রবর্তক এবং অতীতে এটি একটি অপূর্ব চরিত্রের জন্ম দিয়েছিল। প্রথমত, এটি আরব উপসাগরীয় মরুভূমির বহুশ্রেণি ও জাতির লোকজনকে একটি একক সুসভ্য বীরের জাতিতে পরিণত করেছিল। তারপর বিশ্বময় একটি বিশাল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক মুসলিম সাম্রাজ্য তৈরি করতে অগ্রসর হয়েছিল; যা ছিল বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোর অন্যতম, যাকে ইউরোপ ও বিশ্বের পূর্বাঞ্চল আজও গণ্য করে।"*[৬৪১]

যারা কুরআনকে মুহাম্মাদের (স) কৃতিত্ব স্বীকার করতে রাজী নয় তাদের চ্যালেঞ্জ করে মহাত্মা বসওয়ার্থ স্মিথ বলেন–

> *"আরবের লোকেরা বলেছিল যে, কুরআন মুহাম্মদের 'কাজ' হতে পারে না, কারণ এটি খুবই উচ্চমার্গের। এর প্রত্যুত্তরে মুহাম্মাদ (স) বলেন, তারা ভুলও বলেছে আবার শুদ্ধও বলেছে। এদিক থেকে তারা ঠিক বলেছে যে, অহী ব্যতিরেকে এরকম উচ্চমানের কর্ম মুহাম্মাদের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আবার ভুল বলেছে এ হিসেবে যে, এটি নাকি পরম দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে এসেছে।"*[৬৪২]

ওয়াট মন্তব্য করেন যে, "মুহাম্মাদ মারফত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত এ কুরআন আরব বিশ্বকে প্রকৃত 'গাইড্ লাইন' বা পথনির্দেশনা দিয়ে সামাজিক অশান্তির অবসান ঘটিয়েছিল। এ পথনির্দেশনা তাদের সমাজজীবনের হতোশার মাঝে দূরদর্শিতার আলোর পাশাপাশি সেই দূরদর্শিতাকে কাজে লাগানোর মত বুদ্ধিও দান করেছিল। ফলে, তারা অন্যদের অন্তর আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।"[৬৪৩]

আল-কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বর্ণজ্ঞানহীনতা কারও অজানা ছিল না। তাঁর এ নিরক্ষরতা তাঁকে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব করে দিয়েছে। তাঁর যুগের উপায় উপকরণ এ রকম অসাধারণ কিছু আবিষ্কার করার আদৌ উপযোগী ছিল না। যখন কুরআন নাযিল হয়, তখন অনেক অবিশ্বাসী লোকজন বলল যে, এ কুরআন মুহাম্মাদের রচনা। তবে, এর বিপরীতেও অনেক মত ও মন্তব্য তাদের কাছে রয়েছে যারা কুরআনের অধ্যয়ন, মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী ও বাণীমালা (হাদীস শরীফ) নিয়ে গবেষণা করেন। তাদের অন্যতম হলেন মরিস বুকাইলি (১৯২০–১৯৯৮)।

তিনি ছিলেন একজন ফরাসি চিকিৎসক। তিনি ফ্রান্সের সোসাইটি অভ ইজিপটোলজির সদস্য ছিলেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জিকেল ক্লিনিকেরও প্রধান ছিলেন। তিনি বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান গ্রন্থের রচয়িতা। তার ছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থগুলোর তুলনা করার দীর্ঘদিনের জিইয়ে রাখা প্রচণ্ড আগ্রহ ও তাড়না। দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ অধ্যয়ন করে ১৯৭৬ সালে 'ফ্রেন্চ একাডেমি অব মেডিসিন'-এ ভাষাণদানকালে পবিত্র কুরআনে শারীরতত্ত্ব ও প্রজনন-তত্ত্বের উপর বিভিন্ন সূত্র ও বাণী আছে বলে তিনি ঘোষণা দেন। তিনি বলেন–

> *"মুহাম্মদের পক্ষে কুরআন রচনা করা সম্ভব নয়। একজন নিরক্ষর মানুষ গোটা আরবি সাহিত্যের মাঝে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রচয়িতা কিভাবে হবেন? তিনি কিভাবে বৈজ্ঞানিক সূত্রের ঘোষণা দেবেন, যখন কোনো একটি লোকের কাছেও আধুনিক উপায় উপকরণ ছিল না? আর তা এতই নিখুঁত যে, কোথাও কোনো বিষয়ের উচ্চারণে বিন্দু মাত্রও ভুল-ত্রুটি নেই।"*[৬৪৪]

তিনি আরও বলেন–

> *"আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের একটি আগাগোড়া বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরীক্ষা আমাদের সে কথাই বলে দিল যা বিভিন্ন উপলক্ষে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো, কুরআন ও বিজ্ঞানের অসামান্য মিল ও সামঞ্জস্য। একথাটি আমাদের মেনে নিতে হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এ যুগের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ আল-কুরআনের ন্যায় সাহিত্যে মান ও গুণের উক্তি ও বাণীমালা সম্বলিত একটি গ্রন্থ তখনকার যুগে মুহাম্মাদের মতো বর্ণজ্ঞানশূন্য একজন ব্যক্তির পক্ষে গ্রন্থনা ও রচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। এরূপ বিবেচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, এ কুরআনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ। কেননা, কুরআনের অনন্যতা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানীকে একথা মেনে নিতে*

বাধ্য করে যে, কেবল বস্তুবাদী ও জড়বাদী চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও নিরক্ষর মুহাম্মাদের পক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা আদৌ সম্ভব হতো না।"[৬৪৫]

মুসলমানদের দাবি হচ্ছে এই যে, অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন পূর্ববৎ আদি ও অনবদ্যরূপে সংরক্ষিত আছে। এর কোথাও কোনো মিশ্রণ কিংবা ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। যুগ যুগ ধরে পবিত্র কুরআন কিভাবে সঙ্কলিত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে এ কথার প্রত্যয় ও বিশ্বাস আমাদের আছে। কেননা, কুরআন কেবল কাঠের ফলক, হরিণের চামড়া এবং অন্যান্য বস্তুর ওপর লিখিতরূপে ছিল না, বরং এটি স্বয়ং মুহাম্মাদ (স)-এর সম্মুখে পাঠ করা হতো, বর্ণে বর্ণে তাঁকে শোনানো হতো। তখন সাহাবীদের পঠিত কুরআনের কোথাও কোনো ত্রুটি ও ব্যত্যয় হলে তৎক্ষণাৎ তিনি (স) সংশোধন করে দিতেন। এ বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানী মরিস বুকাইলির বক্তব্য নিম্নরূপ–

"আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে মক্কার সন্নিকটে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রধান স্বর্গীয় দূত (জিবরাইল ফেরেশ্‌তা) মারফত মুহাম্মাদ (স) প্রথমবারের মতো স্বর্গীয় বাণী (অহী) প্রাপ্ত হন। প্রথম ওহী প্রাপ্তির খানিক বিরতি পর একাধারে প্রায় বিশ বছর তিনি (ক্রমান্বয়ে) স্বর্গীয় বাণী পেতে থাকেন। এ স্বর্গীয় বার্তা মুহাম্মাদের জীবদ্দশায় কেবল সংকেতলিপির মাধ্যমেই সংরক্ষণই করা হতো না, বরং তাকে পাঠ করে শোনানো হতো। তাঁকে কেন্দ্র করে আসা লোকজন, তাঁর সঙ্গী-সাথীবর্গ তা মুখস্থ করতেন এবং পরবর্তীকালে আগত তাদের অনুগামী ও অনুসারীরা তা প্রতিলিপি ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর তিরোধানের পর (অর্থাৎ, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) বিভিন্ন অংশ জমা ও একত্র করে গ্রন্থাকারে রূপ দেয়া হয়, যা বর্তমানে কুরআন নামে অভিহিত। এতে মানুষের সংযোজন ও বিয়োজনের কোনো রকমের সম্ভাবনা ছাড়া কেবল আল্লাহর বাণীই গ্রথিত ও সংরক্ষিত আছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, প্রথম শতাব্দীর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি আজকের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিকে এক ও অভিন্নরূপে প্রামাণিত করছে।

"আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিহ্বল ও বিকল হয়ে যায় যখন আমরা দেখি কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ের সন্নিবেশিত তথ্য আজকের বিজ্ঞানলব্ধ নিত্যনতুন তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে অবিকল মিলপূর্ণ। এ পর্যালোচনার আলোকে অনুমিত হয় যে, যারা কুরআনকে মুহাম্মাদ রচিত গ্রন্থ বলে উড়িয়ে দিতে চায়, তাদের যুক্তি সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য। নিরক্ষর এক লোক গোটা আরবি সাহিত্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থকার কীভাবে হতে পারে?"[৬৪৬]

চিকিৎসাবিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি মুহাম্মাদ (স)-এর বাণীর সঙ্গে হযরত ঈসা (আ.) (যিশুখ্রিস্ট)-এর বাণীর তুলনা দেখিয়ে বলেন, হাদীস নামে খ্যাত হযরত মুহাম্মদের বাণী তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতক পরে লিপিবদ্ধ করা হয়। অনুরূপ হযরত ইসার মৃত্যুর কয়েক শতাব্দি পর গসপেল নামে তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়।[৬৪৭]

আলফ্রেড মার্টিন নিজের লেখা *'প্রাচ্যের মহান ধর্মগুরুগণ'* নামক বইয়ে লেখেন, কুরআন রহস্যময় কাহিনী, ঐতিহ্য-ধারা, বিবরণধর্মী কাব্য ও নীতিকথার এক সঞ্চয়ন। তার পর্যালোচনা অনুযায়ী–

> *ছোটো একটি শব্দে উচ্চারিত 'কুরআন' নামক গ্রন্থটি বহু প্রাচীন কাহিনী, পুরাকাহিনী, আখ্যান, বিধিবদ্ধ আইন, নীতি ও অনুশাসন এবং আনুষ্ঠানিক আদেশ-নিষেধের এক বিপুল সম্ভার। এটি এমন এক ঝর্ণাধারা (জ্ঞান-ভাণ্ডার) যাতে মুহাম্মদের মানস মারফত উজাড় করে ঢেলে দেয়া হয়েছে আরব, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিভিন্ন চিন্তাধারা।*[৬৪৮]

প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ মারমাডিউক পিকথল তার *ইসলামিক কালচার* (Islamic Culture) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম স্পেনের দান-অবদানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেন–

> *"একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন বিদ্যার্জনের প্রতি সর্বাধিক উৎসাহ প্রদানপূর্বক প্রকৃতি বিজ্ঞানের গতি সঞ্চার ঘটিয়েছে। যদি আরোহী-নির্ভর সূত্র বা গতিসঞ্চার পদ্ধতিকে কৃতিত্ব দেয়া হয়ে থাকে, যেমন অনেক বিজ্ঞানী বলে থাকেন; কারণ এ পদ্ধতির কাছে সকল আধুনিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঋণী; তাহলে বলতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি অগ্রগতির সমূহ কৃতিত্বের অধিকারি আল-কুরআন।"*[৬৪৯]

জে. খ্রিস্টি উইলসন একজন আমেরিকান লেখিয়ে। ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত তাঁর *'ইসলাম পরিচিতি'* (Introducing Islam) নামক বিখ্যাত বইয়ে তিনি কুরআনের শক্তি ও প্রভাব নিয়ে লিখেছেন। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম কিভাবে বিশ্বের বিদ্যমান ধর্মগুলোর মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী অনুসৃত ধর্ম তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনুসারীদের অন্তরে কুরআনের 'আছর' ও প্রভাবের কথা ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।[৬৫০]

আবশ্যিক (ফরজ) ধর্মকর্মে সীমিত সংখ্যক মুসলমানদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে কুরআনের ব্যাপারে কেউ কেউ হয়ত মন্তব্য করতে পারেন যে, এর বিধিবিধান তার অনুসারীদের অধিক ধৈর্য ও ভাবগ্রাহিতার ওপর নির্ভরশীল। কুরআনের পাঠক সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক গ্রন্থকার চার্লস ফ্রান্সিস পটার (১৯৫৫) বলেন–

> *"আল-কুরআন বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। খ্রিস্টানদের বাইবেল হতে পারে সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থ, তবে দুইশ' পঞ্চাশ (২৫০) মিলিয়নের কাছাকাছি লোক কুরআনের দীর্ঘ সূরা ও পারা তাদের জীবনের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ বার করে সেদিন থেকে পাঠ করে থাকে যেদিন থেকে তারা কথা বলতে শিখেছে।"*[৬৫১]

কুরআনে উল্লিখিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও সূত্র এবং বিজ্ঞান জগতে আরবদের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। জননন্দিত অধ্যাপক জনাব এডওয়ার্ড মন্টার তাদের সাধনা ও কৃতিত্বকে

অলৌকিক কর্মরূপে গণ্য করেন। তার দৃষ্টিতে, বর্তমান জাপানিদের ছাড়া আর কাউকে তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উৎকর্ষে ততটুকু কৃতিত্বের দাবিদার রূপে দেখতে পান নি। মন্টার মন্তব্য করেন–

"এটি এমন এক কৃতিত্ব যাকে আরব্য বিজ্ঞানের অলৌকিক কাণ্ড বলতে হয়; যে পদ্ধতিতে কেবল শব্দ-সংকেত ব্যবহার করে তারা অনেক কিছু বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা এজন্যে তাদের কাছে ঋণী, কারণ সেটি এমন এক কৃতিত্বই বটে যার আবিষ্কার ছিল আমাদের দৃষ্টিতে অনেকটা অবিশ্বাস্য। গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুল্য কিছু হতে পারে না। তবে, মেইজি যুগে জাপানিদের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার করতে হয়। তুলনাটি এজন্যে দরকারি যে, উভয় ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল প্রায় একইরূপ। কারণ, তখনকার আরবের বুদ্ধিজীবী মহল ছিল গ্রীক দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত, অনুরূপ জাপানিরা ছিল ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত। উভয়েরই ছিল ইচ্ছা ও আগ্রহ এবং এক ধরনের আধ্যাত্মিক শক্তি, যা দ্বারা অনেক অসাধ্যকে তারা সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাদের না ছিল প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, না ছিল দূরুহকে দুরূহরূপে গণ্য করে ভীত ও শঙ্কিত হওয়ার মতো সময় কিংবা ধৈর্য। তারা কেবল এগিয়েই চলেছিল। বস্তুত, সবকিছুই তখনই সহজ হয়ে যায় যখন কোনো কিছুকে কঠিন ও দুঃসাধ্য মনে করা না হয়।"[৬৫২]

মানুষের প্রতি আল-কুরআন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক অবদান অসামান্য। তবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পরই আরব্য বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। কুরআনের প্রকৃত অলৌকিক বৈজ্ঞানিক প্রবৃদ্ধি মক্কা, মদীনা কিংবা সিরিয়ায় হয়নি, বরং সেটি হয়েছিল বাগদাদে। সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক মন্টার বলেন–

"লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ব পর্যন্ত আরব্য বিজ্ঞানের প্রায় অবিশ্বাস্য উন্নতি ও অগ্রগতির কিছুই সাধিত হয়নি। তখন মহানবী পরকালের ভাবনায় এতই তন্ময়, এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, বিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করার ফুরসতটুকু তাঁর হয়ে ওঠেনি। কিছু অতি আধুনিক কুরআন-প্রেমী লোক কুরআনের মাঝে বৈজ্ঞানিক সূত্র, তথ্য ও তত্ত্ব খোঁজে বেড়ান। তারা একাজটি এভাবে করেন যে, কতিপয় আয়াতের অর্থকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, যা আদৌ বাঞ্ছিত নয় কিংবা মহানবী (স) সেরকম অর্থ করতে চাননি; এযাবৎ কয়েক শতাব্দি কাল অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ এরকম অর্থ আজও কেউ করার দুঃসাহস দেখান নি। নিষ্ঠাবান খলীফাগণও তার (ওই ব্যাখ্যাকার) অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন না। এটি সম্ভব যে, যেসব কেরাণীকে তাঁরা (খলীফাগণ) নিয়োগ দিয়েছিলেন তারা বিজ্ঞানের তুলনায় ব্যবসায় প্রশাসনের সঙ্গে অধিক পরিচিত ছিলেন। ফলে, তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্বকে ধরে রাখার মতো মানসিকতা ও যোগ্যতা অর্জন

করে যেতে পারেন নি। অল্প কথায় বললে, মক্কা মদীনা কিংবা দামেস্কে বিজ্ঞানের তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। বাগদাদে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরব্য রেনেসাঁর অলৌকিকতা প্রকাশিত হয়নি। সেখানে কী ঘটেছিল? আরব্য প্রতিভা ইরানী আদলে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। আরব্য ও পারসিক স্বাতন্ত্র্য ও গুণাগুণ সমান্তরাল হয়ে গিয়েছিল। আরব্য বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল ইসলামের প্রতি বিশ্বাস, আরব্য তেজোদীপ্ততা এবং পারসিক কৌতূহল ও অধুনাতন মনোভব। আরও সহজবোধ্য ভাষায় বলতে গেলে, আরব্য বিজ্ঞানমূলত সেমিটিক প্রতিভা ও চেতনার ফল, যা ছিল ইরানি প্রতিভা ও চেতনা দ্বারা পরিপুষ্ট। একথা হয়ত খুব রূঢ় বাস্তবতার মতো শোনাতে পারে, তবে তখনকার বাগদাদ কেমন ছিল ও তাতে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আংশিক ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে এটি আমাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। মাত্র কয়েক শতাব্দির (খ্রিস্টীয় ৭৫০–৯৫০) মধ্যে ইসলামি শাসকগণ তাদের বহুমাতৃক বিষয়-জ্ঞান ব্যবহার করে (যার অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টীয় কিংবা ইহুদী) গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে স্বীয় আরবি ভাষায় ভাষান্তরিত করে নিয়ে আসেন।"[৬৫৩]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইসলাম ছিল এমন একটি সভ্যতার লালনক্ষেত্র, যা অগ্রগতির মূলনীতিরূপে সর্বদা কাজ করেছে। এর বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অন্যান্য সমাজ ও জনগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে ও ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এটি ছিল অপরাপর অনৈসলামিক সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিকসমূহ উত্তরাধিকার গ্রহণে উন্মুখ। মুসলমানদের কৃতিত্বের অনেকটাই অন্যদের থেকে সংগৃহীত ও চয়নকৃত হলেও তারা এটাকে নিজের সুবিধায় কাজে লাগিয়েছেন এবং তখনকার যুগে সময়োপযোগিতার নজিরবিহীন অধ্যায় সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, শারীরবৃত্ত-বিশারদ, লেখক, বিখ্যাত *Guns, Germs and Steel* নামক পুরস্কারজয়ী পুস্তকের রচয়িতা, অধ্যাপক জারেড ডায়মন্ড *The Fates of Human Societies* (মানব সমাজের ভাগ্যলিপি) (১৯৯৮ ইংরেজিতে প্রকাশিত) লেখেন–

"মধ্যযুগীয় ইসলাম ছিল প্রযুক্তিগত দিক থেকে অগ্রসর এবং আবিষ্কারমুখী। তখনকার ইউরোপের তুলনায় স্বাক্ষরতার হারও ছিল অনেক বেশি। এটি গ্রীক সভ্যতার সর্বোচ্চ মার্গের উত্তরাধিকারকে এমনভাবে হজম করে নিয়েছিল যে, এখনও পর্যন্ত গ্রীক দর্শনের উচ্চমার্গের বহু বইপুস্তক আমাদের কাছে কেবল আরবি কপিগুলোর সূত্রেই পরিচিত। ইসলামি সভ্যতার আবিষ্কার হাওয়াকল, ত্রিকোণমিতি, হাওয়াকলের পাখার সঙ্গে লাগানো বায়ুধারক ব্যবস্থা এবং জলপথে ভ্রমণ। এছাড়াও ধাতুবিদ্যা, বলবিদ্যা, যান্ত্রিকতা, রসায়ন, প্রকৌশল বিদ্যা এবং খনন ও সেচ-ব্যবস্থায়ও তারা বেশ অগ্রগতি সাধন করেছিল। মধ্যযুগে প্রযুক্তির অপ্রতিরোধ্য গতি ও প্রবাহ ছিল ইসলাম থেকে ইউরোপের দিকে, বরং ইউরোপ থেকে ইসলামের দিকে

নয়। (কেননা, তখন ইউরোপ ছিল প্রযুক্তিশূন্য এবং ইসলাম ছিল প্রযুক্তিঋদ্ধ)। এর মাত্র ১৫০০ (পনের শত) বছর পর প্রযুক্তির গতি-প্রবাহের মোড়টা বিপরীতমুখী হয়ে যায়।"[৬৫৪]

কুরআন যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও সূত্রের বর্ণনা দেয়, তাতে হতবিহ্বল হয়ে যেতে হয়। বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক দর্জা রাও কুরআনকে বেশ শ্রদ্ধা ও সমীহ করেন। ১৪০০ বছর পূর্বের কুরআনে বর্ণিত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি অবাক হন। তিনি তার বিস্ময় এভাবে প্রকাশ করেন–

"এটা কল্পনা করাও ভার যে, প্রায় ১৪০০ বছর আগে এধরণের জ্ঞান ও তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল! কিছু বিষয় আপাত দৃষ্টিতে কম সূত্রের বর্ণনার দেয়, কিন্তু সেসব সূত্রের পথ দেখায় যা বর্ণনা করা অত্যন্ত দুরূহ। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি কিছুতেই মানব মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান নয়।"[৬৫৫]

কুরআনের যৌক্তিক অভ্রান্ততা এবং অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তার কারণে অনেকেই কুরআনের শিক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। তারা কুরআনে বুদ্ধিবৃত্তির দিক এবং এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সামঞ্জস্য থাকার দরুন এর প্রতি সন্তুষ্ট। চিকিৎসাবিদ আলি সালমা বেনোইস্ট-এর দৃষ্টিতে, ১৪০০ বছর পূর্বে নাযিলকৃত কুরআনের বিষয়াদির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণরূপে একমত।[৬৫৬]

যিনি ডীন স্টেনরি হিসেবে পরিচিত জনাব আর্থার পেনরিম একজন লেখক ও যাজক ইংরেজ। তিনি ওয়েস্টমিনিস্টারের ডীন। তিনি পবিত্র কুরআনকে অত্যন্ত সমীহ করেন। বাইবেলের সঙ্গে কুরআনকে তুলনা করে তিনি বলেন, কোনো সন্দেহ ছাড়া বলা যায় যে, বাইবেলের তুলনায় কুরআনে জ্ঞান-গম্যিপূর্ণ কথাবার্তা অধিক। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

"সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট মহলের ওপর কুরআনের বিধান যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, বাইবেলের বিধান খ্রিস্টানদের উপর সেরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।"[৬৫৭]

কারেন আর্মস্ট্রং বলেন– "কুরআন নবী মুহাম্মাদের জীবনীগ্রন্থ নয়; এটি বরং আদি ইসলামের ইতিহাস। কুরআন ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, তাঁর বাণীবাহককে নয়। এটি অবশ্য ইসলামের প্রাথমিক যুগের কাহিনীও বর্ণনা করে।"[৬৫৮]

কুরআনের অলৌকিকত্ব

ভেসিয়া ভেইগ্লারি ইটালির ন্যাপলস ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি আরবি ও ইসলামিয়াতের একজন পথিকৃৎ। আরব ও মুসলিম বিশ্বের প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা, তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের উপর তিনি একাধিক বইপুস্তক রচনা করেছেন। অধ্যাপক ভেইগ্লারি লিখেন, কুরআনের রচনা বা গ্রন্থনার অভ্রান্ততা ও বিষয়বস্তুর নিগূঢ়তা এবং ভেতরকার অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে এটি অনবদ্য ও অবিকৃত আদিগ্রন্থ। প্রাত্যহিক জীবন যাপনের নিয়মবিধিও কুরআনের মধ্যে বর্তমান। এর অনুশাসনগুলো কেবল ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর উপজীব্য বিষয়ের গভীরতা ও বিষয়বস্তুর বিশালতা ও অসীমতা এবং বর্ণনার অবিশ্বাস্য অভ্রান্ততা ও নিখাঁদতা বর্তমান যুগের তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের মানকেও ম্লান করে দিয়েছে। কুরআন রচনার কৃতিত্ব কিছুতেই একজন নিরক্ষর ব্যক্তির হতে পারে না। বরং এর উৎস অবশ্যই হবে কোনো চূড়ান্ত পর্যায়ের মেধা ও প্রতিভাধর সত্ত্বা যিনি মানবীয় সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

> *"এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলতে হয় যে, এর ধরন ও পদ্ধতির অনন্যতা ও ত্রুটিহীনতা ছাড়াও এটি স্বয়ং অভ্রান্ত প্রমাণিত এমনই এক গ্রন্থ যা পাঠকালে কিছুমাত্রও ক্লান্তি বা অবসাদের সম্মুখীন হতে হয় না। এর অন্যান্য বিষয়বস্তুর মাঝে অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণীর সংকেত আমরা দেখতে পাই। এমনও কিছু বিষয় দেখতে পাই যা বহু শতাব্দিকাল পূর্বে সংঘটিত হলেও সাধারণত (ইতিহাসে) তা উপেক্ষিত। এখানে বারংবার প্রাকৃতিক বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ধর্মবিষয়ক ও ইহজাগতিক অনেক বিষয়ের সহজ সমাধান বাতলে দেয়া হয়েছে। আমরা তাতে দেখতে পাই এমন বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার যা মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ মেধাবী লোকেরও সাধ্যের ঊর্ধ্বে, সেরা দার্শনিকের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত এবং সবচেয়ে শক্তিধর রাজনীতিকেরও ক্ষমতার অতীত। এতসব কারণে বলতে হয় যে, কুরআন এমন কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির সৃষ্টিকর্ম হতে পারে না, যিনি তাঁর গোটা জীবন অতিবাহিতো করেছেন অসভ্য সমাজের লোকদের সাথে যারা ছিল বিদ্যা-শিক্ষা ও ধর্মকর্ম থেকে যোজন যোজন দূরে। সুতরাং যিনি সর্বদা দাবি করে আসছিলেন যে, তিনি তাদেরই মতো এক সাধারণ বর্ণজ্ঞানহীন লোক এবং কোনো অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটাতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ যতক্ষণ না সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত না হন। কুরআনের উৎস কেবল সে সত্ত্বা যাঁর জ্ঞান-গম্যি আকাশ ও ভূমিতে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত।"*[৬৫৭]

নবী মুহাম্মাদ (স) কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণের উদ্দেশে লোকজনকে আহ্বান জানাতেন। ভাষা ও শৈল্পিক সুষমার প্রমাণস্বরূপ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান তো স্বয়ং কুরআনেই বিদ্যমান। এর ভাষা, ছন্দোবদ্ধতা এবং প্রকাশভঙ্গিগুলো এমনই কৃতিত্বপূর্ণ সৃষ্টিকর্ম স্বয়ং অমুসলিমরাও যার প্রশংসা করতে বাধ্য। এর পঙ্ক্তি ও প্রকাশভঙ্গির বিশালতা এবং উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব সর্বোচ্চ উচ্চমার্গের এবং অসংখ্য অমুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক সুসমর্থিত।

বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত পোল ক্যাসানোভা তার 'ফ্রান্সের মহাবিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক' নামক প্রবন্ধে নবী মুহাম্মাদ (স) নিজের নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ কিছু অলৌকিক কর্ম প্রদর্শনের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর কিভাবে প্রদান করতেন তা উল্লেখ করে বলেন–

> *"যখনই নবী মুহাম্মাদকে তাঁর মিশনের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কোনো মুজিযা (অলৌকিক কর্ম) প্রদর্শনের প্রস্তাব করা হতো, তৎক্ষণাৎ তিনি পবিত্র কুরআনের অনুপম চমৎকার কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে এর স্বর্গীয় অভ্রান্ততার নজির পেশ করতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তখন চরম বিদ্বেষী ও ভীষণ শত্রুভাবাপন্ন একটি জাতির ধর্মান্তর অপেক্ষা কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কুরআনের অলৌকিক মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে স্বভাবজাত সংশয়বাদিরা এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সুপরিকল্পিত ব্যঞ্জনা ও দ্যুতনাসমৃদ্ধ আল-কুরআনের শব্দাংশগুলো এক অপূর্ব ছন্দোবদ্ধতার তালে গ্রথিত।"*[৬৬০]

ওয়াশিংটন আরভিং বলেন, নবী মুহাম্মাদ কুরআন ভিন্ন অলৌকিক কিছু প্রদর্শনের দাবি কখনো করেন নি। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

> *"তাঁর দিকে সম্পর্কিত অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলো গোঁড়া মুসলমানদের মনগড়া বানোয়াট কাহিনী মাত্র। তিনি কুরআন ব্যতীত সকল মুজিযাকে বারবার প্রত্যাখ্যান করে গেছেন। তার প্রতি নাযিলকৃত কুরআনের অনুপম কৃতিত্ব এবং যে পন্থায় এটি তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এটাকেই তিনি সবচেয়ে বড় অলৌকিক কর্ম (শ্রেষ্ঠ মুজিযা) রূপে আখ্যায়িত করেছেন।"*[৬৬১]

মুহাম্মাদ (স)-এর নিরক্ষরতা বিষয়টি চিন্তাবিদ ও ভাবুক শ্রেণির মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি যে সমাজে বসবাস করছিলেন তা ছিল সব ধরনের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে। এ বিবেচনায় তিনি যা করতে সক্ষম ছিলেন তা তো তুচ্ছ ও অতিনগণ্য হওয়ারই কথা। স্যার থমাস কার্লাইল বলেন–

> *"আরও একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমরা কখনও বিস্মৃত হতে পারব না। তা এই যে, তাঁর (মুহাম্মদের (স) কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা-শিক্ষা ছিল না। আমাদের ধারণায়, যে বিদ্যালয়ে পড়েনি, সে কিছুই শিখেনি। তখন আরব দেশে লেখার চর্চা কেবল শুরু হয়েছিল। এতে এ সিদ্ধান্তই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ লেখালেখি আদৌ জানতেন না, তাই লিখতে পারতেন না। মরুপ্রান্তরের*

অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর বিদ্যার পুঁজি। এ মহাবিশ্বের যা কিছু নিজ চোখে তিনি অবলোকন করতেন কিংবা নিজ চিন্তালোকে ভাবতেন, এর অপেক্ষা বেশি কিছু জানার তার কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, বইপুস্তক মারফত শেখার মতো কোনো পরিবেশও তখন ছিল না। মরুভূমিতে বিচরণকালে নিজ চোখে যা দেখতেন কিংবা নিজ কানে যা শোনতেন, এর বেশি কিছু তিনি করতে জানতেন না। তাঁর সম্মুখে কিংবা বিশ্বের অন্য কোনো দূর স্থানে যে জ্ঞান ছিল, সেটুকুরও প্রয়োজন তাঁর ছিল না। তিনি মানুষের থেকে যতটুকু দূরে অবস্থান করতেন, তাতে অন্যের থেকে নেবার মতো খুব একটা সুযোগও তাঁর হতো না। অনেক সময় (হেরার গিরিগুহায়) গভীর ধ্যানমগ্ন থাকতেন, ফলে, অন্যরা তাঁর পবিত্র আত্মা ও সত্তার সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারত না। তখন তাঁকে নিজ চিন্তা ও প্রকৃতির সঙ্গে একাকী বসবাস করতে হয়েছিল।"[৬৬২]

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স) সংশ্লিষ্ট তথ্যসূত্রগুলো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। পৃথিবীর অন্য যে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় তাঁর জীবনবৃত্তান্ত জানার উৎস ও বেশি এবং তা অধিক যত্নসহকারে সংরক্ষিত। তাঁর জীবনের কোনো একটি অধ্যায়, ঘটনা কিংবা কীর্তি অস্পষ্ট নয়। বস্তুত তাঁর জীবনের মূল্যায়ন আমাদের উপজীব্য নয় বিধায় সে দিকে এ মুহূর্তে অগ্রসর হচ্ছি নে। তবে, জীবন-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাব, চরিত্র ও জীবন-চরিত অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। ব্রিটিশ আর্মি অফিসার এবং একই সঙ্গে বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক জনাব রোনাল্ড ভিক্টর কার্টনে বডলির মতে−

"আমাদের নিকট মুসা, কনফুসিয়াস কিংবা বুদ্ধের সময়কার কোনো দলিল কিংবা প্রমাণপঞ্জি নেই। আমি যিশুখ্রিস্টের জীবনের সামান্য খণ্ডচিত্র অবগত, অথচ মাত্র ত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে মুহাম্মদের জীবনচিত্র চূড়ান্তরূপ লাভ করল, ফলে উক্ত মনীষী ত্রয়কে তিনি আপন কৃতিত্ব বলে ছাড়িয়ে গেলেন। মুহাম্মদের জীবনি চূড়ান্ত পরিষ্কার। কোনো ধরনের অস্পষ্টতা ও রহস্যভেদ ব্যতিরেকে ইতিহাস আমাদের সামনে আছে। আমরা আমাদের নিকটবর্তী যুগের লোকজনকে যেভাবে চিনি, মুহাম্মদকে ঠিক সেভাবেই চিনি। তাঁর বাহ্যিক কীর্তি, তাঁর যৌবনকাল, তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র অবিশ্বাস্য কিংবদন্তিতুল্য নয় আবার গুজবও নয়। তাঁর ব্যক্তিগত কীর্তি এবং নবুয়াত পরবর্তী যুগের ইতিহাস কোনো অস্পষ্টভাষী ব্যক্তি দ্বারা অস্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়নি। আমাদের কাছে রয়েছে তাঁর সমসাময়িক কালের গ্রন্থ আল-কুরআন, যা তার মৌলিকত্ব ও সংরক্ষণের দিক থেকে সম্পূর্ণ আসল ও অনন্য, যার অভ্রান্ততার ব্যাপারে আজও পর্যন্ত কেউ সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি। এ বইটি আল-কুরআন যা আজও পর্যন্ত সেরকমই অবিকৃত ও অনবদ্যরূপে সংরক্ষিত আছে যেমনিভাবে তা সংরক্ষিত ছিল মুহাম্মদের যুগে নিজের তত্ত্বাবধানে।"[৬৬৩]

কুরআন আদি ও আসল গ্রন্থ

ভারতীয় লেখক বসন্ত কুমার বোস (১৮৩১) দৃষ্টিতে, ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মৌলিকত্বের অনন্যতার একটি দিক হচ্ছে তার নির্ভরযোগ্যতা এবং রহিতো হওয়ার কিংবা যে কোনো ধরনের বিকৃতির অনুপস্থিতি। একটি অভিনব বিষয় হচ্ছে তার সাহিত্যিক নৈপুণ্য, অবশ্যই যার সূচনা হয়েছিল একজন নিরক্ষর নবীর মাধ্যমে–

> *"অতএব, কোনো জালিয়াতি ও অন্যায় বিকৃতির সুযোগ কুরআনে নেই। এগুণটি অতীতের সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে কুরআনকে বিশিষ্টতার স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। এটি চূড়ান্ত বিস্ময়ক কথা যে, একজন বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি তখনকার ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনা করেছিলেন!"*[৬৬৪]

ওয়াশিংন আরভিং কুরআনের মূল বিষয়বস্তুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ডক্টর স্টেনগাস ও গোওথের কথার সঙ্গে তিনিও সম্পূর্ণ একমত। তিনি বলেন–

> *"কুরআনে আছে নিখাঁদ ও উঁচু মানের সূক্ষ্ম অনুশাসন, যেজন্য ডক্টর স্টেনগাস মন্তব্য করেছিলেন– 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ', আর গোওথের ভাষায় যা আকৃষ্ট করে, বিস্মিত করে এবং আমাদের মনে চরম শ্রদ্ধা জাগ্রত করে।"*[৬৬৫]

কুরআন অপরিবর্তিত ও অবিকৃত, এ কথাটি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কীর্তি ও বিস্ময়গুলোর অন্যতম। ইব্রাহীমি ধর্ম থেকে উৎসারিত অন্যান্য ধর্মের মত নয়, বরং ইসলাম স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধর্ম। আরবি ভাষায় যে জাগরণধর্মী আবেদন নিয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে, সেটি কুরআনের চমকপ্রদ গুণগুলোর একটি। আর ভি সি বডলে মন্তব্য করেন–

> *"তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, সুদীর্ঘ ১২ শ' বছর পূর্বের কুরআন আজও পর্যন্ত আদি রচনা অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ধর্মের কোনো কিছুই এর সঙ্গে তুলনাযোগ্য হতে পারে না।"*[৬৬৬]

বডলে আরও বলেন–

> *"যে কখনও কোনো আরবের কণ্ঠে পঠিত সুমধুর স্বরে উচ্চারিত কুরআন কিংবা মসজিদের মিনারা হতে আগত আযানের মধুরধ্বনি শোনেনি, তাকে বুঝানো অসম্ভব যে, ফরাসি, ইংলিশ কিংবা জার্মান ভাষায় রচিত পুস্তকে কী অপূর্ণতাটা রয়ে গেছে। এটি যেন অন্য কোনো ভাষায় শেক্সপিয়ার কিংবা ইটালীয় ভাষায় ওয়াগনার।"*[৬৬৭]

এটি স্বর্গীয়

ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে এটি যুগোপযুগী ও কালের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মুসলমানদের একটি তাড়না ছিল তারা যা করে তার চেয়ে বেশি জানবে, জ্ঞান ও অন্তর্নিহিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করবে। এ নজির কেবল তাদের ধর্মেই বিদ্যমান, যা তার অনুসারীদের ভাবুক ও চিন্তাশীল হতে শেখায়। এ উক্তির সঙ্গে ম্যাগসাই হ্যামিলটন লিটল একমত। তিনি মনে করেন ইসলাম জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করে। পৃথিবীর বুকে সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্ট মাখুলক। এটাকে কাজে লাগাতে হলে মানুষকে সময় ও বয়স নির্বিশেষে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হতে হবে।[৬৬৮]

ম্যাগসাই আরও বলেন– "জ্ঞানার্জনের বদৌলতে মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখায় কৃতিত্বের দাবিদার। ইসলামের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দান অবদানের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, নবী মুহাম্মাদের (স) বার্তা অনুসরণের পরপরই বিভিন্ন ধরনের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মুসলমানদের কৃতিত্ব, শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি, বিজ্ঞান, গণিত এবং সাহিত্য দেশের সীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। নবী মুহাম্মাদের বাণী মুসলমানদের জ্ঞানার্জনে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং এখনও তা মানুষের অন্তরে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তা অনুপ্রেরণা যুগাতে থাকবে। পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের শিক্ষা নবী মুহাম্মদের (স) বার্তা বহন করে চলেছে।[৬৬৯]

হ্যামিলটন দাবি করেন, "কুরআনের প্রভাব ও উপযোগিতা কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রভাব অবশ্যই ভাষাবিজ্ঞান, যেমনিভাবে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাগরণের সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর কালাম, এর চেতনা ও প্রেরণা এবং তেজ ও ক্ষমতা ভাষার উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছে, ব্যাকরণ ও শব্দপ্রকরণ বিদ্যারও জন্ম দিয়েছে। নবী (স)-এর তিরোধানের পর কুরআনের অধ্যয়ন আরবি ভাষাকে আরব্য সীমা অতিক্রমপূর্বক অনেক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নিয়ে পৌঁছিয়েছে। এতে পারসিক (ফার্সি), উর্দু, তুর্কি এবং ইন্দোনেশিয়ান প্রভৃতি ভাষাগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।"[৬৭০]

লিউনবার্গের ডিউক, বিসমার্কের যুবরাজ অটো এডুয়ার্ড লেপল্ড ছিলেন একজন রক্ষণশীল জার্মান রাজনীতিজ্ঞ ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত নিজের বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়াদির নেতৃত্ব দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কুরআনের প্রতি অনেক লোককে যে বিষয়টি আকৃষ্ট ও মন্ত্রমুগ্ধ করে, তা হচ্ছে এর আদি মৌলিকত্ব, অন্যান্য

ধর্মগ্রন্থের মতো কুরআন নয়, এটি এখনও পর্যন্ত অবিমিশ্র, অবিকৃত, অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এর ঠিক নাযিল হওয়ার সময় থেকে নিয়ে। শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রভৃতিসমৃদ্ধ এ কুরআন রচনার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন–

> *"আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান আসমানী ও ধর্মীয় সবকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। এর মধ্যে সৃষ্ট সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে কোনো একটিতেও এমন প্রজ্ঞান পাই নি যা মানুষের সুখ, কল্যাণ ও উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে। তবে মুহাম্মাদের আল-কুরআনকে অপরাপর সবক'টি গ্রন্থের তুলনায় শ্রেষ্ঠ পেয়েছি। কুরআনের প্রতিটি শব্দে আমি স্বর্গীয় জ্ঞান পেয়েছি। এরূপ চমৎকার বাণী কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। যারা কুরআনকে মুহাম্মাদের বাণী বলে দাবি করে, তারা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করছে। অন্য কথায়, এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী (মুহাম্মদের বাণী বা রচনা নয়)।"*[৬৭১]

স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ইতিহাসবিদ এইচ এ আর গিব বলেন, "প্রায়ই প্রাচ্যবিদদের সাহিত্যে দাবি করা হতো যে, কুরআন রচনার কৃতিত্ব মুহাম্মাদের। তবে কুরআনের মতো উচ্চাঙ্গের, এমনকি দূরতম মিলপূর্ণ কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করতে অক্ষমতার বিষয়টি একথাই প্রমাণিত করল যে, এটি অলৌকিক। স্যার গিব তাদের বিপরীত মতো পোষণ করেন যারা বলে কুরআন মুহাম্মাদ প্রণীত গ্রন্থ। তিনি তাদের কুরআনের ন্যায় মাত্র দশটি আয়াত রচনা করতে চ্যালেঞ্জ করেছেন, এবং বলেছেন যে, যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, এটি একটি বিস্ময়কর অলৌকিক গ্রন্থ।"[৬৭২]

গোথ যুক্তির আলোকে বুঝাতে চান যে, কুরআন সাধারণ কোনো গ্রন্থ নয়। বরং এটি একটি আসমানী গ্রন্থ:

> *"তিনি একজন নবী, তিনি কবি নন। কাজেই তাঁর কুরআনকে আসমানী গ্রন্থ বলতে হবে। এটি মানব-রচিত কোনো শিক্ষা কিংবা বিনোদনের পুস্তক নয়।"*[৬৭৩]

ওয়ার্লড্ ফেইথ নামক গ্রন্থে রুথ গ্রান্সটন লেখেন, "ছোটো একটি স্থানের মাঝে কমারি জিনিসের ধারণা পেশ করা অসম্ভব। অনুরূপ অল্প কথায় কুরআনের রকমারি তথ্য ও তত্ত্ব, গভীরতর অর্থ এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যের বিষয়টি অল্প কথায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে আছে বিবাহ ও তালাকের নিয়মবিধি, স্বাস্থ্য, ঋণ ও সম্পত্তিদান প্রভৃতি সবকটি বিষয়। তবে প্রতিটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি উপদেশ বাণীতে মহীয়ান ঈশ্বর এমনভাবে চলাচল করেন যেন একটি সোনালী সুতোর সঙ্গে বাকিগুলো গ্রথিত।"[৬৭৪]

কুরআন তাওহীদ ও একত্ববাদের এ মর্মে স্বীকারোক্তি ও স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, এক আল্লাহর উপাসনা করতে হবে যিনি মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সর্বশক্তিমান, মহামহীম, সর্বদ্রষ্টা, মহান দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ। সৃষ্টির মাঝে তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার আংশিক বিকাশ ঘটে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা মানুষের কল্যাণের জন্যে। কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ই মারমুরা বলেন–

"কুরআন একত্ববাদের একান্ত দৃঢ় উক্তি। এর ঘোষণা হচ্ছে, পৃথিবী এবং এর পৃষ্ঠে যা কিছু আছে, এর স্রষ্টা আল্লাহ যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ। সৃষ্টি তার জ্ঞান, কুদরত ও শক্তিমত্তার বহির্প্রকাশ। এটি তাঁর দান ও অনুকম্পারও বহিঃপ্রকাশ। তিনি বস্তুজগৎ সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যে। মানুষকে আল্লাহর 'নিজ হাতে সৃষ্ট' বলা হয়, যেন সে সৃষ্টির বিস্ময়র প্রতি ক্রিয়াশীল হতে পারে।" [৬৭৫]

কুরআনের স্বর্গীয় উৎস জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেইমস জেনজ স্বীকার করে নিয়ে বলেন, কুরআন ঈশ্বরের এক চমৎকার গ্রন্থ। [৬৭৬]

ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে কুরআন যে অভ্রান্ত তত্ত্ব দিয়েছে তা দেখে অনেকেই কুরআনের স্বর্গীয় উৎসের ব্যাপারে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। জাপানের টোকিও প্লানেটারিয়ামের প্রধান অধ্যাপক ইয়শিডো কোযান বলেন–

"কুরআনকে ঈশ্বরের সত্যিকার বাণী বলে বিশ্বাস করতে আমি কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ, চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে বর্ণিত মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির ব্যাপারে কুরআন প্রদত্ত তথ্যটি হুবহু তাই যা সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানের সুবাদে মানুষ জানতে পেরেছে।" [৬৭৭]

মহানবী (স) যেহেতু সময়ের বিচারে অগ্রসর ছিলেন, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সমর্থন করা হয়ে থাকে, তাই কুরআনের মৌলিকত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল। অধ্যাপক আলফ্রেড ক্রোনার মন্তব্য করেন–

"মহাবিশ্বের অরিজিন ও উপাদানের ব্যাপারে সাধারণ তথ্যও মুহাম্মাদের জানা থাকার কথা ছিল না। জটিল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি খাটিয়ে বিজ্ঞানীরা এ মাত্র ক'বছর পূর্বে তা আবিষ্কার করেছেন।" [৬৭৮]

ভারতীয় লেখক দীপক চোপড়ার তথ্য অনুযায়ী মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর নিকট বেশি করে প্রার্থনা করতেন কেননা, নবী মানবজাতিকে সংস্কার ও সংশোধন করতেন তাদের অন্তরের অন্তরতম অংশে প্রবেশ করে। এটি এমন একটি কৃতিত্ব কেবল তার মতো আল্লাহর পক্ষ

থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই সম্পাদন করা সম্ভব। কুরআন যুগ যুগ ধরে সঙ্গীতের হৃদয়-সঙ্গীতের আদলে মানুষের অন্তর জয় করে নেবে।[৬৭৯]

মার্শাল বি, ব্রুমহল চায়নায় কর্মরত চায়না ইনল্যান্ড মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ব্রিটিশ প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। তিনি লেখকও। তার বক্তব্য মতে–

> *"কুরআন মুহাম্মাদের (স) প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহর সত্যিকার কিতাব। লেখক বলেন, কৃতিত্বপূর্ণ পুস্তক হিসেবে কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শেখন ও শিক্ষণের বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো পুস্তক নেই। সবিস্তারে বর্ণিত এ কুরআন পরম প্রভু মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন।"*[৬৮০]

অধ্যায়-৬

নবীর (স)-এর শিক্ষা ও সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে মর্মে আজকাল অভিযোগ করা হয়। আরও অভিযোগ করা হয়, লোকজনকে তরবারির ভয় দেখিয়ে কিংবা ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিলো এবং নবী মুহাম্মাদ (স) নাকি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব জয় করেছিলেন (চরিত্রবলে নয়) প্রভৃতি। তো এ অভিযোগগুলো কতটুকু সত্য (এবং এর ভিত্তি-ই বা কী) আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তা যাচাই ও পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়াস পাবো।

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই

মহানবী মুহাম্মাদের (স) জীবনবৃত্তান্ত সত্যিকারভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তরবারির বলে নয় বরং নবীর অনুপম ব্যক্তিত্ব, নবীসুলভ বৈশিষ্ট্য, অসাধারণ নিষ্ঠা ও মহান চরিত্রমাধুর্যই বিশ্বময় ইসলাম প্রচারে এবং তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। Right Honourable মাইকেল মীচার (লন্ডন, মার্চ ২০১২) বলেন, বর্তমানে ইসলামের নামে সংঘটিত সন্ত্রাসমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূলত ধর্মের অপব্যাখ্যারই ফলাফল। এ জন্যে নবী মুহাম্মাদ আচরিত ধর্ম ও আদর্শকে দোষারোপ করা নিতান্ত ভুল ও অন্যায়। এ ধরনের ভয়ঙ্কর ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড প্রায়শ ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে, ফুঁসলিয়ে কিংবা অন্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে ঠাণ্ডা মাথায় কারও মাধ্যমে ঘটানো হয়ে থাকে। ধর্মে এর কোনো ভিত্তি নেই, স্থান নেই, হোক তা ইসলাম কিংবা খ্রিস্টবাদ। নবী মুহাম্মাদ (স) ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি; কিংবা সন্ত্রাসবাদের স্বীকৃতিও দেননি। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ও কলুষিত করে জনসমক্ষে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটা কতিপয় ভ্রষ্ট মুসলমানের অপকর্মের ফল। হতে পারে তা অন্যদেরও পরিকল্পিত দুরভিসন্ধি ও দুর্বৃত্তপনা। তবে আমাদের একথাও চিন্তা করতে হবে যে, পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক পরিচালিত মুসলিম বিশ্বে উপর্যুপরি সামরিক হানা ও ঔপনিবেশিক অপতৎপরতাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এরই ফলশ্রুতিতে আজ বহু মুসলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। Right Honourable এমপি মীচারের মতে–

> *"মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শ এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে আদৌ কোনো যোগসূত্র রয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি, মুহাম্মাদ যদি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করতেন তাহলে তিনি প্রচণ্ডভাবে সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করতেন ও অস্বীকৃতি জানাতেন যেমনিভাবে যিশু আবার ফিরে আসলে ইরাক ও আফগানিস্তানের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতেন। আমাদের ধর্ম ও নবীদের ব্যাপারে যা ছড়ানো হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এটা ক্ষমতার লোভে অন্ধ ও মোহাচ্ছন্ন কিছু লোকের দ্বারা পবিত্র ধর্মের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যারই ফল। মুহাম্মাদ সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন যে, জিব্রাইল মারফত আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট সত্য ধর্মের প্রতি লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করুক। তিনি বরং নিজের উম্মতদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। "আমি মনে করি, ইসলাম ধর্মকে বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হিসেবে যে মর্মে প্রচার করা হচ্ছে তা মূলত পশ্চিমা বিশ্ব এবং আমেরিকারই পরিকল্পিত নীল নক্সা। একথা ঠিক যে, কিছু মুসলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে এবং আমরা অবশ্যই তা খারাপ চোখে দেখি। কিন্তু আমরা সে বিষয়টি কি ভেবে দেখেছি যে, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি পশ্চিমাবিশ্ব এযাবৎ কেমন নগ্ন আচরণ করেছে?*

পশ্চিমা তো তাদের অনেক দেশ দখল করে নিয়েছে। দেশগুলোর লোকজনকে দলিত মথিত ও নিগৃহীত করছে, জ্বালিয়ে মারছে, এমনকি তাদের দাসত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা দেখতে পাই ইরাকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)'র চেয়েও বেশি বনী আদমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ছিলো সাধারণ বেসামরিক লোক। তাই এটা অস্বাভাবিক নয় যে, ওসব দেখে অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তুলনায় বরং অধিক সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠছে। সুতরাং, তারা যা করছে তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য মুহাম্মাদ ওসবের সমর্থন বা স্বীকৃতি দিয়ে যাননি।"[৬৮১]

মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্র আছে কিনা এমন প্রশ্ন করলে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক গবেষক ও বিশ্লেষক ব্যক্তিগত গল্প ও অভিজ্ঞতার কাহিনী উল্লেখ করে প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। অথচ একথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বাহ্যত ইসলামের নামে ঘটানো হয়ে থাকে এবং সেসঙ্গে একথাও স্বীকৃতিদানের চেষ্টা করা হয় যে, ওসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া নবী মুহাম্মাদের (স) অধিকাংশ অনুসারীই শান্তিপ্রিয় ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ বিষয়ে এমপি স্টিফেন টিমস-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

"মুহাম্মাদের ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো ধরনের যোগসূত্র নেই বলে আমি শতভাগ নিশ্চিত। অবশ্য দুই বছর আগে জনৈক যুবতী কর্তৃক আমি ছুরিকাহত হয়েছিলোম, যে আমাকে বলেছিলো যে, ধর্মের কারণে সে তা করেছে। এ ঘটনার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত শত চিঠিপত্র ও ক্ষুদেবার্তা আমার কাছে আসতে থাকে যাতে উল্লেখ ছিলো যে, তারা আমার আশু আরোগ্যলাভের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। তাই আমি মনে করি সেই যুবতী নারীর তুলনায় প্রার্থনাকারী লোকেরা তাদের নবীর ধর্ম ও আদর্শে অধিক আদর্শবান। তবে একথাও সত্য যে, কিছু লোক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায় এই বিশ্বাসে যে, এটা তাদের ধর্মের শিক্ষা। এটা নেহাত করুণ ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।"[৬৮২]

সন্ত্রাসবাদের উৎস ধর্ম নয়, তা কখনো হতেও পারে না। ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই সন্ত্রাস ও সহিংসতার সঙ্গে। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে মর্মে লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টারস্থ আন্তঃধর্মীয় দলের পরিচালক শ্রদ্ধেয় জন ডাল ডিন মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ–

"না, কোনো যোগসূত্র নেই...। সন্ত্রাসবাদের রয়েছে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক শিকড় ও ভিত্তি। আমি ইসলামের মূলভিত্তি এবং তথাকথিত মুসলিম তকমাধারী সন্ত্রাসীদের মাঝে স্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। এক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা হয় না। মুসলমানদের ভাবী-সন্ত্রাসী বলে আমি মনে করি না।"[৬৮৩]

ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক জনাব জন কল্টনার দাবি করেন যে, অনেক অমুসলিম মনে করেন যে, ইসলাম প্রচারিত হয়েছিলো উগ্রতা ও বেআইনী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, তা কিন্তু সত্য নয়। কারণ, জোরপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণকে ইসলাম ধর্ম সমর্থনই করে না। এ বিষয়ক কুরআনের একটি শ্লোক (আয়াত) রয়েছে– "ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নেই।" কল্টনার বলেন, অতীতে মুসলমানেরা কোনো ভূখণ্ড দখল করলে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ দিতেন, তাতে ধর্মের প্রতি আহ্বানও অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[৬৮৪]

লর্ড হেডলি দাবি করেন যে, পবিত্র কুরআনে ইসলামকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে ইসলামকে সহিংসতার ধর্ম আদৌ বলা যায় না। তার ভাষ্যমতে–

> *"ধর্মের প্রতি প্রকৃত অনুরাগী মুসলমানেরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কখনো কোনো উগ্রপন্থা অবলম্বন করেন নি। উস্কানি দেয়া ও বিদ্রোহ করা কুরআনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই' হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসেরই অনুষঙ্গ।"*[৬৮৫]

সাবেক সাংসদ শ্রদ্ধেয় টনি বেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, সন্ত্রাসবাদ ও নবী মুহাম্মাদের (স) শিক্ষার মাঝে কোনো সম্পর্ক-সূত্র নেই। তার মন্তব্য নিম্নরূপ–

> *" ---- না। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায় একদল লোক। অতঃপর ধর্মের শিক্ষা বলে তারা তা চালিয়ে দিতে চায়। তারা নিজেরা ওসব অপকর্মের দায়িত্বভার নিতে চায় না, বরং ধর্মের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিতে চায়। আর সন্ত্রাসবাদ ইসলামের হাতিয়ার ছিলো বলে আমি মনে করি না। কেননা, এটা ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার মাত্র।"*[৬৮৬]

পূর্ব লন্ডনস্থ শিখ মন্দিরেরও মন্তব্য অনুরূপ। তারা মনে করেন যে, সন্ত্রাসবাদ ও মুহাম্মাদের ধর্মের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। মন্দিরের জনৈক মুখপাত্র বলেন–

> *"সন্ত্রাসবাদ ও মুহাম্মাদের ধর্মের মাঝে কোনো যোগসূত্র নেই। মূলত ক্ষমতা প্রদর্শনের লক্ষ্যেই লোকেরা ত্রাসের সৃষ্টি করে। জিহাদ মানে অহম হননঃ আতম্ভরিতার বিলোপসাধন।"*[৬৮৭]

স্কুলশিক্ষক ভবিন টেইলরের মতো কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, সন্ত্রাস ও ধর্ম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কিংবা সূত্রবদ্ধ কোনো পরিভাষা নয়। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। তার ভাষ্য নিম্নরূপ–

> *"মুহাম্মাদের শিক্ষা থেকে আমি যা জানতে পেরেছি তা এই যে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞানের নিরিখে বলতে চাই যে, এই তো কিছুকাল পূর্বেও ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো প্রাসঙ্গিকতাই ছিলো না। বর্তমানে রয়েছে আমাদের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ। কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর পরই লোকজন সেটাকে মনে করে ধর্ম*

ইসলামী মৌলবাদ কিংবা খ্রিস্টীয় মৌলবাদ। সুতরাং আমার জ্ঞানের আলোকে বলতে চাই যে, মুহাম্মাদের জীবনবৃত্তান্ত আমি পড়ে দেখেছি যে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"[৬৮৮]

এ বিষয়ে অনিতা রায়ের যুক্তি অত্যন্ত ধারালো, একান্ত প্রাসঙ্গিক। অনিতা রায় বলেন–

"একদা মুহাম্মাদের গোত্র ও হাওয়াজিন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন মুহাম্মাদের বয়স ছিলো বিশ বছর। তিনি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। লেখক অনিতা রায় মনে করেন যে, নবী মুহাম্মাদ স্বভাবগতভাবেই সহিংসতাকে অপছন্দ করতেন।"[৬৮৯]

মুহাম্মাদের শিক্ষাকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে বিজড়িত করার বিষয়টিকে এমপি ড্যাভিড অ্যামস স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করেন, যে কোনো ধর্মের নামে সংঘটিত সহিংসতাকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া যায় না। এটা যেন বিশ্বাস হরণ করে এনে ইসলামের নবী মুহাম্মাদের ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়ারই নামান্তর। অথচ এর সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। তার অভিব্যক্তি এই–

> *"আমি কোনো যোগসূত্র আছে বলে মনে করি না। বিষয়টি ভেবে আমি বিস্মিত হই যে, কিভাবে এ দলগুলো তাঁর (মুহাম্মাদের (স)) শিক্ষাকে হরণ করে নিয়ে সন্ত্রাসী বনে গেল। আমি একজন ক্যাথলিক হিসেবে আপনাকে বলছি যে, বিষয়টি যেন এরকম যে, আমি ঈশ্বরের শিক্ষার মাঝে একথাটি বুঝে ওঠতে পারি না যে কিভাবে ক্যাথলিক আই আর এ এ মর্মে সহিংসতার সিদ্ধান্ত নিল যে, লোকজনকে হত্যা করে তারা একটি দেশ দখল করবে। আমি যা বলতে চাই, মূলত নবী মুহাম্মাদের শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনোই সম্পর্ক নেই"*[৬৯০]

মাইক স্টাইগেল মতে, মুহাম্মাদের ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইসলামের নামে যেসব সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে তা মূলত সেবা নয় বরং ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের অনিষ্টসাধন। তার মতে–

> *"ইসলাম আর সন্ত্রাসবাদ দুই মেরুর দুটি বিষয়। আমি ইসলামকে অধ্যয়ন করে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে শান্তির ধর্ম। যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয় তারা মারাত্মকভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা করছে। ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানধারী লোকও তাদের সত্যিকার মুসলমান বলে মনে করে না। আমি মনে করি না যে, ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানধারী কেউ বিশ্বাস করবে যে, সন্ত্রাসবাদীরা প্রকৃত মুসলিম আর এটাই ইসলামের শিক্ষা।"*[৬৯১]

নবী মুহাম্মাদের (স) বার্তা ছিলো সর্বব্যাপী ও কালজয়ী। তাঁর ধর্মে পরধর্মের প্রতি কীরূপ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হয় তাও আবশ্যিকভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কাজেই ইসলামের

লক্ষ্য-উদ্দেশের সাথে সন্ত্রাসের কোনো মিল নেই। এ বিষয়ক ইস্ট লন্ডনস্থ গির্জার জনৈক খ্রিস্টান পাদরির মন্তব্য হচ্ছে–

> *"আমি নবী মুহাম্মাদ সম্পর্কে যতদূর জানি, তাঁর শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। কাজেই ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসের আদৌ কোনো যোগসূত্র নেই। তাঁর বাণী ও বার্তা মূলত ধর্মগুলোর পরিমার্জিত অভিন্নরূপ, যদিও তা বিভিন্ন নামে প্রবর্তিত। তাঁর কাছে সেগুলো সত্য পথ হিসেবে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে, তবুও তা গৃহীত। আমার দৃষ্টিতে মানুষের খারাপ প্রকৃতির কারণেই সন্ত্রাস ঘটছে। তাই আমাকে আমার মতো করে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।"* [৬৯২]

বর্তমান তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রকৃত ধর্মাদর্শের বিকৃত চেহারা এবং অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের অপব্যবহার, যা মূলত ধর্মের মৌল নীতির লঙ্ঘন করেই ঘটানো হয়ে থাকে। Right Honourable কর্বিন বলেন–

> *"ওসবের একটিও না। যারা কোনো ধর্মকে আশ্রয় করে সন্ত্রাসবাদ চর্চা করতে চায় তারা ধর্মের মূলনীতিই লঙ্ঘন করছে। খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপারেও আমার অনুরূপ অভিব্যক্তি।"* [৬৯৩]

মুষ্টিমেয় কতিপয় লেখক ও প্রচারকের অপতৎপরতার দরুণ খ্রিস্টান জগতে ইসলাম ফবিয়া বিরাজ করছে। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলতে লোকদের মাঝে তারা ইসলাম বিষয়ক আতঙ্ক ছড়ায়। তারা লোকজনকে একথাই বুঝাতে চেষ্টা করে যে, বিশ্বে যতসব সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড, সহিংস দুর্ঘটনা ঘটছে, তা মুসলমানদেরই কারসাজি। তাদের ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকে অবশ্য এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। তারা মনে করেন যে, মুহাম্মাদের শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নেই। বস্তুত অন্যান্য ধর্ম, যেমন খ্রিস্ট ধর্ম প্রভৃতির মতো ইসলামও শান্তি ও সহনশীলতার ধর্ম। ধর্মগুলো বর্তমানে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে যা (যে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা) জীবিত থাকলে না মুহাম্মাদ সমর্থন করতেন, না যিশু খ্রিস্ট মেনে নিতেন। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিংবা ইসলাম ধর্মই সন্ত্রাসবাদকে লালন করে মর্মে যে ধারণার অপপ্রচার ঘটেছে তা মূলত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পশ্চিমা রাষ্ট্র ও তাদের তথাকথিত বিশ্লেষকদের কারসাজি মাত্র। সন্ত্রাসবাদের আখ্যা এবং তার নেপথ্য উদ্দেশ্য সবিশেষ বিবেচ্য। এক্ষেত্রে কয়েকটি পশ্চিমা দেশের পররাষ্ট্রীয় নীতিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, তারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের জন্যে কেবল মুসলমানদেরকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে দোষী সাব্যস্ত করছে এবং এই অজুহাতে তাদের উৎপীড়ন করে চলেছে। এটা যদিও সরাসরি হত্যামূলক কর্মকাণ্ড নয়, তা সত্ত্বেও এথেকে এমন জরুরি কিছু তথ্য ও উপাত্ত আমরা পাচ্ছি যা সন্ত্রাসবাদের নেপথ্যে তাদের প্রচ্ছন্ন দূরভিসন্ধির ইঙ্গিতই বহন করছে। তাছাড়া, (নবীর চরিত্র পর্যালোচনা পূর্বক) এ বিষয়টিও পর্যালোচিত হয়েছে যে, নবী মুহাম্মাদ (স) ওসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড মনে করতেন এবং এমন নৃশংসতাকে তিনি কিছুতেই সমর্থন করতেন না।

ডক্টর জুলিয়ান ফুলব্রুকের কথা উদ্ধৃত করছি। তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে London Borough of Camden-এর কাউন্সিলর, একটি প্রাইমারি স্কুলের গভর্নর, ইউনিভার্সিটি অভ লন্ডনের স্কুল অভ ইকোনোমিক্সের Graduate Studies-এর ডীন এবং Camden-এর প্রাক্তন মেয়র। তিনি বিধান সভার সভাধ্যক্ষ, শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান এবং সমাজসেবা বিভাগের প্রধানের পদ ছাড়াও আরও অনেক পদমর্যাদার অধিকারি ছিলেন। এই মনীষী মনে করেন, কারও অধিকার খর্ব করা কিংবা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা তাকে হতাশা ও এমন কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিতে পারে যাকে আমরা সন্ত্রাসী (কর্ম) বলে আখ্যায়িত করি। ফুলব্রুকের ভাষায় (ফেব্রুয়ারি, ২০১২)–

> *"নির্যাতিত মানুষের ক্ষোভের বহির্প্রকাশই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ।"* [৬৯৪]

বর্তমানে বহুলোক বিশ্বাস করেন যে, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে নবী মুহাম্মাদের (স) শিক্ষার যোগসূত্র রয়েছে। এর বিপরীতে আনীত অভিযোগগুলো তারা উড়িয়ে দেন। অথচ অনেক মুসলমান তাদেরকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে বার বার আহ্বান করা সত্ত্বেও তারা এদিকে ভ্রূক্ষেপ করছেন না। তবে আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাজ হতে পারে না। এ বিষয়ে কাউন্সিলার ফুলব্রুক আরও বলেন–

> *"সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো মিল আমি খুঁজে পাইনি। বরং পেয়েছি এর বিপরীতটা। এজন্যে টনি ব্লেয়ার স্থানীয় বিধান সভার সকল সদস্যের নিকট পবিত্র কুরআনের কপি পাঠিয়েছিলেন। কারণ, তখন বিকৃত রুচির সাংবাদিকদের কাছে ছিলো কিছু জঘন্য ভার্সন, যা বুঝাচ্ছিল যে, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনাচারের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে এমন সব লোকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য যাদের ধর্মীয় কোনো পরিচিতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অবশ্য ধর্মীয় পরিচিতি কারও থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।"* [৬৯৫]

লর্ড নর্ম্যান ল্যামন্ট। (বারন ল্যাম অভ লারউইক)। তিনি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, রক্ষণশীল দলের প্রাক্তন সাংসদ, সরকারি অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান। তিনি বলেন, সন্ত্রাস ও মুহাম্মাদী শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয়। তিনি তাঁর মন্তব্যে জিহাদকে কিভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য নিয়ে কেমন প্রহসন করা হচ্ছে তা উল্লেখ করে বলেন–

> *"ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের তো কোনো সম্পর্ক নেই-ই, আমি বরং দেখতে পাই যে, জিহাদ শব্দটিকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এর অপব্যাখ্যা যত্রতত্র করা হচ্ছে, এবং একে লোকেরা ভুলভাবে বুঝছে। জিহাদের অর্থ হতে পারে দুটি। প্রথমত, ইসলাম যখন আক্রান্ত বা তার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন একে (ইসলামকে) রক্ষার জন্যে পরিচালিত যুদ্ধই হচ্ছে জিহাদ। দ্বিতীয়ত, জিহাদ একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। নিজের রিপুকে জয় করা এবং বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হবার প্রচেষ্টা-সংগ্রামের অপর নাম জিহাদ।"* [৬৯৬]

নবীর স্বভাবসারল্য, তরবারি নয়

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন নবী মুহাম্মাদের (স) একজন ভক্ত ও অনুরক্ত লোক। মুহাম্মাদ (স) আসলেই তরবারির বলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন কিনা এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে তিনি ছিলেন আন্তরিক প্রয়াসী। তার দৃষ্টিতে, মুহাম্মাদকে (স) তাঁর অমায়িক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও সমর্থন পেতে সাহায্য করেছিলো। নবী মুহাম্মাদের (স) ছিলো স্বীয় মিশন ও ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি তা বাস্তবায়নে বিন্দুমাত্রও লক্ষচ্যুত হননি। অতএব, নবী মুহাম্মাদ অন্যকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন এবং সহিংসতার পন্থা অবলম্বন করেছিলেন মর্মে উত্থাপিত অভিযোগ আদৌ ঠিক নয়। তার ভাষ্যমতে—

> *"আমি চেয়েছিলোম পৃথিবীর এমন এক মহামানবকে খুঁজে বের করতে যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী, যার প্রতি লক্ষকোটি প্রাণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় হবে নিবেদিত। আমার চেষ্টা সফল হলো এবং সেই মহাপুরুষকে খুঁজেও পেলাম। তো তিনি আর কেউ নন নবী মুহাম্মাদ (স)। আমি বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, তার এ জনপ্রিয়তার নেপথ্যে কাজ করেছে তরবারি নয় বরং তার অমায়িক চরিত্রমাধুরিই। ফলে তখনকার সময়ে লক্ষ্য কোটি মানুষের অন্তরে ইসলাম অনায়াসেই স্থান করে নিয়েছিলো। নবীর অটুট সারল্য, অপূর্ব আত্মবিসর্জন, প্রতিশ্রুতির প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা, বন্ধুবান্ধব ও অনুসারীদের সঙ্গে অনন্য হৃদতা ও অন্তরঙ্গতা, তাঁর অসম নির্ভীকতা, অমিত সাহসিকতা, আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাস ও ঐকান্তিক আস্থা এবং স্বীয় মিশন প্রতিষ্ঠায় সুদৃঢ় প্রত্যয় তাকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের অসনে সমাসীন করেছে। সুতরাং, তরবারি নয় বরং এই গুণাবলিই (অতীতে) মুসলামানদের জন্যে সমূহ কল্যাণ বয়ে এনেছিলো। ফলে তারা সহজেই অতিক্রম করেছিলো সমূহ অন্তরায় ও বাধার প্রাচীর। আমি যখন নবীর (স) জীবনীর দ্বিতীয় বালাম শেষ করলাম তখন আমাকে আক্ষেপ করতে হলো এজন্য যে, (নবীর জীবনবৃত্তান্ত পড়ার পর) আমার সামনে অধ্যয়নযোগ্য আর কোনো মহৎ জীবনী পড়ার মতো ছিলো না।"*[৬৯৭]

গান্ধি যৌক্তিকভাবে বুঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, ইসলামের বিশ্বজয়ের নেপথ্যে তরবারি ছিলো না, ছিলো না উগ্রতা, সহিংসতা কিংবা সন্ত্রাসবাদ। বরং বিশ্বজয়ের মূলে ছিলো নবীর (স) বিনয়, সারল্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর সুদৃষ্টি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা। ফলে, বিশ্বের দরবারে ইসলাম নিজের অনন্য স্থান করে নিয়েছিলো। তিনি আরও বলেন—

"আমি নবীর (স) সহচরদের জীবনবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে নবীর জীবনেতিহাস পর্যন্ত ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছি। যখন আমি দ্বিতীয় বালাম সমাপ্ত করলাম তখন এই মহৎ জীবনি অধ্যয়নের আমার আর কিছু বাকি রইল না ভেবে সত্যিই ব্যথিত হয়েছিলোম। তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, তখনকার দিনে মানুষের মনের মুকুরে তরবারি নয় বরং নবীর অনুপম আদর্শই ইসলামের জন্যে অনন্য স্থান দখল করে নিয়েছিলো। আর তা ছিলো নবীর সহজাত সারল্য, স্বার্থহীনতা, আত্মত্যাগ, ওয়াদা রক্ষা, সকলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, শঙ্কাহীনতা, ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা এবং নিজের মিশনের প্রতি অবিচলতা। এ বৈশিষ্ট্যের বলেই অতীত মুসলমানেরা সকল বাধার প্রাচীর লঙ্গন করেই বিশ্ববিজয়ীর মুকুট ছিনিয়ে এনেছিলেন।"[৬৯৮]

বলপ্রয়োগের বিপরীতে বরং নবী মুহাম্মাদের (স) জীবন ও নৈতিক শিক্ষার মাঝে মানুষের আনুগত্য লাভের সমূহ উপকরণ বিদ্যমান ছিলো। এডওয়ার্ড গিবন বলেন–

"মুহাম্মাদের জীবনের সবচে' বড় সফলতা ছিলো তার নৈতিক শক্তি। এ সফলতার পিছনে তরবারি কোনো একটি কোপও ছিলো না।"[৬৯৯]

খ্রিস্টান লেখকদের প্রতিষ্ঠিত ধারণা এই যে, মুসলমানেরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে লোকদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। তবে বহু সত্যনিষ্ঠ লেখক, দার্শনিক নেতৃবৃন্দের মতো মার্কিন বিমানবাহিনীর প্রধান চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ ডক্টর লরেন্স ই ব্রাউন বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। তার দৃষ্টিতে–

"খ্রিস্টানদের লেখনিগুলোর মাঝে দৈবক্রমে একথাটি এতই ব্যাপকভাবে ওঠে এসেছে যে, মুসলমানেরা যেখানে গিয়েছে সেখানে তরবারির ভয় দেখিয়ে লোকদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে।"[৭০০]

ডক্টর লরেন্স ই ব্রাউন আরও জোর কণ্ঠে দাবি করেন–

"তাঁর (নবী মুহাম্মাদের (স)) নেতৃত্বে লোকজন এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, যা ছিলো সত্যিকার একত্ববাদের অনন্য বন্ধন, যা তারা আগে কখনো অবগত ছিলো না।"[৭০১]

উরি এভনরি একজন জার্মান বংশোদ্ভূত ইসরাইলী ইহুদি সাংবাদিক। ২০০৬-এর সেপ্টেম্বরে পোপ বেনেডিক্ট কর্তৃক মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অশালীন মন্তব্যের উত্তরে বলেন–

একথাটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, অতীতে মুসলমানেরাই ইহুদিদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করেছিলেন। যদিও বিভিন্ন মহলের মন্তব্য হলো যে, মুসলমানদের অধীনে অমুসলিমরা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। বিপরীতক্রমে, ইহুদিদের প্রতি খ্রিস্টান নেতৃবর্গের আচরণ ও অধীনতা সত্যিই দুঃখজনক। পোপ যখন

সহিংসতা ও উগ্রতার অভিযোগ এনে ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা রটাতে উদ্ধত, তখন বহু অমুসলিম তার মন্তব্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যদিও সহস্র বছর ধরে এমর্মে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসছে যে, অতীতের মুসলমানেরা তরবারি বলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং অমুসলিমদের প্রতি সহিংস ও মারমুখী মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। উরি এভনরির মতে–

"স্বজাতির ইতিহাস বিষয়ে অবগত ইহুদি ব্যক্তি মাত্রই ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবনত না হয়ে পারবে না। কেননা, বিগত পঞ্চাশ প্রজন্ম পর্যন্ত যেখানে খ্রিস্টান জগৎ ইহুদিদের নিপীড়ন করে আসছিলো। তারা তরবারি বলে বারবার ইহুদিদের নিজ ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করছিলো অথচ ইসলামই কেবল ইহুদিদের রক্ষা করে আসছিলো।" [উরি আভনরি, জার্মান বংশোদ্ভূত ইসরাইলি সাংবাদিক]

জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৬তম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে খ্রিস্টান পোপ ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের মাঝে বিরাট পার্থক্য দেখতে পান বলে মন্তব্য করেন। পোপ মন্তব্য করেন–

"খ্রিস্টবাদ যেখানে যৌক্তিবাদ-নির্ভর, সেখানে ইসলাম তা মানে না। খ্রিস্টান ধর্ম যেখানে ঈশ্বরের কাজগুলোকে যৌক্তিক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখে, সেক্ষত্রে মুসলমানেরা আল্লাহর কাজকর্মের যৌক্তিকতার ধার ধারে না। উরি আভনরি বলেন–

"একজন ইহুদি নাস্তিক ও ধর্মদুষ্ট হিসেবে আমি এ বচসায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি না। পোপ-এর কথার যুক্তি ও যৌক্তিকতা বুঝা আমার সাধ্যতীত। অমন ধৃষ্টতা আমি দেখাতে চাচ্ছিও না। তবে একটি কথা আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না, যার সঙ্গে আমি নিজেও সম্পৃক্ত। কারণ, একজন ইসরাইলি হিসেবে এ সভ্যতার সঙ্ঘাতের ভুল সীমানার পাশে আমারও অবস্থান। ইসলামের অযৌক্তিকতার দিকটি প্রমাণ করতে গিয়ে পোপ জোর গলায় বলেন যে, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের তরবারি ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একথাটি উদ্ভট ও অযৌক্তিক। কেননা, বিশ্বাসের স্থান দেহ নয় বরং অন্তরাত্মা। সুতরাং, তরবারি কিভাবে আত্মার উপর প্রধান্য বিস্তার করতে পারে?"[৭০২]

পাকিস্তানের লাহোরের 'সাত উপদেশ' পত্রিকার সম্পাদকও একথার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি যে, ইসলামের প্রচার ঘটেছিলো তরবারির মাধ্যমে। তিনি এ মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেন–

"লোকে বলে, ইসলাম তরবারির বলে বিস্তার লাভ করেছিলো। আমরা এ মতের সঙ্গে এক হতে পারি না। কারণ, যা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হয় তা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। জোরজবরদস্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়ে থাকলে এতদিনে তার অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও খোঁজে পাওয়া যেত না। কাজেই এটা কোনো অবস্থাতেই ঠিক হতে পারে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইসলাম স্বকীয়

মহিমায় দিনের পর দিন অগ্রসর হয়ে চলেছে। এর কী কারণ হতে পারে? কারণ এ যে, ইসলামের প্রবর্তকের ছিলো আধ্যাত্মিক প্রভাব ও ক্ষমতা। তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্যে ভালোবাসার প্রাণকেন্দ্র। তার মাঝেই ছিলো ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের প্রচ্ছন্ন আবেগময়তা সদাক্রিয়াশীল। তাঁর সত্যনিষ্ঠ চিন্তা-চেতনা তাঁকে সত্যপথে পরিচালিত করেছিলো।"[৭০৩]

অনেক পর্যালোচকই মন্তব্য করেছেন, শুরুতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে থাকলে বর্তমান যুগে একটি বৈশ্বিক ও বহুল প্রচারিত ধর্ম হিসেবে ইসলাম টিকে থাকতে পারত না। বরং মহানবী মুহাম্মাদের (স) ব্যক্তিত্বের বদৌলতেই ইসলামের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিলো। তাঁর আদর্শে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে হাজারও লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলো। বস্তুত, মুহাম্মাদের অমায়িক চরিত্র ও নবীসুলভ অনন্য বিশ্বাস ও স্বভাব দৃঢ়তাই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্যকরণের সম্ভাবনাকেও লীন করে দিয়েছিলো। শ্রদ্ধেয় পাদ্রী জেনিফার পটারের মতে (ফেব্রুয়ারি, ২০১২)–

> *"ইসলাম মানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা-সমীপে নিজেকে সমর্পিত করে দেয়া। কাজেই (সহিংসতার সঙ্গে) এটি একটি সরাসরি সাংঘর্ষিক পরিভাষা। আপনি যদি সেটা করার জন্যে কারও প্রতি বলপ্রয়োগ করেন, তখন এর অর্থ আত্মসমর্পণ হবে না বরং বলপ্রয়োগ ও জোরজবরদস্তিই বুঝাবে।"*[৭০৪]

১৯১৫ সনের লাহোরের আর্য সমাজের বৈবদিক ম্যাগাজিনের সম্পাদক রাম দেব মুহাম্মাদ (স)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মদীনায় বসবাসরত তখনকার আরবদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের মাঝে একত্ববাদের প্রচার ও প্রসারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাম দেব মহানবীর (স)-এর প্রতি মুগ্ধতা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ধর্ম প্রচারিত হয়নি। ইসলাম ধর্মও তরবারির বলে প্রচার লাভ করেনি। তিনি দাবি করেন যে, ধর্ম প্রচার করতে নবী মুহাম্মাদের তরবারির প্রয়োজন হয়নি, বরং আধ্যাত্মিক শক্তিই তাকে ধর্মপ্রচারে সহায়তা করেছে।[৭০৫]

মহানবী মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্মে সন্ত্রাসবাদের রেশটুকুও নেই। উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের ইহুদী ধর্মীয় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জনাব অমি দাবি করেন যে, সন্ত্রাসবাদ ইসলামের শিক্ষার বিপরীত মেরুর বিষয়। তিনি বলেন–

> *"আমি পেয়েছি যে, প্রকৃত ইসলামি চিন্তাধারার মাঝে সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করা হয়। ইসলামে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"*[৭০৬]

ইসলামি বিশ্বাসের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নবী মুহাম্মাদের (স) আচরণ ও রীতিনীতি অনুসরণের মধ্যে দিয়ে সহিংসতা ও উগ্রতাকে জঘন্য বিবেচনা করা। তাসত্ত্বেও, ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম এবং মুসলমানেরা উগ্র ও সহিংসতাপ্রিয় মর্মে মারাত্মক ভুল ধারণার প্রচার ঘটানো হয়েছে। অনেক অমুসলিম গবেষক ও চিন্তাবিদরা অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যে,

ইসলাম কোনো সহিংসতার ধর্ম নয় এবং তরবারির মাধ্যমে এর প্রচার-প্রসারও ঘটেনি। এ বিষয়ে ডক্টর এন কে সিং-এর মন্তব্য নিম্নরূপ–

> *"একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, একটি স্বতন্ত্র, বিবেকসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ ধর্মরূপে পবিত্র ইসলামের মাঝে অন্যতম উপাদানরূপে অহিংসা বিরাজ করছে। কারণ, মুসলমানেরা নিরামিষভোজী নয় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে ইসলাম তাদের তরবারি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। হিংসা ও উগ্রতার ধর্ম ভেবে ইসলামকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। যদি কেউ এ কথার দাবি করে যে, ইসলাম প্রচারিত হয়েছিলো তরবারির বলে, তাহলে একটি মাত্র উত্তর হচ্ছে এই যে, যারা শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তারা তো তরবারির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।"*[৭০৭]

লেখক অনিতা রায় বলেন, "ইসলামের ইতিহাস নবীর সর্বাধিক বড়ো কৃতিত্বরূপে মক্কাবিজয়ের ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করেছে। মুসলমানদের বিজয় ছিলো এক অভিনব ও অনন্য অসাধারণ ঘটনা। সেখানে কোনো রক্তপাত ঘটেনি বরং এর মূলে প্রধানত ছিলো সহজ সারল্য, অকৃত্রিম উদারতা ও উত্তম আচরণ। ফলে, মুহাম্মাদ অনায়াসেই মক্কাবাসীর হৃদয় জগৎ জয় করে নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে তাঁর অনেক জাত শত্রুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইতিহাসে উদারতা ও দয়াপ্রদর্শনের এ অপূর্ব ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।"[৭০৮]

পুরোহিত ও-ব্রিয়েনের মতে, মহানবী মুহাম্মাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মগ্রন্থের অপব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে মনে করে তিনি মন্তব্য করেন–

> *"(সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আছে বলে) আমি মনে করি না। এমনকি আমাদের ধর্মগ্রন্থে এমনও অনেক বিষয় আছে যা থেকে খ্রিস্টানেরা যোজন যোজন দূরে। আমি মনে করি, পবিত্র কুরআনের কিছু অনুচ্ছেদকে অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিংবা অন্য কোনো অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি এটা ধর্মগ্রন্থের অপব্যাখ্যা বৈ কিছু না।"*[৭০৯]

ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ইরা ল্যাপিডাস বলেন, "লোকদের যেসব বিষয় ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সেসব প্রেরণা, কারণ ও উদ্দীপকের সীমা সংখ্যা নেই। অমুসলিমদের অনেকেই মনে করতেন যে, মুসলমান হলে ভবিষ্যতে তারা আরও সভ্য জীবনযাত্রার মান অর্জন করবে এবং উন্নত ও প্রগতিশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। অন্যান্যরা মুসলমানদের আনীত নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলো।"[৭১০]

সহিংসতা ইসলামের পথ ও পন্থা নয়

পুরোহিত শ্রদ্ধেয় রুপার্ট হোর্স (এপ্রিল ২০১২) লিভারপুলের প্রাক্তন ডীন ও যুক্তরাজ্যের প্রধান যাজক। তার দৃষ্টিতে, মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার সঙ্গে কথিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে মর্মে রটিত ও প্রচারিত বিষয়টি অনেকের দ্বারা এ মর্মে প্রত্যাখ্যাত যে, ধর্মীয় ঐতিহ্য এমন সব নীতি-পঙ্ক্তি ও আদেশ-নিষেধ জারি করে যা দেখে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলো বাহ্যত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের মতো মনে করে। তবে আরও গভীরভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, মূলত এ ধরনের বিধি-নিষেধের অপব্যাখ্যারই ফলাফল হচ্ছে আজকের বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদকে বর্তমানে বিশেষ কোনো দলের এজেন্ডা বস্তবায়নের হাতিয়ারও বলা হয়, যার কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার সাথে সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্র আছে কিনা মর্মে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাবে মহামান্য যাজক বলেন–

> *"না। আমি এর একটি মিল খুঁজে পাই বাইবেলের নতুন সমাচারে (বাইবেলের উত্তরভাগ), যেখানে সংগ্রাম বিষয়ক নাতিদীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেখানে একটি লোক সেনাবাহিনীতে ছিলো। একে তো সন্ত্রাস বলা যায় না। এটা ভাষার একটি ব্যবহারিক কৌশল মাত্র যেটাকে খ্রিস্টানদের ইতিহাসে ভুল বুঝা হয়েছে। যেন তা নিজের পথ সুগম করে নেয়ার নিমিত্ত সরাসরি বলপ্রয়োগ। আমি মনে করি, একই বিষয় কালক্রমে ইসলাম ধর্মেও ঘটেছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে সন্ত্রাস ও সহিংসতার আশ্রয় নেয়া ইসলামের পথ ও পন্থা নয়, শান্তির রাস্তা নয়।"*[৭১১]

ইতিহাস গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে মুসলমানদের ব্যাপারে সহিংসতা ও নাস্তিবাদের প্রবণতা এবং ভুল বুঝাবুঝি বিদূরিত হবে। এম এন রায়ের মতে–

> *"ক্রুসেডের মোকাবেলাকারী তদানীন্তন আরব্য মুসলিমগণ তাদের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগেও ধর্মের নামে বর্বরতা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, দস্যুতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানো থেকে যে যোজন যোজন দূরে ছিলো তার রয়েছে অসংখ্য অগুণতি সাক্ষ্য প্রমাণ। স্বাধীন সাম্রাজ্যে কিংবা খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছিলো, সে তুলনায় তখনকার (প্রাথমিক যুগে) দেশজয়ের সময়কালও ছিলো সীমিত। তাসত্ত্বে, মুসলমানেরা বর্বর কিংবা হিংস্র লুঠেরা ছিলো না।"*[৭১২]

পাদ্রী টম কুইন মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষায় সন্ত্রাসবাদের লালন আছে বলে দেখেন না। তার ভাষ্যমতে, প্রতিটি ধর্মে এমন কিছু লোক আছে যারা চরমপন্থা অবলম্বন করে। তিনি বলেন–

"ইসলাম ধর্মে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করা হয় মর্মে আমি কিছুই দেখি না। ইসলাম কিংবা খ্রিস্টান যে ধর্মই হোক, প্রতিটি ধর্মে এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা কট্টরপন্থী, গোড়া ও সন্ত্রাসপ্রিয়।"[৭১৩]

লিভারপুলের গির্জা ও ধর্মসভার প্রধান বিশপ জনাব রুপার্ট হোর্সের মতে, বলপ্রয়োগপূর্বক ধর্মান্তরকে পবিত্র কুরআন যে নিষেধ করেছে এ কথাটি অনেকের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত। অনেকে এটাকে কুরআনের বিধানরূপেই দেখেন। তিনি বলেন–

"আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, পবিত্র কুরআনে একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।"[৭১৪]

যাজক ড. ডি লেসি একজন পাশ্চাত্যবিদ ব্রিটিশ নাগরিক, যিনি ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ছিলেন। তিনি আরবের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেছেন। তিনি বলেন, মুসলমানেরা তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করেছে মর্মে যে ভুল ধারণার অপপ্রচার ঘটেছে, তা মূলত ইতিহাসের মারাত্মক বিকৃতি বৈ কিছু নয়। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

"তদানীন্তন কট্টরপন্থী মুসলিম কিংবদন্তীরা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন এবং বিজিত জাতিগোষ্ঠীর লোকজনকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন মর্মে রটানো বিষয়টি আজও ধুঁয়াশাপূর্ণরূপে ইতিহাসে স্পষ্টভাবে বিধৃত আছে। এটি এমন সব মারাত্মক উদ্ভট গোছের রহস্যঘেরা বিষয়গুলোর একটি যার পুনরুক্তি ঐতিহাসিকগণ করতে চাননি।"[৭১৫]

ইসলামের সমরনীতির অন্যতম একটি হচ্ছে এই যে, বেসামরিক লোকজনকে যুদ্ধের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেবল সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে জোর ও শক্তি প্রয়োগ করার বিধান রয়েছে। ড. এন কে সিং বলেন–

"ইসলাম নিরস্ত্র লোকজনের বিরুদ্ধ তরবারি হাতে নেবার অনুমতি দেয় না। অবশ্য আগ্রাসী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের শ্লোক থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, আল্লাহর পথে কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। জেনে রেখো, আগ্রাসী সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন না।"[৭১৬]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অন্যতম লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিলো যে, আরব ভূমিকে শিরকমুক্ত করে আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতেও সহিংসতা কিংবা সীমালঙ্ঘনের প্রয়োজন পড়েনি। হেনরি স্টাবলের মতে–

"মুহাম্মাদ পৌত্তলিকতার উৎখাত করতে গিয়ে মরু আরবের ভূ-সীমা অতিক্রম করেননি কিংবা তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে লোকজনকে বাধ্যও করেন

নি। তখনকার আরবে বসবাসরত ইহুদি -খ্রিস্টানদের স্বয়ং তিনিই নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন। ধর্মের কারণে কখনও তিনি সহিংসতার আশ্রয় নেননি।"[৭১৭]

মহানবীর (স) প্রতি বলপ্রয়োগে ইসলাম গ্রহণে বাধ্যকরণের অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন মাইক স্ট্যাগল। অন্যান্য মনীষীদের মতো তিনি মনে করেন, সত্যিকার ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি না করে কেবল ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকলে মুহাম্মাদ প্রচারিত প্রকৃত শিক্ষার অপব্যাখ্যা হতেই পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে মুহাম্মাদ কখনো অস্ত্রের আশ্রয় নেননি। তার পরিষ্কার বক্তব্য নিম্নরূপ–

> *"ধর্মের একটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, তা একদল লোকের একচেটিয়া দখলে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ কখনো হয়ে থাকতে পারে যে, কতিপয় মুসলমান ধর্মান্তরকরণের লক্ষ্যে তরবারি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদের বাণী ও শিক্ষা থেকে আমি যা বুঝি, তা হচ্ছে (তরবারির ব্যবহার) এটা তাঁর মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।"*[৭১৮]

সহিংসতার আশ্রয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মর্মে প্রচারণায় অধ্যাপক আরনল্ড বিশ্বাস করেন না। তার দৃষ্টিতে, অতীতে এ ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবেই বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

> *তিনি আরও বলেন, তাছাড়া, এটা উৎপীড়কদের নিষ্ঠুরতা কিংবা গোঁড়া ও কট্টরপন্থীদের কাজ হতে পারে না। ইসলামের বৈপ্লবিক ও গৌরবময় অতীত ইতিহাস এবং মুসলিম যোদ্ধাদের এক হাতে তরবারি এবং অপর হাতে কুরআন নিয়ে লড়ার ঘটনা জানার পর ইসলামের মিশনারি তৎপরতার প্রমাণ অনুসন্ধান করা অবান্তর। বরং প্রচারক ও ব্যবসায়ীদের নিরন্তর অথচ নিরব পরিশ্রম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামকে সহজে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো। আমরা যেমন (দাওয়াতের) উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করছি বলে অনেকে বিশ্বাস করে, অমন শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিগুলো তখন অবলম্বন করা হয়নি। যখন রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি শক্তিপ্রয়োগ ও সহিংসতাকে অসম্ভব কিংবা অরাজনৈতিক করে তুলেছিলো, ঠিক তখনও তাদের খুব কঠোরতার সাথে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অধ্যায়ে (নির্দেশিত দাওয়াতের কাজ শান্তিপূর্ণভাবে চালিয়ে যেতে) নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।*[৭১৯]

মুসলমানেরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে চলে। এমনকি কিভাবে বন্ধু কিংবা শত্রুর সঙ্গে আচরণ করতে হবে এটাও তাদের নবীর শিক্ষা থেকে তারা গ্রহণ করে থাকে। তবে তারা কখনো সহিংসতার পথ বেছে নেয়নি। ইসলাম তার অনুসারীদের কেবল তখনই বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেয় যখন গোটা জতি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় কিংবা আগ্রাসনের শিকার হয়। অধ্যাপক জন এসপসিটো বলেন–

"পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলোর মতো ইসলাম ধর্মও সহিংসতা না সমর্থন করে, না এর প্রয়োজন বোধ করে। সন্ত্রাসবাদ কিংবা উগ্রতাকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঈশ্বরকে করুণাময়, দয়ালু এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক রূপে দেখানো হয়েছে। কুরআনের প্রতিটি অধ্যায় শুরু হয়েছে ঈশ্বরের করুণার জয়গান গেয়ে। সুতরাং কুরআনব্যাপী মুসলমানদের দয়াপরবশ ও ন্যায়পরায়ণ হতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত, একজন ধর্মপ্রিয় মুসলমান যখনই কোনো কাজ শুরু করে, যেমন– পানাহার করা, চিঠিপত্র লেখা, গাড়ি চালানো, তখন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (পরম করুণাময়, অনন্ত দয়াময় আল্লার নামে) বলেই সে শুরু করে। অবশ্য প্রয়োজন হলে নিজের ধর্ম, পরিবার এবং ধনসম্পদ রক্ষার্থে ইসলাম তাদের অস্ত্র হাতে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।"[৭২০]

ড. এন কে সিং উল্লেখ করেন, অন্যকে জোরপূর্বক ধর্মে দীক্ষিত করার বিষয়টি ইসলামে স্পষ্টত নিষিদ্ধ। এটা সবারই জানা। কোনো ভূখণ্ড যদি বৈধভাবে ইসলামের দখলে আসে, তখন অধিকৃত ওই অঞ্চলের মুসলমানরা অমুসলিম থেকেও পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পুরোপুরি নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। তিনি বলেন–

"ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকে ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একদা কোনো এক বিজিত অঞ্চলের বাসিন্দারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করলেও ইসলাম গ্রহণ করতে অনাগ্রহ প্রতকাশ করে। তখন ইসলাম তাদের সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহায়-সম্পদের নিরপত্তা নিশ্চিত করে এবং জিযিয়া (বছরান্তে আদায়যোগ্য কর বিশেষ) আদায়ের শর্তে তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দান করে। শিশু, বৃদ্ধ, অথর্ব এবং দুর্বল নারীরা ছিলেন এ বিধানের (করপ্রদানের) আওতামুক্ত।"[৭২১]

পণ্ডিত প্রবর জনাব ব্লাঙ্কেট মহানবী মুহাম্মাদের (স) সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যে কোনো ধরনের সম্পর্ককে অস্বীকার করেন। তিনি মুসলিম পণ্ডিতদের স্বাগত জনিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের অপবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেন। তাঁর ভাষ্য নিম্নরূপ–

"তাঁর শিক্ষা সন্ত্রাসবাদ এবং নিরীহ নিরপরাধ লোকজনের জীবন কেড়ে নেয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। এজন্যে আমি মনে করি যে, মুসলিম পণ্ডিতবর্গের প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে জানান দেয়া দরকার যে, তাদের ধর্মে সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই এবং আরোপিত অপবাদকে তাদের মৌখিকভাবে প্রত্যাখ্যান করাও সমীচীন। তাছাড়া, যারা তাদের ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে চায় তাদেরও হুঁশিয়ার করে দেয়া উচিত। আমি মুহাম্মাদের ধর্ম আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করে দেখেছি। এটা সন্ত্রাসবাদের কোনো মদদ কিংবা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না।"[৭২২]

মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার নিমিত্তে ইসলাম চর্চা করার ধরন আজ ইসলামের সঠিক মর্ম ও মানুষের উদ্দেশে প্রবর্তিত হওয়ার বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনকভাবে ছায়াঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তাই, সন্ত্রাসবাদকে বিচার বিবেচনা করার মতো ইসলামের সঠিক শিক্ষা এবং মহানবীর প্রকৃত আদর্শ আজ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার শিকার। ফলে, ধর্মের নামে কুসংস্কার ও মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে রটনারই সর্বত্র বিস্তার ঘটছে। এ ভুল বোঝাবুঝির অন্যতম একটি দিক হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইসলামী জগতের ঐতিহাসিক বিরোধ। John Eade হচ্ছেন University of Surrey'র সমাজবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। জাতিতত্ত্ব ও বহুমাত্রিক সংস্কৃতিবাদ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের তিনি নির্বাহী পরিচালক। তিনি বলেন–

> *"অসংখ্য মুসলমান প্রতিনিধিগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বারংবার বুঝিয়েছেন যে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আমি যা বুঝি, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শান্তির একটি ধর্ম। অনেক লোকের দ্বারা জিহাদ শব্দটিকে বিকৃত করে সহিংসতা, অন্যের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ প্রভৃতি কদর্থে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ আমরা জানি, জিহাদ মানে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম, জানার জন্যে সংগ্রাম, এবং বিশ্বাসের নিমিত্তে সংগ্রাম। যারা জিহাদের সঠিক অর্থটি বিকৃত করে সহিংসতা অর্থে একে চালিয়ে দিতে চায়, তাদের জন্যে পশ্চিমা জগতে (এ রকম বিকৃত উপস্থাপনা) তা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। কেননা, অতীতের ক্রুসেডগুলোর কারণে পশ্চিমা জগতে জিহাদ শব্দটির যে পরিমাণ বিকৃতি ঘটেছে, তার সঠিক মর্ম পুনরুদ্ধার করতে অনেক কাজ করতে হবে।"*[৭২৩]

বিশেষজ্ঞদের মন্তব্যে একথা পরিষ্কার যে, ইসলামে সন্ত্রাসবাদ বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবে নবীদের আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। জর্জ সেইল বলেন, মুসা, সাইরার, থিসিয়াস এবং রমুলাসের মতো ইতিহাসখ্যাত মহান ব্যক্তিবর্গ আত্মরক্ষার্থে কিংবা অনিষ্ট থেকে নিজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করার স্বার্থে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। অনুরূপভাবে, মহানবী মুহাম্মাদকে (স) আত্মারক্ষার্থে অস্ত্রের ব্যবহার করতে হয়েছিলো। সেইল সবিস্তার ও সচিত্র ব্যাখ্যাপূর্বক বলেন–

> *"সশস্ত্র সকল নবী সফল হয়েছিলেন আর নিরস্ত্র নবীগণ বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। আর একথা নিশ্চিত যে, অস্ত্র ব্যবহার না করলে মুসা, সাইরাস, থিসিয়াস এবং রমুলাসদের মতো ব্যক্তিবর্গও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফল হতে পারতেন না। পবিত্র কুরআনের ২২তম পারায় আছে (জিহাদ-বিষয়ক) নাযিলকৃত প্রথম আয়াত। উক্ত আয়াতে আত্মরক্ষার্থে নবী মুহাম্মাদকে (স) অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অবশ্য এরপর একই উদ্দেশে আরও বিভিন্ন আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিলো।"*[৭২৪]

স্যার এইচ এ আর ঈড বলেন, "ইসলামের বিস্ময়কর দিক তার তাৎক্ষণিক বিস্তার বা প্রচার প্রসারই নয় বরং তার চরিত্র। মুহাম্মাদের অনুসারী আরবরা যে দেশটি দখল করত সে দেশের আইন ও সংস্কৃতি তারা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নিত। তারা জোরে কাউকে ধর্মান্তরিত করেনি। ইসলাম তার সুদৃঢ় চরিত্র বলেই বিশ্বের অচেনা অজানা দূর-দূরান্তের ভূমিতে প্রবেশ করতে পেরেছিলো এবং সাধারণ লোকজনের কাছে আদৃতও হয়েছিলো।"[৭২৫]

অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষার জন্যে

[অস্ত্রপ্রয়োগের অনুমতি প্রতিরক্ষামূলক]

জন এসপসিটো বলেন, "ইসলাম সমরনীতির বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দান করেছে। ইসলাম বলেছে কার সঙ্গে লড়তে হবে এবং কাকে ছাড় দিতে হবে। কে যুদ্ধে অংশ নিবে এবং কে অংশ নেয়া থেকে অব্যাহতি পাবে। যুদ্ধ কখন থামাতে হবে, যুদ্ধবিরতিকালে কী আচরণ চলবে এবং যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, এ সবই ইসলাম বলে দিয়েছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার অন্যতম উদ্দেশ্য শান্তি আনয়ন। প্রথমত শত্রুপক্ষকে শান্তিচুক্তির সুযোগ দিতে হবে। তারা চাইলে তুমিও অগ্রসর হবে (শান্তিচুক্তি সম্পাদনে) এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। আল-কুরআন, ৮ : ৬১। ইসলামে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যতীত বেসামরিক লোক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।"[৭২৬]

অ্যাধাপিকা লরা ভেকসিয়া ভেইগ্লেরি একজন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। ইসলাম ও আরবের ইতিহাস বিষয়ে তিনি একজন সুপণ্ডিত। তিনি তার *An Interpretation of Islam* নামক বইয়ের ভূমিকায় লিখেন, মানবজাতি কিভাবে বসবাস করবে, ইসলাম দিয়েছে তার বিস্তারিত দিকনির্দেশনা। ইসলাম কেবল আত্মরক্ষার্থে এবং সহিংসতা প্রতিরোধার্থে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। তিনি বলেন–

> *"এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম কেবল মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়াদির কল্যাণকর নীতিমালা ও সঠিক দিকনির্দেশনাই দান করেছে তা নয়, বরং ঐশী করুণাবলে ইসলামের নবী উদারচিত্তে তার সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন দেখিয়ে গেছেন। কেবল আত্মরক্ষা ও আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে ইসলামে অস্ত্রের ব্যবহার বৈধ রাখা হয়েছে। মূলত পবিত্র কুরআনে যুদ্ধকে অগ্নিকুণ্ডতুল্য বিবেচনা করা হয়েছে, যা যথাশীঘ্র নির্বাপন করা দরকার। সুতরাং অগ্নিকাণ্ড যখনই ঘটবে তখনই তা নেভাতে হবে। ইসলাম সব ধরনের বর্বর ও পাশবিক নীতিকে অপছন্দ করে। অপছন্দ করে যুদ্ধ-প্রথা যা একগুচ্ছ নীতির জন্ম দিয়েছে, এমনকি যুদ্ধনীতিকেও (যুদ্ধ-সর্বস্ব হওয়াতে) ইসলাম অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে।"*[৭২৭]

স্যাংথঙ ফেসরিসাই ডামাকারো লন্ডনের উইমব্লেডনস্থ বৌদ্ধ মন্দিরের একজন ভিক্ষু। তিনি বলেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) যা বলেছিলেন বা করেছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার অনেকটাই আজ অপব্যাখ্যার কবলে। একজন করে ভুল ব্যাখ্যা তো আরেকজন করে তার সুবিধাবাদী বিশ্লেষণ। উচ্চমার্গের কিছু ব্যক্তিবর্গের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশে এটা হয়ে থাকতে পারে।

"----- না, এটা (সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষার সম্পর্ক) হতে পারে না। এমন হতে পারে যে, কিছু লোক তাঁর শিক্ষাকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছে অথবা এটাকে ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটাই আমার বুঝ ও অনুধাবন। কেননা, তিনি লোকজনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে লোকগুলোর হাতে ক্ষমতা, তারা যখন চায় তখন সত্যের অপলাপ ঘটায়। তার শিক্ষাকে ভুল বুঝে এবং তা ভুলভাবে গ্রহণ করে। এটাই আমার চিন্তা ও গবেষণার ফলাফল।"[৭২৮]

নবী মুহাম্মাদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুমতি দানের বিষয়টির প্রেক্ষাপট বুঝা উচিত। তিনি মনে করতেন যে, বলপ্রয়োগই শেষ সমাধান নয়; বরং শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথই তিনি সর্বদা বেছে নিতেন। তাঁর জীবন ও শিক্ষার ওপর গবেষণা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অযথা সংঘাত সংর্ঘষের পথ এড়িয়ে চলতেন এবং বিবাদ-বিসম্বাদের তীব্র নিন্দা করতেন। জনাব ফ্র্যাঙ্ক ডবসনের দৃষ্টিতে–

"হ্যাঁ, আমি মনে করি যে, তাঁর শিক্ষার যে দিকটি বলপ্রয়োগের কথা বলে, তা মূলত অবিকল্প সমাধনই। যেখানে তিনি বলপ্রয়োগের পন্থা ব্যতীত সমাধান খোঁজে পাননি, সেখানে তিনি বলপ্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছেন। কিন্তু গণমানুষের জন্যে ক্ষতিকর কোনো কিছু তার সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিলো না। কাজেই, আমি মনে করি, আত্মহত্যা, বোমাবর্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের নবীর শিক্ষা ও অবস্থান সম্পূর্ণ পরিষ্কার। এসব ক্ষেত্রে কোনো যৌক্তিকতা বা ন্যায়নিষ্ঠতার অবকাশ নেই। এসব কর্মকাণ্ড যারা ঘটায়, নিজের দৃষ্টিতে তারা যতই ভালো কাজ মনে করে থাকুক না কেনো, জগদ্বাসীর জন্যে তা আদৌ কল্যাণকর নয়।"[৭২৯]

লিও টলস্টয় মনে করেন যে, "কল্যাণের উদ্দেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ওপর নবীর যে প্রভাব ছিলো, তা তাঁকে সংস্কারকের মর্যাদায় উন্নীত ও অভিষিক্ত করেছিলো। তিনি নিজের যুগের লোকজনের মাঝে সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত পন্থায় সমাজও সামাজিকতা এবং মানব ও মানবিকতার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেখিয়েছিলেন। অনুসারীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, এবং বিশেষ করে যুদ্ধের লেলিহান শিখা নির্বাপিত করে শান্তি আনয়নের ক্ষেত্রে মানবতার প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং মহৎ গুণ অর্জনে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তাঁর উন্নতি ও অগ্রগতির চিন্তা ছিলো অসাধারণ। টলস্টয় আরও বলেন, তিনি রক্তপাত এবং 'নরবলিদান' নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর উম্মতের জন্যে উন্নতি, প্রগতি ও সভ্যতার দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন। এটা ছিলো এমনই এক কৃতিত্ব যা অর্জন কোনো ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশার পক্ষেও সম্ভব হয়নি।"[৭৩০]

"নবী মুহাম্মাদের শিক্ষাকে একদল কায়েমী স্বার্থান্বেষী লোক নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়াররূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা দলীয় স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তারা নির্বিচারে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায়। হল্যান্ডের আমস্টারডামের ইংলিশ গির্জার প্রধান জনাব জন কুঁড্য বলেন,

আমি মনে করি কিছু লোক সন্ত্রাসবাদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশে মুহাম্মাদের শিক্ষাকে ব্যবহার করছে। আমি আবারও বলতে চাই যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে একথাটি পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া চাই যে, ওসব কর্মকাণ্ডের সাথে মুহাম্মাদের শিক্ষার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এর বিপরীতে নবী যা করে গেছেন বা লিখে গেছেন তা গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিছু লোক নিজের মতবাদ অন্যকে গেলাতে যা ইচ্ছা তাই করে, এমনকি অবৈধ কোনো পন্থা অবলম্বন করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। নবী মুহাম্মাদ যা লিখে গেছেন, ওসব (সন্ত্রাসী) কর্মকাণ্ড আসলেই তাঁর শিক্ষা ও দর্শনের বিলকুল বিপরীত।"[৭৩১]

জনৈক শিখ সাংবাদিকের মতে, নবী মুহাম্মাদ (স) শেষ উপায় হিসেবে বলপ্রয়োগ করেছিলেন। যখন বিকল্প সব উপায় ও পন্থা শেষ হয়েছে, অথচ শত্রুপক্ষ শান্তিপূর্ণ কোনো চুক্তিতে আসতে অসম্মত, কেবল তখনই শেষ উপায়স্বরূপ তিনি অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। শিখ মহোদয় যা বলতে চান তার সারবত্তা নিম্নরূপ−

"প্রথম দিকে শত্রুরা নবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারীদের জীবনকে কঠিন ও দুর্বিষহ করে তুলেছিলো। তখন নবী তাঁর অনুসারীদের নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে মদীনায় অভিবাসী হওয়ার নির্দেশ দেন। নিজের জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে আপন বাস্তুভিটা ত্যাগ করাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু, নির্যাতন ও নিপীড়ন যখন সব সীমা ছাড়িয়ে গেল, কেবল তখনই তিনি আত্মরক্ষার্থে তরবারি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সুতরাং যারা মনে করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মের প্রচার ঘটে থাকে, তারা গাধা ও বোকারামের দল, না বুঝে ধর্ম, না বুঝে পৃথিবীর প্রকৃত হালচাল। তারা এ বিশ্বাস নিয়েই আত্মতুষ্ট। প্রকৃতঅর্থে, তারা ধর্মপথ থেকে যোজন যোজন দূরে।" [৭৩২]

অমিত পাল বলেন, "ইসলাম যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে তবে আত্মরক্ষার উদ্দেশে। কিন্তু মুসলমানদের শত্রুভাবাপন্ন হতে কিংবা আগ্রাসী আচরণ করতে বলে না। নবী মুহাম্মাদ যে, কেবল আত্মরক্ষার খাতিরে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তার রয়েছে ভুরি ভুরি উদাহরণ।"[৭৩৩]

ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন

বর্তমানে ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে তার মূল কারণই হচ্ছে ইসলামের অপব্যাখ্যা। পুরোহিত প্রবর জেনিফার পটার বলেন–

> *"খ্রিস্টানরা যা করতে পারে মুসলমানেরাও তা করতে পারে। তারা কুরআনের কাছে যেতে পারে এবং নিজের মতের পক্ষে কুরআন থেকে যুক্তি আহরণ করতে পারে। যে কোনো ধর্মীয় পুস্তক বেছে বেছে বা নির্বাচন করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।"*[৭৩৪]

নিকন্যাম মেহরি এ মর্মে টিপ্পনী কাটেন যে, প্রত্যেক ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থে এমন কিছু পঙ্ক্তি ও বিধি-নির্দেশ আছে যা আপাত দৃষ্টিতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি প্রদান করে বলে মনে হয়। এটা মূলত ধর্মগ্রন্থের ভুলপাঠ ও ভুল মূল্যাবধারণের কারণে হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, কুরআনের অনেক অংশকে তার মূল প্রাসঙ্গিক অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে দূরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং (বিশেষ একটি মহল কর্তৃক) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চরিতার্থ করার হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে। বস্তুত, ইসলামের 'জিহাদ' পরিভাষাকে কেন্দ্র করেই ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। জিহাদের নামে 'বৈধ ভেবে' সাধারণ অমুসলিমদের হত্যা করার বিষয়টি অনেক মুসলমান কর্তৃক সমালোচিত ও নিন্দিত। এটা জানা ও উল্লেখ করা হাস্যকর বলে মনে হয় যে, এই শব্দ ও পরিভাষাগুলোর মূল অর্থ ও ব্যবহার ছিলো নবীর যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাই বলে আজকের বিশ্বের মুসলমানদের তা খতিয়ে দেখতে কিংবা মূল অর্থ বুঝতে তে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই তাদের ধর্মের ব্যাপারে অবগত নয় এবং ধর্মীয় রায় পেশ করতেও সক্ষম নয়। তাই জরুরি বিষয়াদির উত্তরদানেও তারা অপারগ। ফলে, কুরআনের বিভিন্ন সূরার ভুল ব্যাখ্যাদানের ফলে অনেকেই একথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, নবী মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শ সন্ত্রাসবাদকে বাস্তবেই সমর্থন ও লালন করে। অথচ বস্তবতা তো ভিন্ন–

> *"কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলোর মর্ম বুঝা আসলেই কঠিন। তবে এ বিষয়টি কেবল ইসলামেই নয়, বরং খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদীধর্মেও অনুরূপ দেখা যায়। অনেক উক্তি ও প্রকাশভঙ্গি আছে যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমার কাছে মনে হয়, বিংশ শতাব্দিতে যা ঘটেছে তা হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, মারদাঙ্গা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের অর্থে। আমার দৃষ্টিতে, পবিত্র কুরআনের মূল আয়াতসমূহ থেকে তা অনেক দূরে এবং বিকৃত করেই ব্যবহার করা হয়েছে। তাওরাতে (হিব্রু ভার্সনে) মুসার প্রতি প্রদত্ত স্বর্গীয় দশটি নির্দেশের একটি হচ্ছে 'তুমি হত্যা করবে না'। আমি মনে করি, এমন কোনো ধর্ম নেই যা মানব হত্যার নির্দেশ দেয়।*

কেউ যখন ওই নির্দেশগুলোর ব্যাখ্যা করবে, তখন তার উচিত হবে ওই নির্দেশগুলোর পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতার কথা বিবেচনা করা। ওগুলোর ব্যাখ্যা ওরকম ছিলো কেন? কে ওই ব্যাখ্যা দান করেছিলো? তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট কেমন ছিলো? তখন মুসলমানদের নেতা কে ছিলেন? তিনি কি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যিকার নেতা ছিলেন? আমি যা বলতে চাচ্ছি তা এই যে, যারা সন্ত্রাসবাদের লালন করে বা এ ধরনের কাজে ইন্ধন যোগায় অথবা নিজেরা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড ঘটায় তারা ভুল পথে আছে এবং ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব আদায় না করে বরং বিকৃতিই ঘটাচ্ছে।"[৭৩৫]

বিজিত অঞ্চলগুলোতে ইসলামের শক্তি ছিলো অপ্রতিহত ও সঞ্জীবনীতুল্য। ইসলাম সমাজকে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি দান করেছিলো। স্পেন হচ্ছে ইসলামী সভ্যায়নের এক অসামান্য উদাহরণ। আমেরিকার নিউ হেভেন-এর Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক জনাব ড. জন ক্লার্ক আর্চার Our Debt to the Muslims (মুসলমানদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার) নামক প্রবন্ধে লেখেন–

"ইসলাম সামরিক আক্রমণ থেকে এক ধাপ এগিয়ে ছিলো। তার ছিলো সাংস্কৃতিক আক্রমণ। এমনকি মধ্যযুগে প্রাচ্যে গ্রীক সভ্যতা ও স্পেনের সারাস্যান সাংস্কৃতিক বৈরিতার মধ্যে দিয়ে ইসলামী শিল্প অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনুরূপ খ্রিস্টবাদের প্রকাশ্য শত্রুতাপূর্ণ আচরণের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনের সামাজিক জীবন ছিলো ইসলামী প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তাছাড়া, ১০৮৫ (এক হাজার পঁচাশি) সালে খ্রিস্টান বাহিনী কর্তৃক টলেডোকে গ্রেফতার করার দ্বারা গোটা ইউরোপে ইসলামের পথ সুগম করে দেয়া হয়েছিলো।"[৭৩৬]

লিও টলস্টয়ের মতো অনেক দার্শনিক মনে করেন, বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক সুপরিকল্পিত পন্থায়, ঠাণ্ডা মাথায় নবী মুহাম্মাদের প্রকৃত শিক্ষার বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। পণ্ডিত অমিও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তিনি বলেন–

"হ্যাঁ, আমি এ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতের সঙ্গে একমত। পশ্চিমা জগতের অনেকেই বিশ্বাস করে যে, ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম, যা আসলেই ভুল।"[৭৩৭]

আরব্য সভ্যতার বিকাশে তরবারির ভূমিকা মুখ্য বলে যে ধারণার প্রচার ঘটেছে তা মূলত প্রাচ্যবিদদের কারসাজি। এ উদ্ভট প্রচারণা ও ব্যাখ্যার বিপরীতে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। তা এই যে, উগ্রতা ও সহিংসতা কখনও মানুষের অন্তর জয় করতে পারে না, পারে না তার বিবেক বুদ্ধিকে বশ করতে। কোনো জাতিকে একটি ধর্মে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার কিংবা বলপ্রয়োগের তুলনায় উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করা বুদ্ধি ও বিবেকের অধিক নিকটবর্তী। তাৎক্ষণিক ফলাফলের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ

কার্যকর হতে পারে। তবে তা একান্তই সাময়িক। যার ফলাফল সর্বদাই অনুত্তম। পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ও ফলাফল লাভের প্রকৃত পন্থা হচ্ছে বিবেক ও বুদ্ধিকে জয় করা। সুতরাং ইসলামের নবী তাঁর স্বভাবগত অমায়িক আচরণ ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মনকে জয় করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর ধর্মই আজ একমাত্র কালজয়ী ধর্ম হিসেবে চিরন্তন আবেদন নিয়ে টিকে আছে। এ ব্যাপারে দার্শনিক জন ইউলিয়াম ড্রাপারের মন্তব্য নিম্নরূপ–

> *"এটা মারাত্মক ভুল ধারণা যে, আরব্য (সভ্যতার) অগ্রগতি কেবল তরবারিরই দান। তরবারি হয়ত একটি স্বীকৃত জাতীয় ধর্মমতকে সাময়িকভাবে পাল্টাতে পারে, কিন্তু একটি জাতির বিবেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ বিতর্ক যদিও দীর্ঘ, কিন্তু আরবি ভাষা এতগুলো জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পরিণত হওয়ার আগে উক্ত বিতর্কের চেয়ে আরও বিরাট ও বিশাল ছিলো এশীয় ও আফ্রিকীয় সমাজ জীবনের উপর মুহাম্মাদী আদর্শের প্রভাব ও প্রতিপত্তি।"*[৭৩৮]

পাদ্রী গ্রীন মনে করেন, মুহাম্মাদের ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। এ ধরনের যে কোনো মত ও কথাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তার মন্তব্য হচ্ছে, বাইবেল যেরকম একটি গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে কুরআনের বিশেষ বিশেষ নির্দেশও কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে, এর পুরো দায়িত্ব বর্তায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপর। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ–

> *"মুহাম্মাদ সন্ত্রাসবাদের সক্রিয় প্রস্তাবক ও প্রবর্তক মর্মে যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার ঘটছে, আমি তা সমর্থন করি না। কেননা, তার ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রসবাদের কোনো যোগসূত্র নেই। তবে কুরআনের আয়াতকে বিশেষ পন্থায় ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করা সম্ভব হতে পারে, যেমনিভাবে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন সমাচার থেকে ভাষান্তর ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যারা জেনে বুঝে ইসলামকে ভয় করে, তাদের সংখ্যা হাতে গোনা ক'জনও মেলা ভার। তবে যারা না বুঝে ইসলাম আতঙ্কে আতঙ্কিত তাদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে অধিক। ধর্মের ভূমিকা কী তার স্বরূপ বুঝতে না পারাটাই মূলত পাশ্চাত্যের ডাহা ব্যর্থতা।"*[৭৩৯]

লর্ড কিনক এ মর্মে মন্তব্য করেন, সন্ত্রাসবাদ আসলে অত্যন্ত জটিল একটি বিষয়। এর রহস্য উদ্ঘাটন করা দরকার। অর্থাৎ, এর উদ্দীপক কী হতে পারে- ভূ-রাজনৈতিক নাকি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, যা পরিবেশ পরিস্থিতির নিয়ত অবনতি ঘটায়। যার ফলাফল অশান্তি, অথবা সহিংস ঘটনা। মূলত এসব হচ্ছে ভৌগোলিক রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনের কারণে, মুহাম্মাদের শিক্ষার (ধর্মের) কারণে নয়। মুহাম্মাদের শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক আছে কিনা মর্মে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন–

> *" ---- কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করানোরই নামান্তর। যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায়, তারা এর একটি শর্ত ও যৌক্তিক ভিত্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে। এতে প্রয়োজন হয় প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা হতে পারে কোনো নারকীয়*

তাণ্ডবের ফল, যা দারিদ্র্য কিংবা ধর্মের বিরুদ্ধে হতে পারে। সন্ত্রাস ও সহিংসতারও একটা ভিত্তি কিংবা প্রেক্ষাপট থাকা দরকার, যাতে সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো সুযোগ পায়। যখন এ উপাদান পাওয়া যায়, তখন কট্টরপন্থীদের পরবর্তী কাজ হয় জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে লোকজনকে তার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিক ভিত্তি খোঁজে বের করতে লাগানো।" [৭৪০]

মূলত প্রকৃত মুসলমানেরা ওসব সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটায় না। তাদের মধ্যে বহুধাবিভক্তি সত্ত্বেও ইসলামের নামে কাউকে সহিংস আচরণের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এরূপ ব্যাখ্যা ও দাবি একান্ত যৌক্তিক এবং সত্যনিষ্ঠও বটে। স্টেফেন শাশুয়া লন্ডনের ক্যামডনস্থ থ্রী ফেইথ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর। তার যুক্তিতে—

"মুহাম্মাদের শিক্ষার সঙ্গে সহিংস কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক মূলত সন্ত্রাসীদেরই জুড়িয়ে দেয়া সম্পর্ক। তবে বিচার নির্ণায়ক ব্যক্তিবর্গ এখনও তাদের প্রতিকূলে। কারণ, উম্মাহর ধারণাটি এমনই বর্ণালী ও বিচিত্র একটি বিষয় যেরূপ বিচিত্র প্রত্যেক মানুষ ও তার ব্যাখ্যা। লোকজন কী বলেছে তা বুঝার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন মত ও পার্থক্য। একেকজন একেক রকম বুঝে এবং তার বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করে। এভাবে সৃষ্টি হয় নানা মতপার্থক্যের। সৃষ্টি হয় শতধা বিভক্তি। যাহোক আমি মনে করি, সাম্প্রতিক সময়ে মুহাম্মাদের শিক্ষাকে বিকৃত ও ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কাজেই এককভাবে কাউকে দোষারোপ করা মুশকিল।" [৭৪১]

মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষাকে প্রায়ই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে বিজড়িত করার চেষ্টা করা হয়। বিশ্বে ইসলামের নামে যত ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটানো হয় তার জন্যে নবী মুহাম্মাদের শিক্ষাকে দায়ী সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চলানো হয়। আজকাল ইসলাম ধর্মের পবিত্র যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত 'জিহাদ' শব্দটিকে মারাত্মক উগ্রতা হিসেবে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। মূলত জিহাদের অর্থ পবিত্র যুদ্ধ এবং তা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং যেসব লোক ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না তাদের কাছে ইসলামকে উগ্রতা ও সহিংসতার ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ফলে তারা সরল মনে ভেবে নিচ্ছে যে, মুহাম্মাদের ধর্ম মানেই উগ্রতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ। উত্তর লন্ডনস্থ ইংল্যান্ড স্কুলের চার্চের জনৈক শিক্ষক বলেন—

"আমার বুঝের আলোকে বলতে চাই, জিহাদ মূলত দুই প্রকার এবং জিহাদের মূল অর্থ- সংগ্রাম, সাধনা, প্রচেষ্টা। সুতরাং সবচেয়ে বড় জিহাদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জিহাদ, মনের রিপুকে দমন করে আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদ হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক, যা ধর্মরক্ষার্থে করা হয়। এ দুটোর কোনোটিই তো সহিংসতা বুঝাচ্ছে না। আমি যা বুঝি তা এই যে, ইসলাম কিছুতেই সন্ত্রাসবাদের ইন্ধন যোগায় না। অতএব তা (ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ) কিছুতেই গ্রহণীয় নয়।" [৭৪২]

মুহাম্মাদের ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক রয়েছে মর্মে কথিত অভিযোগ মূলত বাস্তবতার বিকৃতি ও সত্যের অপলাপ মাত্র। সন্ত্রাসবাদ ধর্মের বিকৃতিরই অপর নাম। ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্র রয়েছে মর্মে প্রচারিত বিষয়টি মূলত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মনগড়া উক্তি ও সৃষ্ট রটনা, যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে থাকে। পাদ্রী ডক্টর হ্যারিয়াট হ্যারিস, যিনি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির ধর্মতত্ত্বের পুরোহিত এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ধর্মতত্ত্ববিদ, এবং সুসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের প্রভাষক। তিনি বলেন–

> *"আমি সরাসরি কোনো লিংক দেখি না। তবে লোকজন সেটা কিভাবে দেখে তা অবশ্য আমি জানি কিংবা দেখতে পাই। বাইবেল বা অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের ক্ষেত্রে লোকজন যেরূপ কোনো একটি বিষয় নিয়ে সেটা বিকৃত করে, নিজের মতো করে চালিয়ে দিতে চাই, ইসলামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছে, তাও আবার নিজের মতো করে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে লোকজন কী না করতে পারে।"*[৭৪৩]

মানুষ কর্তৃক ধর্মের ব্যাখ্যা অনেক রকম হতে পারে। ধর্মগুলো দুর্ভাগ্যবশত মানুষের হাতে পড়ে বড় অসহায়ত্বের শিকার। যে বিষয়গুলো ধর্ম কাউকে করার কখনও অনুমতি দেয়নি, ধর্মেরই নামে লোকজন তা করছে। আবার দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে ধর্মের ওপর। এভাবেই নবী মুহাম্মাদের ধর্মও বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আংশিক বিকৃত করে মনগড়া পন্থায় চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এজন্যে তো একথা বলা যাবে না যে, মুহাম্মাদ যা তা বলে গেছেন, কিংবা সন্ত্রাসবাদ প্রচার করে গেছেন। টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশনের ধর্মতত্ত্ববিশেষজ্ঞ জনাব ড্যানি রিচমন্ড বলেন–

> *"বর্তমানে যে কোনো ধর্মের জন্যে এ বিষয়টি (সন্ত্রাসবাদ) একটি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। লোকজন তা মনগড়া প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। অন্য যে কোনো বিষয়ের মতো ধর্মও একটি শক্তিশালী হাতিয়াররূপে ভালো কিংবা মন্দ- উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমনিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হতে পারে ভালো অথবা মন্দ ক্ষেত্রে। আমি জানি অনেক লোক সন্ত্রাসবাদকে নবীর শিক্ষার সাথে জাড়িয়ে দেয় এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, বিশেষ করে বিশ্বে উগ্র সংখ্যালঘু দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির উদ্দেশে সেটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। তবে এজন্যে আমি নির্দিষ্ট কোনা সূত্র উল্লেখ করতে পারছি না।"*[৭৪৪]

এটা দুঃখজনক যে, অনেক ঐতিহাসিক মুহাম্মাদের শিক্ষার উত্তম ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে গবেষণা করতে কিংবা প্রমাণ পেশ করতে এবং মানবতার কল্যাণে তার অবদান নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ। তারা বরং সেসব বিষয় আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে উন্মুখ ও আগ্রহী যা তাঁর সুনাম ও ভাবমূর্তি নষ্ট করার উপাদান যোগায়। পণ্ডিত জ্ঞানানন্দ দেব শর্মা শাস্ত্রীর ভাষায়–

> *"মুহাম্মাদের সমালোচকেরা আলোর পরিবর্তে আগুন দেখে, ভালোর পরিবর্তে মন্দ দেখে। তারা তাঁর ধর্মের অপব্যাখ্যা করে ও বিকৃতি ঘটায়, তাঁর প্রতিটি উত্তম গুণকে*

ভীষণ অপরাধ ও পাপরূপে উপস্থাপন করে। এটা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতাই বলা যায়। সমালোচকেরা অন্ধ। তারা এটা দেখে না যে, মুহাম্মাদ যে তরবারি ব্যবহার করেছিলেন তা ছিলো অনুগ্রহ, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং ক্ষমার আদর্শিক তরবারি- যে তরবারি শত্রুদের বশ করে তাদের অন্তর পর্যন্ত জয় করেছিলো। তাঁর তরবারি ছিলো স্টীলের তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ। অবশ্য ইসলামের সমালোচকেরা এক চোখো এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তারা সংকীর্ণমনা এবং তাদের চক্ষুগুলো মূর্খতা ও অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা। তাই তো আলোর স্থলে তারা আগুন দেখে, সৌন্দর্য না দেখে কদর্যতা দেখে এবং ভালোর পরিবর্তে মন্দ দেখে। তারা সত্যের বিকৃতি ঘটায় এবং প্রতিটি উত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে। এতে প্রমাণিত হয় তাদের অসাধুতা এবং রুচির বিকৃতি।"[৭৪৫]

নবী মুহাম্মাদ (স) যদিও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ ও ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এটা ছিলো একান্ত আবশ্যক ও সময়ের দাবি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে হলে জানা থাকা দরকার তাঁর যুগের সমাজ ও সামাজিক কাঠামো এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কেননা, তাঁর যুগের আরব সমাজে অনেকগুলো গোত্র ছিলো, যারা ছিলো উগ্র ও লুণ্ঠতরাজ প্রিয়। কাজেই, এদের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষে শক্তি বা বলপ্রয়োগই ছিলো তাদের দমিয়ে রাখার একমাত্র অবিকল্প পন্থা। এ বিষয়ে এমপি ডবসন বলেন–

"আমি সেটা স্পষ্টভাবে জানি না। তিনি নিশ্চিয়ই লড়াকু বা সমরপ্রিয় হতে পারেন, এবং সেটা হতে পারে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে, যেহেতু তিনিই ছিলেন ইসলামের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাই 'ইসলাম-সত্ত্বা' রক্ষার্থে তাকে এরূপ হতে হয়েছিলো যেরূপ ছিলো তাঁর যুগের লোকজন তার প্রতি নিষ্ঠুর এবং যুদ্ধংদেহী। সে সমাজটিই তো ছিলো এমন।"[৭৪৬]

নবী মুহাম্মাদের (স) জীবনচরিতের বহু খণ্ডচিত্র বিদ্যমান আছে, যার একটিতেও কেউ একথা দেখাতে পারবে না যে, তিনি বলপ্রয়োগে কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করেছিলেন। তাছাড়া, এসবই তো তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। এজন্যে ডবসন বলেন–

"হ্যাঁ, এরকম কোনো প্রমাণ অবশ্যই কেউ দেখাতে পারবে না যে, এরকম তিনি মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে মুসলমান হতে কাউকে বাধ্য করেছিলেন। কারণ, তাঁর অন্যান্য আচার আচরণই তো প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল এবং পরমতসহিষ্ণু। তবে আমি এতটুকু নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি- তিনি যা বলে গেছেন, করে গেছেন কিংবা করতে চেয়েছিলেন, একদল লোক তার অপব্যাখ্যা করেই বেড়াচ্ছে। তাদের অপব্যাখ্যায় একথা উঠে আসছে যে, তিনি লোকজনকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং এতে অনেকটা তিনি সফলও হয়েছিলেন।"[৭৪৭]

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের উগ্রতা ও কঠোরতার ফলেই যে তখনকার আরবের বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছিলো, এমন ধারণা আদৌ ঠিক নয়। কারণ, বলপ্রয়োগ কখনও অন্তর জয় করতে পারে না। ভারতীয় ইতিহাসবিদ এম এন রায় বলেন–

"এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে, আরবের উন্নতি ও অগ্রগতি কেবল তরবারির দান। তরবারি হয়ত একটি জাতির সাময়িক ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু একটি জাতির বিশ্বাস ও তাদের অন্তরাত্মা জয় করতে পারে না। পরিবর্তন ঘটাতে পারে না তাদের বিবেকের। এটা যদিও বিতর্কের বিষয়, কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদের ধর্মমত এশীয় ও আফ্রিকীয় জীবনাচারে যে পরিবর্তন এনেছিলো তার চেয়ে অনেক আগে এরূপ পরিবর্তনই ছিলো কাম্য। বিজিত দেশগুলোর সামাজিক অবস্থা বিচার করলে পাওয়া যেতে পারে এ রাজনৈতিক বিষয়টির সঠিক ব্যাখ্যা। বিজিত দেশগুলোর লোকজনের ওপর থেকে ধর্মের প্রভাব অনেক আগেই শেষ হয়ে গেলেও ধর্মের প্রতি অনুরক্তি কিন্তু তাদের বাকি রয়ে গেছে। সেই নিরক্ষর লোকগুলো, যাদের পরিষ্কার বিষয়ই বুঝানো ছিলো দুরূহ, তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ছিলো এসব রহস্য বুঝা?"[৭৪৮]

মহানবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেক সময় বলপ্রয়োগ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু এ বলপ্রয়োগ ছিলো শেষ উপায়স্বরূপ। তবে ধর্মান্তরিতদের হৃদয় জয় করার ক্ষেত্রে কখনও বলপ্রয়োগ করা হয়নি। সন্ত্রাসবাদ মুহাম্মাদের ধর্ম হতে পারে না মর্মে পূর্ব লন্ডনের হিন্দু মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পণ্ডিত ললিত কুমার শর্মা যুক্তি পেশ করেন–

"না, এটা সত্য নয়। এটা ছিলো তখনকার প্রয়োজন। সময়ই বলে দিয়েছিলো তখন কী করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই ধরুন, তদানীন্তন হিন্দুরা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত ছিলো। আর সেটা ছিলো সে সময়েরই দাবি। কাজেই, সময়ের দাবি মেনে চলাও আবশ্যক। সুতরাং একথা বলা আদৌ ঠিক হবে না যে, তরবারির বলে লোকজনকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছিলো।"[৭৪৯]

বিখ্যাত দার্শনিক লিও টলস্টয় এমর্মে টিপ্পনী কাটেন যে, মহানবী (স) যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছিলেন তা ছিলো অবর্ণনীয়; কেবল ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশে তিনি তা অকাতরে সহ্য করে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্য নিম্নরূপ–

"অন্যান্য নবীদের মতো তিনি তাঁর নবুওয়ত জীবনের প্রাথমিক যুগে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আরব মুশরিক ও অন্যদের দ্বারা অবর্ণনীয় যুলুম, অত্যাচার আর বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন। এতসব প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও তিনি লোকজনকে সত্যের দিকে আহ্বান করছিলেন। কিছুই তাঁর মনোবলে ফাটল ধরাতে পারেনি। কিন্তু সব প্রতিকূলতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তিনি তাঁর প্রচার-কর্ম চালিয়ে গেছেন।"[৭৫০]

টলস্টয় নবী-জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তা এই যে, নবী অন্যান্য ধর্মের প্রতি ছিলেন সহিষ্ণু এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাদানে ছিলেন যথেষ্ট উদার। কেননা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি কখনও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেননি। তিনি কখনও জোর করে কাউকে অন্য ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এই–

"তিনি এও বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাগণকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে কিছুতেই বাধ্য করা যাবে না। তবে, তিনি বলেছেন তারা যেন তাদের নবীদের নির্দেশগুলো যেন যথাযথভাবে পালন করে।"[৭৫১]

পাদ্রী থমাস ও বিয়েন মন্তব্য করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) কাউকে ইসলাম গ্রহণে কখনও বাধ্য করেননি।

"আমি আমার অধ্যয়ন ও পড়াশোনা থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তা এই, তিনি কখনও জোর-জবরদস্তিমূলক দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করেননি। প্রত্যেক ধর্মেরই এটাই উত্তরকালীন ফল ও প্রভাব।"[৭৫২]

ইসলামের প্রচার ঘটেছিলো উগ্রতা ও সহিংস কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রচারিত দাবি অবশ্যই অন্যায় ও অনুচিত। এ কথার অসারতা প্রমাণের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, যতসব লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছিলো, ইসলামের জন্যে নিজের সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো, তারা তো উগ্রতার দরুন এতসব করেনি। ইসলাম বরং লোকজনকে মানুষের দাসত্ব থেকে, সামাজিক ও রাজনৈতিক নীপিড়ন থেকে মুক্তির পথ বাতিয়ে দিয়েছিলো। উদ্ধার করেছিলো মানবতাকে শত বছরের জিনদান খানা থেকে। নবীর অনুসারীরা যুদ্ধ করেছিলেন ঠিক, তবে তা ছিলো অনন্যোপায় অবস্থায়। তারা লোকজনকে ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ঠিক, তবে তা প্রয়োজনের খাতিরে। বল প্রয়োগ করেছিলেন ঠিক, তবে তা সময়ের প্রেক্ষিতে। তাই আকস্মিকভাবে বাধ্য হয়ে কৃত বা সংঘটিত বিষয়গুলোকে উগ্রতার লেবেল মাখিয়ে মুহাম্মাদের একমাত্র শিক্ষা বলে চালিয়ে দেয়ার মানে হবে তাঁর শান্তি-বাণী ও উত্তম আদর্শের নেহাত বিকৃতিসাধন। মেহেরি নিকন্যামের ভাষ্যে–

"আমি মেনে নিতে পারি না যে, ইসলাম কেবল তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয়েছিলো। ইসলাম অবশ্যই বিভিন্নমুখী দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে প্রচারিত হয়েছিলো। ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং স্বাধীনতা প্রভৃতি কল্যাণকর বিষয়গুলো দেখে লোকজন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। অবশ্য পরবর্তীতে আলীর নেতৃত্বে এবং উমর, যিনি ছিলেন মহান জেনারেল, তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানেরা যুদ্ধ করেছিলো। ইসলামের অধিক প্রচার ও বিস্তার ঘটেছে দ্বিতীয় খলিফা উমরের যুগে। ইতিহাস বলে, স্বয়ং নবীর জীবনকালে, আমি যতদূর অবগত, লোকজনকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়নি। অমুসলিমদের জন্যে যা অধিক কষ্টকর ছিলো তা এই যে, তারা মুলমান হলে নন-মুসলিম হওয়ার তুলনায় বরং সামাজিকভাবে উন্নত হতো তাদের অবস্থা ও অবস্থান। তবে, অনেক লোক স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিলো এবং তা অবশ্যই বলপ্রয়োগের কারণে ছিলো না। পরবর্তীতে, অবশ্য ১৯ শতকের দিকে ইরানে লোকজনকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছিলো।"[৭৫৩]

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির সুস্থ ও সুন্দর প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। মূলত, সবকিছুই কুরআনের আদেশ-নিষেধের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। যদি নমনীয়তাকে প্রাধান্য দেয়া যায়, তবেই না সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মীয়

স্বাধীনতার লালন করা সম্ভব। নইলে ধর্ম বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতাকে এবং ব্যক্তিকে কোণঠাসা করা হয়ে যায়। হলান্ডের আমস্টেরডামস্থ ইংলিশ রিফর্ম গির্জার শ্রদ্ধেয় পাদ্রী জনাব কাউয়ি বলেন–

"আমার জানাশোনা মতে নবী মুহাম্মাদ এবং মুসলমসানেরা খ্রিস্টানদের সম্মান করতেন। আমি মনে করি, লোকেরা যখন মুসলমান না হয়ে খ্রিস্টান হতে চায়, তখন বাধে গোল। যারা খ্রিস্টান হয়, তাদের ব্যাপারে কুরআনের বাণী অত্যন্ত কঠোর। কুরআনের এ বাণীগুলো যদি রূঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করা না হয়, যা নবীর দোষ নয়, তাহলে তো সমস্যা বাধে।"[৭৫৪]

নবী মুহাম্মাদ লোকজনকে জোর করে ইসলামের বাণী গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন মর্মে প্রচারিত বিষয়টি ধর্মবেত্তা ভভিন টেইলরও বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন–

"না, মুহাম্মাদ অমন করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। যে শিক্ষা ভাগাভাগি করা হলে লোকজন আনন্দ পায় ও পছন্দ করে, যেমন– গল্প, লোকজন তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে। সুতরাং সেটা বলপ্রয়োগপূর্বক ছিলো না, তা ছিলো লোকজনের ইচ্ছাধীন এবং উপভোগ্য, অনুসরণীয়।"[৭৫৫]

নবী মুহাম্মাদের শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীতে মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে অন্যদের জোর করে মুলসমান বানাতে সচেষ্ট ছিলেন মর্মে প্রচারিত বিষয়টিকে প্রখ্যাত সাংসদ শদ্ধেয় ড্যাভিড ব্লাঙ্কেট অস্বীকার করেন। তিনি বলেন–

"তাঁর কোনো কোনো অনুসারী এটা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, মুহাম্মাদ অন্যদের জোর করে ধর্মান্তর করেছিলেন।"[৭৫৬]

বারংবার উদ্ধৃত 'তরবারি অভিসন্দর্ভ' বা গবেষণাপত্র যা ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের বিষয়টি তুলে ধরে, নবীর জীবনকালে ও তাঁর উত্তরকালে, এটা প্রাক্তন লেবার পার্টির নেতা জনাব কিনক মহোদয়ও সমর্থন করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে নবী মুহাম্মাদের (স) নিজ ধর্মে দীক্ষিত করার বিষয়টি ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং বলপ্রয়োগবিহীন। তিনি বলেন–

"মুহাম্মদ কাউকে জোর করে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন নি, যেমনিভাবে যিশুখ্রিস্ট কাউকে খ্রিস্টান হতে জোর জবরদস্তি করেননি। তবে তাঁদের কিছু অনুসারীরা বর্বরোচিত আচরণের মাধ্যমে বলপ্রয়োগের কাণ্ড ঘটিয়েছিলো (মর্মে ইতিহাসে দেখা যায়)। এটা খ্রিস্টধর্মে ঘটেছে, ঘটেছে ইসলাম ধর্মে। ফলে তা হয়েছে সামরিক ও প্রধান সারির ধর্ম।"[৭৫৭]

শশুমার মতে, নবী মুহাম্মাদ (স) একটি ইহুদী গোত্রের সঙ্গে সহাবস্থান করেছিলেন। তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার পক্ষে এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (এমনকি, তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তও ছিলো একটি ইহুদী বালক)। তিনি কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করাতে চাননি–

"তিনি ইহুদীদের একটি গোত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে চলতেন। এ আচরণ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমাদের ধর্ম আমাদের। আমি যতদূর জানি, অন্তত ওই গোত্রের মধ্যে তিনি জোরপ্রয়োগে কাউকে ধর্মান্তর করেননি।"[৭৫৮]

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত এটা প্রত্যাখ্যান করেন, নবী মুহাম্মাদ (স) জোর প্রয়োগের মাধ্যমে লোকজনকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন। ধর্মের স্বরূপটাই হচ্ছে বুঝে শোনে, স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করা। এটা জোর-জবরদস্তিমূলক হতে পারে না। একদল নবী মুহাম্মাদ (স) অভিযানগুলোকে তরবারির ভয়ে ইসলামে দীক্ষিত করার হাতিয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তো অন্যরা সেসব অভিযানকে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং অন্যদের জুলুম-নির্যাতন মোকাবেলা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে হলে, মুহাম্মাদ (স) বলপ্রয়োগে, তরবারির ভয় দেখিয়ে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন মর্মে একটি প্রমাণও কোথাও কেউ দেখাতে পারবে না। মুহাম্মাদ (স) কাউকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিলেন কিনা মর্মে জানতে চাইলে নাম গোপন রাখার শর্তে উত্তর লন্ডনস্থ ইংলন্ড চার্চ স্কুলের জনৈক শিক্ষিকা বলেন–

"আমি না বলব। তিনি কখনও কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। মূল ধারণাটা হচ্ছে এই যে, এটা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব রুচি ও পছন্দ। আমি মনে করি, যেহেতু বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাই এরূপ ধারণা কোনো সময় হতেও পারে। তবে এটাকে আপনি যদি এককভাবে নেন, তাহলে আমি বলব এটা ছিলো আত্মারক্ষামূলক। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে যে, যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন আমরা শান্তির পথ না দেখে অশান্তির দিকে ধাবিত হই। সমস্যা এখানেই আমি মনে করি। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সত্য ও শান্তির আশ্রয় নিতে হবে। উভয় ধর্মকে এখানে মিলানোটা আমার কাছে কঠিন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মুহাম্মাদ কাউকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন মর্মে কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।"[৭৫৯]

বিখ্যাত ব্রিটিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ নবী মুহাম্মাদকে (স) মানবতার উজ্জ্বল প্রদীপ বিবেচনা করেছেন, যাঁকে খ্রিস্টানরা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিলো। বার্নার্ড শ'র দাবি নিম্নরূপ–

"খ্রিস্টানরা এবং তাদের ধর্মপ্রচারকরা ইসলামের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছেন। কেবল তাই নয়, বরং তারা নবী মুহাম্মাদের (স) (পবিত্র) ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত অপপ্রচার ও মিথ্যাচার চালিয়েছেন। আমি ইসলাম ও তার নবীর জীবনী অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। আমি এটা করেছি ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে এবং একজন সমালোচক হিসেবে। আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, মুহাম্মাদ ছিলেন একজন সত্যিকার মহাপুরুষ, মানবতার ত্রাণকর্তা এবং মনবজাতির কল্যাণকামী যা তখনও পর্যন্ত যখন (মানবতা) মারাত্মক মরণ ব্যথায় কাতরাচ্ছিল।"[৭৬০]

অধ্যায়-৭
মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা এবং তাঁর বিকৃত প্রতিচ্ছবি প্রসঙ্গ

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স), ইসলাম এবং পবিত্র কুরআনকে ভুলভাবে উপস্থাপন নিয়ে আলোচনা করেছি। এই-অধ্যায়টি দু'ভাগে বিভক্ত।

প্রথম অংশ

ভুল ধারণাসমূহ
ইসলামী দুনিয়া এবং পশ্চিমাবিশ্ব

এইচ আর এইচ প্রিন্স চার্লস নামে অক্সফোর্ড ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের একজন প্যাট্রন (পৃষ্টপোষক) ১৯৯৩ সালে 'ইসলাম এবং পাশ্চাত্য'-এর ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। উল্লিখিত বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান নেই, এ-দাবি করা সত্ত্বেও তিনি বিষয়টি নিয়ে যে আলোচনা দরকার তা উপলব্ধি করেছিলেন; যাতে মুসলিম এবং পশ্চিমাদের মধ্যে একটি টেকসই সমঝোতা গড়ে ওঠে। বিশেষ করে মুসলিম এবং পশ্চিমাদের মধ্যে সংলাপচর্চা লালন করার প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। প্রথমত, উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে উভয়ের প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ দূরীকরণে এবং দ্বিতীয়ত, এ জন্য যে আজকের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নের যুগে পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে একটি নিখাদ মূল্যায়ন এবং সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। প্রিন্স চার্লস বলেছেন–

> *"আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, (ইসলাম ও পাশ্চাত্য) এ দু'টি জগতের মধ্যে যোগসূত্র পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি মূল্যবান, (কারণ) প্রথমত, মুসলিম এবং পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে গগণচুম্বী, এবং দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধিষ্ণু পরস্পর নির্ভরশীল পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ও কাজের প্রয়োজনে উভয়ের পাশাপাশি থাকার প্রয়োজনীয়তা এখনকার মতো এত ব্যাপকতা কখনই লাভ করেনি।"*[৭৬১]

এইচ আর এইচ চার্লস আরও উপলব্ধি করেছেন, যদিও বিশ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রযুক্তি, যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে, তবুও এটি ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি অতীতের চেয়ে উচ্চতর। এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, অজ্ঞতাই ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বে ভুল বোঝার মূল কারণ। যদিও সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম বসবাস করে এবং ইউরোপে যুক্তরাজ্যের মতো এমন দেশ খোঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় কম অথচ সেখানে সর্বত্র মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টারের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তাসত্ত্বেও,

সেখানে পারস্পারিক সংশয় সদা বিরাজমান এবং মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যে এখনও সেতুবন্ধন গড়ে ওঠেনি।

"এটি দুঃখজনক যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে প্রযুক্তি এবং গণযোগাযোগের ব্যাপক উন্নতি, ভ্রমণের ব্যাপকতা, বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষের অবাধ সংমিশ্রণ, বিশ্বের প্রসিদ্ধ রহস্যাবলী যা আমরা বিশ্বাস করি তার ক্রমহ্রাস সত্ত্বেও মুসলিম এবং পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এখনও বিরাজমান। বাস্তবে এটি বাড়তে পারে। পাশ্চাত্যের বাস্তবতা থেকে বোঝা যায় এটি কখনই অজ্ঞতা থেকে নয়। বিশ্বব্যাপী প্রায় শতকোটি মুসলমান (বর্তমানে পৌনে দু'শ কোটি) যার কয়েক মিলিয়ন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে বসবাস করে। প্রায় দশ মিলিয়ন বা ততোধিক মুসলমান পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করে যার মধ্যে শুধু যুক্তরাজ্যেই বসবাস করে প্রায় এক মিলিয়ন মুসলমান। আমাদের ইসলামিক সম্প্রদায় দশকের পর দশক যাবৎ শুধু বাড়ছেই না সমৃদ্ধও হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫ শতাধিক মসজিদ রয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ অসম্ভব গতিতে বাড়ছে। আপনাদের মনে থাকার কথা, আমি মনে করি অনেকেই অংশগ্রহণও করেছিলেন, ১৯৭৬ সালে ইসলামের সেই বিশেষ উৎসবে যা মহামাণ্য রানী উদ্বোধন করেছিলেন। আমাদের চতুর্দিকে ইসলাম তবুও এ-সম্পর্কে অবিশ্বাস, এমনকি ভয় বিদ্যমান।"[৭৬২]

পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলমানদের সাথে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব অনাধিকালের। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহও হয়েছে। এতে করে অনেকে মনে করেন যে, মুসলমানরা কোনো এক সময় পশ্চিমা বিশ্ব দখল করে নিতে পারে। Right Honourable সংসদ সদস্য টনি বেন মনে করেন, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। তাঁর মতে–

> *"এটি আংশিকভাবে ঐতিহাসিক কারণে, কেননা মুসলমানদের সাথে আমাদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে; আর বাকিটা এজন্য যে অর্থনৈতিকভাবে আমরা একটি বিপজ্জনক অবস্থানে আছি এবং এতে করে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ বিশ্বাস করে কেউ এসে তাদের ভয় দেখাবে এবং তারা বিশ্বাস করে মুসলিমরা সেই জাতি হতে পারে, এজন্য তারা নিজেদের রক্ষা করতে যাচ্ছে। আমাদের এ ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক আছে আর তা হচ্ছে ভিন্ন ধর্মানুসারীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা।"*[৭৬৩]

স্যার জন গ্লাব আমাদের মনে করিয়ে দেন, "মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা শত শত বছর ধরে পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করেছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য, ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে নয়। ইউরোপে তাঁদের মধ্যকার সুদীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি চরম ঘৃণা এবং সুগভীর পীড়ার জন্ম দিয়েছিল।"[৭৬৪]

স্যার গ্লাব তাঁর মতের পক্ষে খ্রিস্টানদের বছরের পর বছর মুসলিম দেশগুলোতে দুরাচারের শিকার না হয়েই বসবাসের উদাহরণ তুলে ধরেছেন।[৭৬৫]

স্যার গ্লাব এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করেছেন এবং সেটি হচ্ছে বাগদাদ, যেটি সপ্তম শতকের আরব থেকে অনেক বেশি উন্নততর অঞ্চল ছিল। বাগদাদ থেকে প্রায় একশ' বছরেরও বেশি সময় পর আরব্য ইতিহাসবিদদের নবী মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লেখা শুরু করার কারণে ইতিহাসবিদরা তখনকার আরবের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং ঘটনাবলি সম্পর্কে অনবহিত রয়েছেন এবং তারা আরবদের দস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সেই একই তত্ত্বকথা পশ্চিমা অনেক ইতিহাসবিদ পরবর্তী শতকের পর শতক ধরে অনুসরণ করেছেন।[৭৬৬]

স্যার গ্লাব আরও বলেছেন, পশ্চিমা বিশ্বে নবী মুহাম্মাদ (স) দীর্ঘদিন ছদ্মবেশী প্রতারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। যাহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লেখক, জীবনী লেখক, এবং পণ্ডিতগণ নবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে সত্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৭৬৭]

যুক্তরাজ্যের লিডারপুল ক্যাথেড্রাল বা প্রধান গির্জার সাবেক ডীন এবং লিভারপুল ধর্মীয় কাউন্সিলের সভাপতি রিভারেন্ড রুপার্ট হোরে'র মতে নবী মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর সম্ভাব্য

সংগ্রামী চেতনাসমূহ সম্বন্ধে ব্যাপকহারে ভুল ধারণা প্রচলিত (এপ্রিল ২০১২)। এ জাতীয় অজ্ঞতা প্রসূত ধারণা, এবং এটি নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী এবং শিক্ষার নিখাঁদ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। শ্রদ্ধাভাজন রুপার্ট হোরে'র মতে–

> *"এক ব্যাপক সংখ্যক লোক তাঁকে রাজ্যজয়ে নেতৃত্ব দেয়া মুসলমানদের নেতা হিসেবে বিবেচনা করবে। আমি মনে করি, ব্যাপক সংখ্যক পশ্চিমা লোকের মাঝে তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই এবং আমি এও মনে করি যে তাদের ধারণা ভ্রান্ত। যখন আমি যিশুখ্রিস্টের সাথে মুহাম্মাদ (স)-কে তুলনা করি তখন দেখতে পাই যে মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর অনুসারীদের যুগ যিশুখ্রিস্টের যুগ থেকে ভিন্নতর ছিল। আমি মনে করি অনেকেই এটি নিয়ে আদৌ ভাবে না। যারা মুসলমানদের জানে না কিংবা নিদেনপক্ষে যাদের মুসলমান বন্ধুবান্ধব নেই, তারা একটি সহজ সমীকরণে বিশ্বাস করে আর তা হচ্ছে মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রামী। কিন্তু আমি মনে করি পাশ্চাত্যের লোকেরাই অতিমাত্রায় ইসলামের ওপর এটি বর্তিয়েছে।"*[৭৬৮]

কারেন আর্মস্ট্রং বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব পবিত্র কুরআন, ইসলাম, এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর একেকটি ভুল প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিশেষজ্ঞগণ পবিত্র কুরআনকে অপবাদ দিয়ে বলেছেন সেটিতে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে যা অবাস্তব। বাস্তবতা হচ্ছে নারীর রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা সদা-সর্বদা মহানবী (স)-এর অন্তরে ছিল এবং তিনি আইন প্রণয়ন করে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।"[৭৬৯]

ওল্ডহ্যাম, ওয়েস্ট, এবং রয়টন-এর Right Honourable এমপি মাইকেল মিচার (লন্ডন, মার্চ ২০১২) মনে করেন, একটি উভয় সংকট কিছু ধর্মীয় অনুসারীকে মোকাবেলা করতে হয় যা তাদের ধর্মকে ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনীতিকরণের ফলে সৃষ্টি হয়, এবং এর ফলে ধর্মের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, তার কারণ যারা এটি নিয়ে রাজনীতি করে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন, ধর্ম পালন নয়। সামসময়িক রাজনীতিবিদদের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে তারা মুসলমানই হোন আর খ্রিস্টানই হোন। আবার ধর্ম, ক্ষমতা ও যুদ্ধচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কখনো কখনো এটির প্রভাব ধর্ম বিরাগীদের আবেগতাড়িত করে। যদিও মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী পাঠে এ ধারণা প্রচলিত হয় যে তিনি তাঁর নবুওয় বাস্তবায়নে কারো সাথে অহেতুক দ্বন্দ্ব কিংবা সংঘাতে জড়াননি যদি না সেটি তাঁর সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের স্বার্থে বাধ্যতামূলক হতো।"[৭৭০]

ড. হেনরী স্টাব মনে করেন, মধ্যযুগের খ্রিস্টরাজ্যে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এতই নাজুক ছিল যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে যুগের খ্রিস্টান লিজেন্ডরা অবিবেচনাপ্রসূত মুসলমান এবং তাঁদের শ্রদ্ধাভাজন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে খলনায়করূপে বর্ণনা করেছিলেন। ড. স্টাব বলেন ইউরোপীয় সাহিত্যে এ চিত্রায়ণের ভূমিকা একটি স্মরণীয় বাস্তবতা। মুসলমানদের সেখানে সকল নিন্দিত বিশেষণের একটি ক্যাটালগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন–

"নাস্তিক, দুর্বৃত্ত, নিকৃষ্ট, পৌত্তলিক, বর্বর, ধর্মহীন ইতর, ঈশ্বরের শত্রু, টার্কস, এলোফিলি, হেগারিনস, ইসমাইলিটস, কেইনস, মোয়াবিটস, এলিয়েনস, জেন্টাইলস ইত্যাদি এবং কখনো অসভ্য ও ধ্বংসাত্মক'। মুসলিমদের সম্বন্ধে সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য কিন্তু জনপ্রিয় বিশেষণ হচ্ছে 'স্যারাসিন'। মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান প্রচারিত 'স্যারাসিন' পরিভাষাটি প্রচলন করেছে এজন্য যে তারা নিম্নবংশীয় ছিল এবং 'সারাহ' নামক জায়গা থেকে এসেছে। পরবর্তী সকল প্রাচ্যবিদ 'স্যারাসিন' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এটি আরবী শব্দ 'সার্ক (serq)' থেকে উৎপন্ন যার অর্থ চুরি করা, সুতরাং খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞদের মতে 'স্যারাসিন' হচ্ছে চোরেরা। মুসলিমদের বর্ণনায় যেসব অসম্মানজনক বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, 'টার্কস' তাদের একটি। যেটিকে নিশ্চিতভাবে 'ম্যাগগ'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি খ্রিস্টান এবং মুসলিম বিশ্বাসমতে প্রমিথিয়ান অবিশ্বাসী শক্তির একাংশ, যাদেরকে চূড়ান্ত বিচারের আগে ছেড়ে দেয়া হবে সবকিছু ধ্বংসের মহড়া হিসেবে। আরবজাতি, যাদের সর্বদা অবিশ্বাসীদের মতো মনে করা হতো, যারা 'গগ' হিসেবে পরিচিত। আদি খ্রিস্টান বিশ্বাসগুলো ইসলামী বিশ্বাসকে পরিপূর্ণভাবে জানতে কিংবা ঐশ্বরিক শক্তি মোকাবেলা করতে কোনো মুসলমানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেনি।"[৭৭১]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারিত মিথ্যাচার জনপ্রিয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল যা শেষ বিচারে মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল। এ ধারণাগুলো বিশেষজ্ঞ মহলে বদ্ধমূল করা হয়েছিল যা অনেক বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেছিল। ড. স্টাব আরো বলেন–

> *"মুসলিমদের নিয়ে কল্পিত কাহিনীগুলো খণ্ডনহীন থেকে গিয়েছিল। এবং খ্রিস্টান করনিক শ্রেণি থেকে একটি ঐক্যমত্য উদিত হয়েছিল যে মুসলমানরা বহু ঈশ্বরবাদের ঝোঁক লুকিয়ে রেখেছে, যা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি তাদের সর্বোচ্চ ভক্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এ মতামতগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকগণ দালালি করেছেন যা তারা সম্ভবত মুসলমানদের মুহাম্মাদ (স)-কে তুষণে-গুণকীর্তন করা থেকে পেয়েছেন। মুসলিম জাতির সংসয়-সন্দেহ একত্রিত করতে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত খ্রিস্টান 'স্যাগাসিন'-এর ধারণাগুলো, জাদুমন্ত্রের সংশ্লেষ, 'জাদুবিদ্যা ও গুপ্তশক্তির রক্ষক' এ ধরানা যা কিনা বিখ্যাত ঋষি আল-কিন্দী এবং ইবনে সিনা প্রকাশ করেছেন। তাই, মধ্যযুগের খ্রিস্টান প্রতিবেদনে মুসলমানদের চরিত্র চিত্রায়নগুলো বানোয়াট ও অলীক কাহিনীতে ভরপুর, যা পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, মুসলমানদের ওপর নিক্ষেপিত, অবিবেচনাপ্রসূত অভিযোগ বলে অনেক খ্রিস্টান মনীষীর মনে হয়েছে।"[৭৭২]*

উত্তর লন্ডনের-লন্ডন স্কুল চার্চের একজন শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেছেন, মুহাম্মাদ (স)-এর ভুল প্রতিচ্ছবি অপনোদন করার কার্যকর উপায় হচ্ছে যারা ইতিহাস সমর্থিত এবং সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত এ ভুল ধারণাগুলো পুষে রেখেছেন তাদেরকে উপস্থিত করে বিষয়টিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করা। সম্মানিত শিক্ষক বলেন–

"আমি হলে সরাসরি তাদের কাছে যেতাম এবং এর কারণ জানতে চাইতাম, তারপর সত্য উপস্থাপন করতাম, আর এ থেকে আমরা যা যা পেতে পারি তা বলতাম।"[৭৭৩]

মুসলমানরা অনেক সমৃদ্ধ বুদ্ধিভিত্তিক উত্তরাধিকার রেখে এসেছে যার ফসল শতকের পর শতক ইউরোপীয়রা ভোগ করেছে। Right Honourable এমপি জেরেমি করবিন বলেন–

"আপনি যদি নবম শতকের ইউরোপ থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক, বা এরকম সময়ে- যখন ইউরোপ একটি দৃশ্যমান মহাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন পর্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন একাদশ এবং দ্বাদশ শতক ছিল নিষ্ফল ধর্মযুদ্ধের কাল। সে যুদ্ধগুলো যাকে দেখা হচ্ছিল স্পেন, দক্ষিণাঞ্চল বা বর্তমান চেকোস্লোভাকিয়া এবং ১৫ শতকের পোল্যান্ডে ইসলামের প্রসার ও স্পেনে অবস্থিত এবং স্পেন আধিকারকারী আরবদের বিতাড়ন হিসেবে। তারা শুধু কর্ডোবা এবং গ্রেনাডার ইমারতগুলোই ফেলে যায়নি, বরং রেখে গিয়েছিল বিশদ আইন ও সভ্যতা ভাণ্ডার এবং যা ছিল খুবই চমকপ্রদ। এখনও আধুনিক স্পেন-এ এগুলো বিদ্যমান।" [৭৭৪]

পাশ্চাত্যে মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর ভুল প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠার কারণ হলো পশ্চিমা শক্তিগুলোর পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ওটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করা এবং ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রসার লাভ করা। করবিন এর মতে–

"এটি তৈরি হয়েছে ওটোম্যান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের কারণে এবং স্পেন, মধ্য-ইউরোপে খ্রিস্টান চার্চ প্রসারের মাধ্যমে।"[৭৭৫]

মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের অপরিহার্য অংশ ছিল ইসলাম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা। বিশেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদার ব্যাপারে। এ ধারণাগুলো ছিল ভিত্তিহীন এবং এগুলোই দ্বাদশ শতকে মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়ে পাণ্ডিত্যের হলমার্কে পরিণত হয় এবং এ ভুলভাবে উপস্থাপিত ধারণাগুলোই পরবর্তী শতকগুলোতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা গ্রহণ করেছেন।[৭৭৬]

অতএব, সাধারণ মানুষের মনে মুসলমানদের নিষ্ঠুর হিসেবে চিত্রিত করা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কাজ করেছে। যেমনটি ওয়াট মনে করেন, "মানুষের আত্মবিশ্বাসকে বিনষ্ট করতে- মারাত্মক ভয়ার্ত খ্রিস্টরাজ্যকে তাদের সম্ভাব্য শত্রুদের ঘৃণ্যতরভাবে উপস্থাপন করতে হয়েছিল।"[৭৭৭]

ঐতিহাসিকভাবে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের পড়া-শোনা সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। যেখানে নিরপেক্ষতার অভাব ছিল দৃশ্যমান। আর এগুলো সম্পূর্ণরূপে একটি পাশ্চাত্য মানসিকতা ও দৃষ্টিতে পরিচালিত হয়েছে। সীমিত পড়ালেখা এবং পক্ষপাতদুষ্ট কাহিনী ছিল মধ্যযুগের মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে তাদের দৃষ্টিকোণ। এ ধারণাগুলো পাশ্চাতে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে যে মতামত প্রতিষ্ঠিত করেছে তা অবজ্ঞা করা

অসম্ভব। নরম্যান ডানিয়েল এর মতে, "প্রাচ্যের লোকেরা পাশ্চাত্যের লোকেদের তুলনায় অধম এটি পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যের একটি অব্যাহত প্রসঙ্গ। ইউরোপীয়দের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে ইউরোপের অগ্রগতি এবং সভ্যতার তুলনায় প্রাচ্য শব্দটিই নগণ্য।"[৭৭৮]

বৈষম্য ও তাচ্ছিল্যের এ প্রসঙ্গটি একজন শিখ বক্তা পূর্ব লন্ডনভিত্তিক একটি শিখ মন্দির থেকে সনাক্ত করেছেন যে,

> *"মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষাগুলো সঠিক ছিল, কিন্তু এখন, এ বর্তমান বিশ্বে, রাজনীতিবিদরা তাদের ক্ষমতার জন্য মিথ্যা বলে এবং আমাদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে। প্রকৃত অর্থে এটি মুহাম্মাদ (স)-এর শিখানো ইসলামের শিক্ষা নয়।"*[৭৭৯]

ইউরোপীয় ধর্মাধ্যক্ষের এরিয়াভুক্ত জিব্রাল্টারের বিশপ, রাইট রিভারেন্ট ড. জিওফ্রে রাওয়েল বলেন, কেউ ক্ষুদ্রার্থে পাশ্চাত্য টার্মটি ব্যবহার করতে পারে না। অনেক দেশ এবং সংস্কৃতি এ জাতের সাথে মিলে যায়, এবং মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে ধারণা এ সকল অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন। মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে এ ধারণাগুলো ইতিবাচক এবং নেতিবাচক এর সংমিশ্রণ যদিও নেতিবাচক ধারণাই বেশি যা তাঁর ও ইসলামী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের পক্ষপাতদুষ্ট রচনা দ্বারা সৃষ্ট।

> *"পাশ্চাত্য একটি বৃহৎ এবং অস্পষ্ট ধারণা। এ সম্পর্কিত অনেক ধারণা প্রচলিত আছে যার অনেকগুলো জ্ঞাত এবং বাকিগুলো ভুলভাবে জ্ঞাত। এখানে মুহাম্মাদ (স)-কে প্রবঞ্চক বলে কিছু ধারণা রয়েছে যা খ্রিস্টীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু সেখানে আমার মতো লোকেরাও রয়েছেন যারা বিভিন্ন বড় বড় মসজিদে গিয়েছেন, যেগুলো চমৎকার আধ্যাত্মিক জায়গা এবং মুহাম্মাদ (স) আমলের ঐতিহ্য বহন করছে। নিয়মিত প্রার্থনাকারীদের গভীর জীবনাদর্শ একটি ভালো উপাদান। আমি মনে করি যে বিকৃতির স্থলে পাশ্চাত্যের এ ঐতিহ্য ধারণ করা উচিত। খ্রিস্টধর্মের নামে যে রকম বর্বর কিছু বিচার রয়েছে, সেভাবে ইসলামেরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে, যার কিছু হয়তো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছে।"*[৭৮০]

মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর ভুল প্রতিচ্ছবি বিষয়ে ড. রাওয়েল আরো অনুভব করেছেন, জরুরিভিত্তিতে তাদের যুক্তিগুলোকে খণ্ডানো দরকার যারা তাঁর ভাবমর্যাদাকে কলঙ্কিত করেছেন। ড. রাওয়েল বলেন–

> *"আমি মনে করি এটি সত্য। আমরা শুধু মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে যা সত্য তা উপস্থাপন করে এর প্রতিরোধ করতে পারি।"*[৭৮১]

দার্শনিক লিও টলস্টয় এ বিষয়টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছেন, মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি চরম অন্যায় করা হয়েছে। অনেক অপ্রতিষ্ঠিত এবং অবিবেচিত দাবি তাঁর বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে যা তাঁর একটি ভুল প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। রাশিয়ানদের মাঝে মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর সঠিক প্রতিকৃতি উপস্থাপন করতে তিনি মুহাম্মাদ (স)

সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং 'সিলেক্টেড সেয়িংস অব প্রফেট' শিরোনামে একটি বই রচনা করেন, যাতে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে সবিস্তারে সত্য উৎঘাটনে মানুষ উৎসাহিত হয় এবং তাদের পূর্ণ বিবেচনা শক্তি ব্যবহার করে। টলস্টয় গুরুত্ব দিয়ে বলেন–

> *"যে কেউ যদি ইসলামের সহিষ্ণুতা যাচাই করতে চায় তবে তার উচিত সতর্কতার সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা। এর পঙক্তিমালা ইসলামের সুউচ্চ দর্শনের নির্দেশক। যেমন– ('তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর : সেই তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার')।*[৭৮২]

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের আন্তঃধর্মীয় ফোরামের ফাদার, অ্যালেন গ্রীন বিশ্বাস করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের উপলব্ধি ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে আর এটি তারাই করেছে যারা মুহাম্মাদ (স)-এর খ্যাতিকে ম্লান করতে চায় এবং এটি মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে অনেকের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেয়।

> *"ইংলিশ প্রতিরক্ষা দলের মতো দল কর্তৃক প্রচারিত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে নিকৃষ্টভাবে, চরমপন্থায় উপস্থাপিত সস্তা এবং জনপ্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে মার্জিত ব্যাখ্যা হচ্ছে যে তিনি ছিলেন একজন রাজ্যজয়ী যিনি বিশ্ব শাসনে ইচ্ছুক সকল শক্তিকে বশে আনতে চেয়েছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মতানুসারে মুহাম্মাদ (স)-কে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সব ধরনের অসম্মানের চোখে দেখা হতো, যার অনেকগুলো আবার তাদের তৈরি যারা প্রমাণ করতে চায় মুহাম্মাদ (স) কোনো মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না।"* [৭৮৩]

যেহেতু মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা কখনো চোখে চোখ রেখে সামনাসামনি বসেনি সেহেতু তাদের মধ্যকার বিভাজন ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে তাদের ওপর অতীতের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষত মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্বকে যেভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা পরিশুদ্ধ করা আশু জরুরি। জেইন স্মিথ-এর মতে–

> *"মুসলমানদের মুহাম্মাদ (স)-কে কুরআন হিসেবে লিপিবদ্ধ আল্লাহর বাণী বাহনকারী একটি বাহন হিসেবে নয়, বরং তাঁকে একজন অনুসরণীয় আদর্শ মানব হিসেবে উপস্থাপন করতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়। মুসলিম-খ্রিস্টান ঐতিহাসিক সম্পর্কের অনেক নেতিবাচক দিক রয়েছে, তন্মধ্যে খ্রিস্টানদের দ্বারা বিরামহীনভাবে মহানবী (স)-কে যুদ্ধবাজ, ভণ্ডজ্ঞানী, এবং অনৈতিক জীবনের অধিকারী বলে উপস্থাপন করা, এবং পবিত্র কুরআনকে আংশিক, ভুলভাবে উপস্থাপিত কিছু ইহুদী ও*

খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থের দ্বি-নকল বলে অবজ্ঞা করা। এ ভুল বোঝাবুঝির ধারা পশ্চিমাদের মনে এখনও প্রকটভাবে বিদ্যমান। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মতো মহৎ কাজ কিংবা পশ্চিমা বিদেশনীতিতে অন্তর্নিহিত ধারণাসমূহ থেকে তা পৃথক করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।"[৭৮৪]

মহানবী মুহাম্মাদ (স) ইসলাম এবং মুসলমানদের নিয়ে ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা যে ভুল ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং প্রচার করেছে তা গভীর এবং ঐতিহাসিকভাবে অনেক অবিচারের জন্ম দিয়েছে। ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি এতসব শত্রুতা এবং বৈরিতা সত্ত্বেও মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সুসম্পর্কের স্বার্থে এসব পরিমার্জন করা অত্যাবশ্যক। ড. হেনরী স্টাব-এর মতে–

> *"খ্রিস্টান অপব্যাখ্যাগুলোর মতো এগুলোর অনুসন্ধানও পীড়াদায়ক যে, এতদিন যাবৎ এগুলোর ভেতর প্রবেশ করে বাস্তব বিষয়াগুলো এবং আমাদের প্রতি ইউরোপীয়দের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা প্রয়োজনীয় ছিল। এ অপব্যাখ্যাগুলো ইসলামের সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা ও মহত্ত্বের কতটা পরিপন্থি তা যাচাই করা বর্তমানে আমার আলোচনার আওতা বহির্ভূত। ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মূল পার্থক্যগুলোর পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাযুক্ত হয়েছে যেমন মধ্যযুগের পারস্পারিক যুদ্ধসমূহ, স্পেন থেকে 'মুরদের' উচ্ছেদকরণ, সর্বশেষ মুসলমানদের লোভ-লালসা দেখিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ এবং কর্তৃত্ববাদে বিশ্বাস করানোর আধুনিক প্রচেষ্টা মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা কি সেই সময় নয় যখন আমরা সেই শত্রুভাবাপন্ন প্রোপাগাণ্ডার পরিবর্তে অলস-নির্বিকার না থেকে, এবং বিচারকে প্রভাবিত না করে অন্তত সমান আচরণ করব?"[৭৮৫]*

সাধারণত এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয় যে, মুহাম্মাদ (স)-কে পাশ্চাত্যে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এর অনেক কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে খ্রিস্টধর্ম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমানদের রাজ্যস্থাপন অন্যতম যা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধর্মযুদ্ধের কারণ। অনেক পশ্চিমা খ্রিস্টানের বিবেকে এটি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলাম এবং মুসলমানরা আগ্রাসী। হল্যান্ডের আমস্টারডামের ইংরেজ সংস্কারকৃত চার্চের পুরোহিত রিভারেন্ড জন কাউয়ি ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বলেন–

> *"আমি মনে করি, সাংস্কৃতিক বর্ণনা মুহাম্মাদ (স)-কে ভিন্ন আলোয় নিক্ষেপ করেছে। আমি মনে করি খ্রিস্টান বিশ্বের সমস্যা হলো এই যে, ইসলাম মঞ্চে এসেছে যোদ্ধাদল হিসেবে যার পূর্বেকার খ্রিস্টান নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোকে সামরিকভাবে শাসন করেছে এবং কয়েক শত বছর এটিই ছিলো ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। এবং তখন খ্রিস্টান ক্যাম্পেইন হাত গুটিয়ে ফেলে। খ্রিস্টানরাও সামরিক শক্তিধর মুসলিমদের সহযোগী হয়ে পড়ে; সুতরাং এখানে দুটি পক্ষের সৃষ্টি হয়। আমাদের সেই ধারণা থেকে বের হতে হবে যে সামরিক শক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের ধারণা চাপিয়ে দিতে পারব।"[৭৮৬]*

লিভারপুল, লন্ডন ক্যাথেড্রাল এর সাবেক ডীন এবং ধর্মীয় কাউন্সিলের সভাপতি রিভারেন্ড রুপার্ট হোরের (এপ্রিল ২০১২) মতে– "মুহাম্মাদ (স) এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন যে এর ফলাফল আজ পরিমাপ করা যায় যখন মহাম্মদ (স)-এর চরিত্র ও তাঁর আদর্শ চিত্রায়নে যে ব্যাপক অজ্ঞতা ও হিংসা বিদ্বেষ এর জন্ম দিয়েছে– এর প্রতি লক্ষ করা যায়। মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি একেবারে মূলস্রোতে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হলো? তা জানতে মুসলিম-খ্রিস্টানদের বেগ পেতে হয়।"[৭৮৭]

"মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর এ ভুল প্রতিচ্ছবির জন্য পশ্চিমা লেখকদের বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনাই দায়ী। নির্ভরযোগ্য সূত্রভিত্তিক রচিত তাঁর জীবনের সঠিক চিত্র প্রত্যাখ্যান করে কেবল সেগুলোই উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলো ভুল বার্তা বহন করে। আলফ্রেড ভন ক্রেমার নামক একজন অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ যার ইসলামিক স্টাডিজ এবং প্রাচ্যের দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর অনেক লেখা রয়েছে, তিনি বলেছেন যে, ইউরোপীয় লেখকরা মুহাম্মাদ (স)-এর ইতিহাসের গঠনমূলক সমালোচনা করেননি। তিনি তাদের মূল আরবী টেক্সট এবং তথ্য লুকিয়ে বর্তমান যুগের প্রাচ্যবিদদের লেখার ওপর নির্ভরতার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমা পাঠকরাও মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়ে সাম্প্রতিক লেখকদের কাল্পনিক গল্প পড়তে পছন্দ করেন।"[৭৮৮]

"স্যার উইলিয়াম ম্যুর নামক একজন প্রাচ্যবিদ যিনি ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মাদ (স)-কে অপছন্দ করেন তিনিও সেসব জীবনী লেখকদের সমালোচনা করেছেন যারা সত্য ছাপিয়ে কল্পনাপ্রসূতভাবে মুহাম্মাদ (স)-কে উপস্থাপন করেছেন।"[৭৮৯]

"স্যার চার্লস জেমস লয়েল নামক একজন ইংরেজ সরকারী চাকুরে যিনি ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষে কর্মরত ছিলেন এবং আরবী পণ্ডিত মনে করেন স্যার উইলিয়াম ম্যুর-এর লেখাগুলো সেই সময়ের জন্য আদর্শ ছিল যদিও সেগুলোও ছিল ইসলাম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।"[৭৯০]

মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে প্রচলিত কুসংস্কার এবং তাঁর নেতিবাচক চিত্রায়ন সামসময়িক কোনো বিষয় নয় বরং একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। একদা ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে প্রাচ্যে একটি বিতর্ক ছিল এবং সেটি এখনও বিদ্যমান। মুসলমানদের স্ব-সৃষ্ট আঘাত এবং খেয়ালি জীবনযাপনও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী; কারণ তারা মুহাম্মাদ (স)-এর দেখিয়ে দেয়া পথ অনুসরণ করে না।

নিকন্যাম মেহরি এর মতে–

> *"আমি মনে করি, মুসলমানরা নিজেরাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী, কারণ তারা তাদের কাজ-কর্মে মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শের প্রতিফলন করে না। সংক্ষেপে দায়দায়িত্বগুলো বহুমুখী।"*[৭৯১]

কারেন আর্মস্ট্রং এর মতে, "ইসলামকে কিছু জনপ্রিয় কাল্পনিক গল্প দ্বারা কলুষিত করা হয়েছে এটি সত্য তবে কিছু মুসলিম যেভাবে গোটা পশ্চিমা সম্প্রদায়কেই শত্রুভাবাপন্ন করছে তাতে

বিষয়টি চরম আকার ধারণ করছে। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের ধর্ম ছিল না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক ইউরোপীয় তাদের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধারণাটি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সে রকম মৌলবাদও ইসলামের ভিত্তি নয় কিন্তু অনেক ধর্মবিশ্বাস কিছু ধারা ও অনুসারী জন্ম দিয়েছে যারা মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা লালন করে। সাম্রাজ্যবাদও ইসলামী কুসংস্কার ধরে রাখতে এর নিখাঁদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ অগ্রসর হতে দেয়নি। এসবই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে এবং এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের শত্রুতে পরিণত করেছে।"[৭৯২]

সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং রোম্পটন-এর "সেন্টার ফর রিসার্চ অন ন্যাশনালিজম, এথনিসিটি এবং মাল্টিকালচারালিজম' (CRONEM)-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক জন ঈড-এর মতে, "পাশ্চাত্য এবং মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক বিরোধ এবং সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিনিময় ও মিথষ্ক্রিয়া বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন পশ্চিমাদের মনে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে একটি বদ্ধমূল কুধারণা বিদ্যমান– এটি ব্যাখ্যা করা অনেক দুরূহ ব্যাপার। প্রাচ্য বিশেষজ্ঞরা মুসলমানদের সম্পর্কে একটি মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি রটনার মাধ্যমে এ ধারণার ব্যাপকতা দান করেছেন এবং এটা বর্ণ বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে যা অবশ্যই আমলে নেয়া দরকার।"[৭৯৩]

কেবলমাত্র কোন একক সত্ত্বা কিংবা তৎপরতাকেই মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিচ্ছবি বিনষ্ট করার জন্য দোষারোপ করা যাবে না। ইতিহাস, এবং সামাজিক ও রাজনৈতক অবস্থা পর্যালোচনাই কেবল এটি প্রমাণ করতে পারে। অধ্যাপক এইদ আরো বলেন–

> *"আমি মনে করি, নানা প্রকার লোকের সাথে জড়িত। আমি মনে করি, ঔপনিবেশিক কার্যক্রমকেও বিবেচনায় আনতে হবে,... কারণ তারা চেয়েছিল তাদের সভ্যতার পরিকল্পনা অন্যদের সামনে নিয়ে আসতে এবং এ জন্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিজ ইত্যাদি জন্ম দিয়েছে...।"*[৭৯৪]

ঐতিহাসিক কারণসমূহ এবং মুসলমান ও পাশ্চাত্যের বিনিময়গুলো বিবেচনায় নিয়ে কেন পাশ্চাতে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে ভুল ধারণা প্রচলিত এবং তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে এগুলো কেন বেশি আসে তা ব্যাখ্যা করা কষ্টকর। এগুলো দূর করা বা পরিষ্কার করা তখনই সম্ভব হবে যখন আন্তঃধর্মীয় এবং ধর্মানুসারীদের পরস্পর সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় ভুল তথ্য ব্যাপক প্রচারিত হবে এবং ধর্মান্ধতা চালকের আসনে থাকবে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথলিক পুরোহিত, ফাদার আলব্যান ম্যাক্কয়-এর মতে (মে, ২০১২)–

> *"আমি মনে করি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পূর্বশত্রুতা যা ১৮-শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পাশ্চাত্য অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ানরূপে এবং তুরস্ক, প্রাচ্যরূপে যুদ্ধে মেতে ছিলো... এ অবস্থার অবসানে সংলাপ এবং একে অন্যকে জানাশোনার কোনো বিকল্প ছিল না।*

আপনি যত ইচ্ছা তত বই লিখতে পারেন, যত ইচ্ছা সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা করতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঐক্যমতের মানবিক বিষয়গুলো নিয়ে একই জায়গায় না বসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ভয়, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার বিরাজ করবে।"[৭৯৫]

লর্ড নরম্যান লেমন্ট মনে করেন, ধর্মের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার বিস্তার লাভ করা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপনের একটি কারণ হতে পারে। তিনি বলেন–

> "আমি মনে করি, ইসলাম এবং মুসলমানদের ভুলভাবে চিত্রায়ণের একটি অন্যতম কারণ হলো ইউরোপীয়দের অতিমাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাওয়া এবং সেখানে ধর্মেও গুরুত্ব কমে যাওয়া। মানুষ সহজে বুঝতে পারে না কিভাবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কত গভীর ও দৃঢ়ভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করে পালন করে। আমেরিকা অবশ্যই ব্যতিক্রম। ৯/১১ এবং ধর্ম সেখানে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।"[৭৯৬]

অমিত পালের মতে, পাশ্চাত্যের রচিত ইসলামের ইতিহাস তলোয়ারের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের কাহিনীতে ভরপুর। যদি সে ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা হতো তাহলে এটি পরিষ্কার হতো যে ঐতিহাসিকরা যেভাবে সন্ত্রাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন, ইসলামের বৈশিষ্ট্য সেটি নয়–

> "ইসলামের ইতিহাসকে পাশ্চাত্যে রক্তপিপাসু যুদ্ধ এবং মানুষকে তলোয়ারের বলে ধর্মান্তরিত করার ইতিহাস বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্যে এটি ছিল একটি অস্ত্র। যাহোক, বাস্তবতা অনেক জটিল ছিল, সাধারণত যা কল্পনা করা হয় ইসলামের গঠন এবং প্রচারে সংঘাত আর সহিংসতা তার চেয়ে অনেক কম ভূমিকা রেখেছে।"[৭৯৭]

স্যার লিপেল হেনরী গ্রিফিন নামক ভারতে ইংরেজ শাসনামলের একজন ব্রিটিশ প্রশাসক, এবং কূটনীতিক 'প্যান-ইসলাম' নামক একটি পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন, যে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন স্যার ইগন্যাটিয়াস ভ্যালেনটাইন চিরল, যিনি একাধারে সাংবাদিক, প্রসিদ্ধ লেখক, ইতিহাসবিদ এবং ব্রিটিশ কূটনীতিক ছিলেন, পত্রিকাটি মূলত ইসলামের প্রসার এবং ইউরোপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ছিল। মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা সম্বন্ধে জেনে গ্রিফিন তার বক্তব্যে বলেছেন যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইসলাম প্রচার চলছে তবুও এটি ভয়ানক নয় এবং তিনি এটিকে নিরাপদ আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ব্রিটিশদের পরামর্শ দেন–

> "সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের পুনর্জাগরণ হয়েছে। এটিকে ব্রিটিশ সরকার এবং জনগণ যদি সহানুভূতি এবং মহানুভবতার চোখে দেখে তাহলে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভয়ের কোনো কারণ হবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি ভিন্ন ফল বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি।"[৭৯৮]

মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বল্পতা

টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশনের ফেইথ এ্যাক্ট ম্যানেজার ড্যানি রিচমন্ড বলেন, মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো কেবল তাদের দ্বারাই ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব যারা বোঝাপড়া এবং সহিষ্ণুতার পৃথিবীতে বসবাস করতে সংকল্পবদ্ধ। কেবল এমন একটি কার্যক্রমের মাধ্যমেই মানুষ মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা পরিমার্জনে কাজ করতে পারে।[৭৯৯]

বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানা-শোনাই কেবল মানুষকে আরো সহিষ্ণু এবং অন্য ধর্ম সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে মুক্তি দিতে পারে। যেহেতু অনেকে মনে করেন ইসলামের এক তরফা ব্যাখ্যাই সবকিছু নয় এবং সবকিছু শেষও করতে পারবে না সেহেতু বিভিন্ন ধরণের কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন যা ইসলামের বহুমুখী ব্যাখ্যা রদ করবে। ড্যানি রিচমন্ড আরো বলেন–

> *"আমাদের সকলের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে আরো জানা প্রয়োজন। আমরা যদি সামাজিক সংযোগকে বৈশ্বিক লেভেলে দেখি, তাহলে আজকে আমাদের ১৩০ কোটি মুসলমান রয়েছে, অর্থাৎ প্রতি ছয় জনে যখন একজন মুসলমান তখন এটি অপরিহার্য যে, আমরা যারা একাধারে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে বসবাস করি আমাদের পরস্পরের জীবনে পরস্পরের প্রভাব উপলব্ধি করা। আমি এটিও জানি যে ইসলামী চিন্তাধারা এবং সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের বৈচিত্র্যতা রয়েছে, বিশেষত এ বিষয়ে যে তারা মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও শিক্ষাকে যেভাবে দেখেছিল এবং এই বৈচিত্র্যগুলো ইসলামকে বিশ্লেষণ করতেও সহযোগী হবে।"*[৮০০]

পাশ্চাতের অনেক পণ্ডিত এবং বিদ্বান শ্রেণি মুহাম্মাদ (স)-কে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর প্রতি ইতিবাচক মনোনিবেশ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, এ ধরনের উপলব্ধি তাদের কাছে পৌঁছায় না যারা পদবী ও মর্যাদায় ছোট এবং যাদের কাছে মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কিত ভুল ব্যাখ্যাগুলো বদ্ধমূল হয়ে আছে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ইউনিভার্সিটি চার্চের সিনিয়ার বিলাতী পুরোহিত রিভারেন্ড স্টিফেন উইলিয়ামস-এর মতে–

> *"থমাস কার্লাইল 'হিরোজ অ্যান্ড হিরো ওরশিপ' নামে একটি বই লিখেছেন যেখানে মুহাম্মাদ (স)-কে ইতিহাসের একজন নায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে। উনিশ শতকের ব্রিটেনে এমন একটি সময় ছিল যখন মানুষ মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী পড়তো এবং সেখান থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেত, তাঁকে আদর্শ হিসেবে*

অনুসরণ করত, অনুকরণীয় এবং প্রশংসিত, মহাজাগতিক গুণাবলি সম্পন্ন একটি ঐতিহাসিক চরিত্র মনে করতো। এটি সামান্য কিছু শিক্ষিত, পড়ুয়া মানুষের অভিমত। সংখ্যাগুরু মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ।"[৮০১]

কতিপয় মুসলমান কর্তৃক ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা, কিভাবে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে বিদ্যমান ইতিবাচক ধারণাগুলোর ক্ষতিসাধন হতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন ভাবিন টেইলর–

"কিছু মুসলমান আছে যারা ইসলামকে ব্যবহার করে এমন সব চরম যুক্তি উপস্থাপন করে যা অন্যদের জন্য অসহনীয়। তারা হয়তো ততটুকুই জানে। সেরকম, অন্যরাও যারা মুসলমান নয় তাদেরও ইসলাম সম্পর্কে একটি ধারণা থাকতে পারে এবং সে ধারণাটি হতে পারে খুব নিম্নমানের। কেননা, ইসলামের মতো এমন বৈচিত্র্যময় ধর্মের পক্ষে কেন একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ সকলের হয়ে কথা বলবে।"[৮০২]

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা এবং মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ পাশ্চাত্যে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসানে নিশ্চিতভাবে কাজ করবে। এ জাতীয় প্রচেষ্টা মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও শিক্ষার সাথে আমাদের সামসময়িক জীবনের সংশ্লিষ্টতার ওপর আলোকপাত করবে এবং এমনকি এগুলো মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রদানে প্রায়োগিক হবে, এটি মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে একটি ব্যাপক এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এমপি মিচারের মতে–

"ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভুল তাহলে আপনাকে সত্যিকার ধারণা উদঘাটন করে সেটি যাচাই করতে হবে এবং আপনি সেটা পারবেন। যখন আপনি নবী-জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন, সেটি হবে মূল কাজ। তারপর প্রশ্ন আসতে পারে যে এতে কি আমাদের জন্য কোন শিক্ষা আছে? এবং আমি নিশ্চিত যে তাতে আমাদের জন্য কোন শিক্ষা রয়েছে। এমনকি মুসলমানদের এ ব্যাপারে অনেক গভীরে যাবার প্রয়োজন আছে। কখনো কখনো কিছু মুসলমান আছেন যারা মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে তাদের মতের বাইরে কিছু শুনতে চান না। কিন্তু সর্বোত্তম পন্থা হলো কি ঘটেছিলো এবং এবং কেন ঘটেছিলো তা গভীরভাবে জানা।"[৮০৩]

কিভাবে এ ভুল প্রতিচ্ছবিটি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হলো? ইসলাম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলনের কারণ হচ্ছে মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও শিক্ষা এবং তাঁর বাণী সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে শিক্ষাদান বস্তুত অনুপস্থিত ছিল। এর ফলে কোনোরকম পূর্বাভিজ্ঞতা ছাড়াই মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে বহু কুসংস্কার এবং কল্পচিত্র তৈরি হয়েছে; যেগুলো সামাজিকভাবে একটি সহনশীল ঐক্যবদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টার ক্ষতিসাধন করেছে। উত্তর লন্ডনের চার্চ অব লন্ডন স্কুলের একজন শিক্ষকের মতে–

"বিষয়টি এমন নয় যে মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে মানুষের সব ধারণাই ভুল। আমি মনে করি এটা এ কারণে যে তাদের ধারণাটা বাস্তবিক নয় কারণ তারা এ ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করেনি। অধিকাংশ মানুষ যারা কোনো না কোনো বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করে তার কারণ এই নয় যে, কেউ তাদের ভুল শিখিয়েছে, বরং তার কারণ হলো তাদের কোন শিক্ষাই দেয়া হয়নি। কোনো ধরনের জ্ঞান ছাড়াই তারা এ ধারণা লালন করে। আমরা যদি এমন একটি সমন্বিত সমাজে বসবাস করি যেখানে নানা বর্ণ ও ধর্মের লোক থাকবে, তাহলে আমাদের পরস্পর পরস্পরের ধর্ম-বর্ণ সম্বন্ধে জানতে হবে।"[৮০৪]

মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে না বোঝার কারণে মুসলিম সমাজে প্রতিনিয়ত অনেক অবিচার সংগঠিত হচ্ছে। এখানে অনেক প্রাসঙ্গিক কারণ ছিল, যে কারণে মানুষ ভুল এবং সমস্যাসংকুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতো যা কোনো কিছু করার ক্ষমতা না থাকলেও অন্যকে ভাবিয়ে তুলতো। (এমতাবস্থায়) মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার গভীর মূল্যায়নে তাঁর জীবনচরিত ও ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করতে হবে। মেহরী বলেন–

"প্রথমত এ কারণে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী ও তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক অপব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝি প্রচলিত আছে যা মুসলমানদের কাছে চিহ্নিত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, আমরা মানুষ এবং আমরা সকল প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলীর মুখাপেক্ষী। শ্রদ্ধার সাথে, আমাকে আবার বলতে হচ্ছে যে, আপনারা মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর একটি বাস্তবভিত্তিক প্রোফাইল (চিত্র) অমুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করুন। আমি স্বীকার করি যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের দৃষ্টান্ত। আমি কোনো উপায়েই তাঁকে অসম্মানের চোখে দেখা উচিত বলে মনে করি না বরং সম্মানের সাথেই দেখতে হবে। মহানবী (স)-এর কিছু কর্মকাণ্ড ছিল যা শুধু মুসলামানদের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। এগুলো অনেক বছর ধরে অমুসলিম পণ্ডিতদের বিতর্কের বিষয় ছিল। কিন্তু আমি মাত্র দু'জন মুসলমান পণ্ডিতকে জানি যারা এগুলো পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিতে দেখাতে শুরু করেন। কতিপয় ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরিবর্তে সর্বদা দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যে শুধু মুসলিম দৃষ্টিকোণ যা এই ধারণা পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কেবলমাত্র যা নির্দোষ তাই গ্রহণ করা। এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা এবং ঐ সমস্ত ঘটনাবলির যথার্থ অনুধাবনে সহায়ক হবে। এটা সহায়ক হবে কেননা এটি মহানবী (স) সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক নেতিবাচক অতিরঞ্জন দূর করবে, একই সাথে এটি অন্যান্য বিজ্ঞোচিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাকেও আমলে নেবে। আমাদের বাস্তবভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন এবং যেগুলো ভালো কিংবা খুব ভালো নয় তা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং কেবল তখনই আমরা সামনে এগোতে পারব।"[৮০৫]

আজকের বিশ্বে সন্ত্রাসের জন্য মহানবী মুহাম্মাদ (স)-কে কোনোভাবেই দায়ী করা যাবে না। বরং রাজনীতিবিদগণ, যথার্থ শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং ভুল ধর্মীয় শিক্ষাই হচ্ছে মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক কারণ। যেমনটি একজন শিখদের একজন মুখপাত্র বলেছেন–

"আমি মনে করি, এখানে শিক্ষার অভাব রয়েছে। কিছু মৌলবাদী মানুষ যারা তাঁর প্রচারিত শিক্ষাকে ভুলভাবে উপলব্ধি করেছে... সে কারণেই এ বিষয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে... তারা যদি মুহাম্মাদ (স)-এর প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী হতো তাহলে কোন সমস্যাই থাকতো না... কিছু মানুষ অজুহাত হিসেবে তাঁর নাম নেয়... কোনো ধর্মই মানুষ হত্যা শেখায় না... বরং তারা এটি নিজেরাই করছে এবং ইসলাম ও মুহাম্মাদ (স)-কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে... যা বিশেষত পাশ্চাত্যে; ইউরোপ, আমেরিকায় ইসলামের একটি বিকৃত প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করেছে. রাজনীতিবিদরা এসবের পেছনে কলকাঠি নাড়ছেন, এসব কিছু রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।"[৮০৬]

আজকের বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যেখানে মুসলমানদের সংযুক্তি রয়েছে তা কোনোভাবেই মুহাম্মাদ (স) প্রচারিত বাণীর ফসল বলা যাবে না, বরং মানবজাতির জন্য তাঁর নিয়ে আসা বাণী বুঝতে আমাদের অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী। যেমন পূর্ব লন্ডন মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত ললিত কুমার বলেছেন–

"... এর পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে টাকা (বিনিময় মূল্য)। টাকার জন্য আমরা এমনকি মরতেও পারি। আমরা মনে করি পরিবারের ভালোর জন্য আমাদের যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও কোন সমস্যা নয়। একটি বড় অঙ্কের টাকার জন্য আমরা মরতেও পারি। আমাদের পরিবারের একটি উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন হবে। মূল বিষয় হচ্ছে আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ঠিকমতো অনুসরণ করছি না। এজন্য সমাজে এগুলো ঘটছে। অন্যথায় এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোনোভাবেই সংঘটিত হতো না।"[৮০৭]

যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করতে না পারে, তাহলে যেভাবেই হোক ইতিহাসকে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন, এবং এ ইতিহাসজ্ঞান মহানবী মুহাম্মাদ (স) বিষয়ক জ্ঞানরাজ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সিরাত কিংবা মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী তাঁর জীবন ও সময়কে নিরীক্ষা করতে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। মুহাম্মাদ (স)-এর সম্পর্কে প্রাচীন জীবনীকারদের বর্ণনা পশ্চিমা পণ্ডিতদের অবশ্যই আমলে নিতে হবে। যাতে করে তাঁর বিকৃত প্রতিচ্ছবির সংশোধন ও পুনঃনির্মাণ সম্ভব হয়। এডওয়ার্ড হ্যালেট কার, সি বি ই নামে একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। কার-এর মতে, 'অতীত হচ্ছে বর্তমানকে বুঝার চাবিকাঠি'।[৮০৮]

মহানবী (স) বহু ঈশ্বরবাদের প্রচার করেছেন এ ধারণা চরম মিথ্যাচার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এটি তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের ব্যাপারে অনেক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকার জন্ম দিয়েছে। আলফ্রেড মার্টিনের মতে–

"মহানবী (স)-এর কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আমাদের নিকট আসেনি। কারণ প্রধানত তিনি তাঁর অনুসারীদের মূর্তি এবং প্রতিকৃতি পূজা করাকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর যেসব বর্ণনা পাই তা পরিপূর্ণভাবে মিথ্যাশ্রয়ী, যেগুলোর সৃষ্টিতে কুসংস্কার এবং কল্পনা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে।"[৮০৯]

কারেন আর্মস্ট্রং এর মতে–

"ইসলাম এবং পাশ্চাতের মধ্যে একটি পারস্পারিক সম্পর্ক আছে যদিও পাশ্চাত্য সেটি কখনও স্বীকার করেনি। এর একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হচ্ছে কতিপয় মুসলমানদের মধ্যে অনমনীয় এবং অসহিষ্ণু মনোভাব তৈরি হওয়া, যারা পাশ্চাত্যের প্রতি তাদের ঘৃণাকে বৈধ করতে ইসলামকে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের কিছু ঘটনা এ শত্রুতাকে আরও প্রকাশ্যরূপ দিয়েছে। যদি মুসলমানরা পাশ্চাত্যের সাথে একটি আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, তাহলে পাশ্চাত্যেরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আসবে; যাতে করে সম্ভাব্য সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। পাশ্চাত্যে মহানবী (স)-এর পরিপূর্ণ জীবনী আলোচনা এ বিষয়ে একটি ভালো সূচনা করতে পারে।"[৮১০]

বিশ্বায়ন এবং আরো অনেক কারণে ইসলামকে ব্যক্তি চেতনা থেকে তিরোহিত করার সুযোগ নেই। তাই অনেকে ইসলামের সঠিক উৎসসমূহ থেকে ইসলাম সম্বন্ধে জানার দায়িত্ববোধ করেন কিংবা নিদেনপক্ষে এক ধরনের দায়বদ্ধতা অনুভব করে। কারেন আর্মস্ট্রং বলেন–

"যদিও পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে অনেক ধর্মেই লক্ষ্যণীয় তবুও ইসলাম এখনো বিশ্বব্যাপী একটি অগ্রবর্তি ধর্ম।"[৮১১]

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে যেখানে অন্যরা পৌঁছাতে হিমশিম খায়, ইসলামের ক্ষীপ্র অগ্রযাত্রা সেখানে সাবলীল। এটা ইউরোপীয় এবং অমুসলিমদের মনে ইসলাম, মুসলমান এবং মহানবী (স) সম্বন্ধে একটি পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা তৈরি করেছে। আর্মস্ট্রং আরো বলেন, যদিও মানবতা বিভিন্ন আধ্যাতিক উৎস থেকে শিখতে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ প্রচেষ্টা নিয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইসলামের বেলায় তারা বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। আর্মস্ট্রং পাশ্চাত্যের বহু পুরনো ইসলাম বিরোধিতাকে লক্ষ করেন এবং বলেন, এ ঘৃণার কারণ হচ্ছে এক সময় মুসলমানদের ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড জয় করা বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বিশাল বিশাল খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো জয় করা (আর্মস্ট্রং, ১১)। মুসলমানদের রণলিপ্সা, অতি সহজে অন্য রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে পরাজিত করা, খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মযুদ্ধ, এবং দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপীয়দের উপর তাদের আক্রমণ যার স্বাক্ষ্য বহন করে ওটোম্যানদের শক্তি-সামর্থ্য। এসবই ইউরোপীয়দের মাঝে ইসলাম বিদ্বেষী একটি মানসিক যন্ত্রণা তৈরিতে সহায়তা করেছে।"[৮১২]

ইসলামের যুদ্ধ এবং আক্রমণাত্মক রাজ্যজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে একটি যথার্থ গবেষণার সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। আর্মস্ট্রং-এর মতে, ইসলামকে ঘটমান সামরিক বিপ্লব এবং খ্রিস্টানদের অধীনস্থ করে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করার ফলে ইসলাম সম্বন্ধে কোনোরকম যৌক্তিক কিংবা নিরপেক্ষ বিবেচনা সুদূর পরাহত হয়ে পরেছিল। আর এ বাস্তবতা পশ্চিমা পণ্ডিতদের পক্ষপাতদুষ্ট ইসলাম জ্ঞানে প্রকাশ পেয়েছিল যেখানে তারা মুহাম্মাদ (স)-কে একজন বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যার কাজই ছিল অমুসলিমদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।"[৮১৩]

ইসলাম বর্তমানে নিশ্চিতভাবে একটি প্রবল শক্তি এবং রাজনীতির সাথে এর সংমিশ্রণই এটা সম্ভব করেছে। Right Honourable এমপি টনি বেন-এর মতে–

> *"ইসলাম একটি শক্তিশালী এবং দ্রুতবর্ধনশীল ধর্ম এবং এটি তার অনুসারীদের দিকনির্দেশনা ও শক্তি যোগায়। এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত, তাই আমি মনে করি এটিকে বিশ্বের একটি শক্তিশালী ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।"*[৮১৪]

এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, শুধুমাত্র কিছু সুবিধাভোগীর এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামকে বিভিন্ন মাধ্যমে অপমানিত ও কুলষিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে টনি বেন বলেন–

> *"এটি একটি বড় কারণ, যে পাশ্চাত্যে অনেক মুসলিম বসবাস করে। যারা মুসলমান নয় তারা এ ব্যাপারে খুব একটা বুঝে না। যুদ্ধরত রাজনৈতিক নেতারা ইসলামকে দোষারোপ করেন তাদের অবস্থান ও কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার জন্য এবং ইসলামকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করেন জনমত তাদের পক্ষে নেবার জন্য যেটি মারাত্মক ও অনাকাঙ্ক্ষিত।"*[৮১৫]

মুসলিম দেশসমূহ এবং কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের অজুহাতের উচ্চাভিলাসকে আরো অধিকতর শক্তিশালী করতে ইসলামের কিছু শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। টনি বেন আরো বলেন–

> *"জিহাদের ধারণা ব্রিটেনে সহিংস তৎপরতা হিসেবে বিবেচিত যা আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ইসলামকে আমাদের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার হাতিয়ার হচ্ছে জিহাদ...আমি জানি না কিন্তু আমি বিস্মিত... আমি মনে করি ব্রিটেনের রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই বলে যে, আমরা ব্রিটেনকে ইসলাম ও জিহাদসহ ঐসকল ধারণা থেকে রক্ষা করবো।"*[৮১৬]

মুসলমানদের কোনো কোনো সম্প্রদায় বা গ্রুপ ইউরোপে কিছু সমস্যার তৈরি করছে যা কোনোভাবেই মহানবী মুহাম্মাদ (স)–এর প্রচারিত শিক্ষার প্রতিফলন নয়। মহানবী (স) কখনই চাননি তাঁর অনুসারীরা তাদের মেজবানদের সাথে সংঘর্ষে জড়াক। তারপরও যারা এসব করছে তারা মহানবী (স) প্রচারিত বাণীকে অমান্য করছে। শিব চরন সিং গিল বলেন–

"এখন মুসলমানরা নিজেরা তাদের দেশসমূহে এবং পাশ্চাত্যে: ফ্রান্সে বা হল্যান্ডে, এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে তারা মেজবানদের শত্রুতে রূপান্তর করছে। এটি মুহাম্মাদের শিক্ষা নয়, বরং মুসলমান জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু বাস্তবে ইসলামী রীতি-নীতি অনুসরণ করে না। আমি যদি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ মান্য করি তাহলে আমি নিজেকে মুসলমান বলে অভিহিত করবো, আর যদি মান্য না করি তাহলেও কি আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করতে পারবো? না। বাস্তবে এটিই হচ্ছে। পাশ্চাত্যে মুসলমানরা প্রতিটি পদক্ষেপে মেজবানদের শত্রুতে রূপান্তর করছে। তারা মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য দুর্নাম কুড়াচ্ছে যেখানে মুহাম্মাদ (স)-এর করার কিছু নেই।"[৮১৭]

ধর্মীয় শিক্ষক রেভারেন্ড ভাবিন টেইলর মনে করেন, 'পাশ্চাত্য' হচ্ছে একটি বহুমুখী বাস্তবতা যেখানে একেক সম্প্রদায়ের লোক মুহাম্মাদ (স)-কে একেকভাবে গ্রহণ করেছে। তাঁর ভাষায়–

"'পাশ্চাত্য' একটি বিস্তৃত জনপদ, এটি বৈচিত্র্যময়। আমরা যদি সেই ডেনিশ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কার্টুনের কথা চিন্তা করি যা একজন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতার বাইরে গিয়ে করেছিল। পাশ্চাত্যের উপলব্ধিও বৈচিত্র্যময়। আমি বলছি না যে সব খারাপ কিংবা সব ভালো, আসলে এটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া।"[৮১৮]

যারা সন্ত্রাস করে এবং ইসলামকে তাদের সেই সন্ত্রাসের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ব্যাপারে Right Honourable এমপি এ্যামিস বলেছেন, এটি হলো মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা অসৎ উপায় অবলম্বনের একটি যথার্থ উদাহরণ। আবার এটি কোনোভাবেই মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়–

"আমি মনে করি, সন্ত্রাসীদের সংঘবদ্ধ চক্র ধর্মকে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে হাইজ্যাক করে ফেলেছে।"[৮১৯]

Right Honourable এমপি লর্ড কিনক-এর মতে, 'পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা মুহাম্মাদ (স)-কে পশ্চিমাদের রাজনৈতিক ও সাধারণ চেতনার সামনে নিয়ে এসছে। তিনি বলেন–

"দশ বছর আগের থেকে এখনকার পাশ্চাত্যের জনগণ ইসলাম সম্পর্কে অনেক বেশি জানে। আর এ জানার কারণ হচ্ছে রাজনীতি এবং অভিযোগের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের যে কোনো দীর্ঘ সময় থেকে ইসলাম সম্পর্কিত যে কোনো ইস্যু এখন খবরের সবচেয়ে সামনে থাকে।"[৮২০]

মহানবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান। মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা রয়েছে। উত্তর লন্ডনের চার্চ অব ইংল্যান্ড স্কুলের একজন শিক্ষক বলেছেন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)–

“আমি মনে করি, পাশ্চাতের মূল উপলব্ধিই ভুল বোঝাবুঝি। আমি মনে করি, সবচেয়ে জটিল বিষয় হচ্ছে একটি জিনিস যা আমি ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করি, আর সেটি হচ্ছে মানুষকে একথা বুঝতে হবে যে তিনি কি শিক্ষা দিয়েছেন, কেন শিক্ষা দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমি অনেককে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে দেখেছি তারা কিছুই বলতে পারে না, এর মূল কারণ অবশ্যই অজ্ঞতা।”[৮২১]

পাশ্চাত্য মুহাম্মাদ (স)-এর সত্যিকার ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষা সম্বন্ধে না জেনে-অজ্ঞ ও অসচেতন অবস্থায়ই তুষ্টিতে রয়েছে। এ অজ্ঞতাও কিছু কিছু বিকৃতির ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স)-কে নিরপেক্ষ মিডিয়ায় তুলে ধরলে তা– মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে ইতিবাচক জনমত ও সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এবং তা মানুষে মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ তৈরিতে সহায়ক হবে। Right Honourable এমপি করবিন-এর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে–

“আমি মনে করি, এটি মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী সম্বন্ধে ব্যাপক অজ্ঞতার একটি। যখন রাজেহ ওমর, মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর একটি প্রোগ্রাম করেন, এটি অনেক দর্শক পেয়েছিল, এবং আমি দেখেছি যে প্রোগ্রাম শেষে এই প্রথমবারের মতো অনেক মানুষ আগ্রহভরে ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। আমি মনে করি, টেলিভিশনে উপস্থাপিত খণ্ডচিত্র হিসেবে প্রোগ্রামটি মজাদার, তথ্যবহুল ছিল যা মানুষের মধ্যে আরও বেশি জানার আগ্রহ তৈরি করেছে।”[৮২২]

মাকো নাগাসাওয়া (২০১২) নামে একজন আঞ্চলিক পরিচালক, যিনি হার্ভার্ড-রেডক্লিফ খ্রীস্টিয়ান ফেলোশীপ (এইচআরসিএফ)-এর উপদেষ্টা, এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ-এর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খ্রিনৃচিয়ান ফেলোশীপ-এর স্টাফ মেম্বার। তার মতে– যে কেউ মুহাম্মাদ (স)-এর মূল্যায়নে কোন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার আগে তাঁর অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে এত বেশি ভুল ধারণা প্রচলিত যে তাঁর সম্বন্ধে একটি বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব তৈরিতে একটি ব্যাপক ভারসাম্যপূর্ণ গবেষণার প্রয়োজন। যাতে তিনি তাঁর প্রাপ্য মূল্যায়ন পান যেমনটি যে কেউ তার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যাশা করে। তাঁর ভাষায়–

“ইতিহাস আমার সব সময়ের পছন্দের বিষয় এবং আমি সর্বদা মুহাম্মাদ (স)-এর মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে বেশি বেশি পড়াশোনা ও বোঝার পক্ষে। একজন খ্রিস্টান হিসেবে আমি মনে করি ইতিহাসের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। অবশ্যই যীশুখ্রিস্টের ব্যাপারেও আমি একই কথা বলব, এবং আমি মনে করি এটা যে, যদি কোন ব্যক্তি ও জনপ্রিয় ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ (স)-এর চরিত্রকে ভুলভাবে চিত্রায়িত করে থাকেন তাহলে তাদের জন্য এটি আবশ্যক যে তারা মুহাম্মাদ (স)-সম্পর্কে পড়বেন এবং জানবেন। এরপর আমি মনে করি যে সেই অর্জিত জ্ঞান আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া উচিৎ।”[৮২৩]

পাশ্চাত্যে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে কোনো একক বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা প্রচলিত নেই। কেননা যদি পাশ্চাত্যের দর্শকদের কাছে এটি পৌঁছানো যায় যে মুহাম্মাদ (স) প্রচারিত ধর্মীয় রীতি-নীতি ও শিক্ষার বেশিরভাগই ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে এটি খুব উপকারে আসবে। দুর্ভাগ্যবশত, মুহাম্মাদ (স)-কে অনেকের ভয় এটি স্বীকার করতে বাধা দেয় যে তাঁর প্রচারিত বাণীসমূহ খ্রিস্টধর্মীয় বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নাগাসাওয়া আরো বলেন–

> *"আমি নিশ্চিত যে এখানে অনেক মতামত বিদ্যমান। আমি নিশ্চিত যে, খুব কম লোকই এমন আছে যারা জানে যে সাধারণত একেশ্বরবাদ ও নৈতিক একেশ্বরবাদই হচ্ছে তা যা ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়; এদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে, এবং নৈতিক একেশ্বরবাদের অনেক মূলনীতির মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে যা সেই ধারণার জন্ম দেয় যে কোথাও একজন ঈশ্বর রয়েছেন যিনি আমাদের জীবনচরিত দেখভাল করেন এবং আমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক নিরুপণ করে থাকেন। সাধারণভাবে, সেই একেশ্বরবাদ আন্দোলনেই মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করেছে। কিন্তু আমি জোরালোভাবে বিশ্বাস করি যে পাশ্চাত্যে এখনও মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও আশঙ্কা বিদ্যমান।"*[৮২৪]

অধ্যাপক জন ঈড-এর মতে, কেউই মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধারণাগুলোকে একীভূত করতে পারবে না। মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে তাদের ধারণা সাংঘর্ষিকভাবে ভিন্ন। কিছু বুদ্ধিভিত্তিক ধারণা প্রচলিত আছে যা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত বাণীসমূহকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিদ্বেষী বলে গণ্য করে, কিন্তু সুশিক্ষিত এবং আলোকিত মানুষেরা সবসময়ই এ ধারণাগুলোকে পক্ষপাতপূর্ণ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।"[৮২৫]

কারেন আর্মস্ট্রং মনে করেন, ইসলাম এবং পাশ্চাতের একীভূত হওয়ার মতো জায়গা থাকলেও অনেক কারণেই উভয়ের সম্পর্ক উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটি একটি ভয়ানক প্রবণতা যে কিছু মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায়কে জ্বালাতন করছে যা তাদের ধর্ম অনুমোদন করে না। কিন্তু সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের কার্যক্রম পুনর্বিবেচনা করতে হবে। অনুরূপভাবে অমুসলিমদেরও ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ।[৮২৬]

কারেন আর্মস্ট্রং আরও বলেন, যদিও মুসলমানরা মহানবী (স) কর্তৃক ইসলাম সংস্কার হবার পর সেই সর্বসম্মত ঐক্যের ভিত্তিটি মেনে নিয়েছিল কিন্তু পাশ্চাত্য সেগুলোকে পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তি বলে স্বীকৃতি দেয়নি। কিছু মুসলমান মেজবানদের বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। এটি তাদের অপমানিত এবং অজনপ্রিয় করে তোলে। যদি মুসলমানরা পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারতো, তাহলে পশ্চিমারাও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেত। এ পারস্পরিক দেয়া নেয়ার সূচনা হতো মহামানব মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা থেকে যিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইসলাম ধর্ম যার অর্থ শান্তি এবং বোঝাপড়া। আর সে ধর্ম তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হয় নি– যেমনটি পাশ্চাত্য দাবি করে থাকে।[৮২৭]

পাশ্চাত্যকে কোনোভাবেই একটি একক সত্ত্বায় নামিয়ে আনা যাবে না যা মাঝে মাঝে ভুলবশত ধারণা করা হয়। নবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে অনেক ভুল ধারণাই বিদ্যমান। কোনো কোনো সময় এগুলো স্থানীয়ও আন্তর্জাতিক খবরেও উত্থাপিত হয়। মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরতে এগুলো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কেমব্রিজ ইউনির্ভাসিটির ক্যাথলিক পুরোহিত ফাদার আলব্যান ম্যাককয়-এর মতে (মে. ২০১২)–

"আমি মনে করি. এটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষ ধারণার চেয়েও বেশি অজ্ঞ। কিন্তু আপনার সামনে রয়েছে বিভিন্ন মতামত, একেবার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে আরম্ভ করে পরিপূর্ণ পরিচিতি এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান। তন্মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার যার মূল হচ্ছে অজ্ঞতা। বিশ্ববাস্তবতায় প্রচলিত ধারণা দিন দিন পঙ্কিল হচ্ছে। মানুষ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার নিরিখে এটিকে বিবেচনা করছে।"[৮২৮]

লর্ড নরম্যান লেমন্ট (ব্যারণ লেমন্ট অব লারউইক) নামে একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ যিনি সাবেক কনজারভেটিব এমপি এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আচার্য্য, তার মতে (জানুয়ারি, ২০১২) নবী মুহাম্মাদ (স) সংক্রান্ত– তথ্যজ্ঞান পাশ্চাত্যে বিকৃত হয়েছে তাদের সাহায্যে যারা বিশ্বাস করে মুসলমানরা সাধারণত জঙ্গী।

"আমি মনে করি, এখানে ভুল বোঝাবুঝির মাত্রার গভীর। মানুষ মনে করে, ইসলাম একটি যুদ্ধলিপ্সু ধর্ম কিন্তু আমি তা মনে করি না। তারা মনে করে মুসলমানদের জন্ম হয়েছে জিহাদ করার জন্য, আমি মনে করি, ইসলাম সম্পর্কে আমেরিকায় প্রচলিত ধারণাগুলো হাস্যরসাত্মক।"[৮২৯]

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে বোঝাপড়াই অন্যদের প্রতি আরো বেশি সহিষ্ণু ও কুসংস্কারমুক্ত হওয়ার ভালো মাধ্যম। যেহেতু অনেকের ধারণা যে, ইসলাম সম্বন্ধে এক কেন্দ্রিক ব্যাখ্যাই সব কথা এবং শেষ কথা নয়। ইসলাম সম্বন্ধে প্রচলিত দ্বৈত ধারণাসমূহ দূর করতে বহুমাত্রিক কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন ।

ডেনী রিচমন্ড নামে টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশনের (ফেব্রুয়ারি ২০১২) ফেইথ অ্যাক্ট ম্যানেজার বলেন–

"আমাদের সকলের উচিত ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানা। আমরা যদি সামাজিক সংহতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখি তাহলে দেখবো আজকের বিশ্বে ১৩০ কোটি মুসলমান রয়েছে। তাই যখন প্রতি ৬ জনের ১ জন মুসলমান তখন আমাদের সম্প্রদায়ে তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বসবাসরত সম্প্রদায়সমূহের একের ওপর অন্যের প্রভাব সম্বন্ধে জানা উচিত। আমি জানি, ইসলামী শিক্ষা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। বিশেষ করে, তারা কিভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও শিক্ষাকে দেখেছে এবং এটি এ সম্পর্কে জানতে সহায়ক হবে।"[৮৩০]

একটি বিষয় অবশ্য লক্ষ্যণীয় যে, মানুষ এবং বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন লক্ষ ও উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর একটি বিশেষ প্রতিচ্ছবি দাঁড় করাতে যাচ্ছে। মুহাম্মাদ (স) কোন আদর্শের আহ্বান জানিয়েছেন এবং কিসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এসব সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সেই সব প্রচলিত ধরনায় অন্তর্নিহিত। এবং মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ও বোঝাপাড়া সত্তর প্রয়োজন। ফুলব্রুক (ফেব্রুয়ারি ২০১২) এর মতে–

> *"আমি মনে করি, কিছু কায়েমি স্বার্থবাদী লোক রয়েছে যারা মুহাম্মাদ (স)-কে বিকৃতভাবে উপস্থান করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে। আমি মনে করি, অনেকেই এসব অজ্ঞতাবশত করে। কিছু লোক আছে যারা তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের ব্যাপারে ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন যা লজ্জাকর। পরিপক্বতার একটি লক্ষণ হচ্ছে বিভিন্ন ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার মানুষের সাথে সববাস করতে পারে।"*[৮৩১]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর সম্বন্ধে বেশিভাগ তথ্য এবং সিদ্ধান্ত শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে রচিত। নির্ভুল মূল উৎসসমূহ থেকে উৎসারিত নয়। উত্তর লন্ডনের সেন্ট থমাস চার্চের পুরোহিত রিভারেন্ড স্টিফেন কোল (ফেব্রয়ারী ২০১২)-এর মতে–

> *"সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে বেশিরভাগ মানুষের জ্ঞানই অন্য থেকে শুনা। খুব কম লোকই মূল উৎস অধ্যয়ন করেছে... এগুলো সবই অন্য থেকে পাওয়া যা 'সেকেন্ডারি ডাটা' থেকে সংগৃহীত। এ উপাদানগুলো গ্রাম্য কাঁচামালকে ধোয়া-মোছা করে পণ্য বানানোর মতো। আমি মনে করি, এটি অনেক মুসলমানদের ব্যাপারেও সত্য।"*[৮৩২]

অমিতপাল বলেন, "ইসলাম এবং মুসলমান সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং গভীরভাবে না জেনে, জ্ঞান অর্জন না করে এর সমালোচনা করা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, ইসলাম এবং তার অনুসারীদের সম্পর্কে আরো অধিকতর জানাশোনা আবশ্যক।"[৮৩৩]

অমিতপাল এর মতে, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে একটি ক্ষুদ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড জাতীয় ও গণমাধ্যমে এক ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইসলামের অসহিংস দিকটি খুব কমই ওঠে এসেছে এবং বিপরীতটিই সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে।"[৮৩৪]

মিডিয়ার দায়-দায়িত্ব

এইচ আর এইচ প্রিন্স Prince চার্লস-এর মতে, ইসলামী আইন সম্বন্ধে প্রচলিত সবচেয়ে জনশ্রুত ধারণা হচ্ছে এগুলো সেকেলে এবং কঠোর। এ ধারণাটি মিডিয়ার সৃষ্টি কিন্তু আমাদের উচিত প্রচলিত ধারণার বাইরে চিন্তা করা। আমরা যদি সার্বিকভাবে ইসলামী আইন নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দেখবো যে, এগুলোর মূল্যবোধ মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। আমাদের উচিৎ মৌলিক আইনগুলো সম্বন্ধে জানা যেগুলো সুশাসন সমতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং এগুলোকে সেসব আইন থেকে পৃথক করা যেগুলো ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিকৃত করা হয়েছে। সম্মানিত প্রিন্স মন্তব্য করেন।

> *"এ দেশের লোকেরা ইসলামী শরীয়াহ আইনকে সর্বদা নিষ্ঠুর, বর্বর, এবং অবিচার মনে করে। কিন্তু সত্য অবশ্যই সর্বদা ব্যতিক্রম এবং অনেক গভীর। আমার নিজের পড়াশোনায় বুঝতে পেরেছি যে, চরমপন্থা কদাচিতই অবলম্বন করা হয়। ইসলামী আইনের মূলনীতি এবং চেতনা, যা সরাসরি পবিত্র কুরআন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তা সমতা এবং অনকুম্পার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এগুলোর সত্যিকার বাস্তবায়নের আগে জানব এবং তারপর বিবেচনা করব। আমরা অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগকৃত ইসলামী আইন প্রণালীগুলোকে সেসব আইন প্রণালী থেকে পৃথক করব যা আমরা দেখি রাজনৈতিক কারণে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে তা আর আদতে কোন ইসলামী আইনই নয়।"*[৮৩৫]

সচিব হিলারী ক্লিনটন বলেন, "পরিকল্পিতভাবে কুরআন পোড়ানোর ঘটনার সবচেয়ে ভীতিকর দিক হচ্ছে এটা গণমাধ্যমে প্রচার হওয়া এবং মানুষের উদ্বেগ যা সেই ত্রাজক সৃষ্টি করেছিল।"[৮৩৬]

শ্রদ্ধাভাজন ডাননেতা এমিস ইসলামকে বিকৃত করার জন্য গণমাধ্যমকে দায়ী করেছেন–

> *"আমি মনে করি গণমাধ্যমকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তারা প্রায়শই ভুল কাহিনী প্রচার করে।"*[৮৩৭]

ইসলামকে বিকৃত করার দায় গণমাধ্যমকে নিতে হবে যার কারণে মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিম লন্ডনের অল সেইন্ট চার্চ-এর সহকারী পুরোহিত রেভারেন্ড জন পিচার্ড -এর মতে–

> *"অনেক প্রপাগাণ্ডা রয়েছে। আপনাকে অবশ্যই সেসব প্রমাণপত্রে নজর দিতে হবে যেগুলোতে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে এমন কল্পকাহিনী রয়েছে, যা তাদের সম্পর্কে ভয় ও ঘৃণার জন্ম দেয়। প্রত্যেক ধর্মের ব্যাপারে প্রপাগাণ্ডা আছে যা সঠিক নয় এবং এগুলো আপনাকে সত্যিকারের ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যাবে।"*[৮৩৮]

আমরা বিশ্বাস করি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়। প্রতিবেদন এবং প্রচারণা নিরপেক্ষ হতে হবে, সেখানে কোনো বিতর্ক থাকা উচিত নয় এবং গণমাধ্যমের উচিত ইসলামোফোবিয়া এজেন্ডা বাস্তবায়ন বন্ধ করা। কেবল তখনই মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে যাতে বৈশ্বিক বোঝাপাড়া গড়ে ওঠে এ লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা উচিত।"[৮৩৯]

ইসলামের বাণী এতটাই স্বাধীন যে এটা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ; ধনী থেকে গরীব, স্বাধীন থেকে দাস সবার ক্ষমতায়ন করেছে। ইসলাম মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটায় যা সুবিধাপ্রাপ্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত একে অপরের সাথে মিলিত হতে সহায়তা করে। রেভারেন্ড ক্যানন ইসাক টেইলর, যিনি ছিলেন একজন ভাষা বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক এবং ইয়র্কের অ্যাঙ্গালিকান পুরোহিত। ইংল্যান্ডের চার্চ কংগ্রেসে দেয়া তার বক্তৃতায় তিনি ইসলামী শিক্ষাকে নির্দেশ করে বলেছেন–

> *"এটা বানরত্বকে মানুষত্বে রূপান্তরিত করেছে। এটা দাসদের আশা দিয়েছে। মানবজাতিকে দিয়েছে ভ্রাতৃত্ব এবং মানব প্রকৃতির মৌলিক বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে..... ইসলাম যেসব গুণের শিক্ষা দেয় তা নিম্নবর্ণের মানুষকেও বোঝানো যাবে। যেমন- মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, সতীত্ব, ন্যায়বিচার, সহিষ্ণুতা সাহসী বদান্যতা, আতিথেয়তা, সত্যবাদিতা এবং আত্মসমর্পণ। খ্রিস্টবাদে মানুষের ভ্রাতৃত্বের আদর্শই হলো সর্বোচ্চ স্তর কিন্তু ইসলাম প্রায়োগিক ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়, সামাজিকভাবে সকল মুসলমানের সমতার শিক্ষা দেয়। একজন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানকে সামাজিকভাবে সমান বিবেচনা করা হয় না যদিও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে বাস্তবতা। ইসলামের মূলনীতিতে দাসত্বের কোনো স্থান নেই।"*[৮৪০]

হল্যান্ডের আমস্টারডাম-এর দি ইংলিশ রিফর্মড চার্চের পুরোহিত রিভারেন্ড জন কাউয়ি বলেন, পাশ্চাত্যকে এমন একটি সমগোত্রীয় স্বত্বা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না যা মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বোঝাপড়া ও ধারণা পোষণ করে। পাশ্চাত্যে এটি সাধারণভাবে পাওয়া যায় যে, লোকেরা মুসলমানদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে, আরো কিছু লোক পাওয়া যাবে যারা মুসলমানদের ঐ সকল বিশ্বাস নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেগুলোর সাথে পাশ্চাত্যের সাধারণ মূল্যবোধের মিল নেই। এটি একারণেও হতে পারে যে, ইসলাম নিজেকেও একটি একক বিশ্বাসে রূপান্তর করতে পারবে না যা বিভিন্ন বিষয়ে একটি সার্বজনীন ব্যাখ্যা দিবে।[৮৪১]

নবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে মানুষকে জানাতে গণমাধ্যম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। কখনো কখনো কিছু বিচ্ছিন্ন মুসলিম দলের কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মুসলমানদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসে। যার ফলে তারা কলঙ্কিত হন। এটি প্রমাণের জন্য আজকের বিশ্বে বহু ঘটনা বিদ্যমান। কাউয়ির মতে–

> *"আপনি যদি একটি সংখ্যালঘু মুসলিম অঞ্চলে বসবাস করেন তাহলে একজন মুসলিম সম্বন্ধে জানতে আপনি মিডিয়ার ওপর নির্ভর করেন। উদাহরণস্বরূপ বলি, আমি তিন বছর পাকিস্তানে ছিলাম এবং আমি জানি সেখানে বেশিরভাগ মুসলমান*

নমনীয়, খোলামেলা, বন্ধুবৎসল এবং অতিথিপরায়ণ। দুর্ভাগ্যবশত মাদরাসা, সন্ত্রাস এবং তালেবানকে সহায়তা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা পাকিস্তানে ইসলামের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলেছে, যা সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং তাদের প্রতিনিধিত্ব করে যারা নৃশংসতা করতে চায়, সন্ত্রাস করতে চায়। সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ব্যাপারে একটি খারাপ ধারণা দেয়।

পাশ্চাত্যে মুহাম্মাদ (স)-এর বিকৃত প্রতিচ্ছবির জন্য এককভাবে শুধু মিডিয়াকে দোষারোপ করা কিছুটা সহজতর হয়ে যায়। অধ্যাপক ঈড-এর মতে–

"আমি মনে করি, এটা বলা খুব সহজ হয়ে যায় যে মিডিয়া নিজেদের স্বার্থে নিপুণভাবে তথ্য বিকৃত করে। আমি মনে করি, তারা সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসগুলো তুলে ধরে।"[৮৪৩]

ড. জুলিয়ান ফুলব্রুক মনে করেন যে, যারাই ইসলামের মূল উৎসের প্রতিফলন দেখেছে বা পড়েছে তারাই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, মিডিয়ায় ইসলামের যে ছবি প্রতিষ্ঠিত তা বিকৃত এবং সত্যিকারের ধর্মীয় মতবাদগুলো ভুলভাবে উপস্থাপিত। তার ভাষায়–

"যখন আমি পবিত্র কুরআন পড়েছি, আমি বুঝতে পেরেছি যে ইসলাম সম্বন্ধে এতদিন কাগজে, ম্যাগাজিনে যা পড়েছি তা বাস্তব নয় বরং জীবনের অনেক কিছু সম্বন্ধে এটাই সঠিক। তা নয় কি?"

লন্ডনের ইটন কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত জয় লাখান, ধর্মযুদ্ধগুলোকে মুহাম্মাদ (স)-এর বিকৃত প্রতিচ্ছবির জন্য দায়ী করেছেন এবং গণমাধ্যমকে দোষারোপ করেছেন ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে সাঠিক তথ্য তুলে না ধরার জন্য। তাঁর ভাষায়–

"ইসলাম এবং অমুসলিমদের মধ্যকার বৈরীভাব ধর্মযুদ্ধগুলোর দ্বারা সৃষ্ট। এটি একটি অমোচনীয় ছাপ ফেলেছে, এবং একে অন্যের নিন্দা করতে বাধ্য করেছে। মিডিয়ার হীন উপস্থাপনা ইসলাম ফোরিয়া সৃষ্টির মূল কারণ।"[৮৪৫]

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর বিকৃত প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্তির কারণ হচ্ছে মিডিয়ার ভুল উপস্থাপন, বর্ণ বৈষম্য লালন এবং তার শিক্ষা ও বাণী সম্বন্ধে বোঝাপড়ার ঘাটতি। যদিও এটি বলা যাবে না যে, এ নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি এবং ভ্রান্তি সকলের মধ্যে বিরাজমান। তবুও নবী মুহাম্মাদ (স) সম্বন্ধে একটি ব্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রচনা দাঁড় করানো প্রয়োজন যাতে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে, যেগুলো অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। মেহরীর মতে–

"আমরা যদি ট্যাবলয়েড এবং পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়ার ওপর অথবা ডানপন্থী উপাদানের ওপর কিংবা চরমপন্থার ওপর অথবা যারা নাস্তিক্যবাদকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে তাদের ওপর বা যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ওপর নির্ভরশীল হই তাহলে মুহাম্মাদ (স)-এর নেতিবাচক প্রতিচ্ছবিই পাবো। কিন্তু তারপরও অনেকে আছেন যারা তাকে ভালো হিসেবে জানেন। তারা মুসলমানদের মাতা তাঁকে ততটা

ভালো না মনে করলেও খারাপ মনে করেন না। আমি মনে করি, আসল মুহাম্মাদ (স)-কে দেখানো দরকার তা অবশ্যই প্রাপাগাণ্ডার মাধ্যমে হবে না, হবে বাস্তবিক। আপনি যদি তাঁকে বস্তুনিষ্ঠভাবে চিত্রায়িত করতে পারেন, তাহলে মানুষ সত্যিকারের মহানবী (স)-কে দেখতে পাবে এবং তা হবে ইতিবাচক। তথাপি আপনি অন্যদের বাধ্য করতে পারেন না যে অন্যরাও তাঁকে মুসলমানদের মত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। কারণ তিনি মুসলমানদের জন্য ভিন্ন কিছুর প্রতিনিধিত্ব করেন; সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানবসত্ত্বা। আপনি যদি ঐতিহাসিকভাবে এবং বাস্তবিকভাবে তাঁকে চিত্রায়িত করতে পারেন তবে আমি মরে করি অনেক ভালো কিছু অর্জিত হবে।"[৮৪৬]

লন্ডনের ক্যামডেন এ অবস্থিত থ্রি ফেইথ ফাউন্ডেশন-এর পরিচালক শাগুয়া মনে করেন, মিডিয়ায় ইসলামের অনেক বিকৃতি বিদ্যমান–

"আমাদের শিক্ষা ভুল সংবাদবাহী মিডিয়া থেকে অর্জিত। যেগুলো মিডিয়া সংবেদনশীল কাহিনীরূপে তুলে ধরে। রক্ত ঝরলেই শিরোনাম হয়।"[৮৪৭]

ইসলামের বিকৃতির জন্য মিডিয়া অবশ্যই নিন্দনীয়। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস-এ অবস্থিত 'দি এজামশন চার্চ'-এর আওয়ার লেডী রিভারেন্ড থমাস ওব্রাইন বলেন–

"দুর্ভাগ্যবশত, সন্ত্রাসের ব্যাপারে মিডিয়া ইসলামকে খারাপভাবে ও সম্পূর্ণ বানোয়োটভাবে উপস্থাপন করেছে।"[৮৪৮]

পূর্ব লন্ডনের শেডওয়েল ক্যাথলিক চার্চের ফাদার টম কুয়িন- এর মতে, অতিরঞ্জিত করা বা স্পর্শকাতর লাইন জুড়ে দেয়া মিডিয়ার একটি সাধারণ ঝোঁক, যে বিকৃতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিবেক বিবেচনার ধার ধারা হয় না। তাঁর মতে–

"মিডিয়া সব সময় চরমপন্থা অবলম্বন করে। মিডিয়া তার সাধুতা ও সত্যতা হারিয়েছে। এটি এখন খুবই স্পর্শকাতর।"[৮৪৯]

স্ট্রাগাল দেখিয়েছেন, কিভাবে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে ধরণাসূমহ অতিমাত্রায় মিডিয়া সূত্র দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। যা ইসলামের একটি বিকৃত রূপ প্রদান করে।

আজকের ইন্টারনেটের যুগে তথ্য-উপাত্ত বিকৃতির শিকার। লন্ডন ক্যামডেন ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান মাইক স্টিগাল ইসলামকে দুর্বলভাবে উপস্থাপনের জন্য মিডিয়ার সমালোচনা করেন। তার ভাষ্য মতে–

"পশ্চাত্যে অনেক স্বীকৃত সংগঠন রয়েছে যারা ইসলাম সম্পর্কে জানার উপায় সৃষ্টি করে একটি বিচক্ষণ কাজ করেছে যেমন সরকার মুসলমানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে যেন মুসলমানরা এসে তাদের ইসলাম শিক্ষা দেয়। কিন্তু সাধারণ মানুষে মিডিয়া ভুল প্রচারণা থেকেই জানে বাস্তবে যা বানোয়াট। এখানে অন্যতম একটি বিষয় যা নিয়ে মিডিয়া ভীত আর তা হলো ইন্টারনেট, কারণ এটি মিডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এছাড়াও, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যেমন ফেইসবুক, টুইটার, ব্লগ যেগুলো ভুল তথ্য সংশোধনে কার্যকর হাতিয়ার। ভালো মানের ওয়েবসাইট ভুল তথ্য সংশোধনে

খুবই কার্যকর। আমি মানুষকে বলি মিডিয়া কারো সম্বন্ধে কিছু বললে সেটা গ্রহণ করো না, এমনকি ভালো বললেও।"[৮৫০]

সমাজের ওপর ইসলামের ইতিবাচক প্রভাবগুলো এবং ইসলাম কিভাবে মুসলিম এবং অমুসলিমদের সম্পর্কোন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে তা তুলে না ধরার দায় মিডিয়াকে নিতে হবে। লন্ডনের ওয়েসলি চ্যানেল-এর মন্ত্রী, রিভারেন্ড জেনিফার পটার-এর মতে−

"আমাদের মতো যাদের সুযোগ হয়েছে সুশিক্ষিত মুসলমানদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করার তাদের কাছে ইসলামের ধারণা ইতিবাচক। সমস্যা হচ্ছে আমরা ইসলামের যে অংশ শুনি তার সবগুলো নেচিবাচক। আমাদের সংবাদপত্রগুলো কায়রো ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের শিক্ষা খ্রিস্টান গ্রুপসমূহ ও আন্তঃধর্মীয় বিষয়গুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক ও ভূমিকার উপর প্রতিবেদন করে না।"[৮৫১]

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়ার অপপ্রচারের শিকার যেখানে তাদের বিশ্বাসকে সন্ত্রাসের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এবং এগুলোই ইসলামের মূল রূপকে বিকৃত করেছে। বেশিরভাগ মুসলমান সন্ত্রাস নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার থেমে নেই। জেইন আই স্মিথ নামে ধর্মশাস্ত্রের একজন প্রভাষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ও অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স-এর সহযোগী ডিন "দি কুরআন এন্ড সেয়িংস অব প্রফেট মুহাম্মাদ (স)"বইয়ের ভূমিকায় লিখেয়েছেন−

"ইসলাম সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না বরং এটি শান্তির ধর্ম। 'কুরআন খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে মূর্তি পূজারী হিসেবে দোষারোপ করে না বরং এর মতে সকল নবীদের অনুসারীরা বেহেশতের উত্তরাধিকারী।' 'মুসলমানরা নারীকে অবমূল্যায়ন করে না বরং তাদের পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে সহযোগী মনে করে।' সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে ৯/১১-এর নির্দয় ঘটনার পরে, পাশ্চাত্যের মুসলমারা তাদের সকল প্রকার লিখিত এবং ঐতিহ্যগত নিয়ম-কানুন মেনে চলার চেষ্টা করেছে যা তাদের জীবন ও মননকে পরিচালিত করে। শোনোন! তারা বলে, সত্যিকার ইসলাম সম্বন্ধে আমাদের বলতে দিন। এর সৌন্দর্য্য ও শক্তি তাদেরই দেয়া হয় যারা এর জীবনাচার মেনে চলে এবং তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চাবিকাঠি পায়। ইসলামকে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আন্দোলন এবং শত্রুতা থেকে পৃথক করার যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও ভয় এবং ভুল বোঝাবুঝি দূর করা খুবই দূরূহ। সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপ এবং নির্বাচন থেকে দেখা যায় যে, ইসলাম, মহানবী মুহাম্মাদ (স) এবং পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে কুসংস্কার কমছে না বরং দিন দিন বাড়ছে।"[৮৫২]

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত বাণীসমূহের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ না করে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মুসলমানদের ব্যাপারে বিতর্কিত ধারণাসমূহ চিরায়ত করার জন্য মিডিয়ার নিন্দা করেছেন।

"মুসলমানদের নামে অনেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিদ্যমান। আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নামে এটি ভালো কাজ নয়। আমি জানি না কারা এগুলো করছে... কিন্তু মিডিয়ায় আসছে এগুলো মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত।"[৮৫৩]

রেভারেন্ড শিক্ষক ভাবিন টেইলর-এর মতে ইসলামের নামে এ অনাচার প্ররোচিত হচ্ছে সুবিধাবাদ ও ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা এবং যারা এগুলো করছে তারা গুটিকয়েক মুসলমান এবং মিডিয়া।

"যখন আমরা ৯/১১-এর মতো ঘটনাগুলো দেখি, তখন মনে হয় এটাকে মানুষ ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সংমিশ্রণের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে নিয়েছে বলে। এটি এমন একটি বড় ঘটনা ছিল যা নগণ্য কিছু মানুষ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং এটি ইসলামের বদনাম করেছে। যাহোক, এটি সম্বন্ধে ব্যাপক মতামত রয়েছে, এবং কিছু নগণ্যসংখ্যক মানুষ এ রকম স্বার্থপর কাজের জন্য ইসলামকে দায়ী করেছেন। পৃথিবীর সিংহভাগ মুসলমানদের প্রকৃত ইসলাম; শান্তিপূর্ণ ইসলামের জন্য মিডিয়া সৃষ্ট ধারণা সহায়ক নয়।"[৮৫৪]

মাইক স্ট্রাগাল মনে করেন, ইসলামী বিশ্বাসকে চরম অহযোগিতার মাধ্যমে বিষিয়ে তোলার জন্য মিডিয়া দায়ী। তিনি বলেন,

"বিকৃত প্রতিচ্ছবি সৃষ্টিতে মিডিয়া পারদর্শী। মিডিয়া ইসলামকে পরিচিত করেছে মৌলবাদী, চরমপন্থী, এবং সম্ভাব্য সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে।"[৮৫৫]

রাজনীতি

"Right Honourable এমপি মিচার মনে করেন, ধর্মের অপব্যবহার এবং এর বাস্তবতার বিকৃতি এমন একটি বিষয় যা একাজে অংশগ্রহণকারী এবং অনেক লোকই সাধারণভাবে এ কাজ করে থাকে। অন্যান্য অনেক ধর্মের মতো ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় যাতে রাজনৈতিক নেতারা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করতে পারেন। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের এ রাজনৈতিক ব্যবহার ধর্মপ্রিয় মানুষের কল্পনার ওপর বাস্তব প্রভাব ফেলে। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য নয় কারণ তাঁর সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাঁর জনগণের অস্তিত্বের জন্য নিতান্ত বাধ্য হয়ে করা।"[৮৫৬]

দ্বিতীয় অংশ

পবিত্র কুরআনকে অবমাননা করার পরিণতি

পবিত্র কুরআন পোড়ানোর ঘটনা মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও প্রচারিত শিক্ষা এবং পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতার প্রতিফলন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী এবং এক ব্যাপক সংখ্যক পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন, পবিত্র কুরআন পোড়ানো এক চরম আক্রমণাত্মক এবং ন্যক্কারজনক কাজ এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর আরো ঘৃণা এবং উদ্বেগ জন্ম দেবে।

অবমাননা

যুক্তরাজ্যের লিভারপুল প্রধান গির্জার সাবেক ডীন এবং লিভারপুল ধর্মীয় কাউন্সিলের সভাপতি রেভারেন্ড রুপার্ট হোরে (এপ্রিল-২০১২)-এর মতে, পবিত্র কুরআন পোড়ানো মুসলমানদের প্রতি চরম অবমানার শামিল এবং খুবই ছোট মনের পরিচায়ক।

"আমি মনে করি, যে কোনো বই পোড়ানো একটি ঘৃণ্য কাজ এবং পবিত্র কুরআন পোড়ানো ধর্মনিন্দার নামান্তর। এটি খুবই আক্রমণাত্মক বিষয় যা কখনোই করা উচিত নয়, যেমন করে পবিত্র বাইবেল কিংবা যে কোনো প্রার্থনার বই-ই কখনো পোড়ানো উচিত নয়।"[৮৫৭]

পবিত্র কুরআন, যা মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ, ঈশ্বর মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর নাযিল করেছেন ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল আ. এর মাধ্যমে আয়াত, আয়াত করে। এটি পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মুসলমানরা এটিকে অন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে এবং প্রতিটি নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট থাকে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণই তাদের ধর্মগ্রন্থকে শ্রদ্ধা করে। অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থকে কারো অসম্মান করা উচিত নয়।"[৮৫৮]

জন এল এসপোসিটো-এর মতে, মুসলমানরা মহানবী (স)- কে জীবন্ত কুরআন হিসেবে বিশ্বাস করে। তিনি জীবনে যাই করেছেন সব কুরআন নির্দেশিত পথে করেছেন এবং অন্যদেরও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করেছেন।

"কোনো গ্রুপ অথবা ধর্মের অনুসারীরাই তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অবমাননা, পোড়ানো কিংবা অসম্মান গ্রহণ করবে না; এটি কিন্তু তারা নিজেরা চর্চা করে কি করে না তার ওপর নির্ভর করে না। যে কোনো পবিত্র গ্রন্থ পোড়ানো ধর্মীয় সম্প্রায়গুলোকে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলবে। একটি সমীক্ষায় আফগানিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্য ও আমেরিকান ধর্ম প্রৌজক ড. টেরি জোন্স পরিচালিত কুরআন পুড়ানোর ঘটনার ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি জানতে চাওয়া হয়। তারা এটাকে আক্রমণাত্মক ও ধর্ম অবমাননাকর বলে তিরস্কার ও নিন্দা করেছেন। তারা স্পষ্টতই এটিকে সংহতিপূর্ণ সমাজের জন্য একটি চরম বাধা হিসেবে দেখেন। নিম্নে অংশগ্রহণকারীদের কিছু প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলো।"[৮৫৯]

উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের উইলিয়াম এলিস স্কুল নামক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক রেভারেন্ড ভাবিন টেইলর (মার্চ-২০১২) দেখিয়েছেন পবিত্র কুরআন পোড়ানো ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্য কতটা অপমানজনক। তিনি মনে করেন কিছু লোক ইসলাম সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে। তিনি এটিকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন−

"যে কোনো ধর্মগ্রন্থ পোড়ানো নেতিবাচক কাজ। কারণ এটি করছে এমন একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা ইসলামের অপব্যাখ্যায় অভ্যস্ত এবং এটি তাদের ঘৃণা প্রকাশের একটি উপায়। তারা কিছু মুসলমানের প্রতি ক্ষুব্ধ, যারা সামাজিক মূল্যবোধকে অসম্মান করে। তাই পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে কুরআনের প্রতি তাদের অসম্মান প্রকাশ করছে। এটি একটি ভয়ানক অপরাধ, আপত্তিকর এবং কাউকে সেটি করতে দেয়া উচিত নয়; সেটা পবিত্র কুরআন, পবিত্র বাইবেল, কিংবা হোক অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ।"[৮৬০]

বেভারেন্ড থমাস ওব্রাইন ও একই মত ব্যক্ত করে বলেছেন– (এজামশন চার্চ টাওয়ার হ্যামলেট-এর আওয়ার লেডি (লন্ডন ফেব্রুয়ারি ২০১২) তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে "আমি

মনে করি এটি চরমভাবে অবমাননাকর এবং ধর্ম বিদ্বেষী কাজ।"[৮৬১]

টাওয়ার হ্যামলেট ইন্টারফেইথ ফোরামের চেয়ারম্যান ফাদার অ্যালেন গ্রীন (জানুয়ারি ২০১২) পবিত্র কুরআন পোড়ানোকে আগ্রাসনের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

"আমি মনে করি, ধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সম্মান করা উচিত এবং সম্মান করা উচিত তাদের সংবেদনশীলতাকে। তারা যেটিকে পবিত্র মনে করে সেটিকে পদদলিত করা আক্রমণাত্মক ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৮৬২]

স্টিফেন শাশোয়া (লন্ডন, জানুয়ারি ২০১২) মনে করেন এটি অন্যদের প্রতি অমর্যাদাকর এবং আগ্রাসী।

"আমার কাছে কাউকে এভাবে অপমান করা আপত্তিকর।"[৮৬৩]

পবিত্র কুরআনকে এভাবে অবমাননা করাকে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন মারাত্মক এমন

অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছেন যা "কোন ধর্মই সমর্থন করতে পারে না"[৮৬৪]

মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ দেখিয়ে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন পোড়ানো যা একশ কোটিরও বেশি মানুষের ধর্মগ্রন্থ, বিশ্বব্যাপী শান্তি কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে।

বান কি মুন আরো বলেন–

"যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি পবিত্র কুরআনের একটি কপি পোড়ানো কিংবা এ জাতীয় কর্মকাণ্ড যেখানেই হোক তা জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী সহিষ্ণুতা, আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া, এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান রক্ষার প্রচেষ্টা বিরোধী।"[৮৬৫]

লর্ড নরম্যান লেমন্ড পবিত্র কুরআন পোড়ানোকে চরম অবমাননাকর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন–

"আমি মনে করি এটি চরম আক্রমণাত্মক কাজ এবং ধর্ম অবমাননাকে আমি প্রবলভাবে ঘৃণা করি।"[৮৬৬]

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা কুরআন পোড়ানোর ঘটনার সমালোচনা করেন– "কারণ এ ঘটনার ফলে যে ক্ষতি হতে পারে তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় বারাক ওবামা আফগান সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকল্পে একটি চিঠির মাধ্যমে আফগান প্রেসিডেন্ট হাদিম কারজাইকে দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ করেন।"[৮৬৭]

আমেরিকান সরকার খুব দ্রুতই এ ক্ষমা প্রার্থনার কাজটা সম্পাদন করেন। প্রেস সচিব জে কারবি বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা।'[৮৬৮]

কুরআন পোড়ানোর ঘটনা নিঃসন্দেহে জনমত তৈরির জন্য 'রাইট' উন্মাদদের কর্মসূচির প্রসারে একটি রটনা। আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন– "এটা একটা অবিশ্বাস্য ও অসম্মানজনক ঘটনা।"[৮৬৯]

এতে অংশগ্রহণকারী অনেকের চোখেই কুরআন পোড়ানো ধর্মবিরোধিতার একটি লজ্জাজনক কাজ, এবং অন্যধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও অসংবেদনশীলতার প্রমাণ। বিতর্কিত আমেরিকান ঐ যাজকদের যুক্তরাজ্যের মাটিতে প্রবেশ না করতে দেয়ার ব্যাপারে অনেকেই প্রভাবশালী অনেক ব্যক্তির সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। কারণ ঐ ঐাজক সাধারণ মুসলিমদের ব্যাপারে অপমানজনক এবং আক্রমাণাত্মক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। যা বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থানের ব্যাপারে বিপজ্জনক ছিল। এ ধরনের বিবেকহীন ও উস্কানিমূলক ব্যঙ্গ-এর প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ ও যথার্থ প্রতিবাদের গুরুত্ব অনেকেই তুলে ধরেন। জোসেফ ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশন, ক্যামডেন, লন্ডন-এর পরিচালক মেহরি নিকনাম এমবিই, (ফেব্রুয়ারি ২০১২) এর মতে–

> *"আমি সম্পূর্ণভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এটা অগ্রহণযোগ্য মর্যাদাহানীকর এবং ন্যক্কারজনক। আমি মনে করি, মানুষের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে সম্মান দেয়া উচিত এবং ধর্মগ্রন্থকে সম্মান দেয়া উচিত। ইহুদি হিসেবে আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, এবং আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অনেকবার আগুনে পোড়ানো হয়েছে। তাই আমরা বুঝি এ রকম ঘটনার বিরোধিতা করা এবং আমার পেশাগত কারণেও আমি মনে করি এটা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। যখন আমেরিকার ঐ ঐাজক যুক্তরাজ্যে কুরআন পোড়াতে আসতে চেয়েছিলেন, দ্য জুসেফ ইন্টারফেইথ ফাউন্ডেশন-এর কাউন্সিল অব ইমামস এন্ড রাব্বিস সরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এ মর্মে চিঠি দিয়েছিলাম যে যদি এ ঐাজককে আসতে দেয়া হয় তবে তা সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান এবং ভিন্নধর্মীদের মধ্যকার সুসম্পর্ক ব্যহত হবে। আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম যখন ঐ ঐাজককে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল।আমি তার সাথে এটা যোগ করতে চাই যে, কুরআন পোড়ানোর ব্যাপারটা আমার কাছে ন্যক্কারজনক এবং আমি প্রবলভাবে ঐ সব মুসলমানদের বিরোধিতা করি, যারা উগ্র এবং প্রতিহিংসাবশত মানুষ খুন করে। ভুল দিয়ে ভুলের জবাব হয় না।"[৮৭০]*

উদ্বেগের ব্যাপার

অল সেইন্টস্ চার্চ, পশ্চিম লন্ডন-এর সহযোগী জাজক বিভারেন্ড জন প্রিচার্ড (ফেব্রুয়ারি ২০১২) তিনি কুরআন পোড়ানোর ঘটনাকে উস্কানিমূলক বলে আখ্যা দেন এবং বলেন এ ধরনের কাজ সমাজে পারস্পরিক সহাবস্থানের ব্যাপারে বাধাস্বরূপ। তার মতে,–

"আমি মনে করি, কোন গ্রন্থই পোড়ানো উচিত নয়। আমি বিশ্বাস করি, কুরআন পোড়ানোর ঘটনা সামাজিক সহাবস্থানের জন্য অন্তরায়।"[৮৭১]

আর্ক বিশপস হাউজ, লন্ডন-এর এপিসকোপাল বিকার (প্রিস্ট-যাজক) কানন পাশ্চাল রায়ান (ফেব্রুয়ারি ২০১২) মনে করেন–"কুরআন পোড়ানোর ঘটনা সামাজিক সহাবস্থানের জন্য ধ্বংসাত্মক। এটা সমাজের জন্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না। বরং এটা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাঝে শত্রুতা এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করবে।

"আমি মনে করি, এটা অনেক ক্ষতিকারক ব্যাপার এবং এটা থেকে কোন কল্যাণ হতে পারে না। এটা শুধু উদ্বেগের জন্ম দেয়।"[৮৭২]

কুরআন পোড়ানের ঘটনা একটা খুবই বিবেদ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজ যা সামাজিক সহবস্থানের জন্য যে চেষ্টা করা হয় তা থেকে পিছিয়ে আনে। চার্চ অব ইংল্যান্ড স্কুল নর্থ লন্ডনের একজন শিক্ষক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন–

"কেউ কোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে খারাপ মন্তব্য করুক এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করি। আমি মনে করি এটা অপমানজনক কাজ। আমার মতে– সবার এ অধিকার আছে যে তারা নিজের ধর্মের ওপর বিশ্বাস রাখবে এবং তাদের নিজের মতামত প্রকাশ করবে। আমি বুঝি, যারা ইসলাম অনুসরণ করে না, তারা এটা মানে না এবং কুরআনকে তারা পবিত্র গ্রন্থ মনে করে না। কিন্তু পরে বুঝতে পারি যে এটা খুবই পরস্পরবিরোধী হয়ে যায় কেননা তারা ঐ ব্যক্তিকে সম্মান দেখান একথা বলে যে আমি বুঝি তুমি যা বিশ্বাস কর, এবং তোমার বিশ্বাস সঠিক, এটা করার বদলে কুরআন জ্বালিয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করে।"[৮৭৩]

ভ্যাটিকান ও এই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, 'কুরআন পোড়ানো হবে একটি ভয়ানক অত্যাচার ও গুরুতর সংকেত। ভ্যাটিকানের মুখপাত্র ফেডারিকো লম্বার্ডি বলেন, কুরআন পোড়ানো বিভিন্ন ধর্মের মাঝে শান্তি স্থাপনের পরিকল্পনা বিনষ্ট করবে।

"এ ঘটনা আবার নতুন করে ঘৃণা এবং হিংস্রতা তৈরি করবে। এটি সরাসরি শান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করবে, যেখানে আমরা শান্তির নীড়ে সবাই স্রষ্টার ওপর বিশ্বাসী ও শান্তিকামী হিসেবে অভিহিত হই।"[৮৭৪]

কুরআন পোড়ানোর ঘটনা যাতে বরবার না ঘটে এর জন্য একটা আইন প্রণয়ন করতে হবে। এরকম ঘটনা নিতান্তই একটা অনৈতিক শিক্ষা ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, এটা কোন শিক্ষা দিয়ে প্রতিরোধ করা যাবে না, এর জন্য কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হবে। সম্মানিত শিক্ষক বলেন–

> *"প্রথমত এটা একটা বর্ণবাদ সংক্রান্ত আইনের অংশ হওয়া উচিৎ। মূল কথা এটা একটি আইনের বিষয়। সমস্যাটা হচ্ছে এটা একটা ধূসর ক্ষেত্র। আপনি বলতে পারেন না যে এটা বর্ণবাদ ছিল; কেননা এ কাজ আদত বর্ণবাদী ছিল না। যাহোক, কাজটা ছিল খুবই অপমানজনক।"*[৮৭৫]

কুরআন পোড়ানোর কাজটা একটি নির্বোধের কাজ বলেই অংশগ্রহণকারী সবাই মন্তব্য করেন এবং এটা উস্কানিমূলক ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ তৈরি করার জন্য করা হয়েছে। যাহোক, এটি কিন্তু মুসলিমদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উগ্রবাদী হওয়ারও সুযোগ দেয় না।

রিভারেন্ট জন কাউয়ি বলেন–

> *"আমি তীব্র নিন্দা জানাই। আমি মনে করি, এটি কারও বিশ্বাসকে অবমাননা করা। আর মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে নাটকীয় পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে এবং মানুষ যেভাবে পীড়িত হয়েছে তা যথার্থ নয়। আমি মনে করি ঈশ্বর নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। তাঁর পক্ষ থেকে ধ্বংসলীলা আর হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য আমাদের তাঁর দরকার নেই।"*[৮৭৬]

কুরআন পোড়ানোর ঘটনাটা একটি সংস্কৃতিক ব্যর্থতা। যেখানে আমরা চাচ্ছি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং পারস্পরিক সম্মানবোধের একটি রেওয়াজ চালু হোক যেখানে মানুষ ধর্মীয় ভিন্নতার জন্য আলাদা বা হয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে একে অন্যের ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিবে এবং সম্মান দিবে। Right Honourable এমপি জেরেমী করবাইন বলেন–

> *"আমি মনে করি যে, কারও ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানো সম্পূর্ণ ভুল কাজ। আমি এটাকে ভয়ংকর মনে করি আর এটা যেন কোনভাবেই না ঘটে, কারণ এটা উৎকণ্ঠা সৃষ্টিকারী। কুরআনের সাথে আমেরিকার ও আফগানিস্তানের কিছু মানুষের আচরণ একটি জিনিস গভীরভাবে নির্দেশ করে যে একটি ভয়, কিংবা সন্দেহ, কিংবা অজ্ঞতা অথবা সম্মানবোধের অভাব রয়েছে।"*[৮৭৭]

সবারই এ ব্যাপারে ঐক্যমত আছে যে, কুরআন পোড়ানোর ঘটনাটা সামাজিক সহাবস্থানের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অনুভূতিতে বড় ধরনের আঘাতস্বরূপ। ভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং সহাবস্থানের জন্য ভালো সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা তখনই ধ্বংস হয় যখন কোন বিশেষ দল বা ব্যক্তি নিজেদের অস্তিত্বেও ব্যাপারে হুকমিতে থাকে। সমাজ থেকে নিঃসঙ্গ হওয়া ইসলামের প্রতি শত্রুতা সম্ভবত কুরআনের প্রতি সমালেচনা এবং কুরআন পুড়ানোর কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে। Right Honourable এমপি স্টিফেন টিমস বলেন–

> *"আমি মনে করি না যে কুরআন পোড়ানো একটি উপকারী কাজ। এটা কোনোভাবেই সমর্থন করি না। আমি মনে করি এটি ধ্বংসাত্মক কাজ। প্রকৃতপক্ষে এ কাজ বিশাল সংখ্যক মানুষকে আহত করে। আহত করে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধর্মের বসবাসরত লোককে। আর মানুষ এটা মনে করে যে, 'বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা মিলে সমাজকে বিভক্ত করে। কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি ভুল ধারণা। বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের সমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায় মসজিদে গমন করে আর আমি মনে করি সামাজিক সহাবস্থানের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।*[৮৭৮]

প্রত্যেক দলেই এমন কিছু লোক থাকে যারা সাধারণ নিয়ম নীতির বাইরে গিয়ে একটি চরমপন্থা গ্রহণ করে ভিন্ন ধারায় বিশ্বাসী লোকদের বিরোধিতা করার জন্য। অবশ্য আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে তখন যখন সেই চরমপন্থি ব্যক্তিরা নিজেদেরকে তাদেরই ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে ফেলে। Right Honourable মাইকেল মিচার মন্তব্য করেন,

> *"দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমেরিকায় ৩০ কোটি লোকের বসবাস। আর সব সময়ই কিছুসংখ্যক লোক এমন পাওয়া যাবে যারা উগ্রবাদী, মৌলবাদী, অসহিষ্ণু আর কখনও নির্মম। ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে এই লোক ছিল একজন ধর্মীয় যাজক, তারা নিজেদের ঈশ্বরের যাজক দেখায় আবার সমাজে অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। তুমি কোন বিশ্বাসকে ছোট করতে পারো না।"*[৮৭৯]

অধ্যায়-৮

আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা

একথাটি অনেকের সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, পৃথিবীতে অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ইসলাম মেনে নেয় না। আলোচ্য অধ্যায়টিতে এ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেসঙ্গে একটি বহুজাতিক সমাজে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বসবাস ও আচরণের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স) এর নীতি ও আদর্শ কী তাও উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার- অমুসলিমদেরকে ইসলাম অনেকগুলো অধিকার প্রদান করে। যেমন- ধর্মীয় অধিকার, কাজকর্মের অধিকার, বাসস্থান ও চলাফেরার অধিকার এবং জ্ঞানার্জনের অধিকার। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আচরণবিধি বিষয়ক পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট-বিধৃত রাসূল (সা)-এর শিক্ষা হচ্ছে- "তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমারই"।

রাসূল (স) যে সমাজে বসবাস করেছিলেন তা ছিল বহুধর্মভিত্তিক একটি মানব সমাজ। উদাহরণত ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক- যারা কোনো সুসংবদ্ধ ধর্মের অধীনে ছিল না, তাসত্ত্বেও তারা একে অপরের কাছাকাছি অবস্থানে ছিল। ছিল পরস্পর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। তখন অমুসলিমদের প্রতি রাসূল (স)-এর কোমল আচরণের মধ্যেই তাঁর স্বভাবসুলভ সহনশীলতা ফুটে ওঠেছিল। আমাদের জন্যে মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রদর্শিত সহিষ্ণুতার পর্যায় বুঝার একটি উত্তম নমুনা হতে পারে ওই সময়টি, যখন ইসলামী হুকুমত মদীনায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ছিল প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ কথার অর্থ এ নয় যে, মহানবী (স) মক্কায় অবস্থানকালে অসহিষ্ণু স্বভাবের ছিলেন। না, অবশ্যই তিনি সহিষ্ণু ছিলেন। তবে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি তখনই নির্ণীত ও নির্ধারিত হয় যখন মদীনার সংবিধান প্রণয়নের খসড়া পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

মূলত 'মদীনা সনদ'-ই মুহাম্মাদ (স)-এর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি আন্তরিক প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। হিজরত পরবর্তী মদীনায় রাসূল (স) লোকজনের দৃষ্টিতে কেবল একজন আধ্যাত্মিক নেতাই ছিলেন না, বরং তাঁরই হাতে ছিল রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বাগডোর। এবার তিনি আল্লাহর আইনানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে প্রয়াসী হন এবং শতধাবিভক্ত সমাজে পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। তখন মহানবীর (স)-এর পক্ষে একটি সংবিধান প্রণয়নের একান্ত আবশ্যকতা দেখা দেয়। কারণ, প্রতিটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক নাগরিকসুলভ দায়িত্ববোধ স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল, যার লঙ্ঘন ছিল অনিবার্য রাষ্ট্রদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা।

সংবিধানে উল্লিখিত ধারাগুলোর অন্যতম একটি ছিল এই যে, মদীনা রাষ্ট্রের মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিক এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সবাই একই জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে। ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোত্রীয় সম্পর্ক নির্বিশেষে এরা সবাই মদীনা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংবিধানের ওই ধারা অনুযায়ী অমুসলিমদের জান, মাল, সম্পদ এবং সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, যাতে উল্লেখ ছিল– "ইহুদিদের (যারা মৈত্রীবদ্ধ) সাহায্য, ন্যায়বিচার ও আইনী আশ্রয় প্রদান করা হবে। তাদের কোনো অনিষ্ট সাধন করা যাবে না এবং তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না।" অতীতে মদীনার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোয় বসবাসকারি গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যে মৈত্রী হতো, মদীনার অভ্যন্তরস্থ গোত্রগুলোর মধ্যে সাধারণত সে রকম কোনো মৈত্রী হতো না। নবী (স) তাদের সবাইকে একক রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে গোত্রগুলোর মধ্যে ইতোপূর্বে সংঘটিত চুক্তি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তখন মৈত্রীবদ্ধ কোনো গোত্র কিংবা ধর্মীয় জনগোষ্ঠী আক্রমণের শিকার হলে গোটা মদীনারাষ্ট্র আক্রান্ত বলে বিবেচনা করা হতো। ফলে, মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের নিরাপত্তাকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হতো। এ বিষয়ক মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী হচ্ছে–

"মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ব্যক্তিকে যে হত্যা করবে সে কখনো জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না।" - (সহীহ মুসলিম)। মদীনায় মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারি মুসলমানেরা যেহেতু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারি ছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যেন তারা এ সুবিধা ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন। তিনি বলেন,

"জেনে রেখো, যে কেউ কোনো সংখ্যালঘু অমুসলিমের প্রতি রূঢ় আচরণ দেখাবে, কিংবা তাদের অধিকার খর্ব করবে অথবা তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে, কিংবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কোনো কিছু আদায় করবে, তবে কাল কিয়ামতে স্বয়ং আমি নবী মুহাম্মাদ তার বিরুদ্ধে (আল্লাহর আদালতে) অভিযোগ দায়ের করব।"- (আবু দাউদ)।

মদীনা সনদের অপর একটি ধারায় উল্লেখ ছিল– "ইহুদীদের ধর্ম ইহুদিদের এবং মুসলমানদের ধর্ম মুসলমানদের।" এটি অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না হানার এবং ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশের সর্বাধিক স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, তখন অমুসলিমরা নিজেদের ধর্ম যথেচ্ছা পালন করতে পারতো এবং স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারতো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন নবীর (স) পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে না কোনো হস্তক্ষেপ চালানো হতো, না কোনো হয়রানির শিকার তাদের হতে হতো। তিনি বরং সবাইকে চলমান ইসলামী আইনের অধীনে বিচারকার্য সমাধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। এ হলো মদীনা সমাজের নাগরিক হওয়ার এবং নিরাপত্তা ভোগের মৌলিক শর্ত। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে– "কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা কিংবা বিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকট তোমরা সমর্পণ করো।" মুহাম্মাদ (স) কখনও ব্যক্তি মারফত সালিশিরভিত্তিক বিচার মীমাংসা চাননি। যদিও অমুসলিমদের আপনাপন পণ্ডিতবর্গের কাছে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় বিরোধের সমাধান

চাওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা চাইলে ইসলামী আইন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর দরবারে বিচার চাওয়ার এখতিয়ারও তাদের ছিল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন–

> *"তারা যদি আপনার দ্বারস্থ হয় তাহলে হয় আপনি তাদের বিচার ফয়সালা করুন নইলে তাদের (বিরোধপূর্ণ বিষয়ে) হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন।"* -(আল কুরআন, ৫:৪২)।

এ হলো রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সমূহ মৌলনীতি বজায় রেখে মহানবী (স)-এর ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিবক্তা হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এ অধ্যায়টি দুটি ভাগে বিভক্ত : ইসলামে বর্ণবৈচিত্র্য ও সামাজিক সহাবস্থান।

প্রথম অংশ

ইসলামে বর্ণবৈচিত্র্য

অমুসলিমদের সাংবিধানিক অধিকার

Bernard Leiws দাবি করেন, 'আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মদীনা সনদকে কোনো শান্তিচুক্তি কিংবা মৈত্রী প্রক্রিয়া বলা যায় না; বরং মহানবীর (স) একতরফা, একক ঘোষণা বলা যায়'।

(এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করছি যে,) মহানবী (স) প্রণীত সংবিধানের অন্যতম আকর্ষণীয় একটি দিক হচ্ছে– উম্মাহর মধ্যে ইহুদি গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্তি। কেননা, বিশ্বাসীদের (মুসলমান) নিয়েই তো ইহুদিরা একটি জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। তাছাড়া, তখনও তাদের ধর্ম তাদের ছিল এবং মুসলমানদের ধর্ম ছিল মুসলমানদেরই।

ইসলামে সহিষ্ণুতা

এ কথা সর্বজনবিদিত, ইসলাম ধর্মে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার স্থান সবার উর্ধ্বে। ইসলামের নবীর (স) চরিত্রই ছিল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার চরিত্র। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে সবিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ড. কে এন সিংহের ভাষ্যমতে–

"ইসলামের সহিষ্ণুতার দর্শন মূলত পবিত্র কুরআন থেকেই উৎসারিত এবং মহানবীর (স) কার্যাবলি থেকে আহরিত। কুরআন এ কথা শিক্ষা দেয় যে, "ধর্ম কেবল আল্লাহরই জন্য", – ইয়াকুনুদ্দীনু লিল্লাহ। ইসলামের সহনশীলতা মূলত পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল। পরমতসহিষ্ণুতার মানে, ধর্মীয় বিষয়াদিতে মুক্তচিন্তা ও অনুশীলনের অনুমোদনকে বুঝায়। - দ্রষ্টব্য- Oxford Dictionaryমূলত সহিষ্ণুতা একটি নীতি, কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা জোর-জবরদস্তি নয়। কাজেই, ইসলাম হচ্ছে ভালোবাসা ও শান্তির ধর্ম; অন্যায় ও সহিংসতার ধর্ম নয়"[৮৮০]

সহনশীলতা নামক মহৎ গুণটি মহানবী (স) ও তাঁর খলীফাগণের চরিত্রে ছিল লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বিদ্যমান।আরবদের আচরণে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা কিরূপ ছিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডক্টর এন কে সিংহ বলেন–

"মহানবী (স) ও তাঁর পুণ্যাত্মা খলীফাগণের মহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসলামে সহনশীলতা, পরাকাষ্ঠা ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলীফাগণও তাদের অধিকৃত বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের সমূহ কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সহনশীলতার বাস্তব 'অনুশীলন' করে দেখিয়েছেন, যা ক্রমে ইসলামী কমনওয়েলথ (সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ)-এ পরিণত হয়। 'অনুশীলন' শব্দটির অর্থ সাধারণ আচরণ অর্থে নিতে হবে, বদ্ধমূল অপরিবর্তনীয় আচরণ অর্থে নেয়া যাবে না।

ইন্তিকালের পূর্বে মহানবী (স) আরব গোত্রগুলোর মাঝে রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন। এ বিশাল অর্জনই বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ উপজাতীয়তার ওপর আরব জাতীয়তাবাদের যৌথ বিজয়–

"সাফল্য এনে দিয়েছিল। কেননা, ইসলামই তো প্রাচীন ইহুদী ধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্মের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ। (ইসলামেরই বদৌলতে) তখনকার উটচালক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং দুর্ধর্ষ মরুচারিরা ইতিহাসের অজানা অচেনা অধ্যায় থেকে বিশ্ব-ইতিহাসের মঞ্চে ওঠে এসেছিল। সুতরাং তদানীন্তন পরাশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অপরাজেয় সামরিক বিজয়সমূহের ধারাবাহিকতাই আভিজাত্যের অধিকারী একটি নতুন আরব জাতির আত্মপ্রকাশের পথ সুগম করে দিয়েছিল।"[৮৮১]

প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলা আফ্রিকান মুসলমানদের ঋণ স্বীকার করেছিলেন। তাদের অবদান ও মহৎ কাজের জন্যে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেখানে অন্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে মুসলমানেরা কাজ করে যাচ্ছেন।

> *"আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম এমন প্রক্রিয়ায় দেশের অংশে আজ পরিণত যেন এখানকার ইতিহাসের সঙ্গে মিলে তা একাকার হয়ে গেছে...। ইউরোপীয় উপনিবেশের মোকাবেলা মুসলিম সম্প্রদায়গুলো অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মাঝে স্বকীয়তা বজায় রেখে রাজনৈতিক প্রতিরোধসহ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা রেখে চলেছে।"*[৮৮২]

বর্ণবৈষম্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলাকালে অনেক আফ্রিকীয় মুসলমানের প্রাণহানি ঘটেছে। সুতরাং, আফ্রিকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক্ অঙ্গনে মুসলমানেরা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। ম্যান্ডেলা বলেন–

> *"আমাকে যদি কারও প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়, তবে আমি বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতার কারণে বন্দী অবস্থায় প্রাণবিসর্জনকারি সেই মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চাই যাদের কয়েকজন হলেন বাবলা সালোজি, ইমাম হারুন, আহমদ তিমল এবং ডক্টর হোসাইন হাফেজি। স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে মুসলমানদের পক্ষে তারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সবোর্চ্চ বিচার বিভাগে মুসলমানেরা রয়েছেন এবং রয়েছেন তারা দেশের নতুন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অঙ্গনেও।"*[৮৮৩]

কেরেন আর্মস্ট্রং জোর দিয়ে বলেন–অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে মুসলমানদের কোনো সমস্যা ছিল না (এবং নেইও)। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা ইসলামি রাজ্যের ভেতরে বহুদিন যাবৎ নির্ঝঞ্ঝাট বসবাস করে এসেছে। অথচ পশ্চিমা বিশ্ব তাদের ভূমিতে মুসলমানদের অস্তিত্ব মেনে নিতে বরাবরই অশ্বস্তি বোধ করে।[৮৮৪]

পবিত্র কুরআনে বিধৃত এবং রাসূল (স)-এর আদর্শে আচরিত প্রকৃত ইসলাম মানবজীবনের সকল স্তর ও পর্যায়ে সাম্য ও ন্যায়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। যদিও মুসলমানদের বাস্তবজীবনে রাসূলের (স) এ আদর্শ ও নীতি উপেক্ষিত ও অবহেলিত। তাই বলে একথা কিছুতেই বলা যাবে না, মুসলমানদের জীবনের বর্তমান আচরণই ইসলামের রীতিনীতির কাঙ্ক্ষিত প্রতিফলন।[৮৮৫]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের মতে, নবী মুহাম্মাদের (স) শিক্ষা ও নীতিই আমাদের সমঝোতা, শান্তি ও সহিষ্ণুতার পথে পরিচালিত করতে পারে। তিনি বলেন–

> *"ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্যে একটি অনুপ্রেরণা।"*[৮৮৬]

মহানবীর (স) আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ওপর গুরুত্বারোপ এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাঁর জীবনের এমন অনেক বিষয়ও ঘটনা রয়েছে যা তাঁর মতো মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি অমুসলিমদের সম্মান ও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করতে বাধ্য করে। তিনিই তো অমুসলিমদের প্রতি সর্বাধিক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। ড্যানি রিচমন্ডের ভাষ্যমতে–

> *"আমি জানি তাঁর মুহাম্মাদের একটি বিখ্যাত ঘটনা। তিনি তাঁর এক ইহুদি প্রতিবেশির অন্তেষ্টিক্রিয়ায় (দাফনকার্যে) স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। (তাঁর সম্মুখ দিয়ে শবাধার নেয়া হচ্ছিল এবং তিনি সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে যান এবং অন্যদেরও দাঁড়াতে বলেন)। হ্যাঁ, এই তো সম্মানদানের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যখন অন্যরা এটা কল্পনাও করেনি, তখন তিনি এরকম মর্যাদাপূর্ণ আচরণ উপহার দিয়েছিলেন। অথচ তখন এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ধিক্কার ও দণ্ডদানে ব্যাপৃত থাকত। আমি মনে করি মহানবীর প্রদর্শিত শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মানপূর্ণ আচরু একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বেরই আবশ্যিক গুণ ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যায়। আমি জানি অন্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা অনেকটা তাঁর জীবনেই বিদ্যমান।"[৮৮৭]*

ড. হেনরি স্টাব জোর দিয়ে বলেন, নবী মুহাম্মাদ (স) কাউকে কখনো ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ করেননি কিংবা বাধ্য করেননি। বরং তাঁর সময়ে অমুসলিমরা সবাই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল। ড. স্টাবের মতে–

> *"....মুহাম্মাদকে মরু আরবের ভূপৃষ্ঠ থেকে পৌত্তলিকতা উৎখাত করা ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করতে আমি দেখি না। এমন কি তিনি লোকজনকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণেও বাধ্য করেন নি। তিনি নিজেই আরবের ভূমিতে বসবাসরত খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি নিরাপত্তানামা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কখনো ধর্মের ব্যাপারে তাদের উপর চড়াও হননি কিংবা সহিংসতার পথও অবলম্বন করেন নি।"[৮৮৮]*

Jon Dal Din মহানবী (স) নিয়ে অধ্যয়ন করে মন্তব্য করেন, মহানবী (স) তাঁর অনুসারী মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরু করে এবং (আচরণে ও উচ্চারণে) উষ্ণতা প্রদর্শন করে। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

> *"মহানবী (স) তাঁর লোকজনকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছেন। আমার উপলব্ধিতে, নবী মুসলমানদের অন্যধর্মানুসারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শিখিয়েছেন। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অমর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে কিংবা সম্মান না দেখাতে নবী বলেছেন মর্মে আমি কিছু পাইনি। কুরআন বিষয়ক আমার অল্প জানাশোনা ও অধ্যয়নের আলোকে আমি একথাগুলো পেশ করলাম। মূলত ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন কেন্দ্রিক ইসলামের নবীর আচরণবিধি সমীক্ষণই ছিল আমার অধ্যয়নের মূল প্রতিপাদ্য।"[৮৮৯]*

মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (স) জীবনচরিত মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে জোর পীড়াপীড়ি করতেন না। তিনি বরং ভিন্ন ধর্মীয় লোকজনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন।

Reverend Jennifer Potter'র ভাষ্যমতে- (February, 2012, Minister, Wesley's Chapel, London):

> *"আমি মনে করি, মুহাম্মাদ এ আদর্শ প্রচার করেছেন যে, সমাজে অন্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা আমাদের উচিত এবং বিশেষ করে সেই লোকদের নিয়ে বসবাস করতে বলেন যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তিনি এ কথা প্রচার করেন নি যে, তাদের বিধর্মী কিংবা শত্রু ভাবতে, বরং তাদের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে বলেছেন।"*[৮৯০]

মহানবীর (স) প্রতিবেশীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন শিক্ষা অপরাপর ধর্মগুলোর প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত। অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি তিনি বৈরী আচরু না করে বরং সর্বদা অমায়িক আচরণ ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। মহানবী শিক্ষার এ বৈশিষ্ট্যটি আজ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয় এবং মুসলমানেরাও তার যথাযথ অনুশীলন ও অনুসরণ থেকে দূরে। শদ্ধেয় ডানপন্থী জনাব করবিন-এর মতে–

> *"আমি মহানবীর শিক্ষা থেকে যা বুঝেছি তা এই যে, তাঁর ছিল স্বতন্ত্র মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ, তার পানাহার, আচার-আচরু, প্রার্থনার মুহূর্ত এবং জীবনযাপনের ধরন ছিল স্বতন্ত্র। অপরাপর ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের মূল্যায়ন করাও ছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুতক্ত। ইহুদিদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অনেকেই অনেক বিতর্কের অবতারণা করেছেন। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তিনি একগুচ্ছ বিশ্বাসের পূর্ণতা দান করছিলেন। তবে অন্যধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি আদৌ বৈরিভাবাপন্ন ছিলেন না। ফলে (আজকের) ব্রিটেন ও ইউরোপের মুলমানদের চরিত্রে সেই সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধের দৃঢ় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আমি দেখতে পাই। এ বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় উল্টো করে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, অন্য ধর্মের মতো ইসলামের অনেক অনুসারীরা ধর্মানুসরণের দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তারা ইসলামের মৌলবিশ্বাস না বুঝে নিজের মতো করে তা চালিয়ে দিতে চায়।"*[৮৯১]

Mike Stagal-এর মতে, নবী মুহাম্মাদের প্রতিবেশিসুলভ আচরণ দেখা যেতে পারে অন্যদের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি কেমন দেখেছেন তা থেকে–

> *"প্রতিবেশিদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। তিনি মনে করতেন যে, তারা স্বতন্ত্র, তবে তাদের সে স্বাতন্ত্র্যকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তারা ইসলামের উপর সরাসরি আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে*

মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে প্রতিবেশির ব্যাপারে মুহাম্মাদকে কী বলার ছিল তা হলো এই (উপর্যুক্ত মূল্যায়ন)।"[৮৯২]

পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রতিবেশিদের সঙ্গে মুসলমানদের দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে নবী (স)-এর রয়েছে একগুচ্ছ নীতিমালা। এটা প্রায়ই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, মুসলমানেরা মনে করে কেবল নিজ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি রয়েছে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অন্যদের প্রতি নয়। অবশ্য উত্তম প্রতিবেশিত্ব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে হৃদতাপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে স্বীয় অনুসারীদের প্রতি নবী মুহাম্মাদের (বন্ধুসুলভ আচরণের) নির্দেশ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। নিজ প্রতিবেশি ও সমসাময়িকদের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে কোনো বর্ণ-বৈষম্যের লেশমাত্রও নেই। Niknam Mehri লেখেন, হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদের একটি বাণী হচ্ছে এই–

"তোমার বাড়ির পাশের একদিকে চল্লিশটি প্রতিবেশি পরিবার এবং অপরদিকে আরও চল্লিশটি পরিবারের লোকজনের প্রতি সদয় আচরণ করো।" একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তা থেকে যা বুঝে আসে তা হচ্ছে এই, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত জ্ঞানী লোক। তিনি যদি বলতেন–'তোমার বাড়ির এক পাশের চল্লিশটি মুসলিম পরিবার এবং অন্য পাশের চল্লিশটি মুসলিম পরিবারের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করো', তাহলে এ বাক্যের মর্ম হতো– 'যে মুসলমান নয়, সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তোমার প্রতিবেশি নয়'। কিন্তু তার বক্তব্য ব্যাপক এবং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, "যে-ই তোমার মহল্লায় বা পাড়ায় বাস করবে, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ কিংবা পেছনের পঠভূমি যাই হোক, তারা তোমার বন্ধুসুলভ আচরণের দাবি রাখে'। সুতরাং, কারও সঙ্গে খারাপ বা নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করো না। উপর্যুক্ত বিষয়টির আমি যে ব্যাখ্যা দিই তা এই যে, তখনকার যুগে আপনি যদি কাউকে বলতেন তোমার পরিবার ছাড়া আরও দশটি পরিবারের প্রতি কিংবা দুটি পরিবারের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করো, তখন মানুষের মনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রভাব পড়তো। 'চল্লিশ' সংখ্যাটি সব সময় অসীম ও অসংখ্যের ধারণা প্রকাশ করে। সুতরাং আপনার যদি কোন চল্লিশ-সংখ্যক জিনিস থাকে, তবে এর মানে আপনার বিরাট সংখ্যক জিনিস আছে। আমি একথাই শিক্ষা দেই যে, কেন তিনি ৪০ বললেন? কোনো ৩০ কিংবা ২০ অথবা ১০ বললেন না? নাকি এর অর্থ এই যে, মদীনার রাস্তাগুলো খুবই দীর্ঘ ছিল এবং এর একেক পাশে ৪০টি করে পরিবার ছিল? না, বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, বিশ্বব্যাপী বসবাসরত সকল প্রতিবেশির প্রতি তোমার সদাচারের হাতকে বাড়িয়ে দাও। এটা অসীম। এর অর্থ কেবল তোমার নিকট-প্রতিবেশিই নয়, বরং গোটা বিশ্বকে একক প্রতিবেশিত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, অন্য যে কোনো বিষয়ের তুলনায় এ বার্তাটি সবচেয়ে বেশি প্রচার করা উচিত।"[৮৯৩]

আমাদের সমসাময়িক লোকজন এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা অত্যন্ত সহায়ক ও ফলপ্রসু। এর রূপায়ণ ঘটে ইসলামী নির্দেশগুলো পালনের মধ্য দিয়ে, যাতে আছে সম্পদের সুষম বণ্টন এবং যাকাত যা ইসলামের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। মেহরি মন্তব্য করেন–

> *"বিশ্বাসীদেরকে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন অনাথ, নিঃস্ব এবং অভাবীদের নিজ সম্পদে হিস্সা দেয়। যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। বিশ্বের সকল মুসলমান যদি দরিদ্র, অভাবী, বিধবা এবং অশিক্ষিতদের জন্যে প্রত্যেকের বাৎসরিক অর্জিত আয় থেকে সম্পদের আড়াই ভাগ আল্লাহর রাস্তায় বাস্তবেই যাকতস্বরূপ দান করে, আর যদি উক্ত টাকা দ্বারা তারা তৈরি করে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, জনকল্যাণমূলক ঘরবাড়ি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, তাহলে গোটা বিশ্বে কোনো দরিদ্র মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[৮৯৪]*

অনেকের মতে, প্রতিবেশিদের প্রতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে ঈসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স)-এর দর্শন এক ও অভিন্ন ছিল। মূলত তাঁদের উভয়ের ধর্মমতের মাঝে একটি সাধারণ স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। Reverend John Cowie-এর মতে (The English Reformed Church, Amsterdam, Holland)-

> *"আমি মনে করি, প্রতিবেশিদের সঙ্গে আচরণের বিষয়টি খ্রিস্টানরা যেমন করে দেখেন, ইসলাম ও ইসলামের নবীর শিক্ষা তো সে একই রকমই। (অর্থাৎ, একই মুদ্রার এপীঠ ওপীঠের মতোই)। কেননা, তারা (উভয় দল, উভয় ধর্ম) একই শেকড় থেকে উৎসারিত।"[৮৯৫]*

নবী মুহাম্মাদ (স) এবং ঈসা নবী তারা উভয়েই প্রতিবেশিদের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের ওপর জোর তাগিদ দিয়ে গেছেন। কেবল কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশিত্বের উত্তম আচরণ সীমাবদ্ধ রাখতে তারা বলেননি। তারা বরং শিখিয়েছেন যে, সবার সঙ্গে বিনম্র আচরু করা একটি সাধারণ মানবিক নীতি। Reverend John Cowie আরও বলেন–

> *"আমার জানা মতে, মহানবীর শিক্ষা কিংবা ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে– আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্যদের প্রতি বিশেষ করে গরীবদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, একথা বুঝানো। আর যিশু যে শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে, আমাদের সে দায়িত্বটি প্রতিবেশির প্রতি রয়ে গেছে। আমাদের প্রতিবেশি কেবল চেনা জন নয়, বরং যে কেউ হতে পারে, তাদের সবার প্রতি রয়েছে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।"[৮৯৬]*

অসহিষ্ণুতা ইসলামে ধিকৃত

শ্রদ্ধেয় Right Honourable (in English) সাংসদ David Amess-এর দৃষ্টিতে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যা মুহাম্মাদ লোকজনের মাঝে বিতরু করে গেছেন, তার আলোকে বলা যায় সামাজিক **সহাবস্থান** সম্পূর্ণরূপে সম্ভব–

> *"**মুসলমানেরা** অন্যান্য ধর্মকে হীনতর করার চেষ্টায় লিপ্ত– এ রকম ধারণা মূলত **হাস্যকর** ও উদ্ভট এবং এটা মুহাম্মাদের শিক্ষা নয়। সামাজিক ঐক্য ও মৈত্রী অর্জনে **মুহাম্মাদের** শিক্ষায় কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই। বরং, বহুজাতিগোষ্ঠীর মাঝে **সামাজিক** সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের শিক্ষা বাস্তবেই সহায়ক।"[৮৯৭]*

গোষ্ঠীগত সাম্য ও ঐক্য

Magsie Hamilton Little-এর দৃষ্টিতে– "মুহাম্মাদ প্রদত্ত শেষ ভাষণগুলোর কোন কোনটিতে দেখা যায় যে, জাতিগত ঐক্য ও সাম্যকে তিনি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁর যুগের লোকজনের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কোনো ক্রমেই কম ভয়ঙ্কর ছিল না। তখন অসহিষ্ণুতার পর্যায়, জাতিবৈষম্য এবং সাধারণ কুসংস্কার ছিল নিতান্তই চরমে। মুহাম্মাদের বাণী সামাজিক ব্যাধি ও ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানাল এবং পারস্পরিক সমঝোতার ওপর আরোপ করলো সবিশেষ গুরুত্ব।"[৮৯৮]

নবীর গোটা জীবনটাই ঈশ্বর সৃষ্ট নরগোষ্ঠীগত ঐক্য ও সাম্যকে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং মানুষের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসকে প্রশংসনীয় বিবেচনা করেছে। ফলে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার মূলনীতি হিসেবে ফুটে ওঠেছিল ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আইনগ্রাহ্য দৃষ্টান্ত। উদাহরণ মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের শাসনামলে আন্তঃধর্মীয়ঐক্য। বস্তুত মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের মনোভাব প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের বিশেষ অর্জন এবং বিষয়টি অনেক ধর্মতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টারস্থ আন্তঃধর্মীয়দলের পরিচালক জনাব জন ডাল ডিন ইসলামিক ঐতিহ্য ও খ্রিস্টানদের ঐতিহ্যকে সামাজিক ঐক্য ও সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন–

> *"...আমার পাঠকৃত পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরা ঠিক ওরকমই যেরকম আমাদের নিজ ধর্মীয় পুস্তক (বাইবেল), যা আল্লাহর সৃষ্টি নর ও নারীর জাতি-সত্বাগত ভিন্নতা এবং ভিন্ন জীবনাচার সত্ত্বেও তাদের ঐক্য ও শান্তিপূর্ণভাবে বসাবাসের কথা বলে। আমরা সকল মানুষ সমান ও অভিন্ন এবং আমাদের একই উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়েছে, একথাগুলোই কুরআনের শিক্ষার মৌলনীত। মুসলিম স্পেন ও আফ্রিকায় (মুসলমানদের অন্যান্য জাতির সঙ্গে) শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাসের বিষয়টি আমাদের অজানা নয়। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানেরা একইসঙ্গে কাজ করেছে। সেখানে ইসলামী হুকুমতের অধীনে তাদের কাজকর্মে কখনো কোনো বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। মূলত বাহ্য-ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে মুহাম্মাদের শিক্ষার প্রকৃত মিল রয়েছে। তখন শান্তি ছিল। তবে ক্রুসেডের সময়গুলোতে পৃথিবীতে সুখ শান্তি ছিল না। তাই, সেটি একটি ব্যতিক্রম পরিস্থিতি। স্বয়ং ইসলাম সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান ও উপলব্ধি তা হচ্ছে– মুসলিম মানে শান্তি, মুসলিম মানে শান্তিকামী এবং মুসলমান মানে হচ্ছে শান্তিপ্রিয় লোকজন।"*[৮৯৯]

দ্বিতীয় অংশ

সামাজিক সহাবস্থান

সামাজিক সহাবস্থান একটি জটিল বিষয়। নানা মনীষী এটাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। গবেষকদের কেউ তো এটাকে এমন যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে মনে করেন, যা পারস্পরিক আস্থা এবং সামাজিক বন্ধন নিশ্চিত করে। সর্বোপরি ধর্ম, বর্ণ, সামর্থ্য এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে লোকজনকে একতাবদ্ধ করে তোলে। গবেষকগণ এ কথার ওপর একমত যে, মুহাম্মাদের (স) শিক্ষার আলোকে মুসলমানেরা সামাজিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

যাকাত

নবী মুহাম্মাদ (স) যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তনকারী। যাকাত হচ্ছে এক ধরনের কর বিশেষ যা ধনী মুসলমানরা তাদের সম্পদের বার্ষিক আয় থেকে গরীবদের ২.৫% (আড়াই ভাগ) দান করে থাকে, যদি তাদের সম্পদ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (নেসাব) অতিক্রম করে ফেলে। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে যাকাত ব্যবস্থাকে গবেষকদল অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেক মুসলমানেরা এখনো এটা অনুসরণ (যাকাত আদায়) করে থাকে। গবেষকদল এটাকে সামাজিক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের এবং দারিদ্র বিমোচনের চমৎকার পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, যাকাত বিষয়ক ইসলামের শিক্ষা সমাজে ঐক্য ও সংহতি বয়ে আনে। যেসব (দরিদ্র) অমুসলিমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ে না তাদেরও যাকাত প্রদান করা যেতে পারে।

যাকাত সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি

ধর্মবিদ Bhavin Tailor'র মতে, যাকাত বিষয়ক মুহাম্মাদের শিক্ষা সুস্থ প্রতিবেশিত্বের বন্ধনকে জোরালো ও দৃঢ়তর করে চলেছে। তিনি বলেন–

> *"আমার উপলব্ধিতে, মুহাম্মাদ ছিলেন অন্যদের কাছে একান্ত বাঞ্ছিত ব্যক্তি। তিনি সমাজের সবচেয়ে অসহায় ও দরিদ্রতম লোকদের সাহায্য ও দেখাশোনা করতেন। সুতরাং ধনীদের সম্পদের ২.৫% ভাগ সমাজের গরীব ও অসহায় লোকদের হাতে চলে যাওয়া একটি উত্তম নীতি। আমি মনে করি এই নীতি আমাকে বলছে যে, আমরা দুর্বল ও অসহায়দের সাহয্য করছি।"*[৯৯০]

যাকাত সমাজে যেসব কল্যাণ ও উপকারিতা বয়ে আনতে পারে, বিশেষ করে সামাজিক সহাবস্থান,এসব দিক উল্লেখ করে টেইলর বলেন–

> *"আমি মনে করি, আসলেই এটি একটি উত্তম ভাবনা। (যাকাতের মাধ্যমে) যদি মুসলমানদের উদার ও বদান্য হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে তবে কেন আমরা দান ও বিতরণ থেকে বিরত থাকবো? কেন আমরা দান করবো না? বস্তুত যে ধর্ম এ বিষয়টি শিক্ষা দেয়, নিশ্চয় তা উত্তম হবে। তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে এই মূলনীতি মেনে চলা সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। অনেক লোক টাকার অভাবে এটা (যাকাত প্রদান) নাও করতে পারে। কাজেই আমাদের এমন একটি নীতি নির্ধারুপূর্বক অগ্রসর হতে হবে যা লোকজন বোঝা মনে না করে।"*[৯০১]

নবী মুহাম্মাদের যাকাত প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা সমাজের অনেক কাঙ্গাল ও নিঃস্বদের উপকার সাধন করেছে। তিনি সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দানের মাধ্যমে অভাবী ও হতদরিদ্রদের সাহায্য করতে বিত্তবানদের প্রকারান্তরে বাধ্য করেছেন। Right Honourable এমপি শ্রদ্ধেয় Corbyn যাকাতকে পাশ্চাত্যে প্রচলিত কর ও মুনাফা পদ্ধতির মতো বিবেচনা করে বলেন–

> "এটা পূর্বতন করারোপের প্রগতিশীল পদ্ধতি। আমাদের বর্তমান (আধুনিক) রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো মুহাম্মাদের কোনো রাষ্ট্র ধারণা ছিল না। তবে তিনি বলেছিলেন যে, ধনীদের উপর রয়েছে অন্য সকলের অধিকার। তাই তাদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট হারের একটা হিস্‌সা গরীবদের দিয়ে দেয়া উচিত। আর হ্যাঁ, তা এজন্য যে, কল্যাণ রাষ্ট্রের মূলনীতি হচ্ছে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে দান করবে, যেন তহবিলে অর্থ জমা করা হয়, জমা থাকে এবং এর দ্বারা অভাবীদেরও প্রয়োজন পূরণ হয়।"[৯০২]

পাদ্রী John Cowie বলেন– "মুহাম্মাদের যাকাতব্যবস্থার প্রবর্তনকে সম্পদের অসমবণ্টন দূর করে সুষমবণ্টন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।[৯০৩]

Magsie Hamilton মনে করেন– যাকাত একজন মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য বিধায়ক বৈশিষ্ট্য এবং তার ধর্মপরায়ণতা ও খোদাভীরুতার প্রতীক। মুসলমানের মালিকানাধীন সবকিছু আল্লাহরই, কোনো কিছুরই সে নিরঙ্কুশ ও চূড়ান্ত অধিকারী নয়, চাই তা সম্পদ হোক কিংবা সম্পত্তি, (স্থাবর হোক কিংবা অস্থাবর); সে তো সাময়িক ভোগের অধিকারী মাত্র। কাজেই, যাকাত হচ্ছে আল্লাহর কাছে ঋণের সমতুল্য। মুসলমানেরা নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে যাকাতের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।"[৯০৪]

প্রত্যেক মুসলমানের নিজ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ গরীবকে দান করতে হয়, যদি তাদের (ধনীদের) হিসাবটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যায়ে পৌঁছে। যাকাত প্রযোজ্য হবে গোটা সম্পদের ২.৫% অংশের উপর। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত এবং অত্যধিক অভাবীর প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে যাকাতের প্রবর্তন ঘটেছে। Dr Leitner যাকাতের বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন–

> *"তাদের যাকাত যা যথার্থরূপে আর্থিক প্রার্থনা (ইবাদত) বলা চলে, তাতে রয়েছে সম্পদের একটি অংশদান, যা চল্লিশ ভাগের একভাগের চেয়ে কম নয়। অথবা আড়াই ভাগ যা তাদের (অস্থাবর) সম্পত্তি থেকে গরীবদের দান করে দিতে হয়। এ দান সরকারি কোষাগারে চলে যায়, যা দাসমুক্তিসহ অন্যান্য আবশ্যিক কাজে ব্যবহার করা হয়। আরো একটি বিষয় যা নিয়ে অজ্ঞতাবশত খ্রিস্টানরা মুহাম্মাদের অনুসারীদের দোষারোপ করে থাকে, অথচ প্রকৃত বিষয় এই যে, মুহাম্মাদ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন সফলভাবে একটি ব্যবহারিক আইন প্রণয়নের, যার অন্যথা ছিল রাষ্ট্রের অনিবার্য পতন ও ধ্বংস। তবে যাকাতের ব্যাপারে বলা যায় যে, আল্লাহর নিকট তা গৃহীত হওয়ার জন্যে যাকাতদাতাকে প্রকৃত পক্ষে বৈধ ও হালাল সম্পদের অধিকারী হতে হয়। (বলাবাহুল্য, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মূল সম্পদ আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়)। তবে, লুট করে এনে উপাসনালয় তৈরি করার মতো বিষয় এটা নয়। অবশ্য, যারা চল্লিশ ভাগের এক ভাগের চেয়েও বেশি দান করেন, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিশেষ বিনিময় ও পুরস্কার।"[৯০৫]*

মুহাম্মাদ অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীদের মতো পার্থিব সম্পদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে তার শিক্ষায় এমন কিছু ছিল না, যা দ্বারা সম্পদ উপার্জনে উৎসাহিত করা হয়। তবে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ব্যয়ে তাদের অমিতব্যয়ী না হতে এবং অভাবীদের সাহায্য করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাকাতের আবশ্যিক প্রবর্তন বিশ্বব্যাপী প্রচলিত অর্থনৈতিক অবিচার ও ন্যায়বিরুদ্ধতা দমাতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মুহম্মাদ (স) তাঁর অনুসারীদের (পণ্যদ্রব্য) মজুদ করা ছাড়া অর্থোপার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এমন প্রতিযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন যা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। তিনি নিঃস্ব ও অনাথদের সম্পদ (অন্যায়ভাবে) ভোগ করতে নিষেধ করেছেন যা ছিল কুরাইশ কর্তৃক আচরিত একটি সাধারণ ব্যাপার।"[৯০৬]

যাকাতের নির্দেশ প্রথমত, জনক্যাণমূলক কর্মের বহির্ভূত বিষয়। এটা প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানের ওপর আদায় করা ফরজ। যাকাত প্রদান করা কেবল অভাবীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার মতো একটি সাধারণ বিষয় নয়। এটা বরং গভীর এবং আধ্যাত্মিক (এ দুটি দৃষ্টিকাণ থেকে বিবেচনা করা সমীচীন)। টেইলর বলেন–

"ধর্মের অন্যান্য অনুষঙ্গের মতো ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের উপর আমরা আলোকপাত করলে দেখতে পাই যে, তার অন্যতম একটি হচ্ছে যাকাত। দরিদ্রসেবা অতি আবশ্যক বিষয়, এটা কেবল অর্থদান করা (দক্ষিণা) নয়। আমি প্রায়ই আমার ছাত্রদের বলি, যাকাত যদিও সম্পদের বার্ষিক আয়ের ২.৫% দানযোগ্য, তবুও অনেক মুসলমান তা আদায় করতে পারে না। কেননা, তাদের অনেকেই নিজেদের ভরু-পোষণ করতে অক্ষম। তবুও ইসলাম তাদের ভালো মন্দ কিছুই বলেনি। সুতরাং, নবী মুহাম্মাদের যাকাত বিষয়ক শিক্ষা মূলত মানুষকে যেন সহায়তা করা হয় এই মূলনীতর উপরই ভিত্তিশীল।"[৯০৭]

দারিদ্র-পীড়িত সমাজে ধর্মীয় বাধ্যবাধ্যকতা হিসেবে মুহাম্মাদ প্রবর্তিত যাকাতব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তাই সামাজিক সহাবস্থান, সংহতি এবং সাম্যের নীতি সুসংহত ও দৃঢ়ীকরণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অসামান্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইংল্যান্ডের কোনো এক খ্রিস্টান যাজক শিক্ষক বলেন–

"আমি মনে করি, যাকাত একটি চমৎকার সম্পাদনযোগ্য বিষয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে খ্রিস্টান, তবে আমি মনে করি, লোকদেরকে নিজ সম্পদ থেকে ব্যয় করার উদ্দেশে উৎসাহিত করার জন্যে আমার আয় থেকে দশ ১০% (দশ ভাগ) দান করবো।"[৯০৮]

Dr. Geoffrey Rowell-এর মতে, ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ এবং আরও অনেক ধর্ম যেখানে একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, তা হচ্ছে প্রতিবেশিত্বের নীতি ও শিক্ষা। ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ এই উভয় ধর্মই প্রতিবেশিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতে বলে। এ ব্যাপারে পারস্পরিক শিক্ষা উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসগত ভিত অবশ্যই আরও দৃঢ় করতে পারে, আরও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি লালনে সহায়তা করতে পারে।

সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ

এইচ আর এইচ যুবরাজ চার্লস বলেন– এটা উদ্ভূত যে, ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্ব এমন অনেক বিষয়ে একে অপরের বিরোধী, বিশেষ করে যখন আমরা একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা পোষণ করি, যা উভয়েই পোষণ করে থাকে। (যে বিষয়ে উভয় বিশ্বই একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে, সে বিষয়টি ইসলামের মাঝে হওয়ায় পশ্চিমারা সেটিকে সাংঘর্ষিক মনে করে।) ইব্রাহিমি ধর্মবিশ্বাসের অন্যান্য অনুসারীদের কুরআন বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ মূলত পরকাল, বিচার দিবস এবং অন্যান্য সামাজিক বিশ্বাস যেমন দুঃস্থ পীড়িতদের সাহায্য করা, পারিবারিক ঐক্য রক্ষা করা প্রভৃতি ব্যাপারে একই আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। এ সব শিক্ষা ও উপদেশ পবিত্র কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তা অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। হতে পারে যে, ইতিহাসে বর্ণিত মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত সহিংস ঘটনাগুলো পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যাপারে বিরূপ ধারণার জন্ম দিয়েছে। অতএব, ঐতিহাসিকভাবে বিকৃত ওই ব্যাখ্যাগুলো আমাদের ভুল বিবেচনা ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সমানভাবে দায়ী। যুবরাজ বলেন–

> *"ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে সংঘাত লেগে থাকবে তা হতে পারে না। এটা আসলেই অসহ্যকর। কারণ, আমাদের উভয়ের মধ্যে সংঘাত বাধানোর মতো বিষয়টির তুলনায় সংহতি বজায় রাখার বিষয়টি অধিক শক্তিশালী। মুসলমান, খ্রিস্টান এবং ইহুদী– সবাই আসমানী গ্রন্থধারী (আহলে কিতাব)। ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ একটি সাধারণ একত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে-একেশ্বরবাদের বিশ্বাস, আমাদের পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের বিশ্বাস, স্বীয় কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ৎ ও হিসাব-নিকাশ এবং অনিবার্য পরকালীন জীবনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস। আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ একই রকম। যেমন– জ্ঞানের সম্মান, ন্যায়পরায়ণতা, দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি দয়াপ্রদর্শন, পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব, মা-বাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। "তোমার বাবা, মাকে সম্মান করো"– এটাও কুরআনের শিক্ষা। আমাদের পারস্পরিক ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। অবশ্য এখানে সমস্যার একটি কারণও রয়েছে। ইতিহাসের অনেকটাই সহিংস ঘটনাবহুল, চৌদ্দশ শতাব্দী পারস্পরিক শত্রুতার ইতিহাসে চিহ্নিত। ফলে, পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার জন্ম হয়েছে। কেননা, অতীতে আমাদের উভয় বিশ্ব প্রায়ই সংঘাতের পথে দেখে গিয়েছিল।"[৯০৬]*

রাশিয়ার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোয় ইসলাম অংশীভূত হয়ে গেছে মর্মে ক্রেমলিন এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি তারবার্তায় ভ্লাদিমির পুতিন উল্লেখ করেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেদেশে তাদের ধর্ম পালন ও বসবাস করছে। তিনি বলেন–

"মহানুভবতা, করুণা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ইসলামের ঐতিহ্যধারা ভিত্তিশীল। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মুসলমানেরা এই সনাতন ধর্মের অনুসরণ করছে।"[৭১০]

রাশিয়ার সামাজিক জীবনে অর্থিক সহায়তা এবং পারিবারিক একতা ও মূল্যবোধ রক্ষায় মুসলমানদের অবদানকে মূল্যায়ন ও স্মরণ করে পুতিন বলেন–

"আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, রাষ্ট্রীয় নীতিবোধে মুসলিম সংগঠনগুলোর ফলপসু তৎপরতা খুব প্রশংসনীয় এবং রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এই সুযোগ অবারিত করে দিচ্ছে যে, তারা ইসলামের তীর্থ স্থানগুলোতে হজ্জ করাসহ মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতির অবাধ অনুসরণ করতে পারবে।"[৭১১]

গরীব, অভাবী এবং সাধারণত অপরের কল্যাণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সহায়তার ব্যাপারে মুহাম্মাদ প্রদত্ত শিক্ষা আমাদের সমসাময়িক বিশ্বের নির্মম বাস্তবতা অনুধাবনে ও তার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে সাহায্য করে। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির ধর্মতত্ত্ব বিভাগের গবেষক পণ্ডিত, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পুরোহিত প্রধান ও টিউটর এবং সাসেক্স ইউনিভার্সিটির ধর্মতত্ত্বের লেকচারার শ্রদ্ধেয় ডক্টর Harrier Harris (মে, ২০১২) বলেন–

"আমি মনে করি এগুলো চমৎকার মুহাম্মাদী শিক্ষা। এ শিক্ষার মাঝে যা আমি সর্বাধিক পছন্দ করি তা হচ্ছে, এ শিক্ষা তোমাকে একথা উপলব্ধি করতে শেখায় যে, কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে কিভাবে তুমি মূল্যায়ন করবে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে বিশেষভাবে দেখাতে এবং আক্ষরিক অর্থে তোমার আশপাশের লোকদের নিয়ে ভাবতে শেখায়। কাজেই এ শিক্ষাগুলো একান্ত বাস্তবিক ও ব্যবহারিক। অন্যকে নিজের খাবারে শরীক করার নীতি বেশ চমৎকার।"[৭১২]

প্রতিবেশিদের সঙ্গে উষ্ণতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ প্রদর্শনের যে শিক্ষা মুসলমানদের মুহাম্মাদ দান করেছেন, তা ভারসাম্যপূর্ণ ও সমান আচরণের একান্ত কার্যকর ও উপাদেয় নীতি-পদ্ধতি। এ নীতি যারা নওমুসলিম তাদের আত্মমূল্যায়ন ও নিজেকে বড়ো করে দেখার বিশেষ অনুভূতি অর্জনে সহায্য করে। ফলে তারা অসহায়ত্ব কিংবা অস্বস্তিবোধ করে না। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ববিভাগের অন্যতম পুরোহিত শদ্ধেয় স্টিফেন উইলিয়াম (মহানবীর আদর্শিক আচরণবিধি মূল্যায়নপূর্বক) বলেন–

"আমি মনে করি– এটি একটি মহৎ, মহান ও উঁচু আদর্শ। আমার দৃষ্টিতে তা যেন এ রকম যে, আপনার বাড়িতে যে আসে তাকে আপন দলভুক্ত করে নিলেন এবং আশার আলো দেখালেন। ফলে, সে বা তারা নিজেদের ভিন্ন দল ও গোত্রের না ভেবে বরং নিরপেক্ষভাবে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি তো তাদের সম্মান ও মর্যাদা দিচ্ছেন। (এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে) আপনি তো তাদের সম্মানিত অতিথির আসনে সমাসীন করছেন। এ শিক্ষার মূল্য আসলেই অপরিসীম।"[৭১৩]

অনেকেই যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝাতে চান যে, প্রতিবেশিত্বের ব্যাপারে মুহাম্মাদ প্রদত্ত শিক্ষা ও তার অনুসৃত আদর্শ বর্তমানে সামাজিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সাদাচার ও অমায়িকতা প্রদর্শনের নীতি ও আদর্শ বহুজাতিক সমাজে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যাজক উইলিয়ামের মতে–

> *"মানুষ একে অপরের প্রতি কিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয় এবং কিভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা জানার এটি এক উত্তম নমুনা। আমরা সপ্তম শতাব্দী থেকে একটি আদর্শ খুঁজে ফিরছিলাম, খুঁজছিলাম শিল্পবিপ্লবপূর্ব সময় থেকে, যখন শ্রেণিবিভক্তি তুলনামূলক কম ছিল। তখন পরিবার, বংশ ও গোত্রপ্রথা ছিল। আমার দৃষ্টিতে, অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, পরিচিত জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অতিথিপরায়ণ ও উদার হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজে বর্তমানে আমরা যেভাবে বসবাস করছি তা (অতীতের তুলনায়) উত্তমই বলা যায়।"*[৯১৪]

Mako Nagasawa যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারভার্সিটি ক্রিসচিয়ান ফেলোশীপের স্টাফ মেম্বার, হারভার্ডের ক্রিস্চিয়ান ফেলোশীপের উপদেষ্টা ও এরিয়া ডাইরেক্টর (মে, ২০১২)। তাঁর মতে– ইসলামের ইতিহাসের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, সভ্যতার মানদণ্ডে মুসলমানরা সাধ্যাতীত অতিথিপরায়ণ এবং এমন গুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী যা একই সমাজে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে চলাফেরার জন্য যে গুণাবলি ও স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই জরুরি।"[৯১৫]

প্রতিবেশি সুলভ আচরণের ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শ খ্রিস্টানদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে হুবহু মিলপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিবেশির দেখাশোনা ও যত্নআত্মি করা ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের সেই মূল আদর্শ যা মুহাম্মাদ নিজের জীবনে দৃষ্টান্তস্বরূপ বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেছেন। Mako Nagasawa আরও বলেন–

> *"আমি মনে করি (মুহাম্মাদের শিক্ষার) আরও অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। তিনি বাইবেলে বর্ণিত একত্ববাদের আদর্শে আদর্শবান ছিলেন। আমি সত্যিই সে আদর্শের প্রশংসা করি। আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, এ আদর্শের ফলেই আরবদের মাঝে সামাজিক সাম্যনীতি ছিল। আমি আর যা বুঝি, মুসলিম ও অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বাণীগুলো তার থেকে গ্রহণ করা দরকার।"*[৯১৬]

নবী মুহাম্মাদের প্রতিবেশির প্রতি সদাচারের ওপর গুরুত্বারোপের শিক্ষা তাঁকে (মুহাম্মাদকে) খ্রিস্টানদের নিজ প্রতিবেশিদের ভালোবাসা ও সম্মানদানের ঐতিহ্যের অধিক নিকটবর্তী করে দিয়েছে। মুহাম্মাদের বাণীর এ অংশটি তাঁর নবী হওয়াকে সুপ্রমাণিত ও প্রতিফলিত করে। এছাড়া একথাও জানিয়ে দেয় যে, স্বর্গীয় শিক্ষার রয়েছে সর্বব্যাপী আবেদন, আর মানবতার

কল্যাণ সাধনের উদ্দেশেই সে বার্তা ও আবেদন উদ্দিষ্ট ও অবতারিত। University of Surrey-এর নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং ক্রনেম (জাতীয়তাবাদ, জাতিতত্ত্ব ও বহুজাতিক সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণা)'র ডাইরেক্টর জনাব জন ফেইড বলেন–

"মানুষ হিসেবে অপরের প্রতি তাদের (মুসলমানদের) নীতিপরায়ণ, নিরপেক্ষ ও সৎ হওয়ার শিক্ষা মূলত খ্রিস্টানদের ঐতিহ্যগত শিক্ষার মতোই। আল্লাহর সৃষ্টমানুষ স্বর্গীয় তো বটে। আমাদের এ পৃথিবীতে ক্ষণাস্থায়িত্বের কথা ভাবলে চলবে না। আমাদের এ আদর্শবোধ থাকা চাই যে, আমরা আরও বৃহৎ পরিকল্পনার অংশমাত্র, যেখানে আমাদের স্বর্গীয় সম্পর্ক বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং, আমাদের ধর্মীয় চর্চা শুধু এজন্যে নয় যে, ভালো কাজের বিনিময়ে ভালো কাজ করলাম। বরং আমাদের (সৃষ্টির পেছনে) একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে এই অর্থে যে, আমাদের জীবন আমাদের পূর্ববর্তীদের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সংযুক্ত অনাগতদের জীবনের সঙ্গেও।[৯১৭]

সপ্তম শতাব্দীর আরবদের আচরণের মাঝে প্রতিবেশির সঙ্গে সদ্ব্যবহার বিষয়ক মুহাম্মাদের (স) শিক্ষার বাস্তব নমুনা ও প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের আচরণ ছিল স্পষ্টত চমৎকার। ইসলামের কিছু মৌলনীতি আমাদের সুবিবেচক, আদর্শবান, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের সাধারণ মঙ্গল ও কল্যাণে ব্রতী হওয়ার শিক্ষা দেয়। উত্তর লন্ডনের সেন্ট থমাস চার্চের যাজক শ্রদ্ধেয় স্টেফেন কোলস এর মতে–

"আমি জানি আহলে কিতাব (ঐশী-গ্রন্থধারী)দের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে তিনি (মুহাম্মাদ) কী বলে গেছেন। তিনি এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সঙ্গে একই রকম সম্মানপূর্ণ আচারণ করতে হবে। আমি ঐতিহাসিকভাবে অবগত যে, তাঁর ঐ শিক্ষা বিভিন্ন পন্থায় কাজ করেছে। আমি জানি যে, ইসলামের মূল স্তম্ভের একটি হচ্ছে যাকাত দেয়া যা একথা শিক্ষা দেয় যে, একজন ঈমানদার মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে অভাবী ও হতদরিদ্রদের খোঁজখবর রাখা যা প্রকারান্তরে খ্রিস্টবাদের প্রতিবেশির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।"[৯১৮]

বাইবেল ও ধর্মভীরু ব্যক্তিবর্গের অন্যতম কতিত্ব হলো তাদের সহজাত ক্ষমতা। এ ক্ষমতার ফলে সংকীর্ণ সীমানা তারা অতিক্রম করেন এবং যেকোনো প্রকার প্রলোভনের তারা প্রতিরোধ করেন। ফলে সংকীর্ণচিত্ত তারা হন না। যাজক শ্রদ্ধেয় কোলস আরো বলেন–

"এটা নিজেদের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে অন্যদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করে, যা বাস্তবেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ভাবনাটাকেই আমি বিপজ্জনক বলে মনে করি।"[৯১৯]

ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ব্যবস্থা অনুধাবনে অন্যদের সম্পর্কে আরও সহনশীল এবং কম কুসংস্কারহীন হওয়ার ভালো উপায়। যেহেতু অনেকেই মনে করেন, ইসলামের একটি একক ব্যাখ্যা

সবগুলিই নয় এবং সব শেষ হয়ে যায়, তাই বোঝার বহুত্ববোধ কাজে লাগাতে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। টনি ব্লেয়ার ফেইথ ফাউন্ডেশনের ফেইথ অ্যাক্ট (ধর্মীয় আইন) ম্যানেজার, ড্যানি রিচমন্ড বলেন–

> *"ধর্মীয় ঐতিহ্যবিষয়ক আরও জ্ঞান অর্জন করা আমাদের উচিত। বৈশ্বিক পর্যায়ে সামাজিক সহাবস্থানের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১৩ বিলিয়ন। যেহেতু পৃথিবীর জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ মুসলিম, তাই পরস্পরের জীবনাচার বিষয়ে অবগতি অর্জন করা আমাদের উচিত। আমি এও জানি যে, ইসলামের ভাবনা-চেতনার মাঝে অবিশ্বাস্য রকমের বৈচিত্র বিদ্যমান। তাতে রয়েছে ধর্মীয় বহু উপদল, যারা প্রত্যেকেই আপনাপন দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাম্মাদের (স) শিক্ষা ও জীবনাদর্শ দেখেন ও তার অনুসরণ করেন। সুতরাং, সেটা জানা তো আরও সহায়ক।"*[৯২০]

Magsie Hamilton Little বলেন– "মুহাম্মাদ ধর্মীয় স্বাধীনতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক নীতির গোড়াপত্তন করেন। মুহাম্মাদের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে নিজের সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের উপহার দিয়েছিলেন তাদের (আরবদের) বহুপ্রতীক্ষিত ঐক্য। সুতরাং, যে মুসলমানের আদর্শ মুহাম্মাদের আদর্শের পরিপন্থী, সে প্রকৃত মুসলমান নয়।"[৯২১]

যদিও প্রারম্ভিক মুসলমানরা সম্প্রসারণবাদী প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তবে বর্তমানে এই শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। ইসলামের বিস্তার অন্যান্য সংখ্যালঘুদের এবং তাদের বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুর কুঁকড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়নি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোহিত তত্ত্বের ক্যাথলিক যাজক father Alban McCoy বলেন–

> *"ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম একটি বিশ্বাস ও ধর্মজয়ী সংগ্রামমুখর ধর্ম। সুতরাং যখন এটা কোনো রাজ্যকে অধিকৃত করেছে, তখন সঙ্গত কারণেই অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে।"*[৯২২]

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের আকীদা ও আদর্শগত মিল বিবেচনা করলে তাতে খুব একটা ফারাক পরিলক্ষিত হয় না। এটাকে সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে জন ডাল দিন বলেন–

> *"আমদের উভয় ধর্মের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে, আমরা এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমাদের রয়েছে আসমানী গ্রন্থ। আমরা প্রার্থনা করি ও রোজা রাখি। এ সব জিনিসই এক রকম এবং এগুলোই আমাদের ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং এটা উচিত হবে যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বৈশ্বিক সমাজ পরিবারের সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। তবে আমাদের কাজ করা দরকার এবং ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে একে অপরকে সাহায্য*

করা দরকার। আমরা পাকিস্তানের বিপর্যয় ও হাইতি দুর্যোগের সময়ে একই সঙ্গে কাজ করেছি। এটা আমাদের ঐক্য ও সংহতিরই বহিঃপ্রকাশ যে, আমরা একই নৌকার যাত্রী এবং আমাদের একে অপরকে সাহায্য করা দরকার।"[৯২৩]

সকল ধর্মীয় গ্রুপের সাথে প্রচলিত এবং পরিচিত এমন উপাদানগুলোর সাথে কাজ করা কোনও পার্থক্য এবং সম্ভাব্য দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে। পণ্ডিত ললিত কুমার শর্মার মতে- মুসলমান ও হিন্দুরা তুলনামূলক বেশি শান্তিতে বাস করা সম্ভব। তিনি বলেন-

> "তিনি (মুহাম্মাদ) বলে গিয়েছেন যে, তোমরা একসঙ্গে শান্তিতে সমাজে সহাবস্থান করো। তোমরা সবাই এক ও অভিন্ন। একে অপর থেকে কখনও ভিন্ন নয়। পবিত্র গ্রন্থগুলো তো কাউকে মন্দ পথ প্রদর্শন করে না, তা যা শিখিয়েছে তো ভালোই শিখিয়েছে। এখন ভালো পথ ও খারাপ পথ অবলম্বন কিংবা বর্জন করা আমাদেরই উপর বর্তায়। তারা আমাদের উত্তম পথের দিশা দিয়েছেন। তারা কখনো ভুল কিছু বলে যান নি। হিন্দু মুসলমানেরা তো একই সম্প্রদায়েরই লোক।"[৯২৪]

মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর আচরণে বিমূর্ত হয়ে ফুটে ওঠেছিল তার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। সমাজে আচরিত ও প্রচলিত কিছু ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে অনেক সময় উত্তম আচরণও আচ্ছাদিত ও ছায়াঢাকা পড়ে যায়। ফলে তা ভুল ব্যবহারে পরিণত হয়। আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থানে ইসলাম কিংবা ইসলামের নবীর কোনো বিধিনিষেধ নেই। পণ্ডিত শর্মা এ নীতি সমর্থনপূর্বক মন্তব্য করেন-

> "ওই ক্ষেত্রে তিনি (মুহাম্মাদ (স)) খুব ভালো উপদেশ দিয়েছিলেন : কারও মনে কষ্ট দেবে না, একে অপরের সেবা করো, নিজে বাঁচে এবং অন্যদের বাঁচতে দাও- এসব তিনি গোটা বিশ্বকে শিখিয়েছেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বাহ্যত ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা তা ভুলতে চলেছি। এটাও ভুল। সকল ধর্মের লোকেরা একই সঙ্গে বসবাস করতে পারে।"[৯২৫]

অনৈসলামিক বিশ্বাসে অবিচল লোকদের সম্মান দেখানোর গুণটিও মুহাম্মাদের চরিত্রে লক্ষ্যণীয়ভাবে বিদ্যমান ছিল। পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একই সমাজে বসবাস করার ক্ষেত্রে মহানবীর (স) শিক্ষায় কোনা বাধা আপত্তি নেই।

> "উত্তম সামাজিক একত্রবাস ও সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।"[৯২৬]

মহানবীর শিক্ষার আরেকটি লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতার নীতি। শ্রদ্ধেয় ফ্রাঙ্ক ডবসন এটাকে এভাবে চিত্রিত করেছেন-

> "আমার উপলব্ধিতে সাধারণভাবে বলতে গেলে, তিনি প্রতিবেশিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও হৃদতা নিয়ে বসবাস করতে চান, শত্রুতা নিয়ে নয়। তবে শর্ত হচ্ছে তারা তাকে

রাগিয়ে তুলবে না এবং তিনিও তাদের উত্তেজিত করবেন না। সকলেই তো প্রতিবেশি। তিনি তাদের মুসলমান হওয়াকে অগ্রাধিকার দিতেন ঠিকই। তবে তারা তাদের নিজস্ব ধর্মমতের উপর ছিল। কিন্তু তিনি তাদের বল প্রয়োগ করে মুসলিম বানাতে চাননি।"[৯২৭]

উম্মাহর ধারণাটি হযরত মুহাম্মদ (স) মুসলিম ও অন্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের উদ্বোধনের একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করেছিলেন। ফাদার অ্যালেন গ্রীনের মতে–

"আহলে কিতাব লোকদের মাঝে উম্মাহ ও ভ্রাতৃত্ববোধের ধারনাটি আমি অবশ্যই বুঝি। অন্য কথায়, তোমার প্রতিবেশিদের কথা চিন্তা করা ছাড়া তুমি প্রকৃত একনিষ্ঠ মুসলমানই হতে পারবে না। আমার ধারণাবোধ এই যে, নবীর কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার ছিল যে, একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী সকল আহলে কিতাব লোকদের একই রকমের বোধ ও বিশ্বাসগত অভিন্নতা রয়েছে, যা তারা পেয়েছে (ধর্মীয়) উত্তরাধিকারসূত্রে। আর ঐ একই অভিন্ন বিষয়ে উপনীত হওয়াই ছিল নবীর বাণী ও বার্তার আবেদন।"[৯২৮]

নবী মুহাম্মাদের প্রতিবেশিদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণটা শদ্ধেয় Right Honourable (in English) লর্ড কিনকও স্বীকার করেন। তিনি বলেন–

"তিনি যা বলেছেন তা থেকে আমি যা বুঝেছি তা এই যে, আমরা তদের সঙ্গে আস্থা ও উদারতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার করবো। আমি নিশ্চিত যে, তিনি সর্বাবস্থায় সহাবস্থানের পক্ষেই কথা বলেছিলেন, যতক্ষণ তা সাধ ও সাধ্যের ভেতরে ছিল। যারা সহাবস্থানের নীতি লঙ্ঘন ও ভঙ্গ করতো তিনি তাদের প্রতি চড়াও হতেন ও তাদের প্রতিরোধ করতেন।"[৯২৯]

মহানবী প্রচার করতেন যে, ভাগ্যপীড়িত ও দরিদ্রদের সাহায্য করা আবশ্যক। আর এ বাধ্যবাধকতা ও আবশ্যকতা সামষ্টিকভাবে গোটা সমাজের (কারও একার নয়)। এমনকি উপার্জিত সম্পদের একটা অংশ গরীব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়গুলোতে দিয়ে দিতে হবে। Right Honourable (in English) এমপি শ্রদ্ধেয় করবিন আরও বলেন–

"তিনি মনে করতেন দরিদ্রদের প্রতি রয়েছে গোটা সমাজের দায়িত্ব। আর সম্পদের একটা অংশ দরিদ্রসেবা (সদকা), গরীব এবং মসজিদের কাজে দান করা এবং লোকদের আর্থিক সহায়তা (প্রভৃতি কাজ) করার মাধমে আদায় হবে এ দায়িত্ব।"[৯৩০]

নবী মুহাম্মাদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বন্ধুসুলভ প্রতিবেশিত্বের প্রতি ঝোঁক এবং অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার প্রণোদনা তাঁর সাম্প্রদায়িক দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অপরের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতামূলক নীতি, যা ইসলাম তার অনুসারীদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছে, তা ওইসব উত্তমগুণাবলির অন্যতম যাতে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে মুহাম্মাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রমাধুর্য। ফাদার অ্যালবান এর মতে–

"আমি মনে করি, এটি একটি সুস্থ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য খ্রিস্টানদের মাঝেও এ নীতি পাওয়া যায়। আমার দৃষ্টিতে এটা এখনো ইসলাম ধর্মে সুবিদিত, সুব্যক্ত এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান। আমি মনে করি, যে সমাজে আতিথেয়তাকে প্রকৃত মূল্য দেয়া হয় না, তা কোনো সমাজই নয়।"[৯৩১]

লর্ড নর্মন ল্যামন্ট মহানবী মুহাম্মাদের (স) প্রতিবেশির সঙ্গে সুহৃদয়তার কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। তার ভাষ্যমতে–

"আমি মনে করি তাঁর শিক্ষা হচ্ছে প্রতিবেশিদের দেখভাল করা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা।"[৯৩২]

নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) স্বার্থবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার প্রবণতার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। সমাজে গরীব দুঃখীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রকাশের সর্বদা নির্দেশ দিতেন। এ বৈশিষ্ট্যটি মুহাম্মাদের গোটা জীবনব্যাপী প্রতিফলিতরূপে দেখতে পাওয়া যায়। হোক তা নবীর বাণী কিংবা আল-কোরআন, ধর্ম, বর্ণ এবং মত ও পথ নির্বিশেষে, মুহাম্মাদ ছিলেন অপরের সঙ্গে বসবাস করার একান্ত পক্ষপাতী। টনি ব্লেয়ার ফাউন্ডেশনের ধর্মীয় আইন ব্যবস্থাপক জনাব ড্যানি রিচমন্ড মন্তব্য করেন–

"আমি জানি তার শিক্ষাগুলোর অন্যতম একটি এই যে, যদি তুমি অপরের সেবায় নিবেদিত হতে পারো, তবে তুমি ভালো মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে। অপরের সেবার দ্বারাই তোমার উপযুক্ততা নির্ণীত হবে। তিনি যা বলেছেন– তার কিছুটা অত্যন্ত সহজ ও সাদামাটা ভাষায় আমি ব্যক্ত করছি। তবে উত্তম হবে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশগুলো অধ্যয়ন করা এবং মূল উৎস ও সূত্র দেখে নেয়া। ভাগ্যপীড়িত, দরিদ্র, অনাথ এবং নারীদের ব্যাপারে যত্নবান ও দায়িত্বশীল হতে তিনি বলেছেন। আমি মনে করি, মূলত আমি (পবিত্র কুরআনের) ওই সূরার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তঃধর্মবিষয়ক কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিবেদিত করেছি যেখানে বলা হয়েছে, "হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের (এক নর নারী থেকে সৃষ্টি করে) বিভিন্ন গোত্র ও দল-উপদলে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। আমি মনে করি, সামাজিক সহাবস্থানের ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্যিক নীতি। এর ফলস্বরূপ সমাজে আজ আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অনেকের সঙ্গে বসবাস করতে পারছি এবং পরস্পর পরস্পরকে চিনতেও পারছি।"[৯৩৩]

পড়শিদের প্রতি দায়িত্ববোধ

লন্ডনস্থ উইমব্লেডন মন্দিরের বৌদ্ধ ভিক্ষু দামা কারোর ভাষ্য মতে, মহানবীর শিক্ষা সর্বদা বন্ধুবান্ধব ও সগোত্রীয় লোকজনের কল্যাণকামিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তিনি বলেন–

> *"মুহাম্মাদ শিক্ষা দিয়েছেন নিজের বন্ধুর প্রতি দায়িত্বশীল হতে, বন্ধুকে ভালোবাসতে এবং বন্ধুর স্বার্থের প্রতি যত্নশীল ও সচেতন হতে। তিনি লোকজনকে শান্তিতে ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাস করতে বলেছেন। নিজের পড়শিদের ব্যাপারে সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে বলেছেন।"*[৯৩৪]

David Amess বিশ্বাস করেন যে, প্রতিবেশিদের ব্যাপারে মুহাম্মাদের শিক্ষা ও উপদেশগুলো সম্পূর্ণ বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে একথাটি (তাহা মিথ্যা) যে, তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী নেশায় নেশাগস্ত–

> *"তো আমি সজ্ঞানে বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেবল এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তুমি মুসলমান নও, তাই তাদের দ্বারা তোমার কোন কাজ হবে না। আমি মনে করি তা আদৌ এরকম নয়। তাঁর ব্যাপারে এ মর্মে ভুল ধারণা দেয়া হয় যে, (তাঁর অনুসারী) মুসলমানেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জোরজুলুমের মাধ্যমে পৃথিবী অধিগ্রহণ করতে চাচ্ছে। তবে আমার দৃষ্টিতে তা (এপ্রপাগাণ্ডা) সম্পূর্ণরূপে তার শিক্ষা ও নীতির উল্টো। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। প্রতিবেশিদের সাহায্য করা ছিল তাঁর শিক্ষা।"*[৯৩৫]

Right Honourable (in English) এমপি শ্রদ্ধেয় David Blunkettও স্বীকৃতি দেন মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। তিনি বলেন–

> *"তিনি বিশ্বাস করতেন, আমার প্রতিবেশি আমার ভাই। প্রয়োজন মুহূর্তে আমরা একে অপরকে সাহায্য করবো। তিনি বলেছিলেন– অমুসলিমদের সঙ্গে সেরকম উত্তম আচরণ করবে যেমনটি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে করো।*[৯৩৬]

লর্ড কিনকও সে হাঙ্গামা বিষয়ে সম্যক অবগত যার কারণস্বরূপ ইসলামকে প্রায়ই দোষারূপ করা হয়। আর এটাই ইসলাম বিষয়ক ভ্রমাত্মক পঠন ও অপব্যাখ্যার অনিবার্য ফল। তিনি বলেন–

> *"ধর্মের সঙ্গে সমস্যা ও সংঘর্ষ মূলত ধর্মের অপব্যাখ্যা, অসৎ কার্যসিদ্ধি এবং ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যাদানের ফলেই ঘটে থাকে।"*[৯৩৭]

নবী মুহাম্মাদের আহলে কিতাবদের প্রাধান্য দানের ধারণা বহুধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। এ বিষয়ে সেফেন শশোয়ার ভাষ্য নিম্নরূপ–

> *"আমি যা বুঝি, মুহাম্মাদের শিক্ষা ও নীতি-আদর্শ একথাই শিক্ষা দেয় যে, অন্য ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশিদের সম্মান করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে উত্তম প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। আসমানী গ্রন্থধারী বলে তিনি আব্রাহামের (ইব্রাহীম আ.) ধর্ম থেকে উৎসারিত সকল ধর্ম ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে একই পরিবারভুক্ত মনে করেন। অতএব, আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে একই সঙ্গে বসবাস করা সমীচীন।"*[৯৩৮]

নিজ প্রতিবেশিদের প্রয়োজন ও আবেগ-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতেও মুসলমানদের বলা হয়েছে। শশোয়া বলেন–

> *"মুহাম্মাদের অধিকাংশ আদর্শ ও নৈতিক উপদেশগুলোয় রয়েছে রকমারি দায়-দায়িত্বের কথা। কেবল প্রতিবেশিদের হুজুগে সমর্থন কিংবা আর্থিক সহায়তা করাই নয়, বরং এও আপনার দায়িত্ব যে তারা সম্পূর্ণরূপে ভালো আছে কিনা তা দেখা। বিশেষ করে যখন আপনি আর্থিকভাবে, সম্পদের দিক দিয়ে সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন, তখন তারা কেমন অবস্থায় আছে তা আপনাকে দেখতে হবে। সে আপনার পাশে আছে বলেই আপনার প্রতিবেশি নয়, বরং তাকে আপনার সর্বজন এবং একান্ত জনই মনে করতে হবে।"*[৯৩৯]

সমাজের গরিব দুঃখীদের সাহায্যার্থে এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের লক্ষ্যে মহানবী মুহাম্মাদ (স) বিশেষ কতগুলো শিক্ষামূলক নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এর কতিপয় ছিল এ অর্থে নজিরবিহীন ও অভিনব, তা কেউ কখনও প্রস্তাব হিসেবেও পেশ করেনি, অথচ তিনি তা বাস্তবায়ন করে দেখান এবং সমস্যাগ্রস্তদের প্রকৃত অর্থেই সাহায্য করেন। বসবাসের একটি নীতি যা তিনি যথারীতি গুরুত্বের চোখে দেখতেন তা ছিল অপরের ব্যাপারে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তা কেবল তাঁর নিকটদূরত্বে বসবাসরত বিশ্বাসী মুমিন ছাড়া আর কেউ বুঝতে পেতো না। ডানি রিচমন্ড বলেন–

> *"আমি মনে করি তাঁর দূরদর্শিতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দেয়া আবশ্যক। অধিকতর উত্তম নীতিময় ও ইনসাফপূর্ণ পৃথিবী তৈরির লক্ষ্যে, বিশেষ করে সমাজের হতদরিদ্রদের বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখাই ছিল তার শিক্ষার অন্যতম দিক। এ উদ্দেশে তিনি যাকাত, সাদাকা এবং উপার্জিত সম্পদের ক্ষুদ্র একটি অংশকে হতদরিদ্রদের দান করতে বলেছেন। এটা কেবল এজন্যে নয় যে, তা সুন্দর ও সহৃদয়ের পরিচায়ক কাজ, বরং সমাজে বাস করতে হলে আমাদের পারস্পরিক দায়িত্ব হিসেবে তা করতে হবে, একথাই তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য। এটা তখনকার সময়ের জন্যে বৈপ্লবিক হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন। আমি জানি একটি সুন্দর বাণী যা তিনি প্রায়ই বলতেন, যার মর্ম হচ্ছে, 'তোমার প্রতিবেশিকে উপোস রেখে তুমি*

ঘুমাতে পারো না'। যে যুগে গরীবদের প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শন করা হতো না, আকৃষ্ট হতো না তাদের প্রয়োজনের প্রতি কারও দৃষ্টি, তখনকার সময়ে অন্যের প্রতি দায়িত্বভারের এ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আসলেই বিস্ময়কর। আমি মনে করি, এটাই প্রকৃত ও আবশ্যিক উপদেশ। বর্তমান সমাজে আপনার চারপাশে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন, (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই স্বর্ণযুগেও) বিশ্বের অর্ধেক লোক দৈনিক দুই ডলারের চেয়ে কম খরচে বসবাস করছে। এ সময়ের এটাই বাস্তবতা। দেখুন যুক্তরাজ্যেও রয়েছে দারিদ্র। সুতরাং, আমরা একে অপরের প্রতি কতটুকু দায়িত্বশীল এই অনুভূতিটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।"[৯৪০]

প্রতিবেশিদের ব্যাপারে মুহাম্মাদের শিক্ষা ও উপদেশ বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যার প্রতিবেশি উপোস করে অথচ সে ঘুমোয়– মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রদত্ত এ শিক্ষার উপর উত্তর লন্ডনস্থ ইংল্যান্ড স্কুল অব চার্চের এক শিক্ষক বলেন–

"আমি কিছু কথা আরজ করবো, তবে তা শিশু শিক্ষার্থী এবং সাধারণ লোকজনের পক্ষে বুঝা খানিকটা কঠিন হয়ে যেতে পারে। আমরা যদি পৃথিবীর সবকিছুকে নিজের মতো করে দেখি, তাহলে বুঝতে হবে যে, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা থেকে কী পাওয়া যায় তার উদ্দেশ্য ও মর্ম বুঝতে আমরা ব্যর্থ।"[৯৪১]

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে বসবাস

Reverend Rupert Hoare-এর দৃষ্টিতে, আশাহত ও বিপন্ন মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ কর্তৃক উচ্চারিত 'উম্মাহ'র মৌলধারণা বেশ তাৎপর্যময়। মুহাম্মাদ যে সমাজে বসবাস করেছিলেন তা ছিল বহুধর্মীয় জনগোষ্ঠীর আবাসভূমিরূপে পরিচিত। তবে সুস্থ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনযাপনের সামগ্রিক ধারণা ছিল অত্যন্ত অনুকূল ও সুনিয়ন্ত্রিত। এটাকে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে সম্প্রীতিপূর্ণ বসবাসের নজীর হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। রুপার্ট বলেন–

> *"হ্যাঁ। এ সমাজে মহৎ ও মহান জিনিসগুলোর অন্যতম একটি ছিল এই উম্মাহ-ধারণার সৃষ্টি, অথবা এমন সম্প্রদায় যারা গোষ্ঠীগত সকল গণ্ডি অতিক্রম করেছিল। সুতরাং, মুহাম্মাদ যে যুগে বাস করেছিলেন তখন মানব সমাজের একটি অংশকে একত্রে বসবাসরত খুঁজে পাওয়া ছিল অনেকটা দুষ্কর। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধর্ম সমান্তরালভাবে একত্রে বসবাস করছে। সুতরাং, তাঁর যুগে আহলে কিতাবদের নিয়ে এরকম (একত্রবাসের সুযোগ) ছিল অনেকটাই সীমিত। তো বর্তমান মুসলিম উম্মাহ আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে একত্রবাস করছে।"*[৯৪২]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন সামাজিক বন্ধন ও একত্র বাসের অটুট সমর্থক, যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। তিনি উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মের সহায়ক ভূমিকাকে স্বীকার করেছিলেন। তার ভাষায়–

> *"আমি মনে করি, সাংসারিক পরিসরে আমাদের একটি মৌলি বিশ্বাস থাকা দরকার। প্রতিবেশিদের পাশে দাঁড়ানোও আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। একত্র বসবাসের জন্যে আমাদের সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়া দরকার। আমি মনে করি, মুহাম্মাদ অন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন (পরিবার থেকে) বেরিয়ে সুখে ও দুঃখে অন্যের পাশে দাঁড়াতে। আমি বিশ্বাস করি যে, ধর্ম হচ্ছে কল্যাণের সুদৃঢ় ভিত্তি। কেননা, তা মানুষকে উত্তম পন্থায় জীবনযাপনের জ্ঞানদান করে। ধর্মের পথে সবচে' বড়ো বাধা হচ্ছে ওইসব লোক যারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মের অপব্যবহার করে, চাই তারা কট্টরপন্থী ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান। কারণ ওই লোকগুলো মানব সম্প্রদায়কে সত্যবিচ্যুত করে এবং মানুষের মাঝে বিভাজন ও ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দেয়। আমি তাদের বলবো যে, আমাদের (পরস্পরের) জীবনযাপনে মিল রয়েছে এবং যারা অধর্মের প্রচার করে তাদের প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না।"*[৯৪৩]

পুরোহিত অ্যালান গ্রীনের দৃষ্টিতে, মুহাম্মাদ ছিলেন কালজয়ী মহাপুরুষ এবং এই গুণটি সামাজিক একত্র বাসের চর্চাকে আবশ্যক করেছে। তিনি বলেন–

> *"মুহাম্মাদ গুণে ও বৈশিষ্ট্যে নিজ সমাজকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফলে, পড়শিদের সঙ্গে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা মুসলমানদের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুসলমানেরা যেখানে যে জাতি ও সমাজে বাস করবে সে সমাজ ও সম্প্রদায়কে তারা সম্মান করবে, যতক্ষণ তারা ইসলামের মৌলনীতির সঙ্গে কোনো বিষয় সাংঘর্ষিক না পাবে।"*[৯৪৪]

লন্ডনস্থ ক্যামডেন, ত্রিধর্ম ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর জনাব স্টেফেন শ্যাশুয়া মুহাম্মাদ (স)-এর সংহতিপূর্ণ সমাজ গঠনের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন–

> *"একত্রবাস মানে পাশাপাশি অবস্থান করা। ধৈর্য যা বুঝায়, তোমার সাধ্যের ভেতর যতটুকু সম্ভব ততটুকু মেনে নেয়া। সামাজিক সন্নিহিতি হচ্ছে বেশ উচ্চমার্গের একটি শব্দ যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন ওইসব সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে যারা সমাজ গঠনে এক ও অভিন্নতার দাবিদার। আমার মুসলমান বন্ধু বলেন যে, মুহাম্মাদের শিক্ষা ছিল বিশ্বে বর্তমান সামাজিক বহুলতাকে সম্মান করা । ফলে তাঁর কর্ম ও বচন এ মর্মে উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'একত্রবাস মানে স্বর্গবাস।'"*[৯৪৫]

উত্তর লন্ডনস্থ খ্রিস্টান চার্চ স্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষক বলেন, তিনি মুহাম্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত। কারণ তিনি প্রতিবেশিদের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে বলেছিলেন। তিনি বলেন–

> *"আমি সামাজিক বন্ধন ও ঐক্য দেখতে চাই যেখানে দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরকে সম্মান করবে, পরমত সহিষ্ণুতার পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে এবং একে অপরকে চূড়ান্ত অধিকার ও স্বাধীনতা দান করবে। ফলে কেউ কারও ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হবে না, করবে না কেউ কারও অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব।"*[৯৪৬]

তিনি মনে করেন, যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ক মুহাম্মাদের সপ্তম শাতাব্দীর শিক্ষা ও দর্শন এ একবিংশ শতাব্দীর জন্যেও উপযুক্ত ও সুপ্রযোজ্য। বর্তমানে অনেক লোক বেকার এবং অনেক শিশু দারিদ্র্যপীড়িত, যারা এ শিক্ষা ও নীতি-উপদেশ থেকে উপকৃত হতে পারতো। তার দাবি–

> *"যদি অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করতেই হয় তাহলে আমাদের এরকম পরিস্থিতির দরকার নেই যেখানে 'কর' নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়। অথচ শত শত লোক বেকার ও কর্মহীন। যুক্ত রাজ্যে বিপুলসংখ্যক শিশু রয়েছে যারা দারিদ্র-সীমার নিচে বাস করছে। যদি আমরা একে অপরের সহায়তার কথা ভাবতাম তাহলে তো এরকম পরিস্থিতি আদৌ সৃষ্টি হতো বলে মনে হয় না।"*[৯৪৭]

Right Honourable (in English) এমপি শদ্ধেয় Jere, Corbyn মনে করেন, মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা আন্তঃধর্মীয় সমঝোতাকে উৎসাহিত করেছে। তার ভাষ্যমতে–

"মুহাম্মাদের এ শিক্ষা ও নীতি- অপরের প্রতি আমাদের সাবারই কমবেশি দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, এবং বিশেষ করে সামষ্টিকভাবে গোটা সমাজের– এ শিক্ষা ও নীতিগুলো মনবতাবাদী নীতি, যা লালন করা প্রত্যেক মানুষের উচিত।"[৯৪৮]

Right Honourable (in English) এমপি Jere, Corbyn শদ্ধেয় আরো বলেন–

"ভাষা, গোত্র এবং ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজে বাস করার যোগ্যতার অর্থ হচ্ছে– অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে শ্রদ্ধা করা, অপরের নিজস্ব পরিচয় ও পোষিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, একে অপরকে মর্যাদা দেয়া এবং একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা।"[৯৪৯]

Mike Stygal বলেন, মুহাম্মাদের প্রতিবেশিদের মর্যাদাদনের ভেতরেই সমাজিক সহাবস্থানের ধারণা খুঁজে বের করা যেতে পারে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ সামাজিক সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের শিক্ষায় কোনো অন্তরায় দেখতে পাওয়া যায় না। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

"মুহাম্মাদের শিক্ষা একথাই বলে, তোমার প্রতিবেশিদের স্বাতন্ত্র্যকে তুমি মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে। তুমি যদি নিজের মতো করে প্রতিবেশিদের ভালোবাসতে পারো, তাহলে এটাই তোমাকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের সুযোগ দান করবে। সামাজিক সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব হবে– এর বাস্তব দৃষ্টান্তই হচ্ছে মুহাম্মাদের নীতি ও আদর্শ। সামাজিক সহাবস্থান বিরুদ্ধ কোনো নীতি মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শে নেই। বরং সামাজিক সহাবস্থানের অনুকূলেই রয়েছে তার নীতি ও আদর্শিক বাণী।"[৯৫০]

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, একই নৃগোষ্ঠী ও অভিন্ন পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সহাবস্থানের মাঝেই নিহিত। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ব্যক্তিকে অপরের সঙ্গে সুস্থ ও উত্তম সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে। পাদ্রী রিচার্ড মন্তব্য করেন–

"ব্যক্তির ব্যাপারে সামাজিক একত্রবাসের প্রত্যাশা এই হবে যে, তিনি নিঃসঙ্গ ও জনবিচ্ছিন্ন থাকবেন না। আমাদের (কর্তব্য হচ্ছে) সামাজিক উত্তম সহাবস্থানের ধারণা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেকের মাঝে এ সুসম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা খুঁজে বের করা যা লিঙ্গ, যৌনতা, গোত্র, সংস্কৃতি,ধর্ম ও বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যাবে। (এর অবর্তমানে) আমাদের পৃথিবী একটি নিঃসঙ্গ গ্রহে পরিণত হতে চলেছে। সামাজিক সহাবস্থান ঈশ্বর কর্তৃক সুব্যক্ত সম্ভবপরতা।"[৯৫১]

সামাজিক সহাবস্থানের সংজ্ঞাদানের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সকল গবেষক যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংজ্ঞা উল্লেখ করেন তা এই– পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বোঝাপড়ার নীতি হচ্ছে সামাজিক সহাবস্থানের প্রথম বৈশিষ্ট্য। পাদ্রীপ্রবর ডক্টর হারিয়েট হ্যারিস সামাজিক একত্রবাসের ধারণাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন–

> *"এমন পরিস্থিতি যাতে সবধরনের লোক, সে যে কোনা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কিংবা সামাজিক পটভূমি থেকে উঠে আসুক, সবার থাকবে পারস্পরিক প্রতিবেশিসুলভ মনোভাব। ফলে, তাদের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের মাঝেও তারা নিজেদের মতো করে বসবাস করবে, জীবনকে ভোগ করবে। একক সামাজিক বন্ধন তাদের একত্র আবিষ্ট ও সন্নিহিত রাখবে। ফলে, তারা একইসঙ্গে কাজকর্ম ও বসবাস করতে থাকবে।"*[৯৫২]

অধ্যাপক John Eade সামাজিক বন্ধনের সংজ্ঞা এভাবে দেন–

> *"আমি এটাকে পরমতসহিষ্ণুতার মনোভাব দ্বারা সংজ্ঞায়িত করতে চাই। সামাজিক বন্ধনকে আমি সমজাতীয়তা ও সমসত্ত্বতা মনে করি না, যাতে সবাই একই কাজ এবং একই ধর্মমত পোষণ করবে। আমি মনে করি, সামাজিক বন্ধন মানে অন্যান্য লোকজনের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং ওই স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার যোগ্যতা ও সক্ষমতা।"*[৯৫৩]

অনেক গবেষকের মতে, সমাজবদ্ধতার আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে প্রভেদ নিরূপণ ও সামাজিক অভিন্নতা। আমাদের মনোক্রম কালচার তথা এক বর্ণের সংস্কৃতি প্রবর্তন ও বিকাশের উদ্যোগ প্রায়াই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সামাজিক বন্ধন অনেকটা মূল্যায়ন করে সেসব অনন্য অবদান ও উদ্যোগকে যা বিভিন্ন প্রকৃতি ও সংস্কৃতির লোকজন নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে নিবেদিত হয়ে গ্রহণ করে থাকে। লন্ডনস্থ সেন্ট থমাস গির্জার পুরোহিত জনাব স্টেফেন কোলসের মতে–

> *"আমার বোধে সামাজিক বন্ধন হচ্ছে, লোকজনের একে অপরকে স্বতন্ত্র হয়ে চলার সুযোগ দান করা। তবে একইসঙ্গে একথাও নিজ বোধ ও বিশ্বাসে জাগরুক রাখা যে, আমাদের পারস্পারিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও আমরা সবাই সাধারণ মানবতাবাদি মানব শ্রেণী। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা সবাই এক হয়ে গেলাম। তাই, যুক্তরাজ্যে থাকার উদ্দেশে সবকিছুতে (চিন্তা ও চেতনায়, ধর্মে ও কর্মে) সম্পূর্ণ ব্রিটিশ হয়ে যেতে হবে। এর বরং সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, এ স্থানের জন্যে আমরা (কমবেশি) দান ও অবদান রাখবো। আমাদের সবাইকে একথার উপরও অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া চাই যে, আমরা এ স্থানে এ জনপদে আছি এবং আমরা একত্রে, একসঙ্গে আছি।"*[৯৫৪]

সমতা ও মানবতার স্বীকৃতি

শ্রদ্ধেয় জেনিফার পটারের মতে, অন্যদের স্বার্থ এবং তাদের প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্বরূপে গ্রহণের অভিন্ন চেতনাই হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের প্রধান উপকরণ। তিনি বলেন–

> *"একই জনপদের লোকজনের একে অপরের সঙ্গে (পারস্পরিক) সম্পর্ক তৈরিতে সক্ষম হওয়া, ওই জনপদে বসবাসকারি এবং পড়শি হিসেবে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হওয়া, একে অপরকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করা– এটাকে তারা এমন এক স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে যা নিয়ে তারা (সম্মুখপানে দ্রুততার সঙ্গে) অগ্রসর হতে পারে। আমি মনে করি, মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে বাসসহ অন্য সকলের সমান মানবিকতার স্বীকৃতি কামনা করেছিলেন।"*[৯৫৫]

সামাজিক বন্ধনের সংজ্ঞায় অনেকের কাছে মানবিক প্রয়োজন সমাজের অংশ এবং একে বাদ দেয়া বা উপেক্ষণীয় ভাবা আদৌ ঠিক হবে না। তাদের একজন হচ্ছেন পাদ্রী Alban McCoy, যিনি বলেন–

> *"মানুষের সমাজের, সম্প্রদায়ের এবং বন্ধুত্বের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন হচ্ছে সামাজিক বন্ধন। এর মধ্যে দিয়েই মানুষ বেড়ে ওঠে। কাজেই সামাজিক বন্ধন ও সহাবস্থান মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য দিক। আমি অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞার সাথে একমত– আমরা সামাজিক জীব।"*[৯৫৬]

Right Honourable (in English) নেতা শ্রদ্ধেয় লর্ড কিনক মনে করেন যে, যখন নবী মুহাম্মাদের (স) ছিল খুবই দরদপূর্ণ, আদরণীয় ও মানুষরূপে গড়ে তোলার মতো বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোর বার্তা, কাজেই তাঁর ব্যাপারে গড়ে ওঠা ভুল ধারণার অপনোদন করার গুরুদায়িত্ব আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কাঁধে বর্তায়–

> *"আমি মনে করি, মুসলমানেরা এমন একটি মিশন পেয়েছে যার পূর্ণতাবিধান করতেই হবে। মুহাম্মাদের ব্যাপারে কি এ প্রত্যয় জন্মানো যায় না যে, তিনি ছিলেন আলোকিত, অনাগ্রাসী, অসাম্প্রদায়িক, কোনো প্রতিবেশির প্রতি হুমকি ছিলেন না, হোক সে নিকট প্রতিবেশি কিংবা নিকট ভূখণ্ডের?"*[৯৫৭]

বৃহত্তর অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে মুসলমানদের সহাবস্থান ছিল মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক বিশেষভাবে উৎসাহিত। আর এ নীতির বাস্তব কিছুটা নমুনা দেখা যেতে পারে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মুসলমানদের অন্যসব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আচরণ ও উচ্চারণের মাঝে। Right Honourable (in English) এমপি মহোদয় বলেন–

> *"আমি মনে করি, এ দেশের ভেতরে পরিষ্কার প্রমাণ আছে যে, বিপুল সংখ্যক মুসলমান তাদের অমুসলিম প্রতিবেশি, বন্ধু, সহকর্মী, সহপাঠীদের সঙ্গে*

শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। আমি মনে করি অধিকাংশ মুসলমান খুব ভালো করেই জানে কিভাবে অন্যের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হয় এবং কিভাবে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়।"[৯৫৮]

মহানবী (স) ছিলেন সবার প্রতি সহানুভূতিশীল। তার সাম্যনীতি প্রচারে এটাই ছিল কেন্দ্রীয় আকর্ষণীয় দিক। পণ্ডিত Thillai K Rangarathan বলেন–

"নবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন ভালো ধর্মপ্রচারক। তিনি প্রতিবেশিদের ভালোবাসর কথা শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের খাদ্যে শরীক করতে, তাদের সাহায্য করতে এবং সবার প্রতি সদয় হতে তিনি শিখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা-কারও অনিষ্ট সাধন করবে না। সংশোধনের চেষ্টা করো, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকে ভালোবাসো। সমাজের লোকদের মাঝে সহাবস্থানের তিনি ছিলেন খুব দৃঢ় বিশ্বাসী।"[৯৫৯]

নবী মুহাম্মাদ (স) তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যেন তারা নিজেদের ক্ষতি ও অনিষ্ট না করে এবং অপরের অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট না করে। তাঁর ধর্মপ্রচারে সামাজিক বন্ধন ও সহাবস্থান কার্যকররূপে ফুটে ওঠে। এ বিষয়ে ঈস্ট লন্ডনের শিখ মন্দিরের জনৈক মুখপাত্র মন্তব্য করেন–

"মুহাম্মাদ (স) প্রতিবেশিদের মর্যাদা দিতে শিখিয়েছেন, যা ছিল আল্লাহরই শিক্ষা। আল্লাহ কাউকে ঘৃণা করেন না। আল্লাহর চোখে সবাই সমান। নবী বলেছেন কারও ক্ষতি সাধন করা যাবে না। যদি তুমি করো তাহলে তুমি নিজেরই ক্ষতি করছ। নবীর শিক্ষা একে অপরকে ভালোবাসতে হবে। পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমাজে বাস করতে হবে। সমাজে দরিদ্র লোক থাকতে পারে। তবে দারিদ্রেরও অবশ্যই ধর্ম আছে।"[৯৬০]

স্টেফেন শশোয়া উল্লেখ করেন যে, নবী মুহাম্মাদ (স) অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ভালোবাসতে এবং তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ আপসের ভাব নিয়ে বাস করতে শিখিয়েছেন। এ বিষয়ক তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

"………তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই আমাদের মাঝে মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করতে হবে। তাঁর মন্তব্য, আসমানী গ্রন্থাধারী (আহলে কিতাব)-সহ সকলকে সম্মান করতে হবে। এবিষয়গুলো নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে যে, তিনি অপরকে ভালোবাসা প্রাধান্য দিতেন। এক কথায়, যাদের নিয়ে আমরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করি, তিনি তাদের সব ধরনের লোককে ভালোবাসতে বলেছেন।"[৯৬১]

নবী মুহাম্মাদ (স) লোকজনকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একথাটি Right Honourable এমপি শ্রদ্ধেয় গর্ডন বার্ট উইসল স্বীকার করেন। তার মন্তব্য হচ্ছে–

"আমাকে বলা হয় যে, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, তিনি সততা, শান্তি, পরিবার এবং একসঙ্গে কাজকর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তার শিক্ষার সারাংশ হচ্ছে– আমরা যেন শান্তি ও মিলেমিশে বসবাস করি।"[৯৬২]

নবী মুহাম্মাদ (স) সামাজিক সহাবস্থানের পূর্ণভাবে প্রচার করে গেছেন। লোকজনকে অপরের কথা নিয়ে ভাবতে তিনি শিখিয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি এবিষয়টি শিখিয়েছিলেন যে, অপরের স্বার্থ ব্যতিরেকে কেবল নিজের স্বর্থ দেখা ও আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করা ঈশ্বরের কাছে (নিজের) 'অহিতসাধন' হিসেবেই বিবেচিত। জেনিফার পটার বলেন–

"মুহাম্মাদের মূল্যায়ন হচ্ছে এই- আমাদের শান্তিতে বাস করতে হবে এবং অপরের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কেবল নিজের পরিতুষ্টির জন্যেই জীবনযাপন করা যাবে না, বরং নিজ সমাজের লোকদের কথা নিয়েও ভাবতে হবে।"[৯৬৩]

Rupert Hoare-এর মতে, প্রতিবেশিত্বের ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ (স) আতিথেয়তা ও সহানুভূতির অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি শিশু হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে গেছেন। সমাজের ভাগ্যপীড়িত এবং গরীব-দুঃখী ও দারিদ্রসীমার নিচে জীবনযাপনকারী লোকদের পাশে দাঁড়াতে তিনি বলেছেন। রোপার্ট হোর বলেন–

"তাঁর (স)-এর শিক্ষা হচ্ছে, তুমি তোমার প্রতিবেশিদের সঙ্গে সততা, দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার মধ্যে দিয়ে বসবাস করবে; বিশেষ করে দরিদ্র, অনাথ এবং নিঃস্ব-কাঙ্গালদের দেখাশোনা করবে। আমি তাঁর কতিপয় নীতিবাক্য অধ্যয়ন করছি। নারীদের প্রতি যত্ন নিতে তিনি বলেছেন। তিনি মেয়ে শিশুহত্যার ন্যায় নারকীয় জঘণ্য প্রথার কবর রচনা করেছেন। কাজেই জাতি-সম্প্রদায়, আগন্তুক এবং প্রতিবেশিদের সঙ্গে সদাচার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের শিক্ষাই মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শ।"[৯৬৪]

ইসলাম ধর্মে ভ্রাতৃত্ব চিরকাম্য। এটি সবার জন্যে সমানভাবে উন্মুক্ত। এখানে কোনো শ্রেণিভেদ নেই। অন্য মুসলমানদের সবার সঙ্গে আপন ভায়ের মতো আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হল্যান্ডের নৃবিজ্ঞানী ডক্টর আর এল মেলিমা, যিনি একাধারে লেখক ও সুপণ্ডিত, তিনি বলেন–

"মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে সমান। একমাত্র ইসলাম ধর্মই এ নীতির বাস্তবরূপায়ণ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানেরা বিশ্বের যেখানেই থাকুক, তারা পরস্পর ভাই ভাই হিসেবেই নিজেদের বিবেচনা করে থাকে।"[৯৬৫]

বহুধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোবৃত্তি থাকা মৌলিক শর্ত। ধর্ম ও এর অনুসারীগণের মাঝে রয়েছে অনেকগুলো বিভাজক রেখা। একে অপরকে গ্রহণ করে নেয়ার যোগ্যতা, সহনীয়তা এবং পরমতসহিষ্ণুতার ভেতর দিয়েই এ বিষয়ের বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

আন্তঃধর্মীয় মূল্যবোধ

প্রতিবেশিত্বের ব্যাপারে পাদ্রী টম মহোদয় যে বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন তা এই, মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা হচ্ছে সকল লোককে আপন করে নেয়া এবং কেবল একটিমাত্র ধর্মের মধ্যেই নিজেদের কর্মকাণ্ডকে গণ্ডিবদ্ধ না রাখা। তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

> *"কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সদস্যদের উদ্দেশ্য না করে বরং প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ স্বার্থে কাজ করা।"*[৯৬৬]

শ্রদ্ধেয় পাদ্রী ফাদার টম কুইন্স তাঁর সন্নিহিত পাড়া ও জনপদের লোকজনের প্রতি (স্থানীয়) মুসলমান ও ইসলামের আচরুবিধি প্রত্যক্ষ করেন। 'প্রতিবেশির প্রতি মুহাম্মাদ (স)-এর উত্তম আচরণের ব্যাপারে মহানবী (স)-এর অঙ্গীকার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন–

> *"এলাকায় মুসলিম পরিবারগুলোর সদাচরু প্রত্যক্ষ করলাম। বস্তুত, আমি তাদের মাঝে মুহাম্মাদের (স) ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আন্তঃধর্মীয় মর্যাদাবোধই কেবল দেখতে পাই।"*[৯৬৮]

মুসলমানেরা সমাজপ্রিয়

বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা অপ্রতিরোধ্য হারে বেড়ে চলছে। এদের সবাই শান্তিপ্রিয়, আইন মান্যকারী। এদের সবাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমানতালে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে আগ্রহী। সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ ও তা আদায়ে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে লন্ডনস্থ ওয়েস্টমিনিস্টার আন্তঃধর্মীয়দলের আধিকারিক শ্রদ্ধেয় জন ডাল ডিন বলেন–

> *"আমি জানি, সম্ভবত ৯৯% (নিরানব্বই ভাগ) মুসলমান সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে ভালোবাসে। তবে আমাদের একে অপরকে চেনা উচিত। আমরা পরস্পর ভাই ভাই। সমাজের প্রতি আমাদের (সবারই) দায়িত্ব রয়েছে।"[৯৬৮]*

জন ডাল ডিনের মতে, মহানবী (স) লোকদের চাইতেন যেন তারা নিজ প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে যাতে তারা সম্প্রীতি ও সুহৃদয়তার সাথে সমাজে বসবাস করতে পারে–

> *"আমি যা বুঝেছি, তিনি বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের একসঙ্গে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। অবশ্য তাঁর তিরোধানের পর মাত্র শ' বছরের ব্যবধানেই তা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। তা পর্যবসিত হয় অনেকটা আগ্রাসী মনোভাবে। আমি মনে করি তিনি লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে উৎসাহিত করতেন।"[৯৬৯]*

একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুসলমানেরা অমুসলিমদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যাবৎ বসবাস করছে এবং করে আসছে। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, এটা ছিল অনুসারী উম্মতের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রদত্ত শিক্ষারই বাস্তব প্রতিফলন। পাদ্রী জন প্রিচার্ড বলেন–

> *"আমি সম্যক অবগত যে, মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা অতীতে একইসঙ্গে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে এবং বর্তমানেও তারা পবিত্র ভূমিতে সহাবস্থান ও একত্রবাস করতে সক্ষম।"[৯৭০]*

বিশ্বব্যাপী মুসলমানেরা মর্যদাবোধের সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করছে। ফলে, অমুসলিম ভাইদের তারা উপযুক্ত মর্যাদাদান করে থাকে। এটাই তাদের বিশ্বাসের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। আর এটাই বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। অমিত পাল কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো–

> *"রমজান মাসে লক্ষ্ণৌ শহরের মুসলিম প্রতিবেশিদের বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী আমাদের পরিবারে নিয়ে আসার কথা আমার স্মরণ আছে। এ শহরটি মুসলিম সংস্কৃতি-সিক্ত। আমার নানার মুসলিম বন্ধুরা তার বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে যেত। গ্রামের মুসলিম অধিবাসীরা আমাদের পৈতৃক বাড়িতে আমাদের দেখতে আসত। আমি এখনও স্মরণ করি সেই শান্ত-সৌম্য, প্রাণরক্ষক লোকটিকে যে আমাকে এবং আমার চাচাতো ভাইবোনদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে খেয়া পারাপার করে দিতো।"[৯৭১]*

ইসলামে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা, বিশেষ করে স্বতন্ত্র, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তিবিষয়ক নীতি-আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার বক্তব্য এই–

> *"গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা, সাম্যের বার্তা এবং আত্ম-সাহায্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি-শৃঙ্খলার কারণে নবী মুহাম্মাদের (স) শিক্ষার আবেদন ছিল ত্বড়িৎ ও বৈপ্লবিক।"*[৯৭২]

অনিতা রায় নবী মুহাম্মাদের (স) প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ, তিনি স্বীয় রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বসবাসের সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন–

> *"নবী মুহাম্মাদ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করেছেন মর্মে কেউ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে না। এর অর্থ হচ্ছে মুহাম্মাদের আদর্শ তাঁর অনুসারীদের সমাজে অন্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে শিখিয়েছিল।"*[৯৭৩]

Edmund Burke ছিলেন আয়ারল্যান্ডের একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ, সুলেখক, বাগ্মী বক্তা, রাষ্ট্রতত্ত্ব-সংগঠক ও দার্শনিক। তিনি ইংল্যান্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সংসদের প্রতিনিধি পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, ধনী-গরীবকে একত্র করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নীত আদর্শ হচ্ছে ইসলামেরই। তার ভাষ্য মতে–

> *"মুহাম্মাদের আইন বা নীতি মুকুটধারী রাজা থেকে শুরু করে নিকৃষ্ট প্রজাসাধারণসহ সবাইকে একই বন্ধনে গেঁথে ফেলে। এটা এমন এক পদ্ধতি যা সর্বাধিক জ্ঞানী-গুণী, সুপণ্ডিত এবং সুদক্ষ আইনবিদদের দ্বারা একত্রে গ্রঁথিত, যাদের জন্ম পৃথিবীতি কেবল একবারই হয়েছিল।"*[৯৭৪]

এম কে গান্ধি স্বীকার করেন, পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডে ইসলামই মানবতাকে আলোর দিশা দিয়েছিল এবং সৃষ্টি করেছিল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন–

> *"কেউ বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের আগমনকে ইউরোপীয়গণ ভীষণ ভয় পান। অথচ ইসলামই না স্পেনকে সভ্যতা শিখিয়েছিল, মরক্কোয় আলোর মশাল বয়ে এনেছিল এবং বিশ্ববাসীর কাছে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় নীতির প্রচার করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়গণ ইসলামের আগমনকে এজন্যে ভয় পান যে, স্থানীয় গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করলে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তারাও সাম্যের দাবি করবে। কাজেই তাদের তো ভয় পাওয়ারই কথা। ভ্রাতত্ব যদি অপরাধ কিংবা পাপ হয়ে*

থাকে, সাম্য যদি শ্বেতাঙ্গদেরই একার অধিকার হয়ে থাকে, যা (হাতছাড়া হওয়াকে) তারা ভয় পায়, তাহলে তো ভয় পওয়াটা যৌক্তিকই বটে। কেননা, আমি নিজেই দেখেছি যে, কোনো জুলু (Zulu-দক্ষিণ আফ্রিকার কাওয়াজুলু অঞ্চলের অধিবাসী) খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে, ধর্মের সুবাদেও তার মানবিক পর্যায়ে কোনো পরিবর্তন আসে না। (পূর্বতন নিকৃষ্টবর্ণই সে থেকে যায়), পক্ষান্তরে সে ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমান হিসেবে সে একই পাত্রে পান করতে পারে, পারে সে একই থালায় আহার করতে। আর এই যা তাদের ভয়ের কারণ।"[৯৭৫]

Little Hamilton Magsie আরো বলেন, নবী মুহাম্মাদ একটি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এটা ছিল আরবদেশে অভাবনীয়। যখন তাকে বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে নিতে হতো, তখন তিনি সর্বোতভাবে চেষ্টা করতেন যেন আরবদের একতা অটুট থাকে এবং এরকম কোন্দল ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধ যেন না ঘটে।"[৯৭৬]

ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারও সাথে তাদের পার্থক্যগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বরং কিছু লোক বিভিন্ন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভাগ করে দেয় তা স্বীকার করেও ঐক্য অর্জন করা যায়। ন্যায্য ও সমান সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নবী মুহাম্মদের প্রচেষ্টা। দুর্ভাগ্যজনক যে, কিছু কিছু মুসলমানের আচরণ আজ এই নীতির পরিপন্থী। মুহাম্মদ (স) এবং অতীতের মুসলিম চিন্তাবিদদের বক্তব্য মানুষের সাধারণ বিষয়গুলোর ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিয়েছিল, আর সেই দিকগুলিতে নয় যা সম্ভবত আমাদের সাথে যেতে বাধা দিতে পারে।

মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অনন্য ভ্রাতৃত্বের স্রষ্টা ও প্রবর্তক, যা ইসলামের ইতিহাসে সুপ্রমাণিত আছে। ভ্রাতৃত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্বারোপও ছিল সে রকম যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জন্যে নজীর স্থাপন করেছে যে, কীভাবে তারা তাদের সংখ্যালঘু ও উপজাতিগুলোকে নিজেদের মাঝে একীভূত করবে। খ্রিস্টান Snouk Hurgronje-এর ভাষ্য–

> *"ইসলামের নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লীগ অভ ন্যাশনস্ (জাতিপুঞ্জ) আন্তর্জাতিক ঐক্যের মূলনীতি ও মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধের বিশ্বজনীন এমন কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করে দিয়েছে যা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীগুলোর জন্যে পালন করতে পারে উজ্জ্বল দিশারীর ভূমিকা। জাতিসংঘ তথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের যে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বাস্তবায়ন করে ইসলাম বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছে, তার মোকাবেলা অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠী এরকম নমুনা বা দৃষ্টান্ত দেখাতে সক্ষম হবে না।"[৯৭৭]*

ভারতে অবস্থানরত আমেরিকান মিশনারি জনাব Dr. Murray Thurston Titus, যিনি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টার জন্যে বিশেষভাবে খ্যাত, তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তা এই–

"ইসলাম এমন ধর্ম যা সবাইকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। এটা তো কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও আইনসিদ্ধ পদ্ধতি যা সমাজে ধর্ম, বর্ণ, স্তর ও জাতীয়তা প্রভৃতি নির্বিশেষে সকলকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রাখে।"[৯৭৮]

ব্রিটিশ সমাজের প্রতি ব্রিটেনের মুসলমানদের অবদান স্বীকার করেন ও স্বীকৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তিনি মূল্যবোধ ও ঈদবার্তার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন–

"ঈদ উদ্‌যাপনে একই সঙ্গে এগিয়ে আসেন পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব। আমাদের সরকারের প্রতি ব্রিটিশ মুসলমানদের রাষ্ট্রের প্রতি অতুলনীয় অবদানকে আমি স্বীকার করি ও স্বীকৃতি দেই। ঈদের মূল চেতনাই হচ্ছে শান্তি ও ঐক্য। আমি গর্বিত যে, ব্রিটেনের সন্তানেরা বিগত অলিম্পিক খেলায় বিশ্ববাসীকে মূল্যবোধের অসাধারণ নজির পেশ করে দেখিয়েছে। আজকের এ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সকল মুসলমানের জন্যে আমি কামনা একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন।"[৯৭৯]

মুসলমানদের মাঝে মূল থেকেই ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত। এ ঐক্যের মূলে যে কারণ রয়েছে তা অনেকটা এই যে, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবেই পরিগণিত। বস্তুত মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্যণীয়ভাবে ধর্মচর্চা বিদ্যমান। তাদের সামাজিক প্রথাসমূহ নিয়ে ধর্ম এমন একটি জলস্রোতের ভূমিকা পালন করে, যা মুসলমানদের অন্তর বরাবর প্রবাহিত হয়। ফলে, তা ধর্মভিত্তিক ঐক্য ও একতার অনুভূতি লালনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। ডক্টর এন কে সিংহের মতে–

"এটা মুসলমানদের মাঝে সামাজিক ঐক্য ও সংহতির প্রতিফলন ঘটায়। এ সংহতি ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত। ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় উপাসনালয় এক ও অভিন্ন। রাষ্ট্র পরিচালিত হবে ধর্মের আলোকে। এটা সমাজ কাঠামো ও ইসলামী সমাজের মূল্যবোধের মাঝে উল্লেখযোগ্য মাত্রার সহবিদ্যমানতার উপস্থিতি ঘটায়। তবে এর মৌলিক কারণ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের স্বকীয়তা ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই। আর এর থেকেই সামাজিক সংহতির অস্তিত্বলাভ।"[৯৮০]

পাদ্রী পীকক মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি সুউচ্চ ধারণা পোষণ করেন। কারণ তিনি মুশরিক ও অবিশ্বাসীদের মূলোৎপাটনে কাজ করেছেন। নবী তাদের একত্ববাদের পথ প্রদর্শন করেন এবং একক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তাদের আবদ্ধ করেন। তিনি বলেন–

"তাঁর জীবন মূল্যায়নের প্রথম বিষয়টি আমার কাছে মনে হয় তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অসম সাহস। মুহাম্মাদ নিজেকে এমন এক পৃথিবীতে আবিষ্কার করেন যেখানে ছিল ধর্ম শক্তিশালীরূপে বিদ্যমান। লোকজন হয় অনেক দেবদেবির পূজা করতো, নয়তো

উপাসনাই করতো না। এ অধর্ম ও দায়িত্বহীন উপাসনার মাঝে জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত নিচু। মুহাম্মাদ বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন......... । তিনি ইসলামের ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বর যদি একজন হন তাহলে মানবতাও হবে একটি। ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষের মাঝে বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাছাড়া, মুহাম্মাদের এ দূরদৃষ্টি ছিল যে, তিনি তাঁর লোকজনের কাছে এমন এক ধর্ম ও তার বিশ্বাসগত ধারণা উপস্থাপন করলেন, যা ছিল উচ্চারণে সহজ কিন্তু অর্থময়তায় সবিশেষ গভীর ও তাৎপর্যময়। তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রার্থনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।"[৯৮১]

গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে যে, মুহাম্মাদ (স) ভ্রাতৃত্বের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন। এ বন্ধনের মধ্যে নিহিত মৌলিক নীতি হচ্ছে সবার জন্যে সাম্য। ইসলামের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠান যেমন, নামায প্রভৃতিকে ভ্রাতৃত্বের চেতনারই প্রতিফলন বলা যায়। নামাযে সর্বস্তরের মুসলমানেরা সমানভাবে পাশাপাশি, পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। এটি আল্লাহর সম্মুখে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশের একনিষ্ঠ নিবেদন। ইসলামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে আরো সবল ও দূরীভূত করে তা হচ্ছে এই যে, ধর্মে কোনো যাজকপদ ও পৌরহিত্য নেই। স্তর ও মর্যাদা নির্বিশেষে আল্লাহর দরবারে সবাই সমান, নিজ কৃতকর্মের ব্যাপারে সবাই দায়ী ও জবাবদিহি করতে বাধ্য। এছাড়া, কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর নিমিত্ত সবার মর্যাদা সমান রাখতে হবে। (তাইতো) যে গোষ্ঠীগত দলাদলি গোটা আরবকে কার্যত বিভাজিত করে রেখেছিল, নবী মুহাম্মাদ (স) তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন।[৯৮২]

ডাব্লিউ সি স্মিথ লিখেন–

> *"একথা সর্বজনবিদিত যে, মুসলিম সমাজের রয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রার ঐক্য ও সংহতি। এ সমাজের সদস্যদের মাঝে আনুগত্য ও ঐক্যের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। অনেকের মতে, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ই কেবল সমাজের মূল কাঠামো নয় বরং ধর্মীয় কাঠামো হচ্ছে মূল। পাশ্চাত্যের অসঙ্গত ভাষা ব্যবহার করলে তো বলতে হবে গির্জা ও রাষ্ট্র এক। তাসত্ত্বেও, এ ঝোঁক-প্রবণতার উপর গুরুত্ব দিতে, সমাজের কেন্দ্রীয়তাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পেশ করতে হলে, তা অস্বীকার করা যাবে না।"*[৯৮৩]

মহানবী মুহাম্মাদ (স) ছিলেন ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সমর্থক। এ মূলনীতিটি পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। যা গুরুত্ব দিয়ে বুঝায় যে, স্বভাবগতভাবে মানুষ শান্তিপ্রিয়, এবং সহিংসতা তার স্বভাববিরুদ্ধ। নবী মুহাম্মাদ (স) যুদ্ধ ও অহেতুক সহিংসতার তীব্র নিন্দা করেছেন। এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন তিনি। মেজর আর্থার লিওনার্ড এর ভাষ্যমতে–

> *"সর্বোপরি, এ রাষ্ট্রনায়ক নবী ছিলেন কেন্দ্রীকরণ ও ঐক্যসাধনের মূল মূর্তিমান পথিকৃৎ। কেবল ঐক্যের কারণে ইসলামকে বর্তমান অবস্থায় পর্যবসিত করা সম্ভব*

হয়েছে। দ্বিতীয় সূরাতে তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদিতে মানবগোষ্ঠীর ধর্ম ছিল এক। অনুরূপ সবাই ছিল বিশ্বাসী ও একই প্রকৃতির। তিনি সহিংসতা ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির ঘোর বিরোধী ছিলেন, হোক তা ধর্মের নামে কিংবা ধর্মের ছদ্মাবরণে। তিনি সর্বদা আত্মারক্ষামূলক অবস্থানের পক্ষে কথা বলতেন। (বলতেন, এটা আল্লাহর দায়িত্বে। তবে যুদ্ধ চলবে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে) এমনকি মার্জনা কিংবা অপরারগতা প্রকাশের মুহূর্তেও তিনি বলতেন, যুদ্ধ ও প্রতিশোধ কেবল অবিশ্বাসী ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে। সবদিক বিচার করে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, মুহাম্মাদ ধর্মের মাঝে সহিংসতা ও বিরোধকে অবশ্যই অসমর্থন করতেন।"[৯৮৪]

হাঙ্গেরীর ডক্টর জুলিয়াস জার্মানাসের দৃষ্টিতে, নবী মুহাম্মাদ (স) সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের মাঝে ইসলাম ধর্মের প্রচার করেন–

"ইসলাম তার গৌরবদীপ্ত পদচারণায় বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদের বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষকে একই ছায়াতলে একত্র করেছে, যারা সামাজিক, আর্থিক ও পরিবেশগতভাবে ছিল পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই এত রকমারি জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রথম ধর্মপ্রচারকারী ব্যক্তি হলেন নবী মুহাম্মাদ (কারণ, তিনিই তো বিশ্বনবী)। তিনি তাদের সামনে তুলে ধরলেন কুরআনের বাণী। বস্তুত, একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজেকে প্রমাণিত করে নিয়েছে। এটি সর্বদা অগ্রসরমান। ওহীর মৌলিক নীতিআদর্শ এতে সুরক্ষিত। সমর্থকদের সর্বযুগের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের উপযুক্ততারও সমন্বয় ঘটেছে এ ধর্মে। আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি যে, ইসলামের জন্যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তবে বিশ্বাসীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে ইসলামকে তিনি পাঠিয়েছেন।"[৯৮৫]

স্যার এইচ এ আর গিব লিখেন–

ইসলামের (পণ্ডিতগণের) চিন্তা ও গবেষণাগত কারণে তাদের মাঝে বিভিন্ন উপদল ও বিভাজন হয়েছে, তা সত্ত্বেও এরা সবাই এক অদ্বিতীয় পথের অনুসারী। মুসলমানদে মাঝে পাওয়া যায় দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ।"[৯৮৬]

মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শিক শিক্ষা

প্রখ্যাত লেখক Barneby Rogerson বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ (স) অমুসলিমদের বন্ধুর মতো বিবেচনা করতেন এবং সবাইকে একটি সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে উৎসাহিত করতেন, যেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও বাস করতো।[৯৮৭]

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন রক্ষণশীল দলের সাংসদ লর্ড নর্ম্যান ল্যামন্ট ইসলামের মাঝে এমন সম্ভাবনা খুঁজে পান যা অন্যদের একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মূলধর্মের মধ্যে (ইসলামে) রয়েছে মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়াদির প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা–

> *"আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, ব্রিটেনকে ইসলাম সমৃদ্ধ করছে। যে সমাজে আমরা ঈশ্বরের পরিচয় হারাতে বসেছি, এমতাবস্থায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, পৃথিবীতে লাখো মানুষ এখনো ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম নিয়ে তারা বেঁচে আছে।"*[৯৮৮]

লিও টলস্টয় ছিলেন মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শে খুব প্রভাবিত। কেননা, তিনি (মুহাম্মাদ) ছিলেন এক ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত, যাকে পূর্বযুগের নবীদের স্বীকৃতিসহ শেষ নবী হিসেবে আল্লাহর ধর্ম প্রচারের জন্যে মনোনীত করা হয়েছিল। গোটা মানবজাতিকে নিয়ে একটি বৈশ্বিক সমাজ গঠন করা ছিল তাঁর প্রধান উপজীব্য–

> *"আমি ওই লোকদের অন্যতম যারা মুহাম্মাদের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত ও আকৃষ্ট: যিনি ছিলেন একক সত্তা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত শেষ নবী, যার মাধ্যমে আল্লাহ শেষ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁকে নির্বাচিত করেছেন শেষ নবীরূপে, তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর পূর্বে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবীর স্বীকৃতি তিনি দেন, যাঁরা বিশ্ব সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এসেছিলেন যার পূর্ণতা দানের জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, তিনি ইসলাম নিয়ে আগমন করেছেন সামাজিক পূর্ণাঙ্গতাদানের জন্যে, সর্বখানে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মানবতার জন্যে।"*[৯৮৯]

বিশ্বদর্শন

বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক লিও টলস্টয় স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ (স)-এর নবী হিসেবে অর্পিত দায়িত্বগুলো গোটা মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণকামিতাকে পরিব্যাপ্ত ও অন্তর্ভুক্ত করে–

> *"তাঁর পূর্বে প্রেরিত নবীগণের স্বীকৃতি তিনি দেন, যাদের আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন সমাজ গঠনের উদ্দেশে, যার পূর্ণতাদানের জন্যে মুহাম্মাদকে পাঠানো হয়েছে। এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তিনি এসেছেন ইসলাম নিয়ে সমস্ত মানবমন্ডলীর সমাজ বিনির্মাণের সমাপ্তি টানার উদ্দেশ্যে।"*[৯৯০]

মহানবীর শিক্ষা থেকে একথা চয়ন করতে পারি যে, তিনি আত্মত্যাগ করতেন এবং সাধারণভাবে সকল মানুষকে উৎসাহিত করতেন আত্মত্যাগে, যা ভ্রাতৃত্বরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং ২০১১ সালে জাতির উদ্দেশে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বলেন–

> *"নবী মুহাম্মাদের জন্ম এবং জীবন হচ্ছে স্বার্থহীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের দৃষ্টান্ত বার্তা।"*[৯৯১]

অনুরূপভাবে ২০১৩ সালে নবীর (স) জন্মদিবস উপলক্ষে মুসলমানদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নবীর নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে শাশ্বত, যা আমাদের গরীবদের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে–

> *"নবী মুহাম্মাদের শিক্ষা কালজয়ী। তা আমাদের সর্বদা উদ্বুদ্ধ করে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে।"*[৯৯২]

সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব সিং আরো বলেন–

> *সহানুভূতির এ উৎসব সবার মাঝে ছড়াক (বয়ে আনুক) শান্তি, সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।"*[৯৯৩]

ভারতের ১২শ (দ্বাদশতম) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি প্রতিভা পাতিলও নবী মুহাম্মাদের (স) জন্মদিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনিয়েছেন। তার শুভেচ্ছায় ব্যক্ত হয়েছে যে, মহানবীর (স) শিক্ষা যেন সকলকে একতাবদ্ধ করে–

> *"নবী মুহাম্মাদ কর্তৃক মানবতার সেবাদানের মহানব্রত যেন আমাদের সকলকে ঐক্য ও সহমর্মিতার পথে পরিচালিত করে।"*[৯৯৪]

ফিজির প্রধানমন্ত্রী কমোডোর Josia Voreqe Bainimarama মহানবী (স)-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তাঁর দেশের লোকজনকে মুসলমানদের সঙ্গে মিলে সকল মানুষের মাঝে নবী (স)-এর আদর্শিক শিক্ষা-নিহিত ভালোবাসা, সহযোগিতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন–

> *"এক জনগোষ্ঠী এবং ধমবহুলতাপূর্ণ জাতি হিসেবে আমরা ফিজিয়ানরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের অনেক ধর্মের শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সব ধর্মেরই লক্ষ্য ও চেতনা প্রায় এক ও অভিন্ন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ধর্মকে সেতুবন্ধন হিসেবে দেখি, প্রতিবন্ধক হিসেবে নয়। কাজেই, আমি আজ সবাইকে বলছি আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সঙ্গে যোগদানের জন্যে। তাদের সঙ্গে মিলে আজ আমরা পালন করবো নবী মুহাম্মাদের জন্মদিবস, যার শিক্ষাই হলো প্রেম, সমঝোতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সবার মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।"*[৯৫৫]

সামাজিক ঐক্যের ব্যাপারে মহানবীর (স) শিক্ষা ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে উত্তম আচরণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন–

> *"তাঁর জন্মদিবস পালনে অংশগ্রহণ করতে পারা একটি চমৎকার সুযোগ। তবে আমরা একে কেবল বিশ্বজনীনতার এ নীতি প্রকাশের সুযোগ হিসেবে নয়, বরং সময় এসেছে সেই ভূমিকার কথা চিন্তাও বিবেচনা করার যে ভূমিকা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ধর্ম পালন করে থাকে, পালন করে থাকে আমাদের প্রতিবেশিদের জীবনেও। সর্বোপরি, এটা আমাদের পারস্পরিক দায়িত্ববোধ মূল্যায়ন করার সুযোগ বলে মনি করি। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আমরা সকল একই মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং আমরা অভিন্ন রীতিনীতি মনে চলি। আগুন, ফিজিবাসীর শান্তি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে আমরা একে অপরকে সহায়তা করি।"*[৯৯৬]

সবার মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক স্বীয় আদর্শিক শিক্ষার জন্যে Annemarie Schimmel নবী (স)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তার জনৈক ভক্ত তাকে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামে সর্বাধিক উত্তম বিষয়টি কী ছিল। তিনি এ বলে উত্তর দেন যে, ইসলামের সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও অপরকে নিরাপত্তাদান।[৯৯৭]

এইচ আর এইচ প্রিন্স চার্লসের মতে, মুসলমানদের পক্ষে সহিষ্ণুতার পরিবেশ রক্ষার জন্যে অধিকাংশ অমুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা, তাদের উস্কানি না দেয়া। মুসলমানদের ব্যাপারে এটা আশা করা যায়, তারা অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করবে, অন্তরঙ্গতার পরিচয় দেবে এবং স্বাগতিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের আশ্রিতবাৎসল্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে–

> *"আমরা যারা মুসলিম নই তাদের উচিত ইসলামের বিশ্বাসগত সেসব কর্মকাণ্ড যা দৈনিক সম্পাদন করতে হয়, সে সবের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং সেসব কর্মকাণ্ড*

এড়িয়ে চলা যা তাদের মনোকষ্টের কারণ ঘটায়। আমাদের দেশে অবস্থানরত মুসলমানদের উচিত হবে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং দেশের জীবনাচারকে সম্মান করা, এবং আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাদের জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য রাষ্ট্রপদত্ত সুযোগ-সুবিধার ভারসাম্য রক্ষা করে চলা। যেখানে অসহিষ্ণুতা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, সেখানে আমাদের নিজস্ব পরিসরে, মীমাংসার স্বার্থে আমরা নাগরিকগণ নিজেদের মাঝে বসবো। আমি আশা করি আমরা সবাই এ নীতি প্রদর্শন করতে শিখবো সকল সম্প্রদায়ের বোঝাপড়ার স্বার্থে।"[৯৯৮]

প্রিন্স বুঝাতে চান, মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। পরস্পর সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে শিক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এজন্যে দরকার সবরকমের শত্রুতা ও বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব পরিহার করা যা বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতার ইতিহাসে লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বিদ্যমান। আবার, এক্ষেত্রেও সহিষ্ণুতা হচ্ছে মৌল নীতি এবং এজন্যে উভয় পক্ষকে আন্তরিক হতে হবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে উদ্যোগী হতে হবে। তার দৃষ্টিতে–

"আমাদের এ উভয় সংস্কৃতির যুগপৎ কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করতে হবে। এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সৌদি আরব ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলে 'চিত্তভ্রংশ' (schizophrenia- মনোরোগ বিশেষ) বিষয়ে SANE নামক সংস্থার গবেষণার জন্যে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছে সৌদি আরব, যার আমিও একজন পৃষ্ঠপোষক। যাহোক, আমাদের মাঝে কোনোক্রমেই অতীতের ভৌগোলিক কিংবা রাজনৈতিক সংঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেয়া যাবে না। আমাদের যোগ্যতা ও দক্ষতায় একে অপরকে অংশীদার করতে হবে, পরস্পর জবাবদিহিতার জন্যে, সহিষ্ণুতা ও বোঝাপড়ার স্বার্থে, যদিও আমি জানি এ বিষয়গুলো কত কঠিন, তবুও উভয় সংস্কৃতির স্বার্থে যেসব বিষয়ে আমাদের উভয় সংস্কৃতির মিল রয়েছে, সে সবের ক্ষেত্রে আমাদের ইতিবাচক মূলনীতি প্রণয়ন করে নিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য উভয় রকম হতে পারে। আমাদের প্রত্যেককে মীমাংসা, চিন্তা-ভাবনা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে 'তাদাব্বুর' একটি শব্দ, আমার বিশ্বাস, এটি আমাদের হৃদয় ও অন্তরচক্ষু খুলে দিতে পারে। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্য জগতের একে অপর থেকে শেখার ও গ্রহণের অনেক কিছু আছে। উপসাগরীয় রাষ্ট্রে তেল ইঞ্জিনিয়ার কেবল ইউরোপিয়নরা হতে পারে, কিন্তু ব্রিটেনের 'হার্ট ট্রান্সপার্ট সার্জন' (হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপক চিকিৎসক) হলেন মিশরীয়।"[৯৯৯]

প্রিন্স আরও বলেন, ইসলামের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ব্যক্তি ও বস্তুকে সামগ্রিক সত্তারূপে দেখা। আমাদের ভাবনা, আমাদের কর্ম ও জীবনপদ্ধতি পরিচালিত হয় সুসংহত প্রেষণা দ্বারা, এটা বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাধারা ও রীতিনীতির সঙ্গে একটি উত্তম সঙ্গতিপূর্ণ সংযোজন হতে পারে, যারা স্পষ্টত আধ্যাত্মিক শূন্যতায় নিরন্তর ভুগছে। যেসব খ্রিস্টান এ দর্শনের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারেন, তাদের অনেকেই নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন। চার্লস আরো বলেন–

"ইসলামের স্বীয় প্রাণসত্ত্বা সংরক্ষণ ও মহাবিশ্বের সামগ্রিক দর্শন ইসলামে বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মতো ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতি ধর্ম ও বিজ্ঞান, বস্তু ও মনন-এসবকে পৃথক করে দেখতে বারণ করে। এটি আমাদের চারপাশের বিশ্ব ও আমাদের ব্যাপারে প্রচার করে এক অনন্য আধ্যাত্মিক নীতি, এবং আমাদের চারপাশের জগতকে নিয়ে পোষণ করে বিশ্বজাগতিক একক দৃষ্টিভঙ্গি। এখনো খ্রিস্টধর্মের অন্তঃস্থলে নিহিত আছে একক বিশ্ব-ভাবনার পবিত্র কল্পনা। আছে অসি তথা জিম্মাদারির স্বচ্ছ অনুভূতি ও দায়িত্ববোধ, যা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতীতি করার উদ্দেশে আমাদের প্রদান করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শক্তিমান কবি ও ধর্মসঙ্গীতজ্ঞ জর্জ হার্বার্টের ভাষায়–

যে লোক গ্লাসের দিকে তাকল,

তার দৃষ্টি তাতেই নিবদ্ধ থাকল।

সে যদি ছিদ্রপথে বাইরে দিকে তাকায়

আকাশই তার নয়নগোচর হয়। [১০০০]

জর্জ বার্নার্ড শ' যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন যে, ঐক্য ও প্রকৃত সুখের জন্যে মুহাম্মাদের মতো বিশ্বনেতৃত্বের বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বের সঙ্কট নিরসন করে বিশ্বে সুখ ফিরিয়ে আনা কেবল মুহাম্মাদের মতো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তিনি দাবি করেন–

"আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর মতো কোনো ব্যক্তির হাতে যদি আধুনিক বিশ্বের একক ক্ষমতার বাগডোর হতো, তাহলে তিনিই কেবল পারতেন সকল সমস্যার সমাধান করে প্রতীক্ষিত সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে। আমি মুহাম্মাদের ধর্মমত বিষয়ে এ মর্মে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তাঁর ধর্ম যেরূপ আজকের ইউরোপবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করেছে, আগামীদিনের ইউরোপবাসীদের কাছেও তা অনুরূপ গ্রহণযোগ্য হবে।" [১০০১]

বিশ্বশান্তি

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, বিশ্বের সব রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, শিক্ষক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, জীবনীকার, লেখক, গ্রন্থকার, কবি-সাহিত্যিক, খ্রিস্টান পাদ্রি, হিন্দু পণ্ডিত, শিখ গুরু, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ইহুদি পণ্ডিতগণ একবাক্যে দাবি করেন যে, মুহাম্মাদের শিক্ষা ও আদর্শ, তাঁর পথনির্দেশ, পবিত্র কুরআন এবং ইসলাম ধর্ম– সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, সংস্কৃতি এবং অন্য যে কোনো কারণ ও হেতু নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে সকলকে একই পরিবারভুক্ত সহোদরদের মতো বিশ্বপরিবারে বসবাস করতে উৎসাহিত করে। মানুষ হিসেবে সবাই একই শ্রেণিভুক্ত। নিজ গৃহের আশপাশে যারাই বাস করবে তারাই প্রতিবেশি। মহানবী (স) তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের ডান দিকের চল্লিশ এবং বাম দিকের চল্লিশটি পরিবারের খোঁজ-খবর ও দেখাশোনা করতে। মহানবীর (স) নির্দেশ, 'প্রত্যেক মুসলিম পরিবার নিজ প্রতিবেশিদের দেখাশোনা করবে"– এর অনুসরণপূর্বক গোটা বিশ্বকে একই প্রতিবেশে পরিণত করা সম্ভব।

BoiNeed

Click here to join our telegram channel for more pdf

BIBLIOGRAPHY

A needful Caveat", appended to the translation of the Alcoran of Mahomet, by Ross, 16

Ahmad, Fazl. Muhammad, The Holy Prophet, Lahore: Ashraf, 1960.
Ahmed, Akbar. Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society Routledge, an Imprint of Taylor & Francis Books Lt. 1989

Ahmed, Akbar. Islam Under Siege: Living Dangerously in a Post-honor World (Themes for the 21st Century S.), Polity Press, 2003

Ahmed, Akbar. Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, Routledge, an Imprint of Taylor & Francis Books Lt, 2004

Ahmed, Akbar. Islam Today: A Short Introduction to the Muslim World, I.B. Tauris, 1998

Akram, Ayesha "What's Behind Muslim Cartoon Outrage". San Francisco Chronicle. http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2006/02/11/MNGRCH6UQK1.DTL.

(2006-02-11). Ali, Muhammad. The Living Thoughts of the Prophet Muhammad London: Cassell, 1947.

Ali, Syed Ameer. A Critical of the Life and Teachings of Mohammed.
Amin, Muhammad (ed.). The Sayings of Prophet Muhanamad. Lahore: Lion Press, 1960.

Andrae, Tor. Mohammed: The Man and His Faith, translated by Theophil Menzel. Books, 1971.

Armstrong, Karen. Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam. London: Victor Gollancz ltd. 1991

Berkey, Jonathan, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800, Cambridge University Press, p. 64.

Brewer's Dictionary of Phrase and Fable, "Termagant"

Bryman, Alan. Social Research Methods. Oxford University Press, 2012
Cesari, Jocelyne. Muslims and the Republic: Youth, Islam and France, 1998

Cesari, Jocelyne, Co-authored with Bernard Botiveau. Gopolitique des islams (Geopolitics of Islam), 1997

Cesari, Jocelyne. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States Palgrave Macmillan, 2004

Chopra, Deepak: Muhammad: The Story of the Last Prophet. New York: Harper Collins, 2010.

Daniel, Norman. Islam and the West: The Making of an Image. Oneworld Publications, 2009

Denison, John Hopkins. Emotion as the Basis of Civilization. New York; London: Charles Scribner's Sons, 1928.

Draycott, Gladys M. Mohomet Founder of Islam. New York: Dodd, Mead and Co. 1916.

Draz, Muhammad 'Abd Allah. "Muhammad" in Islam: The Straight Path, ed. by T. H. Weir. Edinburgh: J. Grant, 1923.

Emil Dermenghem, The Life of Mahomet, translated by Arabella, Yorke, New York: The Dial Press, 1930

Encyclopaedia Britannica Online. Sinnite. Encyclopaedia Britannica, INC. Retrieved 2007-04-11

Ernst, Carl. Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World. University of North Carolina Press, 2004

Ernst, Carl. Following Muhammad, Rethinking Islam in the Contemporary World, Universityof North Carolina Press, 2003

Esposito, John. Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform, Lynne Rienner Publishers, 1997

Esposito, John. Islam, The Straight Path. , Oxford University Press; 3rd Edition. 1997

Esposito, John. Islam: The Straight Path. Oxford University Press, 1998.

Esposito, John. The Islamic Threat: Myth Or Reality?. Oxford University Press, 1999

Esposito, John. What Everyone Needs to Know About Islam, Oxford University Press, 2002

Esposito, John. Unholy War: Terror in the Name of Islam, Oxford University Press, USA, 2003

Firestone,Reuven Jihad: the origin of holy war in Islam ,1999

Foster, H. Frank. "An Autobiography of Mohammed," The Moslem World, XXVI (1936), 130-152.

Gibbon, Edward. 'The Decline and Fall of the Roman Empire'. London: John Murray, 1838-1839

Gulick, Robert. Muhammad, the Educator. Lahore: Institute of Islamic Culture, 1953.

Hilliard, Frederick Hadaway. The Buddha, the Prophet, and the Christ. London and Hippler,

Jochen and Lueg, Andrea. The Next Threat, Western Perceptions of Islam, Pluto Press Ltd,1995

Jeffery, Arthur. Islam: Muhammad and His Religion. New York: Liberal Arts Press, 1958

Johnstone, P. De Lacy. Muhammad and His Power. New York: Charles Scribner's Sons, 1901.

Justo Perez de Urbe, A Saint under Moslem rule: [a Narrative of Moslem Rule in the Days of St. Eulogius of Cordova]/Trans Slated. by a Benedictine of Stanbrook Abbey, Worcester, England; Adapted by the editor, [J. Husslein]., Milwaukee : Bruce Pub. Co., 1937

Kennedy, Pringle. At the Time? Mohammad'. Calcutta, India, 1966

Kenneth Meyer Setton. "Western Hostility to Islam and Prophecies of Turkish Doom". DIANE Publishing. July 1992

Khan, Muhammad Mojlum. The Muslim 100. UK. Kube Publishing Ltd. 2010

Lacy, Norris J. Lancelot-Grail: The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate in Translation, Volume 1 of 5. New York: 1992

Lewis, Bernard, The Arabs in History.

Lewis, Bernard. The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. Random House, 2004

Lundequistska Bokhandeln, 1955. ?

Madison: University of Wisconsin Press, 1970. ?

Mahomet and His Successors, edited by Henry A. Pochmann and E. N. Feltskog.

Margoliouth, D. S. Mohammed and the Rise of Islam. London: G. P. Putnam's Sons, 1905.

Maundeville, John. The Voyages and Travels of Sir John Maundeville: Cassell and Co, 1909.

Merrick, J. L. (tr.). Life and Religion of Mohammed as Contained in the Sira.

Muhammad the Prophet. Lahore: Ahmadiyya Anjuman-i-Isha'at-iIslam, 1933.

"Muhammad", Encyclopedia of Islam Online

Muir, Sir William. The Life of Mohammad from Original Sources.

Nahim, Hassan A. The Division After Muhammad. Published in USA 2012 Neuman, W Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.Pearson, 2010 New York: Barnes and Noble, 1957. ? New York: G. Allen and Unwin and Macmillan, 1956. ?

Pike, Edgar Royston. Mohammed, Prophet of the Religion of Islam. 2nd ed.; London: Weidenfeld, 1968.

Polo, Marco. The Travels Of Marco Polo. Translated by William Marsden London, 1828.

Poole, Elizabeth. Reporting Islam: Media Representations of British Muslims, I.B. Tauris, 2002.

Promoting Christian Knowledge; and New York: Pott, Young, and Co., 1877. ?

Reeves, Minou. Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western Myth-Making. NYU Press 2003.

Richardson, Robin. Islamophobia - Issues, Challenges and Action, Trentham Books, 2004.

Rodinson, Maxime. Mohammed, translated by Anne Carter. New York: Pantheon

Roger of Wendover's Flowers of History/translated from the Latin by J. A. Giles. Vol.2. Part 2, 1215-1235.

Sahas, Daniel J. John of Damascus on Islam: The 'Heresy of the Ishmaelites.' Leiden: Brill, 1972.

Said, Edward W. Orientalism. Penguin. 2003.

Said, Edward. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine. How We See the Rest of the World, Vintage, 1996

Schimmel, Annemarie. Islam: An Introduction. SUNY Press, 1992 Schimmel, Annemarie. Mystische Dimensionen des Islam. Insel, Frankfurt.

Serjeant,R. B. "Sunnah Jami'ah, Pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and Franslation of the Documents Comprised

in the so-called 'Constitution of Medina'", Bulletin of the School of Oriental and African Studies (1978), 41: 1-42.

Shaheen, Jack., Arab and Muslim Stereotyping in American Popular Culture, Georgetown University Center for Muslim,1997

Smith, Reginald Bosworth. Mohammed and Mohammedanism, Lectures Delivered at

Sprenger, Aloys. Life of Mohammad from Original Sources. Allahabad, 1851.

Stobart, James William Hampson. Islam and Its Founder. London: Society for Promoting Christian Knowledge; New York : E. & J.B. Young, 1895)

Stubbe, Henry (Dr). An Account of the Rise and Progress of Mahometanism. London: Luzuc & Co. 1911.

The Spirit of Islam, A History of the Evolution and Ideals of Islam with a Life of The Travels of Sir John Mandeville.

The Poems of William Dunbar (Assoc. For Scottish Lit. Studies: Glasgow, 1998).

Theophanes the Confessor (trans. Cyril Mango and Roger Scott). The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Oxford: Clarendon Press, 1997

Traditions of the Hyat-ul-Kuloob. Boston: Phillips, 1850.

Turner, William. "Raymond Lully." The Catholic Encyclopaedia. New York: Robert Appleton, 1914

Walter Emil Kaegi, Jr., "Initial Byzantine Reactions to the Arab Conquest", Church History, Vol. 38, No. 2 (June, 1969), p. 139-149, p.139-142, quoted from Doctrina Jacobi Nuper Baptizati p 86-87

Watt, W. Montgomery Muhammad: Prophet and Statesman. Oxford University Press, 1974.

Watt, William Montgomery. Muhammad at Makkah. Oxford: Clarendon Press, 1960.

Widengren, George. Muhammad, the Apostle of God, and His Ascension. Uppsala: Willan, Philip "Al-Qaida Plot to Blow up Bologna Church Fresco". The Guardian http://arts.guardian.co.uk/news/story/0,11711,742914,00.html. 2002-06-24).

Wisdom of Muhammad. Lahore: Lion Press, 1960. Wolfe, Michael. Taking Back Islam, Rodale Press, 2003

Zimmerman, Seth. The Inferno of Dante Alighieri. Universe. 2003

REFERENCES

1. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/william_makepeace_thacker.h tml
2. Denison, John Hopkins. *'Emotion is the Basis of Civilisation'*.New York; London: Charles Scribner's Sons, 1928.p 269
3. Edward Gibbon (1737 - 1794) was an English historian and Member of Parliament. His most important work, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, was published in six volumes between 1776 and 1788
4. Rogerson, Barnaby. *The Prophet Muhammad: A Biography.* London: Little Brown Book Group. 2011
5. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the true story.* London: Starsighter ltd. 2006
6. Glubb, Sir John. *The life and Times of Muhammad.* England: Madison Books, 1998
7. Karen Armstrong. *Muhammad: Prophet for Uur Time.* London: Harper Perennial, 2007
8. Watt, W Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University press, 1961.
9. Rogerson, Barnaby. *The Prophet Muhammad: A Biography.* London: Little Brown Book Group, 2011
10. Glubb, Sir John. *The Life and Times of Muhammad.* England: Madison Books, 1998
11. Irving, Washinton. *The Life of Muhammad* Bernh. Tauchnitz Jun, 1850
12. Rodinson, Maxime. *Muhammad, New York*: Alfred a Knopf, 1980
13. Hart, Michael H: *The 100: A ranking of the Most Influential Persons in History*. New York. Carol Publishing Group, 1989, P33
14. Ibid, p39
15. Ibid
16. Ibid, p40
17. Lin, Chai - Lien. *The Arabian Prophet: A Life of Mohammed from Chinese and Arabic Sources*. Published in 1921, p4

18. Ibid
19. Brown, K and Palmer, M. *The Essential Teachings of Islam*. London, Arrow Books Limited, 1987
20. Renan, Ernest wrote in 1851, as in Robert Spencer, *The Truth About Muhammad*. US, Regnery Publishing, 1962, p20
21. Bainimarama, Commodore Josaia Voreqe, Prime Minister, Fiji. *Prophet Muhammad's Message for Prophet. Prophet Muhammad birthday*. Fiji Sun, January 28, 2013. http://www.fijisun.com.fj/?p=139324,
22. Mason, Isaac. *The Mohammedans Of China*, 1922, p3
23. Wu, Hong (the Emperor of China, 1368 - 1398). *http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hundred-word_Eulogy*
24. Thomas Carlyle. *On Heros, Hero-Worship and the Heroic in History*. USA: Press, 184, p43-44
25. Ibid, p 45
26. Glubb, Sir John. *The Life and Times of Muhammad*. England: Madison Books, 1998
27. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the True Story*. London: Starsighter ltd. 2006
28. Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 2011, p5
29. Leonard, Major Arthur Glyn. *æIslam: Her and Spiritual Value*. London: Luzac & Co. 1909, p37. Online book: file:///C:/Users/M%20A%20Lais/Desktop/Major%20AG%20Leonard.htm
30. Ibid, p27
31. Sell, Edward. *The Life of Muhammad*. Forgotten Books, 1913, p94
32. Chopra, Deepak, *Muhammad: A Story of The Last Prophet*. New York, HarperOne, 2010.
33. Rogerson, Barnaby. *The Prophet Muhammad: A Biography*. England. Little Brown, 2003
34. Draper, John William, *A History of the Intellectual Development of Europe*, London 1875, Vol.1, pp.329-330
35. Ibid, p 52-53
36. Andrae, Tor. *Mohammed: The Man and His Faith*. New York: Harper and Row, 1936

37. Ibid
38. Armstrong, Karen. *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*. London: Victor Gollancz,1991, p52
39. Wollaston, Arthur Naylor, *The Sword of Islam*. New York. E T Dutton & Company, 1905, p 1
40. Ibid
41. Ibid
42. Stubbe, Henry (Dr). *An Account of the Rise and Progress of Mahometanism*. London: Luzuc & Co. 911. P211
43. Das, Rana Bhagwan, as in KHJ Ahmad, Pakistan: Ferozesons, 1983
44. Ibid 33
45. Ibid, p50
46. Sharma, Diwan Chand, *The Prophets of the East*, Calcutta 1935, p.122.
47. Gibbon, Edward and Ockley, Simon. *The Saracens: Their History and the Rise and Fall of Their Empire*. Published by Alex, Murray & sons, 1869, p 54
48. Austin, John, *Muhammad. The Prophet of Allah in T.P.'s and Cassel's Weekly* for 24th September 1927
49. Ibid
50. Ibid
51. Christiaan Snouck Hurgronje, as quoted in *Encyclopaedic Survey of Islamic Culture* (1997) by Mohamed Taher, p. 260
52. Watt, W Montgomery. *Mohammad At Makkah*, Oxford, 1953
53. Ibid, p237
54. Ibid
55. Lane-Poole, Stanely. *The Story of the Moor Spain*. Republished by Cossimo Classics in 2010.P 2-3
56. Ibid, *The Table Talk of Muhammad*, Online book, page 49
57. Ibid, p 37
58. Ibid, Lane Poole, quoted in Introduction to Higgins' *Apology for Mohammad* pp ixxi) (this has already been quoted and analysed in pg 16
59. Parrinder, Geoffrey - *Mysticism in the World's Religions*, New York: Oxford University Press, 1976.p 121

60. Ibid. p 93
61. Smith. R. Bosworth. *Lecture on Muhammad and Muhammadism* at Royal Institution of Great Britain. 1874. Online book, page 17
62. Gilman, Arthur. *The Story of the Saracens, from the earliest times to the fall of Bagdad*, London, T. Fisher Unwin, p 75
63. Ibid, p184
64. Ibid, *Mehomet and His Successors* New York : G. P. Putnam's Sons, 1881. p192- 93, 199
65. Michener, James A "Islam: The Misunderstood Religion," *Reader's Digest* (American), May 1955, pp. 68-70
66. Roy, MN. An essay on Islamic Culture: *The Historical Role of Islam*, Published in 1939, pp. 4-5
67. Sarton, George. *The Civilization of the Renaissance* (Chicago, 1929); *Six Wings: Men of Science in the Renaissance* (Bloomington, 1957); and *The Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renaissance*, 1450-1600 (Philadelphia, 1955)
68. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 488
69. Montet, Edward, as in Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P307
70. Johnson, G Lindsay. *The Two Worlds*, Manchester 1940, 9th August.
71. Dr. Emanuel Deutsch. *The Quarterly Review*, London: 954, p315
72. Le Bon, Gustove. *The Religion and Life* p67
73. Le Bon, Gustove. "*Civilization of the Arabs*" p. 115
74. Davenport, John. *An Apology for Mohammed and The Koran.* London: Dreyden Press, 1882, p1
75. Bell, Richard. Introduction to the Qur'an Edited by M Watt. (Edinburgh, 1970), 67 as in Malise Ruthven (2012)
76. Besant, Annie , *The Life and Teachings of Muhammad* (1932), p. 4
77. Ibid
78. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT

79. Ibid
80. Arnold, Edwin. *Pearls of the Faith* (Preface). Boston. Roberts Brothers, 1883
81. *Irving,* Washington, *œMahomet and His Successors".* New York: G.P Putnams and sons, 1868, p 332.
82. Durant, Will. Translated from Persian. *Islam Faith* Newspaper, p 76
83. Durant, Will: Excerpts from Will Durant's *The Age of Faith* Pages 162-186 Pub. 1950.
84. Shaw, George Bernard (Sir), in 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936. (The Society of Authors, on behalf of the Bernard Shaw Estate)
85. Alfred Martin (1911), *Great Religious Teachers of the East.* New York. The MacMillan Company, P246-248
86. Smith, Bosworth, *Mohammed and Mohammedinism* page 81
87. Smith, Bosworth, *Mohammed and Mohammedinism* page 75
88. *Lings, Martin. Muhammad: His life based on the earliest sources.* Cambridge: Islamic Texts Society, 1991, p30
89. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam.* USA. Franklin Watts, 2001
90. Ibid
91. Ibid, p36
92. Leitner, GW (Dr), *Muhammadanism as in the Quarterly Message,* March, 2002, p7
93. Reverend Stephens, as in as in the Last Law Giver by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p116
94. Carlyle, Thomas, *On Herons, Hero-Worship and the Heroic in History.* USA: Press, 184, p74
95. Carlyle, Thomas, *On Herons, Hero-Worship and the Heroic in History.* USA: Press, 184, p74
96. Alphonse de LaMartaine in *'Historie de la Turquie,'* Paris, 1854. Vol. 11, pp.
276-77. [Translated from *Histoire De La Turquie*, Paris, 1854, vol. II, pp. 276-277]
97. Ibid

98. Alphonse de LaMartaine in 'Historie de la Turquie,' Paris, 1854. Vol. 11, pp. 276-77. [Translated from *Histoire De La Turquie*, Paris, 1854, vol. II, pp. 276-277

99. Bodley, R.V.C. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, New York 1946. Page 339

100. Ibid, p9

101. Sale, George, *The Koran, Al Koran of Mohammad.* New York: Frederick Warne and co. 1909, p33

102. Wells, H.G, The Outline of History, Published in 1920, p 269

103. Vaswani, Sadhu T. L. as in the *Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935,p72-73

104. Leonard, Arthur Glyn in *'Islam, Her Moral and Spiritual Values'*, London. Luzac and Co. 1909

105. Gibbon, Edward. *History of the Decline of and Fall of the Roman Empire*: Vol. 5-

50. Chapter L: Description Of Arabia And Its Inhabitants.-Part VI. H. H. Milman, 1845, Online Books: http://www.gutenberg.org/files/25717/25717- h/files/735/735-h/gib5-50.htm#note-1

106. *Islam, its Moral and Spiritual* Values, p. 9; 1909, London

107. Rai, Lala Lajpat as in the *Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935,,p74

108. Davenport, John, *An Apology for Mohammad and The Qur'an.* London: J. Davy & Sons, 1882, p92

109. Andrae, Tor. *Mohammed: The man and his faith. New York*: Harper and Row, 1936

110. Sale, George as in Tor Andrae, *Mohammed: the Man and Faith*, 1936

111. Sale, George, *The Koran, Al Koran of Mohammad.* New York: Frederick Warne and co. 1909, p42

112. Bodley, R.V.C. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, New York 1946. Page 339

113. Savary, Claude- Etienne, as in Tor Andrae, *Mohammed: the Man and Faith*, 1936

114. Sale, George, *The Koran, Al Koran of Mohammad.* New York: Frederick Warne and co. 1909, p32
115. Singh, Sarder Diwan, as in KHJ Ahmad, Pakistan: Ferozesons, 1983
116. Rao, K. S. Ramakrishna in *'Mohammed: The Prophet of Islam,'* 1989
117. Ibid
118. Ibid
119. Hughes, Thomas Patrick. *Notes on Muhammadanism.* Forgotten Books, 2012. P4-5
120. Blair, Tony. Interview with *Observer Magazine*, (Guardian News &Media Ltd) published in Daily Mail by Ian Drury, June 13, 2011
121. Rodwell, John Medows (1808-1900)
122. Pershad, Maharaja Peshkar Sir Kishen as in *The Last Law Giver* by Vanderman, p69
123. Reverend Stephens, as in as in *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p116
124. Sharma, Sunder Lal, *Glory of Muhammad.* 1941
125. Royden, Dr. Mawde *The Problem of Palestine*, Hutchinson & Co., 1939
126. Archer, John Clark, *Our Debt to The Muslim Arab, The Muslim World*, Volume 29, Issue 3, pages 248-264, July 1939
127. Sadhu T. L. Vaswani
128. Zwemer, Samuel Marinus. *A Canadian Orientalist's speech in Princeton University*, 1929
129. Russell, Bertrand *in Reflection on Re-awakening East,* Published in Pakistan Quarterly, Vol 4, No.3, 1954, p4-7
130. Nanak, Guru. By S. Piaras Singh as in The Last Law Giver by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935. p72
131. Editor, Sat Updaish, Lahore, 7 July 1915; see *Barguzida Rasul Ghairon Main Maqbul* , 12, 13.
132. Gavin, James, Speeches of a U.S. Army General. ttp://www.paklink.biz/articles/islam5.html
133. Forlong, J.G.R (Major General) "*Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 482

4. Gandhi, M.K., Preface to *The Sayings of Muhammad* by Abd Allah al-Ma'mun Suhrawardi, 1992
5. Dr. Gokalchand as in *The Last Law* Giver, by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p113
36. Alphonse de LaMartaine in *'Historie de la Turquie,'* Paris, 1854. Vol. 11, pp. 276-77. [Translated from *Histoire De La Turquie*, Paris, 1854, vol. II, pp. 276-277]
137. Martin, Alfred. *The Great Religious Teachers of the East*, The Macmillan Company, 1911, *p227*
138. Dev, Ram, *The Prakash*, see *Burguzida Rasul Ghairon Main Maqbul*, 24.
139. Hardayal, Lala, as *the Glory of Islam* By Mian Abid Ahmad: Lahore, Pakistan: Time Publishers, 1993, p38
140. Nicholson, Reynold. *A Literary History of the Arabs*, Published in 1907.
141. Muir, William, *Life of Mahomet, 1887*, p 613
142. Ibid
143. Johnson, Samuel (Dr), *Glory of Islam* By Mian Abid Ahmad: Lahore, Pakistan: Time Publishers, 1993, p56
144. Ratnam, Vankata, *An Essay on Islam*, with Illustrations, by M. Venkata Ratnam. Madras. 1922 pp. 208
145. Ibid
146. Armstrong, HC, *Lord of Arabia, A Biography of Abdul Aziz bin Saud*, GB, 1939
147. Glubb, Sir John. *The Life and Times of Muhammad*. England: Madison Books, 1998
148. Bonaparte, Napoleon, as in KHJ Ahmad. Freedon Act, 1976: Pakistan, Feroze and sons, 1983
149. Masserman, Jules in "Who Were Histories Great Leaders?" *TIME Magazine*. Monday, July 15, 1974
150. Hitti, P.K. *Makers of ArabHistory*. New York, St. Martins Press, 1968.
151. Stobart, J.W.H. *Islam and Its Founder*. Published in 1878, p228
152. Ibid
153. Peterson, Daniel C (Dr). *Muhammad: Prophet of God*. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, USA, 2007

154. Johnstone, Pierce De Lacy, *Muhammad and His Power*. UK. T & T Edinburgh, 1901, p225
155. Masserman, Jules in "Who Were Histories Great Leaders?" *TIME Magazine*. Monday, July 15, 1974
156. Lewis, Bernard. *The Crisis of Islam*. Holy war and Unholy Terror, London. Weildenfeld & Nicolson.
157. Watt, W Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. London, Oxford University Press, 1961
158. Ibid
159. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam*. USA, Franklin Watts, 2001, p 60.
160. Ibid
161. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam*. USA, Franklin Watts, 200, p 114
162. Rivorie, George, Visages de L' Islam.
163. http://islamgreatreligion.wordpress.com/2012/09/25/prophet-muhammad-pbuh-listed-as-greatest-law-giver-of-the-world-in-us-supreme- court/
164. Boulainvilliers, Henri de as in Tor Andrae, *Mohammed: the Man and Faith*, 1936
165. Singh, N.K. (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p 46
166. John Alden Williams, *Islam*, Forgotten Books, 1962, p69
167. Sell, Edward. *The Life of Muhammad*. Forgotten Books, 1913, p94
168. Bodley, R.V.C. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, New York 1946
169. Ibid 170 Ibid 171 Ibid
172. Glubb, Sir John. *The Life and Times of Muhammad*. USA, Madison Books, 1988
173. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam*. USA, Franklin Watts, 2001
174. Peterson, Daniel C (Dr). *Muhammad: Prophet of God*. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, USA, 2007
175. Dr. Rowell, Geoffrey, Right Beverend. European Diocese, Bishop of Gibraltar in Europe, Interview: London, May, 2011

176. Haaren, John Henry was an American Educator and Historian. He wrote in his *Famous Men of the Middle Ages* (1904) p.51

177. Haaren, John Henry was an American Educator and Historian. He wrote in his *Famous Men of the Middle Ages* (1904) p.51

178. Johnstone, Pierce De Lacy Henry. *Muhammad and His Power*. Forgotten Books, 1901, *P57*

179. Smith, RB. *Mohammed And Mohammadanism*; Lectures Delivered at the Royal Institution of Great Delivered at the Royal Institution, 1874

180. Irving, Washington. *The Life of Muhammad*. Bernh. Tauchnitz Jun, 1850. *P 197- 8*

181. Scott, Samuel Parsons, a lawyer and writer from Hillsboro Ohio, History of the Moorish Empire in Europe (Vol I), Attributing All the Success of Europe to the Prophet Muhammad.

182. Bodley, R.V.C. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, New York 1946

183. Carlyle, Thomas, *On Herons, Heroes-Worship and the Heroic in History*. USA: Press, 184, p74

184. Park, Mung, as " in the *Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p124

185. Tolstoy, Leo, http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf.This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT

186. Denison, J. H. *Emotions as the Basis of Civilisation*. Harvard University, 1928, p266-9

187. H.A.R. Gibb. *Muhammedanism*. USA, Oxford University Press, 1953

188. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the True Story*. London, Starsighter Ltd, 2006.

189. Sell, Edward. *The Life of Muhammad*. Forgotten Books, 1913, p229-230

190. Vaswani, Professor T.L.. *The Spirit and Struggle s Islam*. Published by Ganesh
& sons, Madras, 1921, p13

191. Watt, W Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman.* London, Oxford University Press, 1961

192. Geothe, JWV.Noten und *Abhandlungen zum Weststlichen Dvan*, WA I, 7, 32

193. Ibid

194. Hart, Michael H: *The 100: A ranking of the Most Influential Persons in History*. New York. Carol Publishing Group, 1989

195. Cook, Michael. *Muhammad*. London, Oxford University Press, 1983

196. Andrae, Tor. *Mohammed The Man And His Faith.* New York, Harper and Row, 1960

197. Walid. A Saleh. The *Cambridge Companion to Muhammad. Edited by Jonathan*

E. Brockopp. UK, Cambridge University Press, 2010.

198. Zwemer, Samuel Marinus. *Islam, A Challenge to Faith; Studies on Mohammadan Religion And.* Forgotten Books, 2012, p52

199. David Kerr, *Prophet Muhammad in Christian Theological Perspectives: Islam in a World of Diverse Faiths*. Edited by Dan Cohn-Sherbok, London, MacMillan, 1991

200. Ibid

201. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam.* USA, Franklin Watts, 2001, p37

202. Kaltner, John. *Islam: œWhat Non-Muslims should Know".* USA, Fortress Press, 2003

203. Irving, Washington. *The Life of Muhammad.* Bernh. Tauchnitz Jun, 1850. *P 199*

204. Karl Marx, http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option=com_content&task=view&id=16316&Itemid=143

205. Weber, as in Peterson, Daniel C (Dr). *Muhammad: Prophet of God.* Wm. B. Eerdmans Publishing Company, USA, 2007

206. Freedman as in Peterson, Daniel C (Dr). *Muhammad: Prophet of God.* Wm. B. Eerdmans Publishing Company, USA, 2007

207. Martin, Alfred. *The Great Religious Teachers of the East.* The Macmillan Company, 1911*p 265*

208. Gandhi, MK, *Young India* (periodical), 1928, Volume X

209. Alfred Martin, *Great Religious Teachers of the East*. New York. The MacMillan Company, 1911, p 232-233
210. Ibid *p238-239*
211. Ibid 264-265
212. *Irving*, Washington, *æMahomet and His Successors*". New York: G.P Putnams and sons, 1868, p 332. Online book
213. Johnstone, Pierce De Lacy Henry. *Muhammad and His Power*. Forgotten Books, 1901, *P149-150*
214. Shaw G.B., THE GENUINE ISLAM, Singapore Vol. 1, No. 8, 1936(The Society of Authors, on behalf of the Bernard Shaw Estate)
215. Leronge, Raymond. *Life de Mehomet*. Publisher Fasquelle, 1939
216. Hogarth, David George *(1862-1927)? Oxford* Arabia, Oxford, 1922, p. 52
217. Schimmel, Annemarie. *And Muhammad is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety*. USA, University of North Carolina, 1985.
218. Ibid
219. Ibid
220. Ibid
221. Adair, John. *The Leadership of Muhammad*. USA & UK, Kohan Page, 2010, p88
222. Ibid, p89
223. Satillan, De David. *The Legacy of Islam*.
224. *Irving*, Washington, "*Mahomet and His Successors*". New York: G.P Putnams and sons, 1868, p 332. Online book
225. Leitner, GW (Dr), *Muhammadanism as in the Quarterly Message*, March, 2002, p5
226. Sir William Muir - *Life of Mohammad*., Cornwell University, 1878
227. Chazali, !hya 'ulum a! Din 2:300-44, tr. Leo Zolondek (Leiden: Brill, 1963), cited by Schimmel, 31 as in Malise Ruthven, Islam: A Very Short Introduction, (2012)
228. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p 4

229. Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p148
230. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p 4
231. Smith. R. Bosworth. *Lecture on Muhammad and Muhammadism* at Royal Institution of Great Britain. 1874. Online book, page 94-95
232. Ibid, p235
233. Muir, Willam (Sir) as in Forlong, J.G.R (Major General) "*Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 473
234. *And Muhammad Is His Messenger* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1985), 34 as in Malise Ruthven (2012)
235. *Irving*, Washington, *æMahomet and His Successors*". New York: G.P Putnams and sons, 1868, p 332. Online book
236. Bodley, RVC, *The Messenger*. New York. Double Day INC. 1946, p8
237. Bodley, RVC, *The Messenger*. New York. Double Day INC. 1946, p338
238. Smith. R. Bosworth. *Lecture on Muhammad and Muhammadism at Royal Institution of Great* Britain. 1874. Online book, page 94-95
239. Gibbon, Edward and Ockley, Simon. *The Saracens: Their History and the Rise and Fall of their Empire*. Published by Alex, Murray & sons, 1869, p 44
240. Irving, Washington. Life of *Muhammad*. Online Book,1850; http://books.google.co.uk/books/about/The_life_of_Mahomet.html?id=Brg9AAA AYAAJ&redir_esc=y
241. Schimmel, Annemarie. *And Muhammad is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety*. USA, University of North Carolina, 1985
242. John Alden Williams, Islam, *Forgotten Books*, 1962, p73
243. Nehru, Jawaharlal. *Glimpses of World History*. Delhi: Oxford University Press, 1989, Centennial Edition
244. Hyndman, M.H. *The Awakening of Asia* 1919 p9
245. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 482

246. Andrews, C.F, in the 'The *Third Companion of the* Prophet, as in KHJ Ahmad. Pakistan: Ferozesons, 1983

247. Carlyle, Thomas, as in Tor Andrae, *Mohammed: the Man and Faith*, 1936

248. Kennedy, Pringle. *At the Time Mohammad'*. Calcutta, India, 1966

249. Ibid

250. Sale, George, *The Koran, Al Koran of Mohammad*. New York: Frederick Warne and co. 1909, pvii

251. Sir William Muir - *Life of Mohammad*., Cornwell University, 1878, p326

252 Rao, Professor Ramakrishna, "*Islam and Modern Age*"

253. Dr. E.B. Hocking, *The Universal Faith*

254. Cranston, Ruth. *World Faith*. Ayer Publication and Co. 1949

255. Gibbon, Edward. *History of the Decline of and Fall of the Roman Empire*: Vol. 5-50. Chapter L: Description Of Arabia And Its Inhabitants.-Part I. H. H. Milman, 1845, Online Books: http://www.gutenberg.org/files/ 25717/25717- h/files/735/735-h/gib5-50.htm#note-1

256. Davenport, John. *An Apology for Muhammad and the Qur'an*, Published in 1982.

257. Marston, Elsa. *Muhammad of Makkah: Prophet of Islam*. USA, Franklin Watts, 200, p90

258. Irving, Washington. *The Life of Muhammad*. Bernh. Tauchnitz Jun, 1850. *P 197*

259. Gibbon, Edward and Ockley, Simon. *The Saracens: Their History and the Rise and Fall of their Empire*. Published by Alex, Murray & sons, 1869, p17

260. Ibid p17

261. Peterson, Daniel C (Dr). *Muhammad: Prophet of God*. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, USA, 2007

262. Watt, W Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. London, Oxford University Press, 1961

263. Davenport, John. *An Apology for Muhammad and the Qur'an*, 1882.

264. Davenport, John. *An Apology For Mohammed and the Qur'an*, 1882, p52

265. Gibbon, Edward as in Davenport, *An Apology for Mohammad and the Qur'an*, 1882, p1-12

266. Lord Headley, Rowland George Allanson - Winn. *A Western Awakening to Islam*. Forgotten Books.*2013, p32*

267. Muir, William, Sir; *The Life of Mahomet*, Volume IV, Smith, Elder, & Co., London, 1861

268. Magsie Hamilton Little, *The thing about Islam: Exposing the Myths, Facts and Controversies*. London. Max Press. 2012.

269. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 482

270. Martin, Alfred. *The Great religious Teachers of the East*, The Macmillan Company, 1911, p306

271. Krishna, Pandit Gopal, as in KHJ Ahmad, Pakistan: Ferozesons, 1983

272. Muller, Max (Professor) as in Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 491

273. Muir, William. *The life of Muhammad*. 1887

274. Gyanandra Dev Sharma Shastri; *Dunya ka Hadi Ghairon Ki Nazar Main*, 7th July, pp. 57, 61

275. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p 5

276. Ibid p 6

277. Dods, Marcus, Dr., *Muhammad, Buddah, and Christ*

278. Dods, Marcus, Dr., *Muhammad, Buddah, and Christ*, p 17

279. Harayal, Lala, as in , *'Muhammad: In non-Muslims Eyes'*, 1983.

280. Harayal, Lala as in KJ Ahmad, 1983, 82

281. Carlyle, Thomas, *Muhammad: The Hero as Prophet*, England in 1841, p 29-30

282. Ibid p37

283. Ibid p 39

284. Ibid p 123

285. Phesrisai, Sangthong (Dhamacaro) Buddhist Monk, Buddhist Temple, South London, October, 2011 Interview.
286. Hoare, Rupert, Reverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012
287. Bodley, R.V.C. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, New York 1946.
288. Timms, Stephen, Right Honourable, British MP; Interview: London, March, 2012.
289. Spokesman, Sikh Temple, East London, Interview, November, 2011.
290. Mehta, Piyuskumar, Pundit, Jalaram Hindu Mandir, Greenford, London. Interview: December 2011
291. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012.
292. Tailor, Bhavin, RE teacher, William Ellis School, North West London. Interview: March, 2012
293. Niknam, Mehri, MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview: February 2012
294. O'Brien, Thomas (Rev), Our Lady of the Assumption Church, Tower hamlets, London Feb, 2012.
295. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012
296. Corbyn, Jeremy, Right Honourable British MP. Interview: London March 2012
297. Ibid
298. Stygal, Mike. Chairman, Camden Interfaith Foundation, London. Interview: January 2012
299. Ibid
300. Haaren, John Henry was an American Educator and Historian. He wrote in his *Famous Men of the Middle Ages* (1904) p.51
301. Watt, William Montgomery, *Mohammad At Makkah*, Oxford, 1953
302. *Encyclopaedia Britannica*, Volume 12
303. Margoliuth, D.S. *Mohammed and Rise of Islam*, London: Putnam and Sons, 1905.
304. Mills, Charles Stuart. *History of Mohammadanism*, 1818.

305. Scott, Samuel Parsons. *History of the Moorish Empire in Europe*, J B Lippincot Company, 1904. p. 124-127.

306. Taylor, W. C. *The History of Mohammedanism and its Sects*, John W. Parker, London, 1834.

307. Weil, Dr. Gustav. *History of the Islamic Peoples*, University of Calcutta, 1914.

308. Williams, Stephen, Rev. Senior Anglican Chaplain, University Chaplaincy, University of London. Interview: May, 2012.

309. Meacher, Michael, Right Honourable, a British MP. Interview: March, 2012.

310. Ibid

311. Cranston, Ruth (1949) *'World Faith'*. Pp 138-139. Harper and Row Publishers

, Re printed in 1968

312. Warren, Ruth, *Muhammad-The Prophet of Islam*,: Published by F. W 1965

313. Warren, Ruth, *Muhammad-The Prophet of Islam*,: Published by F. W 1965

314. Geoffrey, Dr. Rowell, , Right Reverend. European Diocese, Bishop of Gibraltar in Europe, Interview: London, May, 2011

315. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011

316. Gill, Shiv Charan Singh, Spokeman, Sikh Temple, Southall,. Interview: London, December 2011

317. Blunkett, David, Right Honourable, MP (Former Home Secretary). UK. Interview: Jan, 2012

318. Green, Allen (Father). Tower Hamlets Interfaith Forum, London. Interview: January 2012

319. Shashoua, Stephen. Director, Three Faiths Foundation, Camden, London. Interview: January 2012

320. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p15*

321. A Teacher from a Church of England School, North London (requested anonymity), London. Interview: March, 2012

322. Ibid

323. Quinn, Tom, Father, Shadwell Catholic Church, East London, Interview:January 2012

324. Irving, Washington. *The Life of Muhammad.* Bernh. Tauchnitz Jun, 1850. *P 199*

325. Eade, John, Professor, Roe Hampton University, UK. Interview: February, 2012

326. Magsie Hamilton Little, *The thing about Islam: Exposing the myths, facts and controversies.* London. Max press. 2012.

327. Lamont, Norman, Rt. Hon. Lord, British politician and former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer, Interview: January,2012

328. Richmond, Danny, Faith Act Manager, Tony Blair Faith Foundation. Interview: February 2012

329. Bodley, R.V.C. *The Messenger.* Double Day and Company Inc, New York 1946.

330. Johnstone, Pierce De Lacy Henry. *Muhammad and His Power.* Forgotten Books, 1901, P148

331. Adair, John. *The Leadership of Muhammad.* USA & UK, Kohan Page, 2010 p88

332. Dobson, Frank, Rt. Hon. MP, London. Interview: September 2010

333. Vaglieri, LV, *'An Interpretation. of Islam'* p 78

334. Martin, Alfred. *The Great religious Teachers of the East,* The Macmillan Company, 1911, *p263*

335. Blunkett, David, Right Honourable, MP (Former Home Secretary), UK. Interview: Jan, 2012

336. Green, Allen (Father). Tower Hamlets Interfaith Forum, London. Interview: January 2012

337. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012

338. A Teacher from a Church of England School, North London (requested anonymity), March, 2012

339. Mehri Niknam MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, February 2012

340. Dobson, Frank, Rt. Hon. MP, London. Interview: September 2010
341. Dobson, Frank, Rt. Hon. MP, London. Interview: September 2010
342. Niknam, Mehri, MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview: February 2012
343. O'Brein, Reverend Thomas. Bishop of Our Lady of the Assumption Church, East London. Interview February, 2012.
344. Muller, Max, as Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 480
345. Vaglieri, LV, *'An Interpretation of Islam'* p 72
346. Gill, Shiv Charan Singh, Spokeman, Sikh Temple, Southall,. Interview: London, December 2011
347. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam*. USA, Franklin Watts, 2001,
348. Piyuskumar, Mehta, Pundit Jalaram Hindu Mandir, Greenford, Interview: London: December 2011
349. Esposito L John, *What Everyone Needs to Know about Islam*, London, University Press, Oxford Esposito 2002, p 14-15
350. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the true story*. London: Starsighter ltd. 2006
351. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the True Story*. London: Starsighter ltd. 2006
352. Farah, Caesar E. *Islam: Beliefs and Observances. P69*
353. Spokesman from a Sikh Temple in East London, November, 2011 Interview.
354. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012
355. Blunkett, David. Rt. Hon. British MP and Former Home Secretary. Interview: London, January 2012
356. Ibid
357. O'Brein, Reverend Thomas. Bishop of Our Lady of the Assumption Church, East London. Interview February, 2012.
358. Green Allen,(Father). Chairman, Tower hamlets Interfaith Forum, London. Interview February, 2012.

359. Ibid
360. Armstrong, Karen. *Muhammad.* London, Victo Gollancz Ltd. 1991
361. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012.
362. Ibid
363. Shashoua, Stephen. Director, Three Faiths Foundation, Camden, London. Interview: January 2012
364. Vaglieri, LV, '*An Interpretation. of Islam*' p 71
365. Besant, Annie. *The Life And Teachings Of Muhammad*, Madras, 1932, p. 4
366. A Teacher from a Church of England School, North London (requested anonymity), March, 2012
367. Corbyn, Jeremy (Right Honourable), British MP, UK. Interview: March, 2012.
368. Stygal, Mike. Chairman, Camden Interfaith Foundation, London. Interview: January 2012
369. Ibid
370. Harris, Harriet, Reverend (Dr), the Chaplain and honorary Fellow at the School of Divinity, Edinburgh University, Interview: May 2012
371. Nagasawa, Mako. Director and Adviser, Harvard-Radcliffe Christian Fellowship (HRCF), University of Harvard, USA. Interview, April, 2012
372. Coles, Stephen, Reverend. St. Thomas Church, North London. Interview, February 2012.
373. McCoy, Alban, Father, Cambridge University Catholic Chaplaincy. Interview May 2012.
374. Schimmel, Annemarie. *And Muhammad is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety.* USA, University of North Carolina, 1985
375. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the true story.* London: Starsighter ltd. 2006
376. Leitner, GW, *Muhammadanism as in the Quarterly Message*, March, 2002, p8
377. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace.* India: Global Vision Publishing House, 2002, p77

378. Vaglieri, LV, '*An Interpretation of Islam*' p 35
379. Armstrong, Karen: *Muhammed, A Western attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991
380. Cranston, Ruth. '*World Faith*'.. Harper and Row Publishers , Re printed in 1968
381. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering The Truth.* London, Starsighter Limited, 2006.
382. Ibid
383. Mian Abid Ahmad (1993) *The Glory of Prophet Muhammad (SAW).*
384. Hoare, Rupert, Beverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012
385. Richmond, Danny. Danny Richmond, Faith Act Manager, Tony Blair Faith Foundation Interview: February 2012
386. Glubb, Sir John. *The Life and Times of Muhammad.* England: Madison Books, 1998
387. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace.* India: Global Vision Publishing House, 2002, p 58
388. Christian Priest, Church based in East London, Interview: February, 2012.
389. Williams, Stephen, Reverend. Senior Anglican Chaplain, University Chaplaincy, University of London, Interview: May 2012
390. Gill, Shiv Charan Singh, Spokesman, Sikh Temple, Southall, Interview: London December 2011
391. Tailor, Bhavin, RE teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012
392. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012
393. Vaglieri, LV, '*An Interpretation of Islam*' p 79
394. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions.* London: Bernard Quaritch, 1897, p 481
395. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions.* London: Bernard Quaritch, 1897, p 481
396. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012

97. A Teacher from a Church of England School, North London, Interview March, 2012
98. Stygal, Mike, Chairman, Camden Interfaith Foundation, London, Interview January 2012
99. Lane-Poole as in the *Glory of Prophet Muhammad (SAW)* by Mian Abid Ahmad.
400. Gandhi, M.K. *Young India* (periodical), 1928, Volume X
401. Thomas, Bertram, *The Arabs: The Life Story of a People Who Have Left This Deep*
Impress on the World, 1937
402. Cranston, Ruth (1949) *'World Faith'*. Harper and Row Publishers, Reprinted in 1968
403. Dobson, Frank, Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, October 2011
404. O'Brien, Rev Thomas, Our Lady of the Assumption Church, Tower Hamlets, London, Interview Feb, 2012
405. Priest, Catholic Church, North West London, Interview November 2011.
406. Mehri Niknam MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012
407. Wells, H.G, *The Outline of History*, Published in 1920, p 270
408. Levy, Reuben (Professor of Persian at the University of Cambridge), "*The Social Structure of Islam*". Cambridge University Press, 1969
409. Armstrong, Karen. *Muhammad*. London, Victo Gollancz Ltd. 1991
410. *Ibid*
411. Gibb, H.A.R.: *"Whither Islam"* London, 1932, p.
412. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 482
413. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012.
414. A Teacher from a Church of England School, North London Interview, March, 2012
415. Johnson, Dr. Samnal as in the *Glory of Prophet Muhammad (SAW)* by Mian Abid Ahmad

416. Crabites, Pierre, cited in Allama Sir Abdullah Al-Mamun Al-Suhrawardy, *The Wisdom of Muhammad* (New York: Citadel Press, 2001), p. 20

417. Naidu, S. IDEALS OF ISLAM, vide Speeches & Writings, Madras, 1918, p. 169

418. Potter, Jennifer, Reverend. Minister, Wesley's Chapel, London. Interview: February, 2012

419. Ibid

420. *Bodley, RVC. The Messenger*. Double Day and Company Inc, 1946. Page 227

421. Roy, M.N. *Historical Role of Islam: An Essay on Islamic Culture*. Published: 1939

422. Ruthven, Malise, *Islam. A very short Introduction*, USA. Oxford University Press 2012

423. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick), British Politician and Former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 20012

424. Ibid

425. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012

426. Ivid

427. Lord Headley, Rowland George Allanson - Winn. *A Western Awakening to Islam*. Forgotten Books. *2013, p40*

428. Singh, N.K. (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p VI

429. Armstrong, Karen. *Muhammad*. London, Victo Gollancz Ltd. 1991

430. Hamilton, Sir Archibald Watkin, 5 and 3rd Baronet, *Islamic Review*, 1924

431. Ibid

432. Smith, W.C. as in Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p140

433. Leitner, GW (Dr), *Muhammadanism in the Quarterly Message*. March, 2002, p8

434. Montet, ,Edward *'La Propaganda Chretienne et ses Adversaries Musulmans,'* Paris 1890. (Also in T.W. Arnold in *'The Preaching of Islam,'* London 1913.)

435. Wu, Hong (the Emperor of China, 1368 - 1398 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hundred-word_Eulogy

436. Roy, MN, An essay on Islamic Culture: *The Historical Role of Islam*, Published in 1939, p 1-2

437. Ibid

438. Ibid p 14

439. Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 201, p1

440. Ibid, p12

441. Ibid, p5

442. *http://www.teachislam.com/index.php? option=com_content&task= view&id=907& Itemid=45*

443. *General Gordon (1884)*; *The Brisbane Courier*, Tuesday, April, 29, Page 3. Source: Trove Digited Newspapers and More.

444. Shaw, George Bernard (Sir), in *'The Genuine Islam,'* Vol. 1, No. 8, 1936.(The Society of Authors, on behalf of the Bernard Shaw Estate)

445. Gibbon, Edward. *History of the Decline of and Fall of the Roman Empire*: Vol. 5-

50. Chapter L: Description of Arabia And Its Inhabitants.-Part III. H. H. Milman, 1845, Online Books: http://www.gutenberg.org/files/ 25717/25717- h/files/735/735-h/gib 5-50.htm#note-1

446. Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P12

447. Bodley, R.V.C. *"The Messenger: The Life of Mohammed". Doubleday & Company, 1946*

448. Balbir Singh, Navan Hindustan, 1947, http://www.theuniversal messenger.co.uk/orators.html

449. Martin, Alfred, *Great Religious Teachers of the East.* New York. The MacMillan Company P262

450. Andrae, Tor, Dr. *Mohammed: The Man and His Faith,* Translated by Theophil Menzel, New York 1936

451. Bevan, Anthony Ashley in Bury *Mahomet and Islam .The Cambridge Medieval History*, etc. vol. 2. 1911
452. Lewis, Bernard. *The Crisis of Islam*. Holy War and Unholy Terror. London. Weildenfeld & Nicolson
453. Ibid
454. Nicolson, Angus Ph. D., *A Guide to Islam*, Stirling, 1951, p. 16.
455. Watt, W. Montgomery.*"Islam and Christianity Today"*, London, 1983
456. Leonard, Major Arthur Glyn. *Islam: Her and Spiritual Value.* London: Luzac & Co. 1909, p32. Online book: file:///C:/Users/M%20A%20Lais/Desktop/Major%20AG%20Leonard.htm
457. Hamilton, Frederick Marquis of Dufferin and Ava, *Speeches Delivered in India*, London, 1890, p. 24
458. Stoddard, Lothrop, Dr. *The New World of Islam, (Forgotten Books)*, 1921. P1
459. Ibid
460. Eid Speech, Vatican City, 3rd August,2012; http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20120803_ramadan2012_en.html
461. Muir, Willam, Life of Mahomet, 1887
462. Baboona, MS, as " in the *Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Secundabad, 1935, p119
463. Hearushaw, F. J. C, *The Book Reference: The Science of History*.
464. Greenlees, Duncan. *The Gospel of Islam*. Adyar 1948, page 27, *M.A. [Oxon]*).
465. Bertherand, A, Dr. '*Contribution des Arabs au Progress des Science Medicales*', Paris 1883,p. 6
466. Watson,Charles R. *What is this Moslem World?* London 193, p. 38
467. Ibid
468. Smith. R. Bosworth. *Lecture on Muhammad and Muhammadism* at Royal Institution of Great Britain. 1874. Online book, page 185
469. Ibid p 63
470. Ibid 69

471. Smith,Wilfred Cantwell. *Islam In the Modern World*, London 1946, Pages 22-23.

472. Toynbee, A. J., *Civilisation on Trial*, New York 1948, pp.208-208

473. Bonaparte et *l'Islam*, France, Page 105-125 - Cherfils.

474. Leonard, Major Arthur Glyn. *Islam: Her and Spiritual Value.* London: Luzac & Co. 1909,. Online book: file:///C:/Users/M%20A%20Lais/Desktop/Major%20AG%20Leonard.htm

475. Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P29

476. Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company Ltd. 1913. Online Book. P30

477. Schimmel, Annemarie. *And Muhammad is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety.* USA, University of North Carolina, 1985.

478. Leonard, Major Arthur Glyn. *Islam: Her and Spiritual Value.* London: Luzac & Co. 1909, Online book: file:///C:/Users/M%20A%20Lais/Desktop/Major%20AG%20Leonard.htm

479. Ruthven, Malise, *Islam: A Very Short Introduction.* USA. Oxford University Press. 2012

480. Ibid

481. Leitner, GW (Dr), *Muhammadanism* as in the *Quarterly Message*, March, 2002, p5

482.Ibid p6

483. Ibid p 7

484. H.A.R. Gibb. *Muhammedanism.* USA, Oxford University Press, 1953

485. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011

486. Dobson, Frank, Rt. Hon. MP, London. Interview: September 2010

487. Singh, N.K. (Dr), *Islam: A Religion of Peace.* India: Global Vision Publishing House, 2002

488. Becker, C.H. *The Project Gutenberg EBook of Christianity and Islam*, 1907

489. Roy, MN, *An essay on Islamic Culture: The Historical Role of Islam*, Published in 1939, p 57

490. Kaltner, John. *Islam: œWhat Non-Muslims Should Know"*. USA, Fortress Press, 2003

491. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p17*

492. Leitner, GW (Dr), *Muhammadanism* as in the *Quarterly Message*, March, 2002, p8

493. The Bishop of London, *The Times, 17th April,* 1893 as in Forlong, J.G.R (Major General) "Short Studies in the Science of Comparative Religions. London: Bernard Quaritch, 1897, p 473

494. Hick, John, *Jesus and Muhammad: Islam in a World of Diverse Faiths*. Edited by Dan Cohn-sherbok, London, MacMillan, 1991.

495. Wells, H.G, *The Outline of History*, 1920, p 271

496. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, 64

497. Muller, Max (Professor) as in Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 473

498. Cook, Michael. *Muhammad*. Oxford. 1983

499. Nehru, Jawaharlal. *Glimpses of World History*. Delhi: Oxford University Press, 1989, Centennial Edition

500. Spronle James A, as " in *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p120

501. Taylor, Isaac Canon, Speech, as in Spread of Islam, Page 369

502. Vaglieri, LV, 'An Interpretation. of Islam' p55

503. Forlong, J.G.R (Major General) *Short Studies in the Science of Comparative Religions*. London: Bernard Quaritch, 1897, p 468

504. Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 2011. p5

505. Bums, J Patout as in Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 2011

506. Arnold, Edward, as " in *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p118

507. Vaswani, Sadhu T. L. in *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p73-74

508. Germanus, Julius (Dr), lecture delivered in Lahore, December, 1930 in *«Last Law Giver"* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p108

509. Clinton, Hilery. Larry B. Stammer, Times Religion Writer, "First Lady Breaks Ground With Muslims," *Los Angeles Times,* Home Edition, Metro Section, Part B, May 31, 1996, p.3.

510. Leitner, GW (Dr), *Muhammadanism* as in the *Quarterly Message*, March, 2002, p8

511. Roy, MN, An essay on Islamic Culture: *The Historical Role of Islam*, Published in 1939, p 34

512. Marchant, Kerena, *Great Religious leaders: Muhammad and Islam.* UK. Whit Thomson Publishing, 2002. p18

513. Ibid p5

514. Marchant, Kerena, *Great Religious Leaders: Muhammad and Islam.* UK. White Thomson Publishing, 2002. p14

515. Powell, E. Alexander, *The Struggle for Power in Muslim Asia.* New York 1923, p.48.

516. Little, Magsie Hamilton *The thing about Islam: Exposing the Myths, Facts and Controversies.* London. Max press. 2012. p96

517. Ibid

518. Taylor, Isaac Canon, Speech, *in Spread of Islam*, Page 369

519. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p22*

520. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p18*

521. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p18*

522. Armstrong, H.G, as the Glory of Islam By Mian Abid Ahmad: Lahore, Pakistan: Time Publishers, 1993, p59

523. Reverend Stephens, in *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p117

524. Martin, Alfred. *The Great religious Teachers of the East*, The Macmillan Company, 1911,.*p230-231*

525. Martin, Alfred. *The Great Religious Teachers of the East*, The Macmillan Company, 1911,p*262*

526. Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P304

527. Montet, Edward, as in Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P307

528. Montet, Edward, as in Arnold, T.W. *The Preaching of Islam:* A History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913.

529. Vaswani, Sadhu T. L. as in the Last Law Giver by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p73

530. Lawton, Lancelot, *The Sphere*, London, May 12, 1928

531. Cranston, Ruth *'World Faith'*. Harper and Row Publishers , Re printed in 1968 532 Cranston, Ruth 'World *Faith'*. Harper and Row Publishers , Re printed in 1968 533 Gandhi, MK as in *The Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, p 68

534. Michener, James A *"Islam: The Misunderstood Religion,"* By. Reader's Digest (American), May 1955, pp. 68-70

535. Stoddard, Lothrop, Dr. *The New World of Islam*, Forgotten Books. 1921. P5-6

536. Davenport, John, *An Apology for Mohammad and The Qur'an.* London: J. Davy

& Sons, 1882, p77

537. Wells.H.G. *Outline of History..* Garden City Publishing Co. 1926. 24 pts. in 1 v. cm.

538. Germanus, Julius, Dr. *Muslims and Learning* as in http://info.ukimdawahcentre.com/download/some%20Prominent%20Westerners% 20Views%20About%20Islam.pdf

539. Nehru, Jawaharlal. *Glimpses of World History*. Delhi: Oxford University Press, 1989, Centennial Edition, pp. 145-149.

540. Bonaparte, Napoleon, *Bonaparte et l'Islam*, France, Page 105-125 - Cherfils. 541 Bonaparte, Napoleon, *Bonaparte et l'Islam*, France, Page 105-125 - Cherfils. 542 Leonard, A G. *Islam: Her Moral and Spiritual Value*, London 1927

543. Lewis, Bernard *The Crisis of Islam*. Holy war and Unholy Terror. London. Weildenfeld & Nicolson.

544. Hitti, PK. *The History of the Arabs*. London, MacMillan, 1962

545. Vaglieri, LV, *'An Interpretation of Islam'* p 35

546. Leonard, A G. *Islam: Her Moral and Spiritual Value*, London 1927

547. Draper, John William, *A History of the Intellectual Development of Europe*, London 1875, Vol.1, pp.329-330

548. Michener, James A *"Islam: The Misunderstood Religion," Reader's Digest* (American), May 1955, pp. 68-70

549. Cook, Michael. *Muhammad*. London, Oxford University Press, 1983

550. Wollaston, Arthur Naylor. *The Sword of Islam*. The Forgotten Books, 2012, p254

551. Savory, R.M. *Introduction to Islamic Civilization*. London, Cambridge University Press, 1976

552. Vaglieri, LV, *'An Interpretation*. of Islam' p18

553. Dawson, Christopher, *Religion and the Rise of Western Culture*, Shed and Ward, 1950

554. Kaltner, John. *Islam: "What Non-Muslims Should Know"*. USA, Fortress Press, 2003

555. Gandhi, Indira (Prime Minister of India). *Selected Thoughts of Indira Gandhi*. By K Dhawan. New Delhi, Mittal Publications, 1985; online book, page 198

556. Smith. R. Bosworth. *Lecture on Muhammad and Muhammadism* at Royal Institution of Great Britain. 1874. Online book, page 13

557. Hart, Michael H: *The 100: A ranking of the Most Influential Persons in History*. New York. Carol Publishing Group, 1989

558. Cranston, Ruth. *World Faith*. Ayer Publication and Co. 1949

559. Germanus, Julius (Dr), lecture delivered in Lahore, December, 1930 as in *œLast Law Giver"* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p107

560. Taylor, Canon, Paper read before the Church Congress at Walverhamton, Oct. 7, 1887, *Quoted by* Arnold *in The Preaching of Islam, pp. 71-72.*

561. Leeder, S.H, *Veiled Mysteries of Egypt,* London, 1912,pp.332 - 335

562. Marston, Elsa. *Muhammed of Makkah: Prophet of Islam.* USA, Franklin Watts, 2001,

563. Naidu, Sarojini, Lecture on "The ideals of Islam" Vide *Speeches and Writings of Sarojini Naidu,* Madras, 1918, p.169

564. Ibid

565. Toynbee, A.J. *Civilization on Trial,* New York, 1948, p.205.

566. Ibid

567. Mellema, R. L. Dr. published in *Pakistan Quarterly,* Vol. V. no. 4, 1955.

568. Browne, Laurence E. *The Prospects of Islam,* London, 1944, p.12 569 Leeder, S.H, *Veiled Mysteries of Egypt*, London, 1912,pp.332 - 335 570 Ibid

571. Gibb, H.A.R. *Whither Islam*, London, 1932,Oxford University Press p. 379

572. Michener, James A *"Islam: The Misunderstood Religion,"* *Reader's Digest* (American), May 1955, pp. 68-70

573. Besant, Annie , *The Life and Teachings of Muhammad* (1932), p. 4

574. Robinson, Victor, as in Dr. Danial Zainal Abidin, *Islam the Misunderstood Religion,* Malaysia.

575. Pal, Amit. *'Islam Means Peace'*. USA, Praeger Publishers Inc, 2011, p 30

576. Vaswani, Professor T. L.. *The Spirit and Struggle s Islam.* Published by Ganesh

& sons, Madras, 1921, (Preface)

577. Gibbon, Edward, *History of the Saracen Empires,* London, 1870. p54

578. Bonaparte, Napolean as Quoted in Christian Cherfils, *'Bonaparte et Islam,'* Pedone Ed., Paris, France, 1914,pp105,125. Original References: *"Correspondence de Napoléon Ier* Tome V piece n° 4287 du 17/07/1799,.."

9. Hunter, Shireen, as in *The Spirit of Islam,* by Syed Ameer Ali, Published in New York, 1891

30. Leonard, Major Arthur Glyn. *Islam: Her and Spiritual Value.* London: Luzac & Co. 1909, Online book: file:///C:/Users/M%20A%20Lais/Desktop/Major%20AG%20Leonard.htm

81. Vaglieri, LV, *An Interpretation.* Of Islam' 1957

82. Sarton, George. *The Civilization of the Renaissance* (Chicago, 1929); *Six Wings: Men of Science in the Renaissance* (Bloomington, 1957); and *The Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renaissance, 1450-1600* (Philadelphia, 1955)

583. Lord Headley, Rowland George Allanson - Winn. *A Western Awakening to Islam.* Forgotten Books.*2013, p32*

584. Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace.* India: Global Vision Publishing House, 2002, p187

585. Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace.* India: Global Vision Publishing House, 2002, p187

586. Vaglieri, LV, *An Interpretation.* of Islam' p20

587. Johann Wolfgang Von Goethe

588. Stanton, Dr. H.U.W. *The Teachings of The Qur'an: With an Account of Its Growth and a Subject Index. Published in 1919, p62*

589. Bachchan, Amitabh. *Amitabh Bachchan Reads the Qur'an.* The News Tribe, December 8th, 2011 by Jitender Singh http://www.thenewstribe.com/2011/12/08/amitabh-bachchan-reads-the- Qur'an/#comments

590. Ibid

591. Ibid

592. Vaglieri, LV, *'An Interpretation of Islam'* pp 21-22

593. Chopra, Deepak, *Muhammad: A Story of The Last Prophet.* New York, HarperOne, 2010.

594. Ibid

595. Blair, Tony. Interview with *Observer Magazine,* (Guardian News &Media Ltd) published in Daily Mail by Ian Drury, June 13, 2011

596. Blair, Tony. Interview with *Observer Magazine,* (Guardian News &Media Ltd) published in Daily Mail by Ian Drury, June 13, 2011

597. Blair, Tony. Interview with *Observer Magazine*, (Guardian News &Media Ltd) published in Daily Mail by Ian Drury, June 13, 2011

598. Armstrong, Karen. Muhammad: *A Western Attempt to Understand Islam*. London: Victor Gollancz ltd. 1991

599. Ranganathan, Thillai K. Pundit, the Chairman, Britannia Hindu Temple, Highgate, London: Interview-November,2011.

600. Cranston, Ruth. *'World Faith'*. Page 138. Harper and Row Publishers , Re printed in 1968

601. Sikh Temple, East London, Interview: November, 2011

602. Little, Magsie Hamilton, *The thing about Islam :Exposing the Myths, Facts and Controversies*. London. Max Press. 2012.

603. Smith, Bosworth, *Mohammed and Mohammedinism*

604. Briffault, Robert, *Making of the Humanity*, Islamic Book Foundation, 1919, p 191-192

605. Briffault, Robert, *Making of the Humanity*, Islamic Book Foundation, 1919

606. Margoliouth, G. in his Introduction to J. M. Rodwells - *'The Koran"*, *New York* - 'Everyman's Library, 1977, p VI

607. Gibbs, Philip said in *the Glory of Muhammad*. https:// www.facebook.com/MuhammadSawwInOthersViews?filter=1

608. Gregory, Richard Arman Sir. Religion In Science And Civilization. Macmillan & Co Ltd, 1940.

609. Michener, James in 'Islam: *The Misunderstood Religion*,' *Reader's Digest*, May 1955, pp. 68-70.

610. Savory, R.M. Law and Traditional Society as in RM Savory. *Introduction to Islamic Civilisation*: Cambridge University Press, 2003, p54

611. Clinton, Bill, Former United States President. Bill Clinton Hosts Eid-al-Fitr at the White House (2000), Encyclopaedia Of Muslim American History, New York, Facts On File Publishing, © 2010, p. 253. Reprinted by permission of the Publisher.

612. *Encyclopaedia Britannica*, " In the *Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p122

613. The Chambers of Cyclopaedia, Vol, 6 as in the Last Law Giver by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, page 118
614. *Dorman, Harry Gaylord. Toward Understanding Islam; Contemporary Apologetic of Islam and missionary Policy*. New York, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, 1948
615. Sale, George, *The Koran, Al Koran of Mohammad.* New York: The Koran: The Preliminary Discourse. London & New York: 1891, 47
616. Carlyle, Thomas, *Muhammad: The Hero as Prophet.* Published in England in 1841, p 97
617. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace.* India: Global Vision Publishing House, 2002, p 12
618. Ibid p 12-13
619. Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 2011, p 30
620. Dobson, Frank, Rt. Hon. MP, London. Interview: September 2010
621. Arberry, Arthur J. *The Koran Interpreted*, London: Oxford University Press, 1964, p. x.
622. Arberry, Arthur J. *The Koran Interpreted*, London: Oxford University Press, 1964,
623. Draper, John William, *A History of the Intellectual Development of Europe*, London 1875, Vol.1, pp.340
624. Ibid pp.343-344
625. Ibid, pp.347
626. Gibbon, Edward and Ockley, Simon. *The Saracens: Their History and the Rise and Fall of Their Empire*. Published by Alex, Murray & sons, 1869, p55
627. Gibb, H. A. R., *Arabic Literature-An Introduction* (Oxford at Clarendon Press: 1963), 36
628. Wollaston, Arthur Naylor. *The Sword of Islam*. The Forgotten Books, 2012, p254
629. Goethe, quoted in T. P. Hughes' *Dictionary of Islam*, 526
631. Steingass, F, Dr. quoted in T.P. Hughes-*Dictionary of Islam*', pp256-257 632 Steingass, F, Dr. quoted in T.P. Hughes-*Dictionary of*

Islam', pp256-257 633 Source: http://answeringprophetofdoom.net/ Feedback_Non_Muslim_Scientists.php

634. www.al-sunnah.com/call_to_islam/articles/what_they_say_about_islaam.html
635. Blair, Tony. Tony Blair's Speech to the Foreign Policy Centre, guardian.co.uk, Tuesday 21 March 2006 15.56 GMT; http://www.guardian.co.uk/politics/2006/mar/21/iraq.iraq1
636. Ibid
637. Blair, Tony. *Daily Mail*, By Ian Drury, 13th June, 2011, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2002883/Tony-Blair-reads-Koran- day-stay-faith-literate.html
638. Ibid
639. Naish, John, M. A. (Oxon), D. D., *The Wisdom of the Qur'an* (Oxford: 1937), viii.
640. *The Popular Encyclopaedia*, (Davison) VII p 3ZG4, as " in *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p121
641. Margoliouth, George, *The Koran*, translated by J. M. Rodwell, New York - 'Everyman's Library, 1977, p VI
642. Smith. R. Bosworth. *Lecture on Muhammad and Muhammadism* at Royal Institution of Great Britain. 1874. Online book, page 124
643. Watt, W Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. London, Oxford University Press, 1961
644. Bucaille, Dr. Maurice - author of "*The Bible, the Qur'an and Science*" 1978, p. 125
645. Bucaille, Dr.Maurice, THE QUR'AN AND MODERN SCIENCE. 1981, p. 18.
646. Bucaille, Dr. Maurice . *The Bible, The Qur'an, and Science*, Pub. Seghers, Paris
647. Bucaille, Dr. Maurice . *The Bible, The Qur'an, and Science*, Pub. Seghers, Paris
648. Martin, Alfred. *The Great religious Teachers of the East*. The Macmillan Company, 1911, *p253*
649. Picktall, M. *Cultural Islam*. Kitab Bhaban. P67
650. Wilson, J.Christy in *"Introducing Islam"* New York 1950

651. Charles Francis Potter: *The Faiths Men Live* By, Kingswood, Surrey 1955, p.81
652. Montet, Edward, as in Arnold, T.W. *The Preaching of Islam: A* History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P307
653. Montet, Edward, as in Arnold, T.W. *The Preaching of Islam: A* History of the Propagation of the Muslim Faith. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P307
654. Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel - *The Fates of Human Societies*, 1997, p. 253
655. Professor Dorja Rao. http://answeringprophetofdoom.net/Feedback_Non_Muslim_Scientists.php
656. Ali Selman Benoist, France, Doctor of Medicine
657. Stanley, Dean, as " In *the Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, p121
658. Armstrong, Karen. *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*. London: Victor Gollancz Ltd. 1991
659. Vaglieri, Laura Veccia. *An Introduction of Islam*.p43-44
660. Casanova, Paul:Source http://www.miraclesoftheQur'an.com/perfection_02.html: Paul Casanova, *L'Enseignement de I'Arabe au College de France* (The Arab Teaching at the College of France) Lecon d'overture, April 26, 1909.
661. Irving, Washington. *The Life of Muhammad*. Bernh. Tauchnitz Jun, 1850. *P 197*
662. Carlyle, Sir Thomas; *Sartor Resartus and On Heroes and Hero Worship*, page
287. Everyman's Library, New York 1965
663. Bodley,RVC. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, 1946. Page 2.
664. Bose, Basanta Coomer, *Mohammadenism*, Calcutta 1931
665. Irving, Washington in *'Life of Muhammad,'* New York, 1920:
666. Bodley, RVC. *The Messenger*. Double Day and Company Inc, 1946. Page 236.
667. Ibid Page 237-8

668. Little, Magsie Hamilton, *The thing about Islam: Exposing the myths, Facts and Controversies*. London. Max Press. 2012.

669. Ibid

670. Ibid

671. Otto Eduard Leopold, Prince of Bismarck, Duke of Lauenburg *Source:* *http://www.nur.org/treatise/articles/muslim_christian_alliance.htm*

672. Gibb, H. A. R., *Islam-A Historical Survey* (Oxford University Press: 1980), 28.

673. *Noten und Abhandlungen zum Weststlichen* Dvan, WA I, 7, 32

674. Cranston, Ruth. *World Faith.* Ayer Publication and Co. 1949

675. Marmura, E Michael, *God and His Creation: Two medieval Islamic Views*, as in RM Savory. *Introduction to Islamic Civilisation.*

676. Jenz, Jaims: http://www.radioislam.org.za/a/index.php?option=com_content&task=view&id

=16316&Itemid=143

677. Kozan, Yoshido :http://www.imamilyas.com/archives/truthofislam.html

678. Kroner, Alfred: http://www.imamilyas.com/archives/truthofislam.html

679. Chopra, Deepak, *Muhammad: A Story of The Last Prophet.* New York, HarperOne, 2010.

680. Broomhall, Marshall. *Islam In China: A Neglected Problem.* Published in 1910, p305

681. Meacher, Michael, Right Honourable, a British MP. Interview: March, 2012

682. Timms, Stephen, Right Honourable, British MP; Interview: London, March, 2012

683. Din, Jon Dal, the Director of Westminster Interfaith, London. Interview: October, 2011

684. Kaltner, John. *Islam: œWhat Non-Muslims should Know".* USA. Fortress Press, 2003

685. Lord Headley, Rowland George Allanson - Winn. *A Western Awakening to Islam.* Forgotten Books. *2013, p19*

686. Ben, Tony Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, December 2011

687. Spokesman, Sikh Temple, East London, Interview November, 2011

688. Tailor, Bhavin, RE Teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012
689. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the True story*. London: Starsighter ltd. 2006
690. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012
691. Stygal, Mike, Chairman, Camden Interfaith Foundation, London, Interview January 2012
692. A Priest from a Church, East London. Interview: March 2012
693. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London, Interview March 2012
694. Fulbrook, Julian (Dr), Councilor of London Borough of Camden, February, 2012
695. Ibid
696. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick), British Politician and Former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 20012
697. Gandhi, MK as in *The Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, p 68 698 Gandhi, MK as in *The Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, p 68 699 Gibbon, Edward. *History of The Saracen Empire*, London, 1870
700. Browne, Laurence E. *in the Prospects of Islam, 1944* 701 Browne, Laurence E. *in Christianity and Islam'. 1944* 702 Uri Avnery, September 23, 2006
703. The Editor, Sat Updesh, Lahore as in the *Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935, page 112
704. Potter, Jennifer, Minister, Wesley's Chapel, London, Interview February, 2012
705. Dev, Ram, *The Prakash* , see *Burguzida Rasul Ghairon Main Maqbul* , 24.
706. Aumie, a Senior Member of the Jewish Community, North West London, Interview February, 2012
707. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p 8

708. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the true story*. London: Starsighter ltd. 2006

709. Rev Thomas O'Brien, Our Lady of the Assumption Church, Tower hamlets, Interview London Feb, 2012.

710. Lapidus , Iraasin Pal, Amit. *'Islam Means Peace'*. USA, Praeger Publishers Inc, 2011

711. Hoare, Rupert, Reverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012

712. MN Roy, An essay on Islamic Culture: *The Historical Role of Islam*, Published in 1939. PP 10

713. Quinn, Father Tom, Shadwell Catholic Church, East London, Interview: January 2012

714. Hoare, Rupert, Reverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012

715. De Lacy O'Leary Islam at the Crossroads, London, 1923, page 8,

716. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p 15

717. Stubbe, Henry (Dr). An Account of the Rise and Progress of Mahometanism. London: Luzuc & Co. 1911, p 181

718. Stygal, Mike, Chairman, Camden Interfaith Foundation, Interview London, January 2012

719. Arnold, T.W. *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. London: Constable and Company ltd. 1913. Online Book. P12-13

720. Esposito L John, *What Everyone Needs to Know about Islam*. London, University Press, Oxford Esposito 2002, p 119

721. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, 74

722. Blunkett, David, Right Honourable, MP (Former Home Secretary), UK. Interview: Jan, 2012

723. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, Interview February, 2012

724. Sale, George, *The Koran, Al Koran of Mohammad*. New York: Frederick Warne and co. 1909, p38

725. H.A.R. Gibb. *Muhammedanism*. USA, Oxford University Press, 1953
726. Esposito L John, *What Everyone Needs to Know about Islam*, London, University Press, Oxford Esposito 2002,
727. Vaglieri, LV, '*An Interpretation*. of Islam' p10
728. Phesrisai, Sangthong (Dhamacaro) Buddhist Monk, Buddhist Temple, South London, Interview October, 2011
729. Dobson, Frank, Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, Interview October 2011
730. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT
731. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012
732. A Sikh Journalist, *Nawan Hindustan* , Delhi, 17 November 1947.
733. Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 2011
734. Potter, Jennifer, Reverend, Minister, Wesley's Chapel, London, Interview February, 2012
735. Mehri Niknam MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, February 2012
736. Archer, John Clark, Our Debt to The Muslim Arab, The Muslim World, Volume 29, Issue 3, pages 248-264, July 1939
737. Aumie, a Senior Member of the Jewish Community, North West London, Interview February, 2012
738. Draper, John William, *A History of the Intellectual Development of Europe*, London 1875, Vol.1, p332
739. Green, Allen (Father). Tower Hamlets Interfaith Forum, London. Interview: January 2012
740. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the former leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012
741. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012
743. Harris, Harriet, Reverend the Chaplain and Honorary Fellow at the School of Divinity, Edinburgh University, UK, Interview May 2012

744. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012
745. Shastri, Pandit Gyanandra Dev Sharma, at a Meeting in Gorakhpur (India), 1928
746. Dobson, Frank, Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, October 2011
747. Dobson, Frank, Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, October 2011
748. Roy, MN, An essay on Islamic Culture: *The Historical Role of Islam*, Published in 1939, p 28-27
749. Sharma, Lalit Kumar, Pundit. Hindu Temple, East London, Interview September, 2011
750. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT
751. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT
752. O'Brien, Rev Thomas, Our Lady of the Assumption Church, Tower hamlets, London Interview Feb, 2012.
753. Niknam, Mehri MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012
754. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012
755. Bhavin Tailor, RE teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012
756. Blunkett, David, Right Honourable, MP (Former Home Secretary), UK. Interview: Jan, 2012
757. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Feader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012
758. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012
759. A Teacher from a Church of England School, North London. Interview March, 2012

760. Shaw, George Bernard, in KJH Ahmad, 1983(The Society of Authors, on behalf of the Bernard Shaw Estate)

761. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p9*

762. *Ibid p910*

763. Ben, Tony Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, December 2011

764. Glubb, Sir John. *The Life and Times of Muhammad.* USA, Madison Books, 1988

765. Ibid

766. Ibid

767. Ibid

768. Hoare, Rupert, Reverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012

769. Armstrong, Karen. *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*. London: Victor Gollancz ltd. 1991

770. Meacher, Michael, Right Honourable, a British MP. Interview: March, 2012

771. Stubbe, Henry (Dr). *An Account of the Rise and Progress of Mahometanism*. London: Luzuc & Co. 1911.

772. Stubbe, Henry (Dr). *An Account of the Rise and Progress of Mahometanism*. London: Luzuc & Co. 1911.

774. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London, Interview March 2012

775. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London, Interview March 2012

776. Buaben, J.M.. *Image of the Prophet Muhammad in the West: A Study of Muir, Margoliouth and Watt,* 1996

777. Watt, "What is Islam" pg 1 & 2 as in (Buaben, 1996: *Image of the Prophet Muhammad in the West:* A Study of Muir, Margoliouth and Watt

778. Daniel, N. *I Islam and the West – The Making of an Image*, 1980, reprint, as in Buaben

779. Spokesman, Sikh Temple, East London, Interview November, 2011

780. Dr. Rowell, Geoffrey, Right Reverend. European Diocese, Bishop of Gibraltar in Europe, Interview: London, May, 2011

781. Dr. Rowell, Geoffrey, Right Reverend. European Diocese, Bishop of Gibraltar in Europe, Interview: London, May, 2011

782. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT

783. Green, Allen (Father). Tower Hamlets Interfaith Forum, London. Interview: January 2012

784. Smith, Jane as in *the Qur'an and the Sayings of Prophet Muhammad.* Skylight Paths Publishing, 2007

785. Stubbe, Henry. *An Account of the Rise and Progress of Mahometanism.* London: Luzuc & Co. 911. P238

786. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012

787. Hoare, Rupert, Reverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012

788. Kremer, Alfred von. Editor: *History of Prophet Muhammad's Campaign* by Aboo/Abu Abdullah Muhammad Omar Al- Waqidy. 1886

789. Muir, Sir William. *The Life of Muhammad from Original Sources.* Published by Smith, 1878.

790. Lyall, C. J (Sir). "Obituary Notices: Sir William Muir," *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 37 (1905)

791. Mehri Niknam MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, February 2012

792. Armstrong,Karen: Muhammed, *A Western Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

793. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, Interview February, 2012

794. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, Interview February, 2012

795. McCoy, Alban, Father, Cambridge University Catholic Chaplaincy. Interview May 2012

796. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick), British politician and former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 20012

797. Pal, Amit. '*Islam Means Peace*'. USA, Praeger Publishers Inc, 2011, p 49

798. Griffin, Sir Lepel Henry in Discussion of the Paper '*Pan-Islamism*' by Sir Ignatius Valentine Chirol, Published by Central Asian Society, London, Nov,1906, p17

799. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012

800. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012

801. Williams, Stephen, Rev. Senior Anglican Chaplain, University Chaplaincy, University of London. Interview: May, 2012

802. Bhavin Tailor, RE Teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012

803. Meacher, Michael, Right Honourable, a British MP. Interview: March, 2012

804. A Teacher from a Church of England School, North London, Interview March, 2012

805. Mehri Niknam MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012

806. Spokesman, Sikh Temple, East London, Interview November, 2011

807. Sharma, Lalit Kumar, Pundit. Hindu Temple, East London, Interview September, 2011

808. Carr, E.H. *What is History*, Page 26

809. Martin, Alfred. The Great Religious Teachers of the East, The Macmillan Company, 1911, *P327*

810. Armstrong, Karen: *Muhammed, A Wetsren Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

811. Armstrong, Karen: *Muhammed, A Wetsren Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

812. Armstrong, Karen: *Muhammed, A Wetsren Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

813. Armstrong, Karen: *Muhammed, A Wetsren Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

814. Ben, Tony, Right Honourable MP, London, Interview December, 2011 815 Ben, Tony, Right Honourable MP, London, Interview December, 2011 816 Ben, Tony, Right Honourable MP, London, Interview December, 2011

817. Shiv Charan Singh Gill, Spokeman, Sikh Temple, Southall, London, Interview December 2011

818. Tailor, Bhavin, RE teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012

819. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012

820. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012

821. A Teacher from a Church of England School, North London, Interview March, 2012

822. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London, Interview March 2012

823. Nagasawa, Mako. Area Director, an Advisor to the Harvard-Radcliffe Christian Fellowship (HRCF), and a Staff Member with InterVarsity Christian Fellowship, University of Harvard. Interview: May 2012

824. Nagasawa, Mako. Area Director, an Advisor to the Harvard-Radcliffe Christian Fellowship (HRCF), and a Staff Member with InterVarsity Christian Fellowship, University of Harvard. Interview: May 2012

825. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, Interview February, 2012

826. Armstrong, Karen: Muhammed, *A Western Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz Ltd, 1991

827. Armstrong, Karen: Muhammed, *A Western Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

828. McCoy, Alban, Father, Cambridge University Catholic Chaplaincy. Interview May 2012.

829. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick). British Politician and Former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 20012

830. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012
831. Fulbrook, Julian (Dr), Councilor of London Borough of Camden, Interview February, 2012
832. Coles, Stephen, Reverend, St. Thomas Church, Interview February, 2012
833. Pal, Amit. *'Islam Means Peace'*. USA, Praeger Inc, 2011
834. Ibid
835. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p14*
836. Clinton, Hilary, Secretary of State ,USA, in an Article: Hillary Clinton: Koran Burning, by Huff Post, *Online Newspaper*, 9th of August, 2010.
837. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012
838. Revd John Pritchard, Assistant Priest, All Saints Church, West London, Interview February 2012
839. Little, Magsie Hamilton, *The thig about Islam: Exposing the Myths, Facts and Controversies*. London. Max Press. 2012
840. Taylor, Isaac Canon, Speech, in *Spread of Islam*, Page 369
841. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012
842. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012
843. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, Interview February, 2012
844. Fulbrook, Julian (Dr), Councilor of London Borough of Camden, Interview February, 2012
845. Lakhan, Jay, Hindu Priest, Hindu Academy, London, Interview December, 2011
846. Niknam, Mehri MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012
847. Shashoua, Stephen. Director, Three Faiths Foundation, Camden, London, Interview January 2012
848. O'Brien Thomas. Reverend, Our Lady of the Assumption Church, Tower hamlets, London Interview Feb, 2012.

849. Quinn,Tom. Father Shadwell Catholic Church, East London, Interview January 2012

850. Stygal,Mike. Chairman, Camden Interfaith Foundation, London, Interview January 2012

851. Potter, Jennifer, Reverend. Minister, Wesley's Chapel, London. Interview: February, 2012

852. Smith, Jane as in *the Qur'an and the sayings of Prophet Muhammad.* Skylight Paths Publishing, 2007

853. Buddhist Monk, West London, Interview November, 2011.

854. Bhavin Tailor, RE Teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012

855. Stygal, Mike, Chairman, Camden Interfaith Foundation, London, January 2012

856. Meacher, Michael, Right Honourable, a British MP. Interview: March, 2012

857. Hoare, Rupert, Reverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012

858. Armstrong, Karen (1991) *Muhammad: A Western Attempt to* Understand *Islam.* London. Victor Gollancz Ltd

859. John L. Esposito, (2002) *What Everyone* Aeeds *to Know about Islam,* London, University Press, Oxford.

860. Bhavin Tailor, RE Teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012.

861. 'Brien, Rev Thomas, Our Lady of the Assumption Church, Tower Hamlets, London, Interview Feb, 2012.

862. Green, Allen (Father). Tower Hamlets Interfaith Forum, London. Interview: January 2012

863. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012

864. Ban Ki-moon, UN Secretary, Dwan Media Group Online, 6th April, 2011

865. Ban Ki-moon, UN Secretary, Dwan Media Group Online, 6th April, 2011

866. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick), British Politician and Former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 2012

867. Obama, Barak, President of USA. BBC, News Asia, 23 February 2012

868. Carney, Jay. Press Secretary, USA Government, published in the *Daily Mail*, 22 February, 2012

869. Clinton, Hilary, Secretary of State ,USA, in an Article: Hillary Clinton: Koran Burning, by Huff Post, *Online Newspaper*, 9th of August, 2010

870. Mehri Niknam MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012

871. Pritchard, John. Beverend, Assistant Priest, All Saints Church, London, Interview February, 2012

872. Ryan, Canon Paschal, Episcopal Vicar, Archbishop's House, London. Interview: February,2012

873. A Teacher from a Church of England School, North London (requested anonymity), March, 2012

874. Lombardi, Federico. Vetican. The Article: Talk of Qur'an Burning Leads to Spreading of Sacred Word' BY NISA ISLAM *Muhammad* - STAFF WRITER- I LAST UPDATED: SEP 16, 2010

875. A Teacher from a Church of England School, North London, Interview March, 2012

876. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012

877. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London, Interview March 2012

878. Timms, Stephen, Right Honourable, British MP; Interview: London, March, 2012

879. Meacher, Michael, Right Honourable, a British MP. Interview: March, 2012

880. Singh, N.K(Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, 64

881. Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p77

882. Mandela, Nelson. President, South Africa. In a lecture at the Oxford Centre for Islamic Studies. *"Renewal and Renaissance - Towards a New World Order"* 11 July 1997, Oxford

883. Mandela, Nelson. President, South Africa. In a Lecture at the Oxford Centre for Islamic Studies. *"Renewal and Renaissance - Towards a New World Order"* 11 July 1997, Oxford

884. Armstrong, Karen, *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*, London. Victor Gollancz Ltd. 1991.

885. Armstrong, Karen, *Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam*, London. Victor Gollancz Ltd. 1991.

886. Singh, Manmohan. Indian Prime Minister. The Article, *Manmohan Singhs Greets Nation on Milad-Un-Nabi.* Thaindian News, by ANI, Feb 15, 2011.

887. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012.

888. Stubbe, Henry (Dr). *An Account of the Rise and Progress of Mahometanism.* London: Luzuc & Co. 1911. P181.

889. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011.

890. Potter, Jennifer, Reverend, Minister, Wesley's Chapel, London, Interview February, 2012.

891. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London Interview March 2012.

892. Stygal, Mike, Chairman, Camden Interfaith Foundation, London, Interview January 2012

893. Niknam, Mehri MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012

894. Niknam, Mehri MBE, Executive Director, the Joseph Interfaith Foundation, Camden, London, Interview February 2012

895. Cowie, John, Reverend, the English Reformed Church, Amsterdam, Holland, Interview February 2012

896. Cowie, John, Reverend, the English Reformed Church, Amsterdam, Holland, Interview February 2012

897. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012

898. Little, Magsie Hamilton, *The Thing about Islam: Exposing the Myths, Facts and Controversies.* London. Max Press. 2012

899. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011

900. Tailor, Bhavin, RE Teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012

901. Tailor, Bhavin, RE Teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012

902. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London Interview March 2012

903. Cowie, Reverend John. The English Reformed Church, Amsterdam, Holland. Interview: February, 2012

904. Little, Magsie Hamilton, *The Thing about Islam: Exposing the myths, Facts and Controversies.* London. Max Press.

905. Leitner, GW (Dr), Muhammadanism in the *Quarterly Message*, March, 2002, pp 7-8

906. Armstrong, Karen: *Muhammed: A Western Attempt to Understand Islam*, London. Voctor Gollancz ltd, 1991

907. Tailor, Bhavin, RE teacher, William Ellis School, North West London, Interview March, 2012.

908. A Teacher from a Church of England School, North London, Interview March, 2012.

909. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p12.*

910. Putin, Vladimir, President, Russia. Islam is Inseparable Part of Russia's Society and Culture - Putinhttp://rt.com/politics/islam-inseparable-russias-society- 915/, Published on 30th August, 2012.

911. Putin, Vladimir, President, Russia. Islam is Inseparable Part of Russia's Society and Culture - Putinhttp://rt.com/politics/islam-inseparable-russias-society- 915/, Published on 30th August, 2012.

912. Harris, Harriet, Reverend (Dr). The Chaplain and Honorary Fellow at the School of Divinity, Edinburgh University, UK, Interview May 2012.

913. Williams, Stephen, Rev. Senior Anglican Chaplain, University Chaplaincy, University of London. Interview: May, 2012

914. Williams, Stephen, Rev. Senior Anglican Chaplain, University Chaplaincy, University of London. Interview: May, 2012

915. Nagasawa, Mako. Area Director, an Advisor to the Harvard-Radcliffe Christian Fellowship (HRCF), and a staff Member with InterVarsity Christian Fellowship, University of Harvard. Interview: May 2012

916. Nagasawa, Mako. Area Director, an Advisor to the Harvard-Radcliffe Christian Fellowship (HRCF), and a Staff Member with InterVarsity Christian Fellowship, University of Harvard. Interview: May 2012

917. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, Interview February, 2012

918. Coles, Stephen, Reverend, St. Thomas Church, Interview February, 2012

919. Coles, Stephen, Reverend, St. Thomas Church, Interview February, 2012

920. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012

921. Little, Magsie Hamilton, *The Thing about Islam: Exposing the Myths,*
Facts and Controversies. London. Max Press. 2012

922. McCoy, Alban, Father, Cambridge University Catholic Chaplaincy. Interview May 2012.

923. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011

924. Sharma, Lalit Kumar, Pundit. Hindu Temple, East London, Interview September, 2011

927. Dobson, Frank, Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, October 2011

928. Green, Allen. Father, Tower Hamlets Interfaith Forum, London Interview January 2012

929. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012

930. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London Interview March 2012

931. McCoy, Alban, Father, Cambridge University Catholic Chaplaincy. Interview May 2012

932. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick), British Politician and Former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 2012

933. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012

934. Phesrisai, Sangthong (Dhamacaro) Buddhist Monk, Buddhist Temple, South London, Interview October, 2011
935. Amess, David (Right Honourable), British MP, UK. Interview: January 2012
936. Blunkett, David, Right Honourable, MP (Former Home Secretary), UK. Interview: Jan, 2012
937. Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012
938. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012
939. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012
940. Richmond, Danny. Director, Tony Blair Faith Foundation. London. Interview: February, 2012
941. A Teacher from a Church of England School, North London, Interview March, 2012
942. Hoare, Rupert, Beverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012
943. Blunkett, David, Right Honourable, MP (Former Home Secretary), UK. Interview: Jan, 2012
944. Green, Allen. Father, Tower Hamlets Interfaith Forum, London Interview January 2012
945. Stephen Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012
946. A Teacher from a Church of England School, North London Interview March, 2012
947. Ibid
948. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London Interview March 2012
949. Corbyn, Jeremy, Right Honourable MP, Finsbury Park, London Interview March 2012
950. Stygal, Mike. Chairman, Camden Interfaith Foundation, London, Interview January 2012
951. Pritchard, John. Reverend, Assistant Priest, All Saints Church, West London, Interview February 2012

952. Harris, Harriet, Reverend (Dr). the Chaplain and Honorary Fellow at the School of Divinity, Edinburgh University, UK, Interview May 2012
953. Eade, John. Professor of Sociology and Anthropology Roehampton University, England, February, 2012
954. Coles, Stephen, Reverend, St. Thomas Church, Interview February, 2012
955. Coles, Stephen, Beverend, St. Thomas Church, Interview February, 2012
956. McCoy, Alban, Father, Cambridge University Catholic Chaplaincy. Interview May 2012.
957. *Kinnock, Neil (Right Honourable) Lord, the Former Leader of Labour Party, UK. Interview: January, 2012*
958. Dobson, Frank, Right Honourable MP, Labour Party, UK, Interview: London, Interview October 2011
959. Rangarathan, Thillai K, Pundit. Hindu Temple, Highgate, North London, Interview November 2011
960. Spokesman, Sikh Temple, East London, Interview November, 2011
961. Shashoua, Stephen, Director, Three Faiths Foundation, Camden, Interview: London, January 2012
962. Right Honourable Gordon Birtwistle, MP, Burnley, Lib Dem: Interview: London, Feb 2012
963. Potter, Jennifer, Beverend, Minister, Wesley's Chapel, London, Interview February, 2012
964. Hoare, Rupert, Beverend. Former Dean of Liverpool Cathedral and Chair of the Council of Faiths, Liverpool, UK. Interview: April, 2012
965. Mellema, R. L., Holland, Anthropologist, Writer and Scholar.
966. O'Brien, Rev Thomas, Our Lady of the Assumption Church, Tower Hamlets, London Interview Feb, 2012.
967. Quinn, Tom, Father, Shadwell Catholic Church, East London, Interview January 2012
968. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011
969. Din, Jon Dal, Director, Westminster Interfaith Group, London, Interview: October, 2011
970. Pritchard, John. Reverend, Assistant Priest, All Saints Church, West London, Interview February 2012

971. Pal, Amit. *'Islam Means Peace'*. USA, Praeger Publishers Inc, 201, p1
972. Gandhi, Indira (Prime Minister of India). *Selected Thoughts of Indira Gandhi*. By K Dhawan. New Delhi, Mittal Publications, 1985; online book, page 198
973. Rai, Anita. *Muhammad: Uncovering the True Story*. London: Starsighter Ltd. 2006
974. Burke, Edmund, 'The Impeachment of Warren Hastings,' in Kh. Jamil Ahmed, *' Muhammad in Non-Muslims'* Eyes,' p. 51
975. Gandhi, MK in *The Last Law Giver* by Mahmood Vanderman, p 68
976. Little, Magsie Hamilton, *The thing about Islam: Exposing the Myths, Facts and Controversies*. London. Max Press. 2012
977. Hurgronje, Christiaan Snouck, as quoted in *Encyclopaedic Survey of Islamic Culture* (1997) by Mohamed Taher, p. 260
978. Titus, M. Thurston, *Indian Islam: A Religious History of Islam in India, 1930*
979. Cameron, David, Prime Minister, UK. Prime Minister's Message for Eid. Prime Minister's Office, 10 Downing Street, Published in 17th August, 2012, https://www.gov.uk/government/news/prime-ministers-message-for-eid
980. Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p120
981. Peacock, A Reverend, *Muhammad Through the Cyes of a Christian*. The Islamic Review, September Issue, 1958, pp17-19
982. Little, Magsie Hamilton, *The thing about Islam: Exposing the Myths, Facts and Controversies*. London. Max Press. 2012
983. Smith, W.C. as in Singh, N.K (Dr), *Islam: A Religion of Peace*. India: Global Vision Publishing House, 2002, p120
984. Leonard, Major Arthur Glyn. *Islam: Her and Spiritual Value*. London: Luzac & Co. 1909, p72
985. Germanus, Julius (Dr), lecture delivered in Lahore, December, 1930 as in *"Last Law Giver"* by Mahmood Vanderman, Printed at Premier Press, Secundabad, 1935,p106
986. H.A.R. Gibb. *Muhammedanism*. USA, Oxford University Press, 1953
987. Rogerson, Barnaby. *The Prophet Muhammad: A Biography*. England. Little Brown, 2003

988. Lamont, Norman, Lord (Baron Lamont of Lerwick), British Politician and Former Conservative MP and Chancellor of the Exchequer. Interview: January, 2012

989. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT

990. Tolstoy, Leo. http://www.islamgate.org/?p=238&upm_export=pdf. This page was exported from - IslamGate. Export date: Sat Jan 26 21:15:45 2013 / +0000 GMT

991. Singh, Manmohan. Indian Prime Minister. The Article, *Manmohan Singhs greets Nation on Milad-Un-Nabi.* Thaindian News, by ANI, Feb 15, 2011

992. Singh, Manmohan. Prime Minister of India. Thaindian News, The Article, *President, PM greet nation on Milad-un-Nabi (Lead)* by Ians, 04 February, 2012

993. Ibid

994. Patil, Pratiba. 12th President of India. Thaindian News, The Article, *President, PM greet nation on Milad-un-Nabi (Lead)* by Ians, 04 February, 2012

995. Bainimarama, Commodore Josaia Voreqe, Prime Minister, Fiji. *PM's message for Prophet Muhammad's Birthday.* Fiji Sun, January 28, 2013.http:// ww.fijisun.com.fj/?p=139324,

996. Bainimarama, Commodore Josaia Voreqe, Prime Minister, Fiji. *PM's Message for Prophet Muhammad's Birthday.* Fiji Sun, January 28, 2013.http:// ww.fijisun.com.fj/?p=139324,

997. Schimmel, Annemarie. *And Muhammad is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety.* USA, University of North Carolina, 1985

998. Charles, HRH Prince. *Lecture Delivered at the Oxford Centre of Islamic Studies, Oxford, Uniskill Ltd., 1993, p22*

999. Ibid P 21

1000.Ibid p19

1001.Shaw, George Bernard (Sir), in *'The Genuine Islam,'* Vol. 1, No. 8, 1936. (The Society of Authors, on behalf of the Bernard Shaw Estate)

পরিবর্তিত বিশ্বে আধুনিক যোগাযোগের ফলে সব কিছু ছোট হয়ে আসছে, এতে সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা পোষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। আমি ড. লেইসকে তাঁর গবেষণায় মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সহনশীলতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশংসা করছি। আমি একজন খ্রিস্টান, রোমান ক্যাথলিক এবং ৩০ বছর ধরে সংসদ সদস্য, ড. লেইসের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

-Right Honourable David Amess, MP,
London

ড. মুহাম্মদ আবুল লেইসের এই বইটি মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের ও তিনি যেভাবে নিজেকে খুব সুন্দরভাবে প্রতিদিন চালিয়েছিলেন তার এক দুর্দান্ত গাইড হিসেবে কাজ করবে। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত অমুসলিম পন্ডিতদের দ্বারাও স্বীকৃত। মুসলমান হিসেবে, আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি যে, আমাদের জীবন একটি যাত্রা এবং এই জীবনটি অস্থায়ী - আমরা পরকালের দিকে সংগ্রাম করি এবং রাসূল (স) আমাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছিলেন এবং তা হলো ইসলাম। আমি আন্তরিকভাবে আশাবাদী, এই বইটি মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কিছু সাধারণ ভুল ধারণা মুছে ফেলার জন্য কাজ করবে, ইনশাআল্লাহ। আমি ড. লেইসকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমানভাবে মুসলিম ও অমুসলিমদের আলোকিত করতে সহায়তা করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা করছি।

-Abdul Qayum,
Imam East London Mosque

"সামাজিক সংহতি গড়ে তোলার বিষয়ে নবী মুহাম্মদ (স)-এর শিক্ষাগুলো সম্পর্কে বহুবিশ্বাসের উপলব্ধি সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ লেইসের সাথে তাঁর গবেষণার বিষয়ে সাক্ষাত করে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল" আমি তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দেখে খুব অভিভূত। তাঁর ধর্মের সাথে তাঁর সততা এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রশংসার যোগ্য। প্রত্যেক নবীর মতো মুহাম্মদও অত্যন্ত সৎ ও যত্নশীল ব্যক্তি ছিলেন: আমি বিশ্বাস করি যে তাঁর শিক্ষাগুলো বহু বিশ্বাসী সমাজে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে। আমি নিশ্চিত ড. মুহাম্মাদ লেইসের গবেষণা বহু লোককে নবী মুহাম্মাদের দর্শন বুঝতে সাহায্য করবে।

-Pundit Shastri Piyushbhai Mehtaj
alaram Mandir,
Southall, Middlesex, UK.

এ বইতে অমুসলিম পুরুষ ও মহিলা আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবন ও তাঁর শিক্ষাগুলোর একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। জীবনে সফল হওয়ার জন্য মুসলমানদের উচিত ধৈর্য, সহনশীলতা, যত্ন এবং ভালো প্রতিবেশি সম্পর্কের অনুশীলন করে তাঁর পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা। মসজিদের ইমামগণ আমাদের শ্রদ্ধের নবীর জীবন ও তাঁর আমলের উদাহরণ সম্পর্কিত এই বইয়ের বিষয়ে তাদের জুমুআর খুতবা প্রস্তুত করতে পারবেন।

-Dr. Ahmad Al Dubayan, Director General
Islamic Cultural Centre UK

দারুল হিকমাহ পাবলিকেশন্স লিমিটেড
دار الحكمة بليكشنس ليميتد
Darul Hikmah Publications Limited

ISBN : 978-984-8063-26-2

Fixed Price:
600.00 BDT
25.00 USD
20.00 EUR